কাশীরাম দাস

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

BENGALI EBOOK
2021

সূচিপত্র

- গণেশ বন্দনা . . . 7
- ব্যাসদেব বন্দনা . . . 8
- গ্রন্থ-সূচনা . . . 9
- সৌতির নিকটে শৌনকাদি ঋষির ভৃগুবংশ বিবরণ জিজ্ঞাসা . . . 11
- ভৃগুবংশ উপাখ্যান . . . 12
- রুরুর সর্প হিংসা . . . 14
- জরৎকারু উপাখ্যান . . . 16
- নাগগণের উৎপত্তি ও অরুণের জন্ম . . . 18
- সমুদ্র- মন্থন . . . 20
- নারদ কর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট সমুদ্র-মন্থনের সংবাদ প্রদান . . . 23
- সমুদ্র-মন্থন-স্থানে মহাদেবের আগমন . . . 25
- পুনর্ব্বার সিন্ধু-মন্থন ও মহাদেবের বিষপান . . . 27
- অমৃতের নিমিত্ত সুরাসুরের দ্বন্দ্ব ও শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপ ধারণ . . . 30
- মোহিনীরূপী হরির সহিত হরের মিলন. . . 32
- সুধাবণ্টন ও রাহু-কেতুর বিবরণ . . . 34
- নাগগণের প্রতি কদ্রুর অভিসম্পাত ও বিনতার দাসীত্ব বিবরণ . . . 36
- কদ্রু ও বিনতার অশ্ব দর্শনে গমন . . . 37
- গরুড়ের জন্ম ও সূর্য্যের রথে অরুণের সারথ্য . . . 38
- সুধা আনিতে গরুড়ের স্বর্গে গমন . . . 40
- গজ-কচ্ছপের বিবরণ . . . 43
- ইন্দ্রের প্রতি বালখিল্যাদির অভিসম্পাত . . . 45
- শেষ-নাগের তপস্যা ও পৃথ্বিভার বহন . . . 50
- পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ . . . 53
- পরীক্ষিতের নিকট তক্ষকের আগমন. . . 55
- জরুৎকারুর পত্নীত্যাগ . . . 58

- আস্তিকের জন্ম. 60
- উপমন্যু ও আরুণির উপাখ্যান 64
- উতঙ্কের উপাখ্যান. 66
- জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের মন্ত্রণা. 69
- জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ 71
- যজ্ঞস্থলে আস্তিকের আগমন 73
- আস্তিক কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞ নিবারণ. 75
- জন্মেজয়ের ধর্ম্ম-হিংসা 77
- জন্মেজয়ের নিকট ব্যাসের আগমন 79
- জন্মেজয়ের অশ্বমেধ-যজ্ঞ. 80
- ব্যাসের পুনরাগমন ও জন্মেজয়ের প্রতি ভারত শ্রবণের উপদেশ প্রদান. 82
- মহর্ষি বৈশম্পায়ন প্রমুখাৎ মহারাজ জন্মেজয়ের শ্রীমহাভারত শ্রবণারম্ভ. 84
- বিষ্ণুর পরশুরাম অবতার গ্রহণ 85
- দেব-দানবাদির ভূতলে জন্মগহণ. 87
- শকুন্তলার উপাখ্যান. 91
- দুষ্মন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহ 94
- চন্দ্রবংশের বিবরণ. 98
- শুক্রস্থানে কচের বিদ্যাশিক্ষা 99
- কচ ও দেবযানীর পরস্পর অভিশাপ প্রদান 101
- বৃষপর্ব্ব-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার দাসীত্বের বিবরণ 103
- দেবযানীর বিবাহ 107
- যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপ দান 111
- পুরুর জরা গ্রহণ ও যযাতির যৌবন প্রাপ্তি 113
- যযাতির স্বর্গে ও স্বর্গ হইতে পতন 116
- পুরুবংশ কথন 119
- মহাভিষ রাজার প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ এবং শান্তনুর উৎপত্তি. 121
- অষ্টবসুর জন্ম-বিবরণ 124

www.bengaliebook.com

- দেবব্রতের যৌবরাজ্য প্রাপ্তি 127
- মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি ও ব্যাসদেবের জন্ম 130
- সত্যবতীর বিবাহ 133
- বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু ও ধৃতরাষ্ট্রাদির উৎপত্তি 135
- বিদুরের জন্ম বিবরণ 143
- ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের বিবাহ বিবরণ 145
- গান্ধারীর শত-পুত্র প্রসব 149
- দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে বিদুরের মন্ত্রণা দান ও দুঃশলারজন্ম বিবরণ 153
- মৃগরূপী ঋষিকুমারের প্রতি পাণ্ডুর শরাঘাত ও শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে অবস্থিতি. 155
- পুত্রোৎপাদনে কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর অনুমতি 159
- যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম 162
- নকুল ও সহদেবের জন্ম 165
- পাণ্ডুরাজার মৃত্যু ও মাদ্রীর সহমরণ 167
- সত্যবতীর প্রাণ ত্যাগ 170
- ভীমের বিষপান 171
- কৃপাচার্য্যের জন্ম-বিবরণ 172
- দ্রোণাচার্য্যের জন্ম-বিবরণ 174
- কুরু-পাণ্ডবের বাল্যক্রীড়া 176
- দ্রোণের নিকট অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা এবং পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অস্ত্রশিক্ষা 179
- দ্রোণ সমীপে অস্ত্রশিক্ষা হেতু একলব্যের আগমন 180
- দ্রোণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অস্ত্র-পরীক্ষা গ্রহণ. 182
- ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে রাজপুত্রগণের অস্ত্র-শিক্ষার পরীক্ষা 184
- অর্জ্জুনের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দর্শন করিয়া রঙ্গস্থলে কর্ণের প্রবেশ 187
- দ্রোণাচার্য্যের দক্ষিণা প্রার্থনা 191
- যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যে অভিষেক 194
- মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্ররোচনায় পাণ্ডবদিগের বারণাবতে গমন 198
- জতুগৃহ-দাহ 204

- পাণ্ডবদের নিকট হিড়িম্বার আগমন 209
- হিড়িম্ব রাক্ষস বধ 213
- পাণ্ডবগণের একচক্রা নগরে বাস ও বকবধ বৃত্তান্ত 217
- ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর উৎপত্তি 223
- অর্জ্জুন-অঙ্গারপর্ণ সংবাদ এবং তপতী-সংবরণোপাখ্যান 225
- বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ-বিরোধ ও কল্মাষপাদ রাজার উপাখ্যান 231
- কৃতবীর্য্য-চরিত ও ভৃগুপুত্র ঔর্ব্বের বৃত্তান্ত 237
- দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর 243
- স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর আগমন 246
- দ্রৌপদীর রূপ-বর্ণন 247
- নৃপতিগণের লক্ষ্যভেদের উদ্যোগ 249
- ভানুমতীর স্বয়ম্বর 251
- শ্রীকৃষ্ণের বলরামের কথোপকথন 254
- লক্ষ্যভেদে ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুমতি দান 256
- অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদে গমন 260
- অর্জ্জুনের লক্ষ্যবিদ্ধ করণ 262
- সহিত রাজন্যবৃন্দের যুদ্ধ 265
- দ্বিজগণের সহিত ক্ষত্রগণের যুদ্ধ 268
- কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ 272
- যুদ্ধে বিমুখ হইয়া রাজগণের পলায়ন 274
- রাজগণের যুদ্ধ-ভঙ্গের বিবরণ 275
- ভীমের যুদ্ধে রাজ-পরিবারদিগের ত্রাস 277
- অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর কুম্ভকার-গৃহে গমন 280
- কুন্তীর নিকটে রাম ও কৃষ্ণের আগমন 283
- দ্রুপদ রাজার খেদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবোধ বাক্য 285
- দ্রুপদ-রাজপুরে পাণ্ডবদিগকে আনয়ন 287
- যুধিষ্ঠিরকে দ্রুপদের পরিচয় জিজ্ঞাসা 289

www.bengaliebook.com

- দ্রুপদ রাজার নিকট মুনিগণের আগমন 291
- দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবার কারণ. 293
- দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত. 294
- কেতকীর প্রতি সুরভির অভিশাপ দান 296
- পঞ্চ-পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ 299
- পাণ্ডবদিগের বিবাহ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনাদির মন্ত্রণা 301
- ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরের যুক্তি 303
- হস্তিনায় পাণ্ডবগণকে আনিতে বিদুরের পাঞ্চালে গমন 306
- সুন্দ উপসুন্দের বিবরণ ও দ্রৌপদী সম্বন্ধে পাণ্ডবগণের নিয়ম নির্দ্ধারণ 309
- অর্জ্জুনের নিয়মভঙ্গ, বনগমন, নাগকন্যা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সহিত মিলন. 312
- অর্জ্জুনের দ্বারাবতী গমন ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া সুভদ্রার মোহপ্রাপ্তি 316
- সুভদ্রা ও অর্জ্জুনের বিবাহ হেতু সত্যভামার দূতীয়ালী 319
- পারিজাত-হরণ বৃত্তান্ত. 321
- সত্যভামার মানভঞ্জন 323
- শ্রীকৃষ্ণের সুরলোকে গমন 326
- শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ 327
- মহাদেবের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন 329
- ইন্দ্রকে লইয়া গরুড়ের শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন ও শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ নিবারণ 331
- সত্যভামার প্রতি ইন্দ্রের স্তব 333
- সত্যভামার ব্রতারম্ভ. 335
- শ্রীকৃষ্ণের দান পাইয়া নারদের গমনোদ্যোগ 336
- নারদকে শ্রীকৃষ্ণ পরিমাণে ধনদান 337
- সুভদ্রার গান্ধর্ব্ব-বিবাহ 340
- অর্জ্জুন সহ সুভদ্রার বিবাহে বলরামের অসম্মতি. 342
- দৈবকী ও রোহিণী সহ বলরামের কথোপকথন 343
- দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর. 345
- শাম্বের বন্ধন সংবাদ লইয়া নারদের গমন. 348

- সুভদ্রার বিবাহ-কারণ সত্যভামার মহাচিন্তা ও হস্তিনায় দূত প্রেরণ 350
- দুর্য্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় গমন 352
- অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ 354
- যাদবগণের অর্জ্জুনের পশ্চাদ্ধাবন. 356
- বলরামের নিকট অর্জ্জুনের রণজয় সংবাদ. 358
- বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন 360
- অভিমানে দুর্য্যোধনের স্বদেশ যাত্রা ও অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ 362
- খাণ্ডব-বন দাহন. 364
- ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও ময়দানবাদির পরিত্রাণ লাভ 368
- মন্দপাল ঋষির উপাখ্যান. 377
- সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ও পঞ্চ পাণ্ডবের পুত্রোৎপত্তি. 380

www.bengaliebook.com

গণেশ বন্দনা

বিঘ্ন-বিনাশন, গৌরীর নন্দন,
বন্দি দেব গনরাজে।
ব্রত যজ্ঞ হোমে, সবার প্রথমে,
ধাতে যাঁরে আগে পূজে।।
খর্ব্ব স্থূল অঙ্গ, বদন মাতঙ্গ,
সুন্দর লম্ব- উদর।
চন্দনে চর্চ্চিত, সৌরভে উম্মত
ব্যালোল গণ্ড ভ্রমর।।
হৃদি বিভূষিত, বৈরীর শোণিত,
পরিধান দ্বীপি-ছাল।
ভুজ করি- কর, সরোরুহ কর,
পাশাঙ্কুশ জপমাল।।
আসন ইন্দুর, ভূষণ সিন্দূর,
আজানুলম্বিত নাসা।
প্রচণ্ড মণ্ডল, মুকুট কুণ্ডল,
তিলক তিমিরনাশা।।
নানা পরিচ্ছদ, কঙ্কন অঙ্গদ,
নূপুর কিঙ্কিণী বাজে।
যতি জিতেন্দ্রিয়, যোগিজন-প্রিয়,
যোগীন্দ্র যোগীর মাঝে।।
যাঁহার চরণ, করিয়া সেবন,
রচিত বিবিধ গাথা।
বাল্মীকি বশিষ্ঠ, ব্যাস কবিশ্রেষ্ঠ,
ক্ষিতিতে হইল খ্যাতা।
জয় বিঘ্নেশ্বর, মোর বিঘ্ন হর,
হরি নামামৃত-পানে।
তব পদাম্ভুজ, কৃষ্ণদাসানুজ,
সদা কাশী ধ্যায় ধ্যানে।।

ব্যাসদেব বন্দনা

পরাশর পিতা যাঁর, শুকদেব সুত।
বেদের বিভাগ-কর্ত্তা বলি যিনি খ্যাত।।
বদরিকাশ্রমে যাঁর নিয়ত বসতি।
কৃষ্ণবর্ণে বিভূষিত যাঁহার মূরতি।।
দ্বীপের উপরি হৈল জনম যাঁহার।
সে ব্যাস-দেবের পদে প্রণাম আমার।।

বশিষ্ঠ-প্রপৌত্র, শক্তি-পৌত্র যাঁরে গণি।
পরাপর-পুত্র, শুক-পিতা হন যিনি। ।
কিছুমাত্র কোন পাপ না আছে যাঁহার।
সে ব্যাস-দেবের পদে প্রণাম আমার।।

চারি মুখ নাহি যাঁর, তবু ভূমণ্ডলে।
যাঁহারে স্বয়ং ব্রহ্মা সকলেই বলে।।
চারি বাহু নাহি যাঁর, তবু ত্রিভুবনে।
যাঁহারে স্বয়ং বিষ্ণু বলি সবে গণে।।
যাঁর ভালে চন্দ্র নাই, তবু এই ভবে।
যাঁরে মহেশ্বর বলি সকলেই ভাবে।।
যিনি এক, কিন্তু যাঁহে তিনের মিলন।
ধন্য ধন্য সেই ব্যাস-দেব তপোধন। ।

বন্দি মহামুনি ব্যাস, মুনির তিলক।
সুত শুক পরাশর যাঁহার জনক।।
বেদশাস্ত্র-পরনিষ্ঠ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম-আভা যিনি কোমল শরীর।
কনক-পিঙ্গল জটাভাব যাঁর শিরে।
প্রকাণ্ড শরীর পরিধান ব্যাঘ্র-চীরে।।
নয়ন-কমল দীপ্ত যুগল মিহির।
পদযুগে নত সুর-মুনি ইন্দ্রশির।।
ভাগবত ভারতাদি যতেক পুরাণ।
যাঁহার কমল মুখে সবার নির্ম্মাণ।।
লীলায় বিবিধ বেদ কৈল চারিখান।
ঋক্ সাম যদুঃ আর অথর্ব্ব বিধান।।
কৈবর্ত্তী জননী যাঁর দ্বীপমধ্যে জন্ম।
বাল্যকাল হৈতে যাঁর অচরণ ব্রহ্ম।।
নমস্কার করি তাঁর চরণ-পঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশীরাম দাস ভজে।।

গ্রন্থ- সূচনা

বেদ রামায়ণে আর আছয়ে ভারতে।
ইত্যাদি যতেক শাস্ত্র আছে ত্রিজগতে।
এ সকল বিচারিয়া কহি পুনঃ পুনঃ ।
আদি অন্ত মধ্যে সব হরিগুণ-গান।।
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া কহি পুনর্ব্বার।
শ্রীমহাভারত-গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্র-সার।।

সর্ব্বশাস্ত্র বীজ হরিনাম দ্বি-অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর।।
প্রণমহ পুস্তক ভারত-নামধর।
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর।।

পরাশর-সুতমুখে হইল সম্ভব।
অমল কমল দৈব্য ত্রৈলোক্য-বল্লভ।।
ব্রহ্মা আদি দেবতার শ্রবণ বাঞ্ছিত।
বিবিধ পুরাণে গ্রন্থ ভারত সঙ্গীত।।
গীতি অর্থ কৈল তাহে সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
চিত্র বিচিত্র কথা ভারত আখ্যান।।
হরিতে সদ্ভক্তি যেই প্রচণ্ড তপনে।
ভারত-পঙ্কজ ফুটে যার দরশনে।।
সজ্জন সুবুদ্ধিলোক হইয়া ষট্পদী।
ভারত-পঙ্কজ-মধু পিয়ে নিরবধি।।
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম, জ্ঞানের প্রকাশ।
কলির কলুষ যত হয় তাহে নাশ।।
ষষ্টি লক্ষ গ্রন্থ ব্যাস ভারত রচিল।
ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেবলোকে নিল।।
সুরলোকে পড়েন নারদ তপোধন।
ইন্দ্র আদি দেবতারা করেন শ্রবণ।।
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃগণ শুনে।
অসিত দেবল তথা করেন পঠনে।।
শুকদেব-মুখে শুনে গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ।
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দশ লক্ষ।।
একলক্ষ শ্লোক প্রচারিল মর্ত্তপুরে।
সংসারো-নরক হৈতে উদ্ধারিতে নরে।।
বৈশম্পায়ন কহেন জন্মেজয় শুনে।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের রচনে।।
চারি বেদ ষট্ শাস্ত্র একভিতে কৈল।
ভারত-সংহিতা মুনি তুলেতে তুলিল।।
ভারেতে অধিক তেঁই হইল ভারত।
বিবিধ পুরান গ্রন্থ যাহার সম্মত।।
সুরাসুর নাগ নর এ তিন ভুবনে।
সংসারের মধ্যে যত হৈল পূণ্যজনে।।
সবার চরিত্র এই ভারত-ভিতর।
যাহার শ্রবণে পাপহীন হয় নর।।
সর্ব্বশাস্ত্র মধ্যে যার প্রধান গণন।
দেবগন মধ্যে যথা দেব নারায়ণ।।
নদ-নদীগণ যেন প্রবেশে সাগর।
সকল পুরাণ-কথা ভারত ভিতর।।
অনেক কঠোর তপে ব্যাস-মহামুনি।
রচিলা বিচিত্র গ্রন্থ ভারত-কাহিনী।।
শ্লোকচ্ছন্দে সংস্কৃত বিরচিলা ব্যাসে।
গীতিচ্ছন্দে কহি তাহা শুন অনায়াসে।।

==========

আরেকটি ভার্সন-

==========

হরিনাম সর্বশাস্ত্র বীজ দ্বি-অক্ষর।

www.bengaliebook.com

অন্ত নাহি আদি নাহি, বেদে অগোচর।।
কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন করে ভারত রচন।
ত্রৈলোক্য দুর্লভ হয়, অমূল্য রতন।।
অর্থ গীতি তাহে কৈল, সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
রচিত কেশর তাহে, বিবিধ আখ্যান।।
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম, জ্ঞানের প্রকাশ।
কলির কলুষ যত হয় তাহে নাশ।।
ষাটলক্ষ শ্লোকে ব্যাস ভারত রচিল।
শ্লোক তার ত্রিশলক্ষ, দেবলোকে দিল।।
পড়িল দেবলোকে, নারদ তপোধন।
ইন্দ্র আদি দেবতারা করেন শ্রবণ। ।
পনেরো লক্ষের শ্লোক পরম যতনে।
অসিত দেবল মুখে পিতৃলোক শুনে।।
শুকদেব মুখে শুনে গন্ধর্ব্বাদি যক্ষ।
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দশ লক্ষ।।
প্রচারিত লক্ষশ্লোক হ'ল ধরাপরে।
সংসার নরক হ'তে উদ্ধারিতে নরে।।
কহেন বৈশম্পায়ন জন্মেজয় শুনে।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের বচনে।।
ষট্‌শাস্ত্র চারি বেদ একভিতে কৈল।
ভারত গ্রন্থের সনে ওজনে তুলিল।।
ভারেতে অধিক তবে হইল ভারত।
বিবিধ পুরান গ্রন্থ যাহার সম্মত।।
সবার চরিত্র এই ভারত-ভিতর।
শ্রবণেতে নাশ হয় যায় পাপ ভার। ।
সকল শাস্ত্রের মাঝে প্রধান গণন।
দেবগন মধ্যে যথা দেব নারায়ণ।।
অনেক দুরন্ত তপে ব্যাস মহামুনি।
রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারত কাহিনী।।
ভারত পুস্তক গ্রন্থ বিদিত ভুবন।
পঠনে শ্রবণে লভে দিব্যমুক্তি- ধন।।

সৌতির নিকটে শৌনকাদি ঋষির ভৃগুবংশ বিবরণ জিজ্ঞাসা

শৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ-কাননে।
দ্বাদশ বর্ষ যজ্ঞ করে একমনে।।
লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি নাম- ধর।
ব্যাস-উপদেশে সর্ব্বশাস্ত্রেতে তৎপর।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল নৈমিষ-কাননে।
সনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেইখানে। ।
মুনিগণে প্রণমিল সূতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে দিলেন আসন।।
আসনে বসিলে সৌতি কন মুনিগণ।
কোথা হতে হৈল সৌতি তব আগমন।।
কোথায় বা এতকাল করিলা যাপন।
সবিস্তারে কহ সবে করিব শ্রবণ।।

মুনিগণ-প্রশ্ন শুনি সূতের কুমার।
সবিনয়ে করপুটে কহেন বিস্তার।।
মহারাজ জন্মেজয় পরীক্ষিৎ-পুত্র।
সর্প-কুল বিনাশার্থে কৈলা সর্প-সত্র।।
সেই যজ্ঞে মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীবৈশম্পায়ন।
ব্যাস-বিরচিত কথা করান শ্রবণ।।
বিস্তারে শ্রবণ করে ভারত-আখ্যান।
যাহার শ্রবণে নর পায় দিব্যজ্ঞান।।
নানা তীর্থ পর্য্যটন করি অবশেষে।
উপনীত হইয়াছি তোমা সবা পাশে।।
সূর্য্যাগ্নির সমতেজা, তোমা সবা জনে।
ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ নৈমিষ-কাননে।।
ধর্ম্ম-ইতিহাস কিম্বা পুরাণ-কাহিনী।
শ্রবণে মানস কিবা কহ মহামুনি।।
আদেশ করুন আমি করিব কীর্ত্তন।
যাহার শ্রবণে সর্ব্বপাপ-বিমোচন। ।
সৌতির বচন শুনি কন মহামুনি।
তত তাত সূত ছিলা সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞানী।।
নানা চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।
সূত-মুখে বহুশাস্ত্র করেছি শ্রবণ।।
তাঁর পুত্র তুমি হে জিজ্ঞাসি সে কারণ।
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ।।
ভৃগুবংশ উৎপন্ন হইল কি রূপেতে।
বিস্তার করিয়া কহ সবার অগ্রেতে।।

www.bengaliebook.com

ভৃগুবংশ উপাখ্যান

সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ।
কহিব বিচিত্র কথা ব্যাসের বচন।
ব্রহ্মার নন্দন হৈল ভৃগুমহামুনি।
পুলোমা নামেতে কন্যা তাহার গৃহিণী।।
গর্ভবতী পুলোমা রাখিয়া নিজ ঘরে।
মহামুনি ভৃগু গেল স্নান করিবারে।।
হেনকালে তথা আসে দৈত্য একজন।
হরিবারে গুরুপত্নী করিয়া মনন।।
কামেতে পীড়িত চিত্ত অন্যে নাহি ভয়।
ফলমূল দিল কন্যা কিছু নাহি লয়।
বলেতে ধরিব বলি বিচারিল মনে।
গৃহে প্রবেশিতে দেখে জলন্ত আগুনে।।
অগ্নিপানে চাহি বলে দানব দুরন্ত।
কহ বৈশ্বানর তুমি জান আদি অন্ত। ।
ইহার জনক পূর্ব্বে বরিলেক মোরে।
না দিয়া বিবাহ মোরে দিলেন ভৃগুরে।।
মিথ্যাবাদি ভৃগু নাহি করিল বিচার।
বিভা করি আনে কন্যা বরণ আমার।।
না কহিও মিথ্যা তুমি কহ সত্যবাণী।
ন্যায়েতে এ কন্যা হয় কাহার গৃহিণী।।
দানবের কথা শুনি অগ্নি হৈল ভীত।
কহিব কেমনে মিথ্যা হইল চিন্তিত। ।
সত্য কৈলে কন্যা লৈয়া যাইবে দানব।
ভাবিয়া তাহার প্রতি বলে জলোদ্‌ভব।।
যে কালে ইহার বাপ কহিলেক মোরে।
বিধিমত বেদমন্ত্র তোমা নাহি বরে।।
বিধিমতে বিভা কৈল ভৃগু মুনিবর।
ইহার জনক দিল আমার গোচর।।
ন্যায়েতে পুলোমা হৈল ভৃগুর রমণী।
শুনিয়া দানব হৈল জলন্ত আগুনি।।
বলে ধরি কন্যা ল’য়ে চলিল সত্বর।
ভয়েতে বিকলা কন্যা কাঁপে থর থর।।
কান্দয়ে পুলোমা বহু বিলাপ করিয়া।
বালকে জন্মিল ক্রোধ গর্ব্ভেতে থাকিয়া।।
দ্বিতীয় সূর্যের প্রায় হইল বাহির।
বিখ্যাত চ্যবন নাম সেই মহাবীর।।
দৃষ্টি মাত্রে ভৃগুপুত্র রাক্ষস দুর্জ্জন।
সেই দণ্ডে ভস্মীভূত কৈল তপোধন।।
হেনকালে তথায় আইল পদ্মযোনি।
ক্রন্দন নিবৃত্ত কৈল বলি প্রিয়বাণী।।
ক্রন্দনে বহিল অশ্রুজল পুলোমার।
খরতর স্রোতে বহে নদী সে অপার।।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইলেন বিধি।
নাম তার দিল তবে বধূমতী নদী।।
বধূকে রাখিয়ে গৃহে গেল প্রজাপতি।
পুত্র কোলে করিয়া আছয়ে দুঃখমতি।।
হেনকালে স্নান করি আসে ভৃগু তথা।
জিজ্ঞাসিল কেন তোর চিত্ত বিচলতা।।
স্বামীরে দেখিয়া কন্যা করিয়া রোদন।
কহিলেন যতেক দানব-বিবরণ।।
তোমার তনয় এই কৈল প্রতিকার।
দানবে মারিয়া মোরে করিল উদ্ধার।।
এত বলি পুনঃ ভৃগু হেতু জিজ্ঞাসিল।
কি কারণে দানব ধরিয়া তোরে নিল। ।
কন্যা বলে আচম্বিতে আসি দুষ্টমতি।
আমারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল অগ্নি প্রতি।।
বৈশ্বানর-বাক্যে মোরে নিলেক দুর্জ্জন।

শুনি শাপ দিল ভৃগু ক্রোধে অচেতন।।
আজি হৈতে সর্ব্বভক্ষ্য হও হুতাশন।
ত্রাসিত অনল শুনি ভৃগুর বচন।।
কোন্ দোষে ভৃগুমুনি শাপ দিলে মোরে।
যাহা জানি তাহা বলি আমি দানবেরে।।
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলে যেই জন।
ইহলোকে কুৎসা অন্তে নরকে গমন।।
উভয় সপ্তম কুল নরকে প্রবেশে।
জানিয়া আমারে শাপ দিলে কোন্ দোষে।।
মোর মুখে দিলে তৃপ্ত দেব পিতৃগণ।
অনুচিত শাপ মোরে দিলে কি কারণ।।
এত বলি বৈশ্বানর দেবগণ লৈয়া।
ব্রহ্মারে সকল কথা নিবেদিল গিয়া।।
ব্রহ্মা বলে অগ্নি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সকল হইবে শুদ্ধ তোমার কারণে।।
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া।
পুনরপি ত্রিজগতে ব্যাপিল আসিয়া।।

রুরুর সর্প হিংসা

সৌতি বলে অবধান কর মুনিবর।
হেনমতে ভৃগু পুত্র হইল চ্যবন।।
প্রমতি নামেতে হৈল চ্যবন- তনয়।
তাহার তনয় হৈল রুরু মহাশয়।
প্রমদ্বরা ভার্য্যা তার পরমা-সুন্দরী।
গর্ভে জন্ম হৈল তার মেনকা অপ্সরী।।
কতকালে মৈল কন্যা সর্পের দংশনে।
দেখি শোকাকুল হৈল যত বন্ধুগণে।।
ভার্য্যার মরণশোকে প্রমতি-নন্দন।
একাকী অরণ্যমধ্যে করয়ে ক্রন্দন।।
মুনির ক্রন্দন দেখি যত দেবগণ।
পাঠাইল দেবদূত প্রবোধ-কারণ।।
দেবদূত বলে রুরু কান্দ কি কারণে।
মরিল তোমার ভার্য্যা আয়ুর বিহনে।।
ইহার উপায় আর নাহিক ত্রিলোকে।
আছয়ে উপায় এক কহিব তোমাকে।।
আপন অর্দ্ধেক আয়ু যদি দেহ তারে।
তবে পাবে নিজ ভার্য্যা কহিনু তোমারে।।
অর্দ্ধ আয়ু দিব রুরু কৈল অঙ্গীকার।
জীউক যে ভার্য্যা মোর কর প্রতিকার।।
এত শুনি দেবদূত রুরুকে লইয়া।
যমের ভবনে গেল বিমানে চড়িয়া।।
যমেরে কহিল দূত সব বিবরণ।
অর্দ্ধ আয়ু স্ত্রীকে দল প্রমতি-নন্দন।।
ধর্ম্মরাজ বলে পাবে তোমার কামিনী।
যাও যাও নিজালয়ে ওহে দ্বিজমণি।।
ধর্ম্মবলে প্রেমদ্বারা জীবন পাইল।
দেখিয়া প্রমতি-পুত্র সানন্দ হইল।।
প্রতিজ্ঞা করিল রুরু ক্রোধে ততক্ষণে।
মারিব ভুজঙ্গ যত দেখিব নয়নে।।
হাতে দণ্ড ভ্রমে রুরু সর্প অন্বেষণে।
মারিল অনেক সর্প না যায় গণনে।।
একদিন ভ্রমে মুনি অরণ্য ভিতর।
দেখিলেন মহাসর্প অতি ভয়ঙ্কর।।
সর্প দেখি দণ্ড ল'য়ে যায় মারিবারে।
দেখিয়া ডুণ্ডুভ ডাকি কহে উচ্চৈঃস্বরে।।
কি দোষ করিনু আমি তোমার সদনে।
অহিংসক জনে মার কিসের কারণে।।
রুরু বলে দোষ গুণ না করি বিচার।
সর্প পেলে সংহারিব প্রতিজ্ঞা আমার।।
ডুণ্ডুভ বলেন আমি নাম মাত্র সাপ।
অহিংসক হিংসনে জন্মায় মহাপাপ।।
এতেক শুনিয়া রুরু ভাবে মনে মন।
জিজ্ঞাসিল সর্প তুমি কোন্ মহাজন।।
সর্প বলে পূর্ব্বে ছিনু মুনির কুমার।
চিত্রসেন নামে সখা ছিলেন আমার।।
তালপত্র এক সর্প করিয়া রচন।
সখারে দিলাম আমি হাস্যের কারণ।।
সর্প দেখি মোহ গেল মুনির তনয়।
ক্রোধ করি শাপ মোরে দিল অতিশয়।।
হীনবীর্য্য সর্প হৈয়া থাকহ কাননে।
পুনরপি কহে মোরে করুণ বচনে।।
অচিরে হইবে মুক্ত শুন প্রাণসখা।
রুরু সহ যেই দিনে হবে তব দেখা।।
প্রমতির পুত্র তুমি ভৃগুবংশে জন্ম।
দ্বিজ হৈয়া কর কেন ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম।।
ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নয় লোকের হিংসন।

অল্প দোষে দেখ মোর দুর্গতি লক্ষণ।।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করহ পালন।
ভয়ার্ত্ত জনেরে রক্ষ করিয়া যতন। ।
পূর্ব্বে রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ কৈল।
?য়ায় সর্পের কুল ব্রহ্মণে রাখিল।।
আস্তিক নামেতে দ্বিজ জরৎকারু-সুত।
যাঁহার চরিত্র-কথা শুনিতে অদ্ভুত।।
রুরু বলে কহ শুনি আস্তিক-আখ্যান।
কিমতে নাগের কুল কৈল পরিত্রাণ।।
কি কারণে সর্পযজ্ঞ কৈল জন্মেজয়।
কহ শুনি মুনিবর ঘুচুক বিস্ময়।।
মুনি কহে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
শুনিবারে চিত্ত যদি আছয়ে তোমার। ।
মুনিগণে জিজ্ঞাসিলে কহিবে সকল।
আজ্ঞা দেহ যাব আমি আপনার স্থল।।
এতবলি দিব্যমূর্ত্তি হৈল ততক্ষণে।
অন্তর্দ্ধান হৈয়া মুনি গেল যথাস্থানে।।
বিস্ময় জন্মিল রুরু মনোদুঃখী তাপে।
আপনার গৃহে আসি জিজ্ঞাসিল বাপে। ।
প্রমতি বলেন আমি তাহা সব জানি।
আস্তিকের উপাখ্যান অদ্ভুত কাহিনী।।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শ্রবণের সুখ ইহা বিনা নাহি আর।।
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে।
পায় সে পরম প্রীতি ভারত-শ্রবণে। ।

জরৎকারু উপাখ্যান

জিজ্ঞাসিল রুরু তবে জনকের স্থানে।
সর্পযজ্ঞ জন্মেজয় কৈল কি কারণে।।
প্রমতি বলেন, বৎস কর অবধান।
মহাশ্চর্য্য সর্প-যজ্ঞ অপূর্ব্ব আখ্যান।।
যাযাবর বংশে জন্ম জরৎকারু মনি।
যোগেতে পরম যোগী ত্রিজগতে জানি।।
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিয়া গেল দেশ-দেশান্তরে।
উলঙ্গ উন্মত্তবেশ সদা অনাহারে।।
একদা অরণ্য-মধ্যে ভ্রমে তপোধন।
একগোটা গর্ত্ত দেখে অদ্ভুত রচন।।
তার মধ্যে দেখয়ে মনুষ্য কত জন।
এক উলামূল ধরি আছে সর্ব্বজন।।
অপূর্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল মুনিবর।
কি কারণে এত দুঃখ তোমা সবাকার।।
যে উলার মূল ধরি আছ সর্ব্বজনে।
মূষিক খুঁজিছে মূল, না দেখ নয়নে।।
একগোটা মূল মাত্র দৃঢ় আছে তৃণে।
এখনি ছিঁড়িবে উহা ইন্দুর-দংশনে।।
তবে ত পড়িবে সবে গর্ত্তের ভিতর।
এত শুনি পিতৃগণ করিল উত্তর।।
যাযাবর বংশে আমা সবার উৎপত্তি।
নির্ব্বংশ হইনু সেই হৈল হেন গতি।।
ঋষি বলে, বংশে কেহ নাহি কি তোমার।
বংশ-রক্ষা করি করে সবার উদ্ধার।।
পিতৃগণ বলে, মাত্র আছে একজন।
মূর্খ দুরাচার সেই বংশ-অভাজন।।
না করিল কুলধর্ম্ম বংশের রক্ষণ।
জরৎকারু নাম তার, শুন মহাজন।।

এত শুনি জরৎকারু বিস্ময় হইয়া।
আমি জরৎকারু বলি কহিল ডাকিয়া।।
কি করিব, আজ্ঞা মোরে কর পিতৃগণ।
যে আজ্ঞা করিবে, তাহা করিব পালন।।
পিতৃগণ বলে, কর বনিতা গ্রহণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ।।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি তপেতে- তৎপর।
পুত্রবন্তে যেই ধর্ম্ম তোমাতে গোচর।।
মহাপুণ্য করি লোক না যায় যথায়।
পুত্রবন্ত লোক সব তথাকারে ধায়।।
তে কারণে বিবাহ করহ মুনিবর।
পুত্র জন্মাইয়া আমা-সবা রক্ষা কর।।

পিতৃগণ-বাক্য শুনি বলে জরৎকার।
যত্নে না করিব বিভা, মম অঙ্গীকার।।
মোর নামে কন্যা যদি যাচি কেহ দেয়।
তবে সে করিব বিভা কহিনু নিশ্চয়।।
তাহার গর্ভেতে যেই জন্মিবে কুমার।
তোমা সবাকারে সেই করিবে উদ্ধার।।
শুনি অন্তর্দ্ধান হৈল যত পিতৃগণ।
শূন্যেতে ডাকিয়া তবে বলিল বচন।।
বিভা করি জরৎকারু জন্মাও সন্ততি।
সন্তান জন্মিলে হবে বংশের সদ্গতি।।
যেই বেণামূল সবে ছিলাম ধরিয়া।
তুমি আছ, তাই মূল আছে ত লাগিয়া।।
মূষিকে খুঁড়িতেছিল মূষিক সে নয়।
মূষা-রূপে আপনি সে ধর্ম্ম-মহাশয়।।

তাহা শুনি জরৎকারু করিল গমন।

www.bengaliebook.com

বহু-দেশ-দেশান্তর করেন ভ্রমণ।।
পিতৃ-গণ আজ্ঞা শুনি চিন্তে অনুক্ষণে।
যাচি কন্যা দিতে কেহ নাহি কি ভুবনে।।
মহাবনে প্রবেশ করিল জরৎকার।
কন্যা কার আছে দেহ, বলে তিনবার। ।
আছিল তথায় বাসুকির অনুচর।
মুনির সন্দেশ কহে বাসুকি-গোচর।।
এত শুনি বাসুকি যে আনন্দ অপার।
ভগিনী সহিত গেল যথা জরৎকার।
মুনিবরে ফণিবর কহে নিবেদন।
আমার ভগিনী তুমি করহ গ্রহণ।।
মুনি বলে, এই কন্যা কোন নাম ধরে।
সত্য করি কহ শুনি না ভাণ্ডিহ মোরে।।
মোর নামে হয় যদি ভগিনী তোমার।
বিবাহ করিব তবে, কৈনু অঙ্গীকার। ।
বাসুকি বলিল, নাম ধরে জরৎকারী।
তোমার লাগিয়া জন্ম ল'য়েছে সুন্দরী।।
যত্নে রাখিয়াছি আমি তোমার কারণে।
তোমার আজ্ঞায় আনিলাম এতদিনে।।
এত বলি কন্য দিয়া গেল ফণিবর।
শুনি নাগলোকে হৈল আনন্দ বিস্তর। ।
মহাভারতের কথা সুধা হইতে সুধা।
কর্ণপথে কর পান, যাবে ভব-ক্ষুধা।।
বহু চিত্র-কথা যত ব্যাস বিরচিত।
অমর-কিন্নর-নর-নাগের চরিত।।
বিবিধ বিপদ খণ্ডে যাহার শ্রবণে।
আত্মশুদ্ধি বংশবৃদ্ধি পাপ-বিমোচনে।।
স্ববাঞ্ছিত ফল হয় ইথে নাহি আন।
হরিপদে মতি হয়, জন্মে দিব্যজ্ঞান।
এই কথা শ্রবণে সকল পাপ নাশে।
গীতিচ্ছন্দে বিরচিল তাহা কাশীদাসে।।

www.bengaliebook.com

নাগগণের উৎপত্তি ও অরুণের জন্ম

মুনিগণ বলে, কহ ইহার কারণ।
ভগিনীকে দিল নাগ কোন প্রয়োজন।।
মুনি হেতু কি কারণে কন্যার উৎপত্তি।
বিস্তারিত সব কথা কহ পুনঃ সৌতি।।

সৌতি বলে, অবধান কর মুনিগণ।
বাসুকি দিলেন ভগ্নী যাহার কারণ।।
দক্ষের দুহিতা কদ্রু বিনতা সুন্দরী।
স্বামী কশ্যপেরে দোঁহে বহু সেবা করি।।
তুষ্ট হয়ে বলে মুনি, মাগ দোঁহে বর।
ইহা শুনি কদ্রু বলে যুড়ি দুই কর।।
সহস্রেক নাগ হবে আমার কুমার।
এই বাঞ্ছা মোর পূর্ণ কর মুনিবর।।
বিনতা মাগিল বর কশ্যপের পায়।
দুই পুত্র মোরে মুনি দেহ মহাশয়।।
কদ্রু-পুত্রে বলাধিক হইবে নন্দন।
হাসিয়া কশ্যপ বর দিল ততক্ষণ।।
মুনি-বরে দুইজনে হৈল গর্ভবতী।
দোঁহে আশ্বাসিয়া বনে গেল মহামতি।।
কত দিনে দুই জনে প্রসব করিল।
সহস্রেক ডিম্ব প্রসবিল বিনতা সুন্দরী।
রাখিল সকল ডিম্ব স্বর্ণপাত্রে ভরি।।
পঞ্চশত বৎসরে জন্মিল নাগগণ।
মুনি-বরে পায় কদ্রু সহস্র-নন্দন।
বিনতা দেখিয়া তাপ হৃদয়ে ভাবিল।
এককালে দুইজনে ডিম্ব প্রসবিল।।
সহস্র পুত্রের কদ্রু জননী হইল।
কি হেতু না জানি মোর পুত্র না জন্মিল।।
এই ভাবি এক ডিম্ব বিনতা ভাঙিল।
তাহাতে লোহিরবর্ণ পুত্র যে জন্মিল।।
অর্দ্ধাঙ্গ-বিহীন হৈল পক্ষীর আকার।
ক্রোধ করি জননীকে বলিল কুমার।।
পরপুত্র দেখি হিংসা জন্মিল হৃদয়ে।
অকালে ভাঙ্গিলা ডিম্ব, পূর্ণ নাহি হয়ে।।
অঙ্গহীন করি মোরে জন্মাইলা তুমি।
সে-কারণে জননী, শাপিব তোরে আমি।।
যে ভগিনী-পুত্র দেখি হিংসা হৈল মনে।
হইয়া তাহার দাসী সেব চিরদিনে।।
এই ডিম্বে আছে যেবা পুরুষ- রতন।
তাহা হৈতে হবে তব শাপ-বিমোচন।।
মহা-বীর্য্যবান বীর এই ডিম্বে আছে।
অকালে আমায় প্রায় ভাঙ্গি ফেল পাছে।।
আপনি হইবে ভগ্ন সহস্র বৎসরে।
এত বলি প্রবোধ করিল জননীরে।।

হেনমতে একদিন দৈবের ঘটনে।
কদ্রু আর বিনতা আছয়ে একস্থানে।।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর পরম সুন্দর।
সূর্য্যের কিরণ নিন্দি তার কলেবর।।
নানা রত্ন-অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষণ।
মহাবীর্য্যবন্ত অশ্ব পবন- গমন।।
সমুদ্র-মন্থনে সেই অশ্বের উৎপত্তি।
এত শুনি মুনি জিজ্ঞাসিল সৌতি প্রতি।।
সমুদ্র-মন্থন হৈল কিসের কারণ।
কহ শুনি বিস্তারিয়া সূতের নন্দন।।

সমুদ্র-মন্থন

সৌতি বলে, অবধান কর মুনিগণ।
যে হেতু হইল পূর্ব্বে সমুদ্র-মন্থন।।
ব্রহ্মারে কহিল পূর্ব্বে দেব গদাধর।
দেবাসুরগণ নিয়া মন্থহ সাগর।।
অমৃত উৎপত্তি হবে সাগর-মন্থনে।
দেবগণ অমর হইবে সুধা-পানে।।
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী-ভিতরে।
মন্দর লইয়া মথ ফেলিয়া সাগরে।।

বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা যত দেবগণ।
মন্দর-পর্ব্বত যথা করিল গমন।।
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
ঊর্দ্ধে উচ্চ একাদশ-সহস্র যোজন।।
উপাড়িতে বহু শক্তি কৈলা দেবগণে।
না পারিয়া নিবেদিল বিষ্ণুর সদনে।।
বিষ্ণুর আজ্ঞাতে সে অনন্ত মহীধর।
উপাড়িয়া ভুজবলে আনিন মন্দর।।
দেবগণ সব গেল সমুদ্রের তীরে।
বরুণে বনিল, তুমি ধরহ মন্দরে।।
বরুণ বলিল, গিরি বড়ই বিস্তার।
মোর শক্তি নাহিক ধরিতে মহাভার।
মন্দর ধরিতে এক আছয়ে উপায়।
মোর জলে কূর্ম্ম আছে অতি মহাকায়।।
এত শুনি দেবগণ কূর্ম্মে আরাধিল।
মন্দর ধরিতে কূর্ম্ম অঙ্গীকার কৈল।।
কূর্ম্মপৃষ্ঠে গিরিবর করিয়া স্থাপন।
বাসুকি-নাগের দড়ি করিল যোজন।।
পুচ্ছেতে ধরি দেব, মুখে দৈত্যগণ
আরম্ভ করিল সিন্ধু করিতে মন্থন।।
গিরি-ঘরষণে নাগ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধূম উপজিল তাহে ব্যাপিল আকাশ।।
সেই ধূমে হৈল যত মেঘের জনম।
বৃষ্টি করি সুরগণে খণ্ডাইল শ্রম।।
ত্রিভুবন বিকম্পিত সর্পের গর্জ্জনে।
অনেক মরিল দৈত্য বিষের জ্বলনে।।
মন্দরের আন্দোলে বরুণ কম্পমান।
জলচর জীব যত ত্যজিল পরাণ।।
অগ্নি উঠে গিরি-বৃক্ষ-মূল ঘরষণে।
পর্ব্বত-নিবাসী পোড়ে তাহার আগুনে।।
দেখিয়া করিল দয়া দেব পুরন্দর।
আজ্ঞায় বরিষে মেঘ পর্ব্বত উপর।।
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি জল-বরিষণে।
ঔষধের বৃক্ষ যত হৈল ঘরষণে।।
তাহার যতেক রস সমুদ্রে পড়িল।
সেই রস পরশনে জলচর জীল।।

হেনমতে দেব দৈত্য সমুদ্র মথিল।
অনেক হইল শ্রম সুধা না মিলিল।।
ব্রহ্মারে কহিল তবে সব দেবগণ।
তোমার আজ্ঞায় হৈল সমুদ্র-মন্থন।।
অমৃত না মিলে হৈল পরিশ্রম সার।
পুনঃ মথিবারে শক্তি নাহি সবাকার।।

এত শুনি ব্রহ্মা নিবেদিল নারায়ণে।
অশক্ত হইল সবে সমুদ্র-মন্থনে।।
তোমা বিনা সিন্ধু মথে কাহার শকতি।
এত শুনি অঙ্গীকার করিল শ্রীপতি।।

সব দেবগণ তবে বিষ্ণুদেজ পাইয়া।
পুনরপি সিন্ধু মথে মন্দর ধরিয়া।।
হেনমতে দেবাসুর মথন করিতে।
দ্বিজরাজ-জন্ম তবে হৈল আচম্বিতে।।
সুধাংশ ষোড়শ-কলা নাম ধরে সোম।
দুই লক্ষ যোজনে করিল স্থিতি ব্যোম।।
দরশনে অখিল জনের হৈল তৃপ্তি।
যোজন পঞ্চাশ কোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে দীপ্তি।।
দেখি হরষিত হৈল সুরাসুর- নর।
পুনরপি মথে সিন্ধু ধরিয়া মন্দর।।
তবেত জন্মিল হস্তী, নাম ঐরাবত।
শ্বেত-অঙ্গ চতুর্দ্দন্ত, আকারে পর্ব্বত।।
মদিরা জন্মিল, অশ্ব উঠে উচ্চৈঃশ্রবা।
পারিজাত-পুষ্পবৃক্ষ সুরপরী-শোভা।।
অমৃতের কমণ্ডলু লৈয়া বাম কাঁখে।
ধন্বন্তরি উঠিলেন, সুরাসুর দেখে।।
রত্নগণ উপজিল, দেখে দেবগণ।
আনন্দেতে পুনঃ সিন্ধু করয়ে মথন।।
মন্দরের আন্দোল ক্ষীরোদ-সিন্ধু-মাঝ।
না পারিল সহিতে বরুন জলারাজ।।
পাত্র-মিত্রগণ ল'য়ে করিল বিচার।
কিরূপে মথন হৈতে পাইব নিস্তার।।
মন্ত্রী বলে, উপায় শুনহ মোর বাণী।
শরণ লইবে চল যথা চক্রপাণি।।
জনমিল যেই কন্যা কমল-কাননে।
তাহা দিয়া পূজা কর দেব-নারায়ণে।।
পূর্ব্বে নাম ছিল তাঁর লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া।
মুনি-শাপ-ভ্রষ্ট হৈয়া জন্মিল আসিয়া।।
তাহার কারণে সিন্ধু হইল মথন।
নিবারণ হবে, লক্ষ্মী পেলে নারায়ণ।।

শুনি তবে জলরাজ বিলম্ব না কৈল।
দিব্য-রত্নচয়ে চতুর্দ্দোল বানাইল।।
আপনি লইল স্কন্ধে পুত্রের সহিতে।
নারীগণ চামর ঢুলায় চারিভিতে।।
সহস্র-ফনায় ছত্র শিরে ধরে শেষ।
বাহির হইলা সিন্ধু হইলে জলেশ।।
রূপেতে করিল আলো এ তিন ভুবন।
মলিন হইল সূর্য্য-আদি জ্যোতির্গণ।।
কমল জিনিয়া অঙ্গ অতি কোমলতা।
কমল-বদন, চক্ষু কমলের পাতা।।
দ্বিভুজা কমল-দন্তা চড়ি চতুর্দ্দোলে।
কর-কমলেতে ধৃত যুগল কমলে।।
যুগল কমল-পদ, কমল-আসনে।
বিদ্যুত-বরণী, নানা রতনে ভূষণে।।
স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্র আকাশ।
দরশনে সবাকার হইল উল্লাস।।
জীবাত্মা-বিহনে যেন হয় মৃত তনু।
তেমতি ত্রৈলোক্য ছিল বিনা লক্ষী-জনু।।
দেবকন্যা নাগকন্যা মানবী অপ্সরী।
হুলাহুলি শব্দেতে পূরিল তিন পুরি।।
দুন্দুভির শব্দে নৃত্য করে বরাঙ্গনা।
ত্রৈলোক্যেতে জয় জয় হইল ঘোষণা।।
ব্রহ্মা-ইন্দ্র আদি যত অমর-মণ্ডলে।
করযোড়ে প্রণমি পড়িল ভূমিতলে।।
চতুর্দ্দিকে স্তুতি করে দেব-ঋষিগণ।
উত্তরিলা সন্নিকটে দেব-নারায়ণ।।
প্রণমিয়া বরুণ পড়িল কত দূরে।

আজ্ঞামাত্র উঠি দাঁড়াইল যোড়-করে।।
কৃতাঞ্জলি করি বলে মৃদু-মন্দ-ভাষে।
স্তুতি করে নারায়ণে অশেষ-বিশেষে।।
তুমি সূক্ষ্ম, তুমি স্থুল, তুমি সর্ব্বব্যাপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তুমি জগদব্যাপী।।
স্থাবর জঙ্গম তুমি সিন্ধু ধরাধর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব নাগ নর।।
তোমার সৃজন দেব এ তিন ভুবন।
স্থানে স্থানে সকলেতে তোমা নিয়োজন।।
ইন্দ্রে স্বর্গ দিলা, যমে সংযমনী-পুর।
কুবেরে কৈলাস দিলা ধনের ঠাকুর।।
জল মধ্যে আমারে করিয়া দিলা স্থিতি।
তব আজ্ঞায় চিরকাল করি যে বসতি। ।
কোন দোষে দোষী নহি তব পদ্মপাদে।
তবে কেন আমি এত পড়িনু প্রমাদে। ।
দ্বিতীয় সুমেরু-সম মন্দর পর্ব্বত।
মোর-পুর মধ্যেতে মথিল অবিরত।।
যোজন পঞ্চাশকোটি যে পৃথ্বি-বিস্তার।
হেন ক্ষিতি তিলবৎ শিরে রহে যাঁর।।
অবিরত সেই স্থল মন্থে সেই শেষ।
সুরাসুর ত্রৈলোক্যেতে ঘর্ষণ বিশেষ।।
জীব জন্তু যতেক আছিল যত জন।
একটিও না রহিল লইয়া জীবন।।
ভাঙ্গিল আমার পুর, হৈল লণ্ডভণ্ড।
না জানি কাহার দোষে মোর হৈল দণ্ড।।
এতকাল স্থান দিয়াছিলা সিন্ধুমাঝ।
কোথায় রহিব আজ্ঞা কর দেবরাজ।।

এতেক মিনতি যদি করিলা বরুণ।
শুনিয়া করুণাময় হৈলা সকরুণ।।
আশ্বাসি বলেন হরি, শুন জলেশ্বর।
না করহ চিন্তা কিছু, না করিহ ডর।।
দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ি নিজ স্থল।
তিনপুর ত্যজি প্রবেশিলা সিন্ধু- জল।।
হতলক্ষ্মী হয়ে কষ্ট পায় সর্ব্বজন।
সমুদ্র মথিল সবে তাহার কারণ।।
লক্ষ্মী যদি মিলিল, মথনে কিবা কাজ।
বিশেষ তোমার ক্লেশ হৈল জলরাজ।।
এত বলি মথন করিল নিবারণ।
শুনি হৃষ্টমতি হৈল বরুণ তখন।।
সর্ব্ব-রত্ন-সার যেই ত্রৈলোক্য দুর্লভ।
গোবিন্দের গলে মণি দিলেন কৌস্তভ।।
চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভা-জিনি যাহার কিরণ।
নারায়ণ-বক্ষঃস্থলে হৈল সুশোভন। ।
মথন নিবারি চলিলেন হৃষীকেষ।।
মভারতের কথা অমৃত লহরী।
একমনে শুনিলে তরয়ে ভববারি।।

নারদ কর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট সমুদ্র-মন্থনের সংবাদ প্রদান

সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর।
সবে সিন্ধু মথিল, না জানে মহেশ্বর।।
দেখিয়া নারদ মুনি হৃদয়ে চিন্তিত।
কৈলাসে হরের ঘরে হৈল উপনীত।।
প্রণমিলা শিব-দুর্গা দোঁহার চরণ।
আশিস্ করিয়া দেবী দিলেন আসন।।
দেবী জিজ্ঞাসিলা, কহ ব্রহ্মার নন্দন।
কোথা হতে হেথা তব হল আগমন।।
নারদ বলেন, আমি ছিনু সুরপুরে।
শুনিনু মথিল সিন্ধু যত সুরাসুরে।।
বিষ্ণু পায় কমলা কৌস্তুভ-মণি-আদি।
ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজনিধি।।
নানারত্ন পায় লোক, জল জলধর।
অমৃত অমর-বৃন্দ কল্পতুরু বর।।
নানা ধাতু মহৌষধি পায় নরলোক।
এই হেতু হৃদয়ে জন্মিল বড় শোক।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আছয়ে যতজনে।
সবে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে।।
সে কারণে তত্ত্ব নিতে আইলাম হেথা।
সবার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা।।
তোমারে না দিয়া ভাগ সবে বাঁটি লৈল।
এই হেতু মোর চিতে ধৈর্য্য নাহি হৈল।।
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
শুনি কিছু উত্তর না কৈল ত্রিলোচন।।
তাহা দেখি ক্রোধে সকম্পিতা ত্রিলোচনা।
নারদেরে কহে তবে করিয়া ভৎসনা।।
কাহারে এতেক বাক্য বল মুনিবর।
বৃক্ষেরে বলিলে যেন না পায় উত্তর।।
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার।
কৌস্তুভাদি-মণি-রত্নে কি কাজ তাহার।।
কি কাজ চন্দনে, যার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কাজ, যার ভক্ষ্য সিদ্ধি-গুলি।।
মাতঙ্গে কি কাজ, যার বলদ-বাহন।
পারিজাতে কিবা কাজ, ধুতুরা ভূষণ।।
এ সকল চিন্তি মোর অঙ্গ জরজর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর।।
জানিয়া উহারে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল।।
দেবীবাক্য শুনি হাসি বলেন ঈশান।
যে বলিলা হৈমবতী কিছু নহে আন।।
বাহন ভূষণে মোর কিবা প্রয়োজন।
আমি লই তাহা, যাহা ত্যজে অন্য জন।।
ভক্তিতে করিয়া বশ মাগিলেন দাস।
অম্লান অম্বর পট্টাম্বর দিব্য-বাস।।
ঘৃনা করি ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেহ না লইল।
তাই মোরে বাঘাম্বর পরিতে হইল।।
অগুরু চন্দন নিল কুঙ্কুম কস্তূরী।
বিভূতি না লয় তাই সমাদরে ধরি।।
মণি-রত্ন হার নিল মুকুতা প্রবাল।
কেহ না লইল, তাই পরি হাড়মাল।।
ধুতুরা-কুসুম নাহি লয় কোন জন।
তাই কর্ণে ধুতুরা করিনু বিভূষণ। ।
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ।
কেন নাহি লয় তাই আছয়ে বলদ।।
অজ্ঞান তিমিরে দক্ষ মোহিত হইল।

মোহে মত্ত হয়ে দক্ষ যজ্ঞ যে করিল।।
সকল দেবেরে পূজি মোরে না পূজিল।
সমুচিত দণ্ড তার তখনি পাইল।।
পশুর সদৃশ হৈল ছাগলের মুণ্ড।
মূত্র-পুরীষেতে পূর্ণ হৈল যজ্ঞকুণ্ড।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম বরুণ তপন।
মোরে না পূজিয়া দেবী আছে কোন্ জন।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে দেখ জীবগণে।
আমা ছাড়া কেবা আছে এ তিন ভুবনে।।
দেবী বলে, দারাপুত্রে গৃহী যেই জন।
তাহারে না হয় যুক্ত এ সব বচন।।
বিভূতি-বৈভব-বিদ্যা সঞ্চয়ে যতনে।
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন্ জনে।।
সংসারেতে যে জন বিমুখ ও সকলে।
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে।।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্র আদি যেমন পূজিত।
সাক্ষাতেই সে সকল হইল বিদিত।।
রত্নাকর মথি সবে নিল রত্নধন।
কেহ না পুছিল তোমা করিয়া হেলন।।
পার্ব্বতীর হেন বাক্য শুনিয়া শঙ্কর।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থরথর।।
কাশীরাম কহে, কাশীপতি ক্রোধমুখে।
বৃষভ সাজাতে আজ্ঞা করিল নন্দীকে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

সমুদ্র-মন্থন-স্থানে মহাদেবের আগমন

পার্ব্বতীর কটুভাষ, শুনি ক্রোধে দিগ্ বাস,
টানিয়া বান্ধিল ব্যাঘ্র-বাস।
বাসুকি-নাগের দড়ি, কাঁকালে বান্ধিল বেড়ি,
করে তুলি নিল মৃগ-বাস।।
কপালেতে শশীকলা, গলে শোভে হাড়মালা,
করযুগে কঞ্চুক-কঙ্কণ।
ভানু বৃহদ্ভানু শশী, ত্রিবিধ প্রকারে ভূষি,
ক্রোধে যেন প্রলয়-কিরণ।।
যেন গিরি হেমকূটে, আকাশে লহরী উঠে,
ভ্রমে গঙ্গা মধ্যে জটাজূটে।
রজতাগরির আভা, কোটিচন্দ্র মুখশোভা,
ফণি-মণি বিরাজে মুকুটে।।
গলে দোলে কাল সাপ, টঙ্কারি পিনাক-চাপ,
ত্রিশূল খট্টাঙ্গ নিলা করে।
সাজিল শিবের সেনা, যক্ষ রক্ষ অগণনা,
ভূত প্রেত ভূচর খেচরে।।
আগে ধায় যত দানা, কান্ধেতে আয়ুধ নানা,
মুখরবে মহা কোলাহল।
ডমরুর ডিমি ডিমি, আকাশ-পাতাল-ভূমি,
কম্পান্বিত ত্রৈলোক্য-মণ্ডল।।
বৃষভ সাজায়ে বেগে, আনি নন্দী দিল আগে,
নানা রত্নে করিয়া ভূষণ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ, যেন কদলীর পাত,
অতি শীঘ্র কৈল আরোহণ।।
আগুদলে সেনাপতি, ময়ূর বাহনে গতি,
শক্তি করে দেব ষড়ানন।

www.bengaliebook.com

গণেশ চড়িয়া মূষ, করে ধরি পাশাঙ্কুশ,
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ মন।।
বামে নন্দী মহাকাল, করে শূল সুবিশাল,
পাশে ভৃঙ্গী ধায় তিন পাদে।
চলিলেন দেবরাজ, দেখিয়া শিবের সাজ,
তিন লোক গণিল প্রমাদে।।
ক্ষণেকে ক্ষীরোদ-কূলে, উত্তরিলা দলবলে,
যথা ছিল সবে সুরাসুর।
কহে কাশীদাস দেবে, দ্রুততর-গতি সবে,
প্রণময়ে দেখিয়া ঠাকুর।।

www.bengaliebook.com

পুনর্ব্বার সিন্ধু-মন্থন ও মহাদেবের বিষপান

করযোড়ে দাঁড়াইল সব দেবগণে।
শিব বলে মথ সিন্ধু, থামাইলে কেনে।।
ইন্দ্র বলে, মথন হইল দেব শেষ।
নিবারিয়া আপনি গেলেন হৃষীকেশ।।
একে ক্রোধে আছিলেন দেব-মহেশ্বর।
তাহাতে ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর।।
শিব বলে, এত গর্ব্ব তোমা সবাকার।
আমারে হেলন কর করি অহঙ্কার।।
রত্নাকর মথি রত্ন নিলা সবে বাঁটি।
কেহ চিত্তে না করিলা আছয়ে ধূর্জ্জটি।।
যা করিলা তাহা কিছু নাহি করি মনে।
আমি মথিবারে বলি করহ হেলনে।।
এতেক বলিলা যদি দেব-মহেশ্বর।
ভয়েতে দেবেরা কেহ না কৈল উত্তর। ।
নিঃশব্দে রহিল যত দেবের সমাজ।
করযোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ।।
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদ-সিন্ধু মথন বৃত্তান্ত।।

পারিজাত মাল্য দুর্ব্বাসার গলে ছিল।
স্নেহে সেই মাল্য মুনি ইন্দ্র-গলে দিল।।
গজরাজ আরোহণে ছিল পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর।।
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশুজাতি নাহি জানে মালা মুনিদত্ত।।
শুণ্ডে জড়াইয়া মালা ফেলিল ভূতলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নি-সম জ্বলে।।
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত পুষ্পমাল্য ছিঁড়িয়া ফেলিল।।
সম্পদে হইয়া মত্ত তুচ্ছ কৈল মোরে।
দিল শাপ হবে হতলক্ষ্মী পুরন্দরে।।
ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিলা জলে।
লক্ষ্মী-বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে।।
লোকের কারণে ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মথিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল। ।
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিলা পুরন্দর।
শেষ মথনের দড়ি, মথনি মন্দর।।
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিয়া আসি স্তব কৈল গদাধরে।।
নিবারিয়া মথন গেলেন নারায়ণ।
পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মথন-কারণ।।
বিষ্ণু বলে বড় বলী আছিল অমর।
এবে বিষ্ণু বিনা শ্রান্ত সব কলেবর।।
দ্বিতীয়ে মথন-দড়ি নাগরাজ শেষ।
সাক্ষাতে আপনি দেব দেখ তার ক্লেশ।।
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চূর।
সহস্র-মুখেতে লাল বহিছে প্রচুর। ।
বরুণের যত কষ্ট না যায় কথন।
আর আজ্ঞা নাহি কর করিতে মথন।।

শিব বলে, আমা হেতু মথ একবার।
আগমন অকারণ না হৌক্ আমার।।
শিব-বাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে পারে।
পুনরপি মথন করিল সুরাসুরে।।
শ্রমেতে অশক্ত-কলেবর সর্ব্বজনা।

ঘনশ্বাস বহে যেন আগুনের কণা।।
অত্যন্ত ঘর্ষণে তবে মন্দর পর্ব্বত।
সুতপ্ত হইল গিরি মহা অগ্নিবৎ।।
ছিণ্ডি খণ্ড খণ্ড হৈল নাগের শরীর।
ক্ষীরোদ-সমুদ্রে সব বহিল রুধির।।
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল।
সহস্র-মুখের পথে গরল বহিল।।
সিন্ধুর ঘর্ষণ-অগ্নি সর্পের গরল।
দেবের নিশ্বাস-অগ্নি, মন্দর- অনল।।
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল।
সিন্ধু হতে আচম্বিতে বাহির হইল।।
প্রাতঃ হৈতে দিনকর তেজ যেন বাড়ে।
দাবানল-তেজে যেন শুষ্ক বন পোড়ে।।
যুগান্তের কালে যেন সমুদ্রের জল।
মুহূর্ত্তে ব্যাপিল তথা সংসার সকল।।
দহিল সবার অঙ্গ বিষের জ্বলনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে।।
পলায় সহস্রচক্ষু কুবের বরুণ।
প্রলয় সমান অগ্নি দেখিয়া দারুণ।।
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনী-কুমার।
অসুর রাক্ষস যক্ষ যত ছিল আর।।
পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন।
বিষণ্ন বদনে তবে চাহে ত্রিলোচন।।
দূরে থাকি দেবগণ সবে করে স্তুতি।
রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের গতি।।
তোমা বিনা রক্ষাকর্ত্তা নাহি দেখি আন।
সংসার হইল নষ্ট তোমা বিদ্যমান।।
রাখ রাখ বিশ্বনাথ, বিলম্ব না সয়।
ক্ষণেক রহিলে আর হইবে প্রলয়।।
দেবের বিষাদ দেখি কাকুতি-স্তবন।
বিষে দগ্ধ হয়ে সৃষ্টি দেখি ত্রিলোচন।।
বিশেষে চিন্তেন পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার।
এবার মথনে সিন্ধু-রত্ন যে আমার।।
আপন অর্জ্জিত তাহে সৃষ্টি করে নাশ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া আশু হেন কৃত্তিবাস।।
সমুদ্র জুড়িয়া বিষ আকাশ পরশে।
আকর্ষণ করি হর নিলেন গণ্ডূষে।।
দূরে থাকি সুরাসুর দেখয়ে কৌতুকে।
করিলেন বিষপান একই চুমুকে।।
অঙ্গীকার-পালন স্বধর্ম্ম দেখাবারে।
কণ্ঠেতে রাখেন বিষ, না লন উদরে।।
নীলবর্ণ কণ্ঠ অদ্যাপিহ বিশ্বনাথ।
নীলকণ্ঠ নামে তাই হইল বিখ্যাত।।
আশ্চর্য্য দেখিয়া যত ত্রৈলোক্যের জন।
কৃতাঞ্জলি করি হরে করেন স্তবন।।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, ধনের ঈশ্বর।
যম সূর্য্য বায়ু সোম তুমি বৈশ্বানর।।
তুমি শেষ বরুণ নক্ষত্র বসু রুদ্র।
তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধঃ পর্ব্বত সমুদ্র।।
যোগ জ্ঞান বেদ শাস্ত্র তুমি যজ্ঞ জপ।
তুমি ধ্যান ধারণা, তুমি সে উগ্রতপ।।
অকালে করিলে তুমি এ মহাপ্রলয়।
কি করিব আজ্ঞা এবে দেহ মৃত্যুঞ্জয়।।
এত শুনি আজ্ঞা দিল দেব মহেশ্বর।
রাখ নিয়া যথাস্থানে আছিল মন্দর।।
মথন-নিবৃত্তি কর, নাহি আর কাজ।
অনেক পাইলে কষ্ট দেবের সমাজ।।
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবগণ।

মন্দর লইতে সবে করিল যতন।।
অমর তেত্রিশ কোটি অসুর যতেক।
মন্দর তুলিতে যত্ন করিল অনেক।।
কারো শক্তি নহিল তুলিতে গিরিবর।
তুলিয়া লইল গিরি শেষ বিষধর।।
যথাস্থানে মন্দর থুইল লয়ে শেষ।
নিবারিয়া গেল সবে যার যেই দেশ।।
কাশীরাম দাস কহে করিয়া মিনতি।
অনুক্ষণ নীলকণ্ঠ পদে থাক্ মতি।।
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
করিলে শ্রবণে পান যায় ভব-ক্ষুধা।।

www.bengaliebook.com

অমৃতের নিমিত্ত সুরাসুরের দ্বন্দ্ব ও শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপ ধারণ

মুনিগণ বলে শুন সূতের নন্দন।
শুনিলাম যে কথা সে অদ্ভুত কথন॥
অমর অসুর মিলি সমুদ্র মথিল।
উপজিল যত রত্ন দেবতারা নিল॥
রত্নের বিভাগ কিছু পায় কি অসুর।
কহ শুনি সূতপুত্র শ্রবণে মধুর॥
সৌতি বলে দৈত্যগণ একত্র হইয়া।
দেবগণ হৈতে সুধা লইল কাড়িয়া॥
সবে শ্রম করিলেন সমুদ্র মন্থনে।
যে কিছু উঠিল সব নিল দেবগণে॥
ঐরাবত হস্তী নিল বাজী উচ্চৈঃশ্রবা।
লক্ষ্মী কৌস্তুভাদি মণি শত-চন্দ্র আভা॥
অমরের ভাগে পাছে হয় সুধা হাণ্ডি।
সকল লইল যেন শিশুগণে ভাণ্ডি॥
এত বলি কাড়িয়া লইল দৈত্যগণ।
দেব-দৈত্যে কলহ হইল ততক্ষণ॥
মধ্যস্থ হইয়া হর কলহ ভাঙ্গিয়া।
তবে দৈত্যগণ প্রতি কহেন ডাকিয়া॥
অকারণে দ্বন্দ্ব সবে কর কি কারণ।
সবার অর্জ্জিত সুধা লহ সর্ব্বজন॥
শিবের বচনে সবে নিবৃত্ত হইল।
কে বাটিয়া দিবে সুধা সকলে কহিল॥

হেনকালে নারায়ণ ধরিয়া স্ত্রীবেশ।
ধীরে ধীরে উপনীত হৈল সেই দেশ॥
রূপেতে হইল আলো চতুর্দ্দশ পুর।
সুবর্ণ-রচিত তাঁর চরণে নূপুর॥
কোকনদ জিনি পদ মনোহর গতি।
যে চরণে জন্মিলেন গঙ্গা ভাগীরথী॥
যার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিবৃন্দ।
লাখে লাখে পড়ে ঝাঁকে পেয়ে মধুগন্ধ॥
যুগ্ম উরু রম্ভাতরু চারু দুই হাত।
মধ্যদেশ হেরি ক্লেশ পায় মৃগনাথ॥
নাভিপদ্ম জিনি পদ্ম অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ।
কুচযুগ ভরা বুক দাড়িম্ব সমান॥
ভুজ সম ভুজঙ্গম মৃণাল জিনিয়া।
সুরাসুর মূর্চ্ছাতুর যাহারে হেরিয়া॥
পদ্মবর জিনি কর চম্পক অঙ্গুলি।
নখবৃন্দ জিনি ইন্দু প্রভা গুণশালী॥
কোটি কাম জিনি ধাম বদন-পঙ্কজ।
মনোহর ওষ্ঠাধর গরুড়-অগ্রজ॥
নাসিকায় লজ্জা পায় শুষ্ক-চঞ্চুখানি।
নেত্রদ্বয় শোভা হয় নীলপদ্ম জিনি॥
পুষ্পচাপ হরে দাপ ভ্রু-দ্বয় ভঙ্গিমা।
ভালে প্রাতঃ দিননাথ দিতে নারে সীমা॥
পীতবাস করে হাস স্থির সৌদামিনী।
দন্তপাঁতি করে দ্যুতি মুক্তার গাঁথনি॥
দীর্ঘকেশে পৃষ্ঠদেশে বেণী লম্বমান।
আচম্বিতে উপনীত সবা বিদ্যমান॥
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বগাত্রে কামাগ্নি দহিল।
সুরাসুর তিনপুর ঢলিয়া পড়িল॥
সবে মূর্চ্ছাগত হৈল দেখিয়া মোহিনী।
কতক্ষণে চেতন পাইল শূলপাণি॥
মোহিনীর প্রতি হর একদৃষ্টে চান।
দুই ভূজ প্রসারিয়া ধরিবারে যান॥

কন্যা বলে যোগী তোর কেমন প্রকৃতি।
ঘনাইয়ে আস বুড়া হ'য়ে ছন্নমতি॥
এত বলি নারায়ণ যান শীঘ্রগতি।
পাছে পাছে ধাইয়া চলেন পশুপতি॥
হর বলে হরিণাক্ষি মুহূর্ত্তেক রহ।
দাঁড়াইয়া তুমি মোরে এক কথা কহ॥
কে তুমি কোথায় থাক কাহার নন্দিনী।
কি হেতু আইলে তুমি কহ সত্যবাণী॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে রূপবতী।
তব পদ-নখ-তুল্য নহে কার' জ্যোতি॥
দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শচী, অরুন্ধতী।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, রতি॥
নাগিনী, মানুষী, দেবী ত্রৈলোক্যবাসিনী।
সবে মোরে জানে আমি সবাকারে জানি॥
ব্রহ্মাণ্ডে আছহ কভু না শুনি না দেখি।
কোথা হৈতে এলে কহ সত্য শশীমুখী॥
কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
তোরে পরিচয় দিতে আমার কি কাজ॥
তৈল বিনে বিভূতি মাথায় জটাভার।
তাম্বূল বিহনে দন্ত স্ফটিক আকার॥
বসন না মিলে পরিধান ব্যাঘ্রছড়ি।
দীঘল করের ন'খ পাকা গোঁফদাড়ী॥
অঙ্গের দুর্গন্ধে উঠে মুখেতে বমন।
না জানি আছয়ে কি না বদনে দশন॥
মম অঙ্গ গন্ধে দেখ ব্রহ্মাণ্ড পূরিত।
অঙ্গের ছটাতে দেখ ত্রৈলোক্য দীপিত॥
কোন লাজে চাহ তুমি করিতে সম্ভাষ।
কেমন সাহসে তুমি আইস মম পাশ॥

মোহিনীরূপী হরির সহিত হরের মিলন

হর বলে, হরিণাক্ষি! কেন দেহ তাপ।
মোর সহ কভু তব নাহিক আলাপ।।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে মহাপ্রাণী।
সবার ঈশ্বর আমি, শুন বরাননি।।
ব্রহ্মার পঞ্চম শির নখেতে ছেদিল।
বহুকাল সেবি বিষ্ণু অভয় পাইল।।
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
সব লোকপাল করে মোর আরাধন।।
জ্ঞানযোগে মৃত্যু আমি করিলাম জয়।
আমার নয়নানলে কাম ভস্ম হয়।।
মহামায়া বল যারে ত্রৈলোক্যে মোহিনী।
বিষ্ণু-অংশ জাত গঙ্গা ত্রিপথ-গামিনী।।
দাসী হয়ে সেবে মোর চরণ-অম্বুজে।
মনোমত বর লভে, মোরে যেই ভজে।।
ত্যজ মান মনোরমে করহ সম্ভাষ।
আমারে ভজিলে হবে সিদ্ধ অভিলাষ।।
কন্যা বলে, যোগী তোরে জানিনু এখন।
তোরে মহেশ্বর বলি ডাকে সর্ব্বজন।।
ব্যর্থ জপ তপ তোর ব্যর্থ যোগ ধ্যান।
ব্যর্থ তোর পঞ্চ-মুখে রাম-নাম গান।।
ব্যর্থ জটাভার রাখ ব্যর্থ তুমি যোগী।
ভণ্ডতা করিয়া লোকে বলাহ বৈরাগী।।
হর বলে, মনোরমে! কর অবধান।
তব অঙ্গ দেখি মোর হরিল যে জ্ঞান।।
করিলাম এক দাম দহন নয়নে।
কোটি কাম জ্বলিতেছে তব চক্ষুকোণে।।
তপ জপ যোগ ধ্যান জ্ঞানের বৈরাগ্য।
এ সকল কর্ম্ম যদি হয়, শ্রেষ্ঠ ভাগ্য।।
এই বাঞ্ছা হয়, তুমি করহ পরশ।
আলিঙ্গন দেহ তুমি হইয়া হরষ।।
যতেক করিনু তপ জপ হরি নাম।
জটা ভস্ম দিগ্বাস শ্মশানেতে ধাম।।
তার সমুচিত ফল মিলাইল বিধি।
এতকালে পাইলাম তোমা হেন নিধি।।
সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিনু চরণে।
কৃপা করি আলিঙ্গন দেহ বরাননে।।
হরবাক্য শুনি হাসি বলে হয়গ্রীব।
অপ্রাপ্য দ্রব্যের কেন বাঞ্ছা কর শিব।।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিবারে পারে যেই জন।
অন্যমনা না হবে, আমাতে একমন।।
কায়-মনোবাক্যে করে আমারে ভজন।
সে জনেরে যাচি আমি দিব আলিঙ্গন।।
শিব বলে, কন্যা এই সত্য অঙ্গীকার।
আজি হৈতে তোমা বিনা নাহি জানি আর।।
ত্যজিলাম সর্ব্ব কর্ম্ম ভার্য্যা-পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পদ দেহ আলিঙ্গন।।
নারী বলে, কত মোরে করহ ছলন।
কেমনে ত্যজিবা তুমি ভার্য্যা-পুত্রগণ।।
এক ভার্য্যা রাখিয়াছ জটার ভিতর।
আর ভার্য্যা করিয়াছ অর্দ্ধ কলেবর।।
হর বলে, হরিণাক্ষি কেন হেন কহ।
ত্যজিয়া কপট মোরে কর অনুগ্রহ।।
কি ছার সে নারী পুত্র, নাম লহ তার।
শত শত গঙ্গা দুর্গা নিছনি তোমার।।
দাসী হয়ে সেবিবে সে, আমি হৈব দাস।

কৃপা করি বরাননে পূর মোর আশ।।
যদি তুমি নিশ্চয় না দিবা আলিঙ্‌গন।
তোমার সম্মুখে আমি ত্যজিব জীবন। ।
নেউটিয়া মোর পানে চাহ চারুমুখে।
হের, মরি ত্রিশূল মারিয়া নিজ বুকে।।
এত বলি ত্রিশূল নিলেন ভূতনাথ।
হাসিতে হাসিতে তবে বলেন শ্রীনাথ।।
বুঝিলাম গঙ্গাধর! তোমার যে জ্ঞান।
কামে বশ হয়ে চাহ ত্যজিবারে প্রাণ।।
ধৈর্য্য ধর, ত্যজ খেদ, চিত্ত কর স্থির।
দিব আলিঙ্গন, তুমি না ত্যজ শরীর।।
নাহি জান বিশ্বনাথ আমার হৃদয়।
ভকত-জনেরে আমি দানি যে অভয়।।
যে জন যেমন কাম মাগে মোর স্থান।
দিই তারে অবশ্য না হয় কভু আন।।
বিশেষে আমাকে পূর্ব্বে মাগিয়াছ তুমি।
অর্দ্ধ অঙ্গ দিব অঙ্গীকার কৈনু আমি।।
এত বলি আলিঙ্গন দিতে জগন্নাথ।
আইস বলিয়া বিস্তারেন দুই হাত।।
আলিঙ্গনে যুগল-শরীর হৈল এক।
অর্দ্ধ ভস্ম-ভূষা হৈল, কস্তূরী অর্দ্ধেক।।
অর্দ্ধ জটাজূট, অর্দ্ধ চিকুর চাঁচর।
অর্দ্ধেক কিরীটী, অর্দ্ধ ফণি-ফণাধর।।
কস্তূরী তিলক অর্দ্ধ, অর্দ্ধ শশিকলা।
অর্দ্ধ-গলে হাড়মালা, অর্দ্ধে বনমালা।।
মকর-কুণ্ডল কর্ণে, কুণ্ডলী-কুণ্ডল।
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন অর্দ্ধ শোভিত গরল।।
অর্দ্ধ মলয়জ, অর্দ্ধ ভস্ম কলেবর।
অর্দ্ধ কটি বাঘাম্বর, অর্দ্ধ পীতাম্বর।।
এক পদে ফণী, অন্যে কনক নূপুর।
শঙ্খ-চক্র করে শোভে, ত্রিশূল ডম্বুর।।
শিব-দুর্গা বিষ্ণু-লক্ষ্মী, চারি মূর্ত্তি হেরি।
কাশীদাস করে আশ, তরি ভব-বারি।।
চারি মূর্ত্তি হেরিলেই মিলে চারি ফল।

সুধাবণ্টন ও রাহু-কেতুর বিবরণ

সৌতি বলে, সাবধানে শুন মুনিগণ।
কহিনু অপূর্ব্ব হরি-হরের মিলন।।
দেবগণ-রক্ষা হেতু দেব ভগবান্।
পুনরপি আইলেন সবা বিদ্যমান।।
হেথা সুরাসুর সবে পাইয়া চেতন।
কোথা কন্যা, কোথা কন্যা, করে অন্বেষণ।।
হেনকালে নারী-বেশে দেখে নারায়ণে।
এই এই বলিয়া ধাইল সর্ব্বজনে।।
চতুর্দ্দিক হইতে ধাইল সুরাসুর।
কন্যারে বেড়িল সবে করি লক্ষপুর।।
চিত্তের পুত্তলী প্রায় চাহে সর্ব্বজন।
ততক্ষণে নারায়ণ বলেন বচন।।
এই ক্ষীর -সিন্ধু মধ্যে আমার বসতি।
মোহিনী আমার নাম, সমুদ্রে উৎপত্তি।।
সহিতে নারিনু অনুক্ষণ কলবর।
কি হেতু কলহ কর তোমরা এ সব।।
এত শুনি কহিতে লাগিল সর্ব্বজন।
অসুর-অমর-দ্বন্দ্ব অমৃত কারণ।।
ভাল হৈল, তোমা সহ হইল মিলন।
আপনি থাকিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ।।
বাঁটি দেহ সুধা, দ্বন্দ্ব হৌক সমাধান।
তুমি যে করিবা তাহা না করিব আন।।
কন্যা বলে, এত দ্বন্দ্বে আমার কি কাজ।
কভু না মধ্যস্থ হৈব সুরাসুর-মাঝ।।
আমার বিধান যদি নাহি লয় মন।
সবে ক্রোধ করিলে কি করিব তখন।।
তাহা শুনি ডাকি তবে বলে সর্ব্বজন।
সত্য কহি, না লজ্ঘিব তোমার বচন।।

এতেক সবার মুখে শুনি দৃঢ়বাণী।
কহিতে লাগিল তবে দেব চক্রপাণি।।
তোমা সবাকার বাক্য না করিব আন।
আনি দেহ সুধাভাণ্ড আমা-বিদ্যমান।।
দুই পংক্তি হইয়া বৈসহ সর্ব্বজন।
একভিতে দৈত্য, একভিতে দেবগণ।।
মায়াবীর মায়াতে মোহিত সর্ব্বজন।
সুধাভাণ্ড আনিয়া দিলেক ততক্ষণ।।
দুই পংক্তি বসিল লইয়া পত্রাসন।
কাঁখে সুধাভাণ্ড করি করেন বণ্টন।।
দেবতার জ্যেষ্ঠ ভাগ বলেন মোহিনী।
দেবে সুধা বিতরিতে যুক্তি আগে মানি।।
দৈত্যগণ বলিল, যেমত তব মতি।
শুনিয়া বাঁটেন সুধা তবে লক্ষ্মীপতি।।
ইন্দ্র যম কুবের আদিত্য হুতাশন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ।।
সবাকারে ক্রমে সুধা বাঁটিয়া মোহিনী।
অবশেষে যত ছিল খাইল আপনি।।
হেনকালে ডাকিয়া বলেন রবি শশী।
দেখ দেখ রাহু-দৈত্য সুধা খায় আসি।।
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
চক্রেতে অসুর-মুণ্ড করিল ছেদন।।
তথাপি না মরিলেক সুধাপান হেতু।
মুখ হৈল রাহু, কলেবর হৈল কেতু।।
দৈত্যে মারি সুধা হরি হৈল অন্তর্ধান।
দেখি ক্রোধে কম্পান্বিত হৈল দৈত্যগণ।।
মারহ অমরগণে বলিয়া উঠিল।
প্রলয়কালেতে যেন সিন্ধু উথলিল।।
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে বরিষে প্রচুর।

কে বর্ণিতে পারে যুদ্ধ কৈল সুরাসুর।।
সুধাপানে বলবান্ যতেক অমর।
মথনেতে দৈত্যগণ ক্লান্ত কলেবর।।
না পারিয়া ভঙ্গ দিয়া গেল দৈত্যজন।
আপন আলয়ে চলি গেলা দেবগণ।।
ভারতের পুণ্যকথা শুনে পুণ্যবান।
কাশীরাম কহে, কলি-ভয়ে পরিত্রাণ।।

www.bengaliebook.com

নাগগণের প্রতি কদ্রুর অভিসম্পাত ও বিনতার দাসীত্ব বিবরণ

শৌনকাদি মুনিগণ সৌতিরে পুছিল।
কদ্রু আর বিনতায় কি প্রসঙ্গ হৈল।।
সৌতি বলে, দুই জন দেখি তুরঙ্গম।
সর্ব্ব সুলক্ষণ অশ্ব অতি মনোরম। ।
কদ্রু বলে, বিনতা দেখহ অশ্ববর।
কোন্ বর্ণ ধরে অশ্ব পরম সুন্দর। ।
বিনতা কহিল, অশ্ব শ্বেতবর্ণ ধরে।
তুমি কোন্ বর্ণ দেখ, কহ দেখি মোরে।।
কদ্রু বলে, কৃষ্ণবর্ণ হয় অশ্ববর।
দুই জনে বিতণ্ডা যে হইল বিস্তর। ।
কদ্রু বলে, বিনতা কোন্দল কি কারণ।
দুই জনে এস তবে করি কিছু পণ।।
দাসী হয়ে থাকিবেক যেই জন হারে।
নির্ণয় করিয়া দোঁহে চলি গেল ঘরে।।
অস্ত গেল দিনমণি, দৃষ্টি নাহি চলে।
কল্য আসি তুরঙ্গম দেখিব সকালে।।
এত বলি চলি গেল যে যাহার গৃহে।
পণের কারণে কিন্তু মনস্থির নহে। ।
সহস্রেক পুত্রে কদ্রু আনিল ডাকিয়া।
কহিল বৃত্তান্ত যত পুত্রে বসাইয়া।।
পুত্রগণ বলে মাতা কি কর্ম্ম করিলে।
শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা খ্যাত ভূমণ্ডলে।।
কদ্রু বলে, অশ্ব যদি ধবল-আকার।
কৃষ্ণাঙ্গ যেমতে হয়, কর প্রতিকার।।
বিনতার সহ আমি করিয়াছি পণ।
হারিলে হইব দাসী, না হয় খণ্ডন।।
এত শুনি নাগগণ বিরস- বদন।
মায়ের চরণে তবে করে নিবেদন।।
যেমন জননী তুমি তেমন বিনতা।
কপটেতে দিব দুঃখ, ভাল নহে কথা।।
শুনিয়া কুপিল কদ্রু, দিল শাপবাণী।
জন্মেজয়-যজ্ঞে ভস্ম হৈবে সব ফণী।।
কদ্রু শাপ দিল যদি, আনন্দিত ধাতা।
ইন্দ্র সহ আনন্দিত যতেক দেবতা।।
বিষম দুর্জ্জয় ফণী লোক-হিংসা করে।
আনন্দে কুসুমবৃষ্টি করে পুরন্দরে।।
বিষের জ্বলনে লোক হয় ত বিনাশ।
রক্ষা-হেতু ব্রহ্মা মন্ত্র করিল প্রকাশ।।
দিব্য মন্ত্র গারুড়ির দিল কশ্যপেরে।
কশ্যপ হইতে প্রচারিল মর্ত্ত্যপুরে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। ।

কদ্রু ও বিনতার অশ্ব দর্শনে গমন

মায়ের বচন শুনি নাগগণে ভয়।
শীঘ্রগতি গেল যথা উচ্চৈঃশ্রবা হয়।।
তুরঙ্গের পুচ্ছ ছিল ধবল বরণ।
ঢাকিল তাহার বর্ণ যত নাগগণ।।
নিঃশ্বাসেতে কৃষ্ণাঙ্গ হইল উচ্চৈঃশ্রবা।
লুকাইল পূর্ব্বের ধবল-ইন্দুআভা। ।
হেথায় বিনতা কদ্রু উঠিয়া প্রভাতে।
ক্রোধযুক্ত গেল দোঁহে তুরঙ্গ দেখিতে।।
পথে যেতে সমুদ্র দেখিল দুইজনে।
পর্ব্বত আকার তাহে জলচরগণে।।
শতেক যোজন কেহ বিংশতি যোজন।
কুম্ভীর-কচ্ছপ-মৎস্য আদি জন্তুগণ।।
হেনমতে কৌতুক দেখিয়া দুইজন।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যথা করিল গমন। ।
নিকটেতে গিয়া দোঁহে করে নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণবর্ণ দেখে ঘোড়া, অতি সুলক্ষণ।।
দেখিয়া বিনতা হৈল বিষণ্ণ- বদন।
অঙ্গীকার কৈল সপত্নীর দাসীগণ।।

গরুড়ের জন্ম ও সূর্য্যের রথে অরুণের সারথ্য

হেনমতে দাসীপণে আছেন বিনতা।
মহাবীর গরুড়ের জন্ম হৈল হেথা।।
ডিম্ব ফাটি বাহির হইল আচম্বিতে।
দেখিতে দেখিতে কায় লাগিল বাড়িতে।।
প্রাতঃ হৈতে ক্রমে যেন সূর্য্যতেজ বাড়ে।
বনে অগ্নি দিলে যেন দশদিক বেড়ে। ।
কামরূপী বিহঙ্গম মহাভয়ঙ্কর।
নিশ্বাসে উড়িয়া যায় পর্ব্বত-শিখর।।
বিদ্যুত আকার অঙ্গ, লোহিত লোচন।
ক্ষণমাত্রে মুণ্ড গিয়া ছুঁইল গগন।।
যুগান্তের অগ্নি যেন দেখে সর্ব্বজনে।
সুরাসুর কম্পমান তাহার গর্জ্জনে।।
অগ্নি হেন জানি সবে করি যোড় কর।
অগ্নির উদ্দেশে স্তব করিল বিস্তর।।
অগ্নি বলে, আমারে এস্তুতি কর কেনে।
আপনা সংবর বলি বলে দেবগণে।।
দেবতার স্তবে অগ্নি কন হাস্য করি।
অকারণে ভীত কেন দৈত্য-কুল-অরি।।
আমি নহি কাশ্যপেয় বিনতা-নন্দন।
সর্ব্বলোক-হিতকারী হিংস্রক-হিংসন।।
না করিহ ভয় কেহ থাক মম সঙ্গে।
আনন্দিত হয়ে সবে দেখহ বিহঙ্গে।।
অগ্নির বচন শুনি যত দেবগণ।
যোড়হাত করি করে গরুড়ে স্তবন।।
হেন রূপ দেখি তব অতি ভয়ঙ্কর।
সংবর করুণা করি বিনতা-কোঙর।।
তোমার তেজেতে দেখ চক্ষু যায় জ্বলি।
ভীষণ গর্জ্জনে লাগে কর্ণদ্বায়ে তালি।।
কশ্যপের পুত্র তুমি হও দয়াবান্।
নিজ তেজ সংবরহ কর পরিত্রাণ।।
দেবতার স্তবে তুষ্ট হৈল খগেশ্বর।
আশ্বাসিয়া সংবরিল নিজ কলেবর।।
তবে পক্ষিরাজ বীর অরুণে লইয়া।
আদিত্যের রথে তারে বসাইল গিয়া।।
বিষম সূর্য্যের তেজে পোড়ে ত্রিভুবন।
অরুণের আচ্ছাদনে হৈল নিবারণ।।
মুনিগণ বলে, কহ ইহার কারণ।
কোন্ হেতু ত্রিভুবন দহিছে তপন।।
সৌতি বলে, যেইকালে দেব জনার্দ্দন।
সুরগণে সুধারাশি করেন বণ্টন।।
গোপনে বসিয়া রাহু অমৃত খাইল।
দিবাকর নারায়ণে দেখাইয়া দিল।।
সূর্য্যের বচনে তবে দেব নারায়ণ।
চক্রেতে অসুর মুণ্ড করেন ছেদন।।
সূর্য্যের হইল পাপ তাহার কারণে।
ক্রোধে রাহু গ্রাসে তাঁরে পাপগ্রহ দিনে।।
সূর্য্যের হইল ক্রোধ যত দেবগণে।
ডাকিয়া বলিনু আমি সবার কারণে।।
সবে দেখে কৌতুক, আমারে করে গ্রাস।
এই হেতু সৃষ্টি আমি করিব বিনাশ। ।
আপনার তেজেতে পোড়াব ত্রিভুবন।
এত চিন্তি মহাতেজ ধরিল তপন।।
দেবগণ নিবেদিল ব্রহ্মার গোচর।
ত্রৈলোক্য দহিতে তেজ কৈল দিনকর। ।
ব্রহ্মা বলে, ভয় নাহি কর দেবগণ।

ইহার উপায় এক করিব রচন।।
কশ্যপের পুত্র হবে বিনতা-উদরে।
রবি-তেজ নিবারিবে সেই মহাবীরে।।
ততদিন কষ্ট সহি থাক সর্ব্বজনে।
এত বলি প্রবোধিয়া গেল দেবগণে।।
ভারতের পুণ্যকথা পুণ্যজন শুনে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে।।

সুধা আনিতে গরুড়ের স্বর্গে গমন

অরুণে লইয়া তবে বিনতা-নন্দন।
সূর্য্যরথে যত্ন করি করিল স্থাপন।।
সপ্ত-অশ্ব করিয়ালি ধরি বাম হাতে।
রহিল অরুণ সে সারথি হৈয়া রথে।।
সূর্য্যরথে সহোদরে রাখ পক্ষিরাজ।
জননীর ঠাঁই গেল ক্ষীর-সিন্ধু-মাঝ।।
দুঃখিত জননী দেখি মলিন- বদন।
মায়ের চরণ গিয়া করিল বন্দন।।
পুত্রে দেখি বিনতার খণ্ডিল বিষাদ।
স্নেহবাক্যে গুরুড়ের করে আশীর্ব্বাদ।।
হেনকালে কদ্রু ডাকি বলে বিনতারে।
রম্যদ্বীপে লয়ে চল কান্ধে করি মোরে।।
রম্যক দ্বীপেতে মোর পুত্রের আলয়।
ত্বরিতে লইয়া চল বিলম্ব না সয়।।
কদ্রুরে লইল কান্ধে বিনতা সুন্দরী।
নাগগণে গরুড় লইল কান্ধে করি।।
নাগগণে কান্ধে করি গরুড় উড়িল।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য-মণ্ডলে উঠিল।।
সূর্য্যের কিরণে পোড়ে যত নাগগণ।
নাগ-মাতা দেখে পুড়ি মরিছে নন্দন।।
পুড়ি মরে নাগগণ, নাহিক উপায়।
আকুল হইয়া কদ্রু স্মরে দেবরায়।।
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি দেব শচীপতি।
আমার কুমারগণে কর অব্যাহতি।।
বহুবিধ স্তুতি কদ্রু কৈল পুরন্দরে।
ইন্দ্র ডাকি আজ্ঞা কৈল সব জলধরে।।
ততক্ষণে মেঘগণ ঢাকিল আকাশ।
জলবৃষ্টি করিয়া ভরিল দিশপাশ।।
তবে খগপতি সব লৈয়া নাগগণে।
রম্যক দ্বীপেতে বীর গেল ততক্ষণে।।
নাগের আলয় দ্বীপ অতি মনোহর।
কাঞ্চনে মণ্ডিত গৃহ প্রবাল প্রস্তর।।
ফল-ফুলে সুশোভিত চন্দনের বন।
মলয়-সুগন্ধি-বায়ু বহে অনুক্ষণ।।
আপনার আলয়ে বসিল নাগগণ।
গরুড়ে চাহিয়া তবে বলিল বচন।।
উড়িবার বড় শক্তি আছয়ে তোমার।
চড়িয়া তোমার কান্ধে করিব বিহার। ।
আর এক দ্বীপে লয়ে চল খগেশ্বর।
শুনিয়া গরুড় গেল মায়ের গোচর।।
গরুড় বলিল, মাতা কহ বিবরণ।
পুনরপি কান্ধে নিতে বলে নাগগণ।।
প্রভু যেন আজ্ঞা করে সেবা করিবারে।
কি হেতু এমন বোল বলে বারে বারে। ।
একবার কান্ধে কৈনু তোমার আজ্ঞায়।
পুনরপি বলে মোরে, সহনে না যায়।।
বিনতা বলেন, পুত্র দৈবের লিখন।
আমি কদ্রু-দাসী, তুমি দাসীর নন্দন।।
গরুড় বলিল, মাতা কহ বিবরণ।
তুমি তার দাসী হৈলা কিসের কারণ। ।
বিনতা কহিল, পূর্ব্বে সপত্নীর সনে।
উচ্চৈঃশ্রবা তরে হই পরাজিতা পণে।।
সেই হৈতে দাসীবৃত্তি করি তার আমি।
তে কারণে দাসীপুত্র হৈলে বাপু তুমি।।
এত শুনি মহাক্রোধ করিল সুপর্ণ।

www.bengaliebook.com

সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষু রক্তবর্ণ।।
মায়ে এড়ি গেল সৎ-মায়ের নিকটে।
কদ্রুর অগ্রেতে বীর কহে করপুটে।।
আজ্ঞা কর জননী গো, করি নিবেদন।
কিমতে মায়ের হয় দাসীত্ব-মোচন।।
কদ্রু বলে মুক্ত যদি করিবে জননী।
সুরলোক হৈতে সুধা মোরে দেহ আনি।।
তাহা শুনি খগবর আনন্দিত অতি।
মায়ের নিকটে বীর গেল শীঘ্রগতি।।
যা বলিল সৎ-মাতা মায়েরে কহিল।
না ভাবিহ আর, দুঃখ-অবসান হৈল।।
এখনি আনিব সুধা চক্ষু পালটিতে।
ক্ষুধায় উদর জ্বলে, দেহ কিছু খেতে।।
জননী বলিল, যাহ সমুদ্রের তীরে।
খাও গিয়া যত বৈসে নিষাদ-নগরে।।
কিন্তু কহি তাহে এক দ্বিজবর আছে।
বুঝিয়া খাইবে বাপু, দ্বিজে খাও পাছে।।
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি, কহিনু তোমারে।
ক্ষুধায় আকুল বাছা, খাও পাছে তারে।।
অগ্নি সূর্য্য বিষ হৈতে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে বাছা নাহিক নিস্তার।।
গরুড় বলিল, যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণ।
কিবা চিহ্ন ধরে দ্বিজ, কেমন লক্ষণ।।
বিনতা বলিল, তুমি ক্ষুধায় আকুল।
চিনিয়া খাইতে দুঃখ পাইবে বহুল।।
খাইতে তোমার কণ্ঠ জ্বলিবে যখন।
নিশ্চয় জানিবে পুত্র সেই সে ব্রাহ্মণ।।
এত বলি বিনতা করিল আশীর্ব্বাদ।
যাও পুত্র, অমৃত আনহ অপ্রমাদ।।

ইন্দ্র যম আদিত্য কুবের হুতাশন।
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোন জন।।
এত বলি খগবরে করিল মেলানি।
মায়ে প্রণমিয়া বীর উড়িল তখনি।।
গরুড় উড়িতে তিন ভুবন কাঁপিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল।।
পাখসাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
গর্জ্জনে লাগিল তালা সুরাসুর-নরে।।
কৈবর্ত্তের দেশ দেখি মুখ বিস্তারিল।
প্রশ্বাস সহিত সব মুখে প্রবেশিল।।
আছিল ব্রাহ্মণ এক তাহার ভিতরে।
অগ্নির সমান জ্বলে গরুড়-উদরে।।
গরুড় স্মরিল, তবে মায়ের বচন।
ডাকিয়া বলিল, শীঘ্র নিঃসর ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ বলিল, নিঃসরিব কি প্রকারে।
ভার্য্যা মোর পুড়ি মরে তোমার উদরে।।
কৈবর্ত্তিনা ভার্য্যা মোর প্রাণের সমান।
ভার্য্যার বিহনে আমি না রাখিব প্রাণ।।
গরুড় বলিল, মোর দ্বিজ বধ্য নহে।
ত্বরিতে নিঃসর, অগ্নি যাবৎ না দহে।।
ধরিয়া ভার্য্যার হাত এস হে বাহিরে।
এত শুনি ধরে দ্বিজ কৈবর্ত্তিনী-করে।।
লইয়া আপন ভার্য্যা হইল বাহির।
অন্তরীক্ষে উড়িল গরুড় মহাবীর।।
হেনকালে গরুড়েরে কশ্যপ দেখিল।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল।।
গরুড় বলিল, তাত আছি যে কুশলে।
সকলি কুশল, মাত্র ভক্ষ্য নাহি মিলে।।
মাতৃ-বোলে খাইলাম নিষাদ- নগর।

না হইল ক্ষুধা-শান্তি, পুড়িছে উদর।।
বিমাতার বাক্যে যাই অমৃত আনিতে।
ক্ষুধায় অবশ তনু জ্বলি অন্তরেতে।।
তুমি তাত কিছু মোরে দেহ খাইবারে।
ভাল করি দেহ গো উদর যেন পূরে।।
কশ্যপ বলিল, তবে শুন পুত্রবর।
দেব নরে বিখ্যাত আছয়ে সরোবর।।
গজ-কূর্ম্ম দুইজন তথা যুদ্ধ করে।
তাহার বৃত্তান্ত শুন আমার গোচরে।।

গজ-কচ্ছপের বিবরণ

বিভাবসু সুপ্রতীক দুই সহোদর।
মহাধনে ধনী দোঁহে মুনির কোঙর।।
শত্রুগণ দোঁহারে করিল ভেদাভেদ।
ধনের কারণে দোঁহে হইল বিচ্ছেদ।।
সুপ্রতীক কনিষ্ঠ সে পৃথক হইল।
আপনার সমুচিত বিভাগ মাগিল।।
শত্রুগণ বলিল, অনেক ধন আছে।
আপন উচিত ভাগ ছাড়ি দেহ পাছে।।
বিভাবসু জ্যেষ্ঠ কহে, এ ভাগ উহার।
অকারণে দ্বন্দ্ব করে সহিত আমার।।
দোঁহাকারে দুই রূপ কহে শত্রুগণে।
বহুদিন এই মত দ্বন্দ্ব দুই জনে।।
নিত্য আসি সুপ্রতীক প্রাতে মাগে ধন।
ক্রোধে বিভাবসা শাপ দিল ততক্ষণ।।
যে কিছু তোমার ভাগ তাহা দিনু আমি।
না লইয়া দ্বন্দ্ব কর পরবাক্যে তুমি।।
নিত্য আসি বিসম্বাদ কর মম সনে।
দিনু শাপ, গজ হৈয়া কর মম সনে।।
সুপ্রতীক বলে, মোরে ভাগ নাহি দিয়া।
শাপ দিলে, বল মোরে কিসের লাগিয়া।।
তুমিও কচ্ছপ হও জলের ভিতরে।
দুই জনে দুই শাপ দিলেক দোঁহারে।।
গজ গেল অরণ্যে, কচ্ছপ গেল জলে।
ভাই ভাই বিসম্বাদ কৈলে হে ফলে।।
পরবাক্যে যারা সব করে যে বিবাদ।
অতি ক্লেশ জন্মে তার, হয় ত প্রমাদ।।
সেই সে কচ্ছপ আছে জলের ভিতর।
যুড়িয়া যোজন দশ তার কলেবর।।
তাহার দ্বিগুণ দেহ করিবর ধরে।
নিত্য আসি যুদ্ধ করে সরোবর-তীরে।।
সেই গজ-কূর্ম্ম গিয়া করহ ভক্ষণ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে বিনতা-নন্দন।।
সমরে প্রবৃত্ত হৈলে দেবগণ সনে।
বেদহবীরহস্য রাখিবে তোমা ধনে।।
ত্রিভুবন বিজয়ী হও মহাবীর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তব রাখুন শরীর।।
কশ্যপের আজ্ঞা পেয়ে গরুড় সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে গেল যথা সরোবর।।
অন্তরীক্ষ হৈতে দেখি বিনতা-কোঙর।
বন হইতে বাহির হৈল গজবর।।
সরোবর-তীরে আসি করিল গর্জ্জন।
ক্রোধ করি কূর্ম্ম দেখা দিলেক তখন।।
দুই জনে মহাযুদ্ধ, কহনে না যায়।
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা দেখে খগরায়।।
এক নখে গজে ধরি কূর্ম্ম আর নখে।
চক্ষুর নিমিষে উড়ি গেল তপঃলোকে।।
কোথায় খাইব বসি ভাবে মনে মন।
নানাজাতি বৃক্ষ দেখে পরশে গগন।।
এক বটবৃক্ষ তথা অতি উচ্চতর।
দেখিয়া গরুড়ে ডাকি বলিল উত্তর।।
মোর ডাল দেখ শতযোজন বিস্তার।
সুস্থ হয়ে ইথে বসি করহ আহার।।
বৃক্ষের বচন শুনি বিনতা-নন্দন।
ডালেতে বসিল গিয়া করিতে ভক্ষণ।।
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল গরুড়ের ভরে।
বালখিল্য-মুনিগণ তাহে তপ করে।।
শাখা করি অধোমুখে আছে মুনিগণ।

দেখিয়া হইল ভীত বিনতা-নন্দন।।
ভূমিতে ফেলিলে ডাল মরিবেক মুনি।
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল, মনে ভয় গণি।।
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল, গজ-কূর্ম্ম নখে।
উড়িয়া বেড়ায় পক্ষী, উপায় না দেখে।।
বহুদিন গরুড় উড়িল হেনমতে।
কশ্যপে দেখিল গন্ধমাদন-পর্ব্বতে।।
গরুড়ের মুখে ডাল দেখি বিপরীত।
বালখিল্য মুনিগণ তাহে বিলম্বিত। ।
কশ্যপ বলেন, পুত্র করিলা কি কাজ।
হের দেখ ডালে আছে মুনির সমাজ।।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ষাটি-সহস্র ব্রাহ্মণ।
উপায় করহ, ক্রোধ নহে যতক্ষণ।।
তবে ত কশ্যপ মুনি করি যোড় কর।
মুনিগণ প্রতি স্তুতি করিলা বিস্তর।।
এই ত গরুড় হয় সবাকার হিত।
সে কারণে ক্রোধ তারে না হয় উচিত।।
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হয়ে ঋষিগণ।
হিমগিরি পরে সবে করিল গমন।।
তবে খগেশ্বর জিজ্ঞাসিল কশ্যপেরে।
কোথায় ফেলিব ডাল আজ্ঞা কর মোরে। ।
কাশ্যপ বলিল, যাও ঋষ্য-শৃঙ্গ-গিরি।
জীবজন্তু নাহি সেই পর্ব্বত উপরি।।
কশ্যপের আজ্ঞা-ক্রমে বীর খগেশ্‌বর।
ফেলিল সে ডাল লয়ে পর্ব্বত উপর।।
গজ-কূর্ম্ম খাইলেক পর্ব্বতে বসিয়।
অমৃত আনিতে যায় তৃপ্তমনা হৈয়া।।
মহাতেজে গগনে উঠিল মহাবল।
পাখসাটে উড়ি গেল পর্ব্বত সকল।।
দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার।
অমর-নগরে হৈল উৎপাত অপার।।
উল্কাপাত নির্ঘাত হইছে ঘন- ঘন।
ঘোর বায়ু, মেঘে করে রক্ত বরিষণ। ।
ইহা দেখি ইন্দ্র বৃহস্পতিরে পুছিল।
এত অমঙ্গল কেন স্বর্গেতে হইল।।
বৃহস্পতি বলিল, তোমার পূর্ব্ব পাপে।
আসিছে গরুড়-পক্ষী অদ্ভুত-প্রতাপে।।
সুধার কারণে আসে বিনতা-নন্দন।
অবশ্য লইবে সুধা জিনি দেবগণ।।
এত শুনি কুপিত হইল পুরন্দর।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর।।
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা যত দেবগণ।
সসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ।।
মুনিগণ বলে, শুন সূতের নন্দন।
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ।।
কশ্যপ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বিদিত ভুবনে।
তাঁর পুত্র পক্ষী হৈল কিসের কারণে।।
কামরূপী পক্ষী সেই মহাবলবন্ত।
কি হেতু হইল কহ পূর্ব্বের বৃত্তান্ত।।
সৌতি কহে, সেই কথা কহিত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহি যে কিছু শুন সারোদ্ধার।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। ।

ইন্দ্রের প্রতি বালখিল্যাদির অভিসম্পাত

পূর্ব্বেতে কশ্যপ-মুনি যজ্ঞ আরম্ভিল।
দেব-ঋষি গন্ধর্ব্বাদি যত কেহ ছিল।।
যজ্ঞের সাহায্য দানে করিয়া মমন।
যজ্ঞকাষ্ঠ আনিবারে প্রবেশিল বন। ।
ভাঙ্গিয়া লইল কাষ্ঠ মাথার উপর।
পর্ব্বত-প্রমাণ বোঝা নিল পুরন্দর।।
শীঘ্র কাষ্ঠ ফেলিয়া আইল সুরমণি।
পথেতে দেখিল যত বালখিল্য মুনি।।
পলাশের পত্র লয়ে মাথার উপরে।
অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ সবে যায় ধীরে ধীরে।।
পথে যেতে সবে এক গোক্ষুর দেখিয়া।
পার হৈতে নাহি পারে আছে দাণ্ডাইয়া।।
তাহা দেখি হাসিতে লাগিল দেবরাজ।
দেখিয়া করিল ক্রোধ মুনির সমাজ।।
উপহাস করিলি করিয়া অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণেরে নাহি চিন মত্ত দুরাচার।।
বালখিল্য-মুনিগণ এতেক ভাবিল।
অন্য ইন্দ্র করিবারে যজ্ঞ আরম্ভিল।।
ইন্দ্র হৈতে শতগুণ বলিষ্ঠ হইবে।
কামরূপী মহাকায় ত্রৈলোক্য জিনিবে।।
হেনমতে যজ্ঞ করে যত মুনিগণ।
শুনিয়া কশ্যপে ইন্দ্র করে নিবেদন।।
শীঘ্রগতি গেল তেঁই যজ্ঞের সদন।
মুনিগণ-প্রতি তবে বলিল বচন।।
দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মারে সেবিল।
দেবের ঈশ্বর করি ব্রহ্মা নিয়োজিল।।
অন্য ইন্দ্র-হেতু যজ্ঞ কর কি কারণ।
ব্রহ্মার বচন চাহ করিতে লঙ্ঘন।।
ব্রহ্মার বচন রাখ, হও সবে প্রীত।
আজ্ঞা কর মুনিগণ য হয় উচিত।।
বালখিল্য বলে, যজ্ঞে পাই বহু কষ্ট।
রাখিতে তোমার বাক্য সব হৈল ভ্রষ্ট।।
কশ্যপ বলিল, নষ্ট হবে কি কারণ।
হউক পক্ষীন্দ্র যে জিনিবে ত্রিভুবন।।
মুনিগণে সান্ত্বাইয়া বলে সুররাজে।
উপহাস কভু আর নাহি কর দ্বিজে।।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া নাহি কর অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে কারো নাহিক নিস্তার।।
এত বলি দেবরাজে করেন মেলানি।
বিনতারে বলেন কশ্যপ মহামুনি।।
সফল করিলা ব্রত শুন গুণবতি।
তোমার গর্ভেতে হবে খগেন্দ্র উপত্তি।।
এত শুনি বিনতার আনন্দ বিস্তর।
হেনমতে পক্ষী হৈল কশ্যপ-কোঙর।।
তবে ত গরুড় বীর গেল সুরালয়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে পায় ভয়।।
যে দেবের হাতে ছিল যেই প্রহরণ।
চতুর্দ্দিকে করিতে লাগিল বরিষণ। ।
শেল শূল জাঠা শক্তি ভূষণ্ডি তোমর।
পরিঘ পরশু চক্র মুষল মুদগর।।
প্রলয়ের মেঘ যেন করে বরিষণ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি করে করে দেবগণ।।
কামরূপী পক্ষিরাজ নির্ভয় শরীর।
দেবের চরিত্র দেখি হাসে মহাবীর। ।
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।

গরুড়ের তেজ বাড়ে, যত অস্ত্র পড়ে।।
জিনিয়া মেঘের শব্দ গরুড়-গর্জ্জন।
দেবের চরিত্র দেখি ভাবে মনে মন।।
ইন্দ্র আদি দেবগণ সবাই অবোধ।
না জানিয়া আমা সঙ্গে বাড়ায় বিরোধ।।
সবারে মারিতে পারি চক্ষুর নিমিষে।
সাধিব আপন কার্য্য কি কাজ বিনাশে।।
এত চিন্তি ততক্ষণে বিনতা-নন্দন।
পাখসাটে পূরাইল ধূলায় গগন।।
ইন্দ্রের অমরাবতী নানা রত্নময়।
ভাঙ্গিল যে পাখসাটেতে সে সমুদয়।।
অনিমিত্র-নেত্রে ভয় পায় দেবগণ।
ধূলায় পূরিল, ভঙ্গ দিল সর্ব্বজন।।
পবনেরে আজ্ঞা দিল দেব পুরন্দর।
ধূলা উড়াইয়া তুমি ফেলাও সত্বর।।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধূলা উড়ায় পবন।
পুনঃ আসি গরুড়ে বেড়িল সর্ব্বজন।।
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
দেখিয়া রুষিল বীর বিনতা-নন্দন।।
পাখসাট মারে কারে, বিদারয়ে নখে।
ঠোঁটেতে চিরিয়া ফেলে, যে পড়ে সম্মুখে।।
সবার শরীর হৈল রক্তে পরিপূর্ণ।
ভাঙ্গিল মস্তক কারো, অস্থি হৈল চূর্ণ।।
পাখসাটে উড়াইয়া ফেলে চারিদিকে।
দক্ষিণে পলায় কেহ কেহ পূর্ব্ব-ভাগে।।
পশ্চিমে দ্বাদশ রবি পলাইল ডরে।
অশ্বিনী-কুমার দোঁহে পলায় উত্তরে।।
পুনঃ পুনঃ আসি যুদ্ধ করে দেবগণ।
প্রাণপণ করি সবে সুধার কারণ।।
কামরূপী বিহঙ্গম বলে মহাবল।
অতিক্রোধে হৈল যেন জ্বলন্ত অনল।।
প্রলয়-অনল যেন দহে সর্ব্বজনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দেবগণে।।
দেবতা তেত্রিশ কোটি জিনিয়া সমরে।
চন্দ্রলোকে উত্তরিল নিমেষ ভিতরে।।
চন্দ্রের নিকটে গিয়া দেখে মহাবল।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে জ্বলন্ত অনল।।
অগ্নি দেখি উপায় করিল খগেশ্বর।
সুবর্ণের অঙ্গ হৈয়া প্রবেশে ভিতর।।
অগ্নি পার হৈয়া তবে দেখে খগেশ্বর।
তীক্ষ্ম-ক্ষুর-ধার চক্র ভ্রমে নিরন্তর।।
মক্ষিকা পড়িলে তাতে হয় শতখান।
হেন চক্র গরুড় দেখিল বিদ্যমান।।
সূচিকা-প্রমাণ রন্ধ্র ছিল চক্রমাঝ।
ততোধিক সূক্ষ্ম তথা হৈল পক্ষিরাজ।।
চক্র পার হৈয়া তবে বিনতা-নন্দন।
দেখে ভয়ঙ্কর সর্প চন্দ্রের রক্ষণ।।
দৃষ্টিমাত্র ভস্ম করে সেই দুই ফণী।
দেখিয়া চিন্তিত-চিত্ত হৈল খগমণি।।
অতি ক্রোধে পাখসাট গরুড় মারিল।
পক্ষের ধূলিতে ফণি-নয়ন পূরিল।।
ধূলায় পূরিল চক্ষু, হৈল অধোমুখ।
ফণিমুণ্ডে চড়ে বীর পরম-কৌতুক।।
চন্দ্রমা ধরিলা বীর বিনতা-নন্দন।
অমৃত গ্রহণ কৈল আনন্দিত মন।।
ঢাকিয়া লইল সুধা পাখার ভিতরে।
অতিবেগে তথা হৈতে চলিল সত্বরে।।
কামরূপী মহাকায় বিনতা-নন্দন।

www.bengaliebook.com

সেরূপে যাইতে ইচ্ছা করিল তখন।।
চক্র-অগ্নি লজ্ঘিয়া আইসে খগবর।
এ-সব কৌতুক দেখি ক্রোধে চক্রধর।।
অন্তরীক্ষে আইল যথা বিনতা-নন্দন।
দুই জনে যুদ্ধ হৈল না যায় কথন।।
চর্তুভুজে চারি অস্ত্রে যুঝে নারায়ণ।
পাখসাটে পক্ষিবর করে নিবারণ।।
আঁচড় কামড় আর মারে পাখসাট।
ক্ষুব্ধ হয় গোবিন্দের হৃদয়-কপাট।।
অনেক হইল যুদ্ধ লিখনে না যায়।
তুষ্ট হয়ে গরুড়ে বলেন দেবরায়।।
তোমার বিক্রমে তুষ্ট হইনু খেচর।
মনোমত মাগ তুমি দিব আমি বর।।
গরুড় বলিল, যদি তুমি দিবা বর।
তোমা হৈতে উচ্চেতে বসিব নিরন্তর।।
অজর অমর হব অজিত সংসারে।
বিষ্ণু কন, যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে।।
বর পেয়ে হৃষ্টচিত্তে বলে খগেশ্‌বর।
আরি বর দিব তুমি মাগ গদাধর।।
গোবিন্দ বলেন, যদি দিবা তুমি বর।
আমার বাহন তুমি হও খগেশ্বর।।
গরুড় বলিল, মম সত্য অঙ্গীকার।
নিশ্চয় বাহন আমি হইব তোমার।।
উচ্চস্থল দিলে যে আমারে দিলা বর।
শ্রীহরি বলেন, বৈস রথের উপর।।
এইমত দোঁহাকারে দোঁহে বর দিয়া।
তথা হৈতে চলে বীর অমৃত লইয়া।।
পবন অধিক হয় গরুড়ের গতি।
দৃষ্টিমাত্রে সুরলোকে গেল মহামতি।।
আছিল পরম ক্রোধে দেব পুরন্দর।
মহাক্রোধে মারে বজ্র গরুড়- উপর।।
হাসিয়া গরুড় বলে শুন দেবরাজ।
বজ্র-অস্ত্র ব্যর্থ হৈলে পাবে বড় লাজ।।
মুনি-অস্থি-জাত অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
শত বজ্র হলে মোর কি করিতে পারে।।
তথাপি মুনির বাক্য করিতে পালন।
একগুটি পর্ণ দিব তোমার কারণ।।
এত বলি এক পাখা ঠোঁটে উপাড়িয়া।
ইন্দ্র মারে বজ্র তাতে দিল ফেলাইয়া।।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন দেব পুরন্দর।
সবিনয়ে বলে তবে শুন খগেশ্বর।।
তোমার চরিত্র দেখি হইলাম প্রীত।
সখ্য করিবারে চাহি তোমার সহিত।।
গরুড় বলিল, যদি ইচ্ছা কর তুমি।
আজি হৈতে হইলাম তব সখা আমি।।
ইন্দ্র বলে, সখা এক করি নিবেদন।
তোমার তেজের কথা না যায় কথন।।
কত বল ধর তুমি কহ সত্য করি।
তোমার বিক্রম দেখি তিনলোকে ডরি।।
ইন্দ্রের বচন শুনি বলে পক্ষিরাজ।
আপনি আপন গুণ কহিবারে লাজ।।
তুমি সখা জিজ্ঞাসিলে কহিতে যুয়ায়।
আমার বলের কথা শুন দেবরায়।।
সাগর সহিত ক্ষিতি এক পক্ষে করি।
আর পক্ষে তোমা সহ অমর-নগরী।।
দুই পক্ষে লইয়া উড়িব বায়ুভরে।
শ্রম না হইবে মম সহস্র বৎসরে।।
শুনিয়া হইল স্তব্ধ দেব পুরন্দর।

ইন্দ্র বলে, ইহা সত্য মানি খগেশ্বর।।
যতেক বলিলা সব সম্ভবে তোমারে।
এক নিবেদন সখা কহি আরবারে।।
অমৃত লইয়া যাও কিসের কারণ।
ফিরে দেহ আমা সবে করি আকিঞ্চন।।
সুপর্ণ কহিল, শুন দেব বজ্রপাণি।
দাসীপণে বদ্ধ আছে আমার জনন।।
সুধা লয়ে দিতে যদি পারি সর্পগণে।
তবে ত জননী মুক্ত হবে দাসীপণে।।
এই হেতু সুধা লয়ে যাই নাগলোকে।
যথায় জননী কাল হরেন অসুখে।।
ইন্দ্র বলে, হেন কথা যুক্তিযুক্ত নয়।
মহাদুষ্ট নাগগণ সৃষ্টি করে ক্ষয়।।
তোমার যে শত্রু হয় সে শত্রু আমার।
শত্রুকে অমৃত দিতে না হয় বিচার। ।
হেন জনে সুধা দিবে কিসের কারণ।
অপর উপায়ে মায়ে করহ মোচন।।
জগতের প্রাণ রাখ আমার বচন।
সদয় হইয়া সুধা কর প্রত্যর্পণ।।
গরুড় বলিল, সখা এ নহে বিচার।
মায়ের অগ্রেতে করিয়াছি অঙ্গীকার।।
এখনি আনিব সুধা বলিয়াছি বাণী।
কেমনে অমৃত ছাড়ি যাই বজ্রপাণি।।
তবে এক যুক্তি সখা করহ শ্রবণ।
তব বাক্য রবে, হবে মায়ের মোচন।।
সুধা লয়ে দিব আমি যত সর্পদলে।
সুযোগ বুঝিয়া তুমি হরিবে কৌশলে। ।
পেয়ে সুধা নাহি পাবে দুষ্ট নাগগণ।
লাভে হৈতে জননীর দাসীত্ব-মোচন।।

এই যুক্তি মনে লয় সখা সুরপতি।
শুনি দেবরাজ হৈল আনন্দিত অতি।।
ইন্দ্র বলে, তুষ্ট হৈল আনন্দিত অতি।।
বর ইচ্ছা থাকে যদি মাগ মম স্থানে।
গরুড় বলিল, আমি কি মাগিব বর।
আমার অসাধ্য কিবা ত্রৈলোক্য-ভিতর।।
তথাপি করিব রক্ষা সখা তব বাক্য।
বর দেহ ফণী যেন হয় মম ভক্ষ্য।।
কপটেতে দুষ্টগণ মায় দুঃখ দিল।
তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র তারে বর দিল।।
বর পেয়ে তথা হৈতে চল খগেশ্বর।
ছায়ারূপে সঙ্গে চলিলেন পুরন্দর। ।
পথে যেতে ইন্দ্র জিজ্ঞাসেন ক্ষণে ক্ষণ।
এখন সুদৃঢ় করি বলহ বচন।।
যথায় রাখিবে সুধা যবে লব আমি।
মোর সহ দ্বন্দ্ব পাছে পুনঃ কর তুমি।।
হাসিয়া গরুড় ইন্দ্রের করিল নির্ভয়।
তথাপি ইন্দ্রের চিত্তে প্রত্যয় না হয়।।
তথা হৈতে চলে বীর তারা যেন খসে।
নাগলোকে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে। ।
ডাক দিয়া আনিল যতেক নাগগণে।
হের সুধা আনিলাম দেখ সর্ব্বজনে। ।
দাসীত্বে মোচন হৌক আমার জননী।
এত শুনি আনন্দিত হৈল সব ফণী।।
ফণিগণ বলিলেক, আর নাহি দায়।
দাসীত্বে মোচন করিলাম তব মায়।।
এত শুনি হৃষ্টচিত্তে বিনতা-নন্দন।
নাগগণে ডাকি তবে বলিল বচন।।
স্নান করি শুচি হৈয়া এস সর্ব্বজন।

আনন্দিত হয়ে সুধা করহ ভক্ষণ।।
এই দেখ সুধা রাখি কুশের উপর।
এত বলি সুধা লয়ে ঘেল খগেশ্বর।।
গরুড়ের বাক্যে সবে করে স্নান দান।
হেথা সুধা লয়ে ইন্দ্র হইল অন্তর্দ্ধান।।
শুচি হৈয়া আসিল যতেক নাগগণ।
অমৃত না দেখি হৈল বিরস বদন।।
জানিল হরিয়া সুধ দেবরাজ নিল।
সবে মিলি সেই কুশ চাটিতে লাগিল। ।
তীক্ষ্মধারে সকলের জিহ্বা হৈল চির।
সেই হৈতে দুই জিহ্বা হইল ফণীর।।
পবিত্র হইল কুশ সুধা-পরশনে।
নিষ্ফল সকল কর্ম্ম কুশের বিহনে। ।
গরুড়-বিক্রম আর বিনতা-মোচন।
নাগের নৈরাশ্য আর অমৃত- হরণ।।
এ সব রহস্য কথা শুনে যেই জনে।
আয়ু যশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে দিনে।।
পুত্রার্থীর পুত্র হয় ধনার্থীর ধন।
তার প্রতি সুপ্রসন্ন বিনতা-নন্‌দন।।
আদিপর্ব্ব ভারতে গরুড়-জন্মকথা।
অপূর্ব্ব পয়ার ছন্দে পাঁচালিতে গাঁথা।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। ।

শেষ-নাগের তপস্যা ও পৃথ্বিভার বহন

শৌনকাদি মুনি বলে সূতের নন্দন।
শুনিনু গরুড় কথা অদ্ভুত কথন।।
কদ্রুর হইল এক সহস্র কুমার।
কোন্ কর্ম্ম কৈল কিবা নাম সবাকার।।
সৌতি বলে, কতেক কহিব মুনিগণ।
কিছু নাম কহি, শ্রেষ্ঠ ফণী যত জন।।
শেষ জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিতীয় বাসুকি।
ঐরাবত তক্ষক কর্কট সিংহ-আঁখি।।
বামন কালিয় এলাপত্র মহোদর।
কুণ্ডল অনীল নীল বৃত্ত অকর্কর।।
মণিনাগ আপূরণ আর্য্যক উগ্রক।
সুরামুক দধিমুখ কলশ পোতক।।
কৌরব্য কুটর আপ্ত কম্বল তিত্তিরি।
হেনমত নাগ সব কত নাম করি।।
সর্ব্ব হৈতে শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ শেষ বিষধর।
জিতেন্দ্রিয় সুপণ্ডিত ধর্ম্মেতে তৎপর।।
ভাই সব দুরাচর দেখি নাগরাজ।
বিশেষে মায়ের শাপ ভাবে হৃদিমাঝ।।
ত্যজিয়া সকল গেল তপ করিবারে।
নানা-তীর্থ করি শেষ ভ্রময়ে সংসারে।।
হিমালয়ে আশ্রম করিল নাগবর।
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর।।
তার তপ দেখি তুষ্ট হৈল প্রজাপতি।
ব্রহ্মা বলে তপ কেন কর ফণিপতি।।
স্ববাঞ্ছিত বর মাগি করহ গ্রহণ।
করযোড়ে শেষ তবে কৈল নিবেদন।।
আমি কি কহিব সব তোমার গোচর।
দুষ্ট দুরাচার মোর যত সহোদর।।
গরুড় আমার ভাই বিনতা-নন্দন।
তার সহ কলহ করয়ে অনুক্ষণ।।
বলেতে সমর্থ কেহ নহে সম তার।
নিষেধ না শুনে কেহ করে অহঙ্কার।।
সদাই কপট কর্ম্ম, লোকের হিংসন।
অহঙ্কারী কুপথী যতেক ভ্রাতৃগণ।।
সেই হেতু সকলের সংসর্গ ছাড়িয়া।
শরীর ছাড়িব আমি তপস্যা করিয়া।।
পুনঃ যেন সংসর্গ না হয় সবা সনে।
মরিব তপস্যা করি তাহার কারণে।।
বিরিঞ্চি বলেন, শেষ না ভাব এমন।
দুষ্টের সংসর্গ তব হইবে মোচন।।
ধর্ম্মেতে তৎপর তুমি বলে মহাবল।
আপনার তেজে ধর পৃথিবীমণ্ডল।।
ব্রহ্মার বচনে শেষ পৃথিবী ধরিল।
গরুড় সহিত ব্রহ্মা মৈত্রী করাইল।।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিয়া পাতাল-ভিতর।
তথা থাকি পৃথিবী ধরিল বিষধর।।
তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে কৈল নাগরাজা।
নাগলোকে দেবলোকে সবে করে পূজা।।
হেনমতে শেষ সব ত্যজি ভ্রাতৃগণে।
একাকী রহিল তেঁই ব্রহ্মার বচনে।।
শেষ যদি গেল তবে বাসুকি চিন্তিত।
মায়ের শাপেতে হয় অত্যন্ত দুঃখিত।।
সব ভ্রাতৃগণ লৈয়া করেন যুকতি।
মায়ের শাপেতে ভাই না দেখি নিষ্কৃতি।।
জনকের শাপেতে আছয়ে প্রতিকার।

www.bengaliebook.com

জননীর শাপে নাহি দেখি যে উদ্ধার।।
ক্রোধ করি জননী যখন শাপ দিল।
পিতৃ-পিতামহ সবে স্বীকার করিল।।
জন্মেজয় যজ্ঞে হবে অবশ্য সংহার।
এখন তাহার ভাই কর প্রতিকার।।
এতেক বচন যদি বাসুকি বলিল।
যার যেই যুক্তি আসে কহিতে লাগিল।।
এক নাগ বলে, আমি ব্রাহ্মণ হইব।
জন্মেজয় যজ্ঞে আমি ভিক্ষা মাগি লব।।
আর নাগ বলে, আমি রাজমন্ত্রী হৈয়া।
না দিব করিতে যজ্ঞ মন্ত্রণা করিয়া।।
আর নাগ বলে, কোন্ বিচিত্র সে কথা।
কেমনে করিবে যজ্ঞ খাব যজ্ঞ-হোতা।।
নহিলে খাইব সব ব্রাহ্মণে ধরিয়া।
দ্বিজ বিনা যজ্ঞ হবে কেমন করিয়া।।
অন্যে বলে, আরে ভাই এ নহে বিচার।
ব্রাহ্মণ-হিংসিলে ভাই নাহিক নিস্তার।।
বিপদে পড়িলে লোক বিপ্রে দান করে।
বিপ্র তুষ্ট হলে ভাই সর্ব্বারিষ্ট হরে।।
আর নাগ বলে, আমি জলধর হৈয়া।
নিবারিব যজ্ঞ-অগ্নি বারি বরষিয়া।।
আর নাগ বলে আমি বিপ্ররূপ ধরি।
যতেক যজ্ঞের শস্য লব চুরি করি।।
কেহ বলে, মোরা সবে একত্র হইয়া।
অনিবার যজ্ঞাগার থাকিব বেড়িয়া।।
যাহারে দেখিব তারে করিব ভক্ষণ।
ভয়েতে করিবে রাজা যজ্ঞ-নিবারণ।।
এতেক বলিলা যদি সব নাগগণে।
বাসুকি বলিল, নাহি রুচে মম মনে।।
আমা সবা মারিবারে দৈব-শক্তি ধরে।
কাহার ক্ষমতা ভাই তাহারে নিবারে।।
ইহার উপায় কিছু নাহি দেখি আর।
অবশ্য সর্পের কুল হইব সংহার।।
এলাপত্র নমে সর্প ছিল একজন।
বাসুকির বাক্য শুনি কহিল তখন।।
মায়ের বচন কভু না হবে লঙ্ঘন।
যত যুক্তি কৈল সবে সব অকারণ।।
মায়ের বচন আর দৈবের লিখন।
অবশ্য হইবে যজ্ঞ না যায় খণ্ডন।।
পাণ্ডুবংশে জন্মেজয় হইবে উৎপত্তি।
তাঁর যজ্ঞ হিংসিবেক কাহার শকতি।।
আছয়ে উপায় এক শুন সর্ব্বজন।
সাবধানে শুন সবে ব্রহ্মার বচন।।
পুত্রগণে যখন জননী শাপ দিল।
দেবগণ তখনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসিল।।
হেন শাপ কেহ দেয় আপন নন্দনে।
আর কোন্ জন হেন আছয়ে ভুবনে।।
ব্রহ্মা বলে অবধান কর সুরগণ।
পরের অহিতকারী সদা সর্পগণ।।
বিনষ্ট হইলে তারা রহিবে সংসার।
নতুবা সর্পের বিষে হৈবে ছারখার।।
তবে ধর্ম্মে অনুগত যেই নাগ হবে।
জন্মেজয়-যজ্ঞে মাত্র সেই রক্ষা পাবে।।
শুন সবে আছে এক উপায় তাহার।
যাযাবর-বংশে জন্ম লবে জরৎকার।।
তাঁহার বিবাহ হবে জরৎকারী-সনে।
বাসুকির ভগ্নী সেই বিখ্যাত ভুবনে।।
তার গর্ভে জন্মিবেন আস্তিক কুমার।

সেই পুত্র নাগকুল করিবে নিস্তার।।
এইরূপে ব্রহ্মা আজ্ঞা কৈল দেবগণে।
এ সকল কথা আমি শুনেছি শ্রবণে।।
আর কোন উপায় করহ ভাইগণ।
না হইবে সাধ্য কিছু সব অকারণ।।
সেই জরৎকারে যেই ভগিনী সবার।
জরৎকারে বিভা দিলে হইবে নিস্তার।।
এতেক বলিল এলাপত্র বিষধর।
সাধু সাধু করি সবে করিল উত্তর।।
তবে দেবাসুরে মিলি সমুদ্র মথিল।
তাহার মথন দড়ি বাসুকি হইল।।
তুষ্ট হয়ে দেবগণ ব্রহ্মারে বলিল।
বাসুকি হইতে সিন্ধু মথন হইল।।
মাতৃশাপে বাসুকির দহে কলেবর।
আজ্ঞা কর পিতামহ খণ্ডে যেন ডর।।
ব্রহ্মা বলে জরৎকারী ভগিনী তাহার।
তার পুত্র করিবেক নাগের নিস্তার।।
বাসুকি শুনিয়া হৈল আনন্দিত মন।
জরৎকারু জন্য চর কৈল নিয়োজন।।
চরগণে বলেন থাকিবে অলক্ষ্যেতে।
জরৎকারু দেখা হৈলে কহিবে ত্বরিতে।।
যাহা জিজ্ঞাসিলে সৌতি বলে মুনিগণে।
বাসুকি দিলেন ভগ্নী তাহার কারণে।।
মহাভারতের কথা অমতৃ-লহরী।
ভক্তিভরে বর্ণন করিব যত পারি।।
ইহার শ্রবণে যত সুখী হবে নরে।
তাদৃশ নাহিক সুখ ত্রৈলোক্য।।
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি বাঞ্ছে সদা ভারত-শ্রবণ।।

পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ

সৌতি বলে, এইরূপে গেল বহুকাল।
পাণ্ডুবংশে হৈল পরীক্ষিত মহীপাল।।
মহাপুণ্যবান রাজা প্রতাপে মিহির।
কৃপাচার্য্য শিক্ষায় সকল শাস্ত্রে ধীর।।
সর্ব্বগুণযুত রাজা সদা সত্যব্রত।
মৃগয়াতে প্রিয়, বনে ভ্রমে অবিরত।।
দৈবে একদিন রাজা বিন্ধিলা হরিণে।
পলায় হরিণ, পাছু ধাইল আপনে।।
পরিক্ষীত-বাণে জীয়ে কাহার জীবন।
পলাইয়া গেল মৃগ দৈব-নিবন্ধন।।
বহুদূর অরণ্যে পশিল নরবর।
দেখিতে না পায় মৃগ অরণ্য-ভিতর।।
তৃষ্ণায় আকুল বড় হয়ে পরীক্ষিত।
গো-চারণ স্থানে এক হৈল উপনীত।।
উপনীত হয়ে তথা দেখিবারে পান।
বৎসগণ করিতেছে গাভী-দুগ্ধ পান। ।
তাহাদর মুখসৃত যত ফেণারাশি।
বসিয়া করেন পান মৌনে এক ঋষি।।
ঋষিবরে দেখি নৃপ করি সম্বোধন।
ক্ষুধায়-কাতর হয়ে কহেন বচন।।
আমি পরীক্ষিত রাজা শুন তপোধন।
মম বিদ্ধ মৃগ এক কৈল পলায়ন।।
কোন্ পথে গেল মৃগ বলে দেও মোরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়েছি অন্তরে।।
মৌনব্রতধারী মুনি না কহে বচন।
ভূপতি জিজ্ঞাসা কিন্তু করে পুনঃ পুনঃ।।
মৌনব্রতে আছে মুনি রাজা নাহি জানে।
উত্তর না পেয়ে রাজা ক্রুদ্ধ হৈল মনে।।
একে ত রাজ্যের রাজা, দ্বিতীয়ে অতিথি।
উত্তর না দিল, দুষ্ট ইহার প্রকৃতি।।
এত ভাবি নৃপতি কুপিত হৈল মনে।
মৃতসর্প ছিল দৈবে তার সন্নিধনে। ।
ধনুহুলে তুলি সর্প গলে জড়াইল।
অশ্ব-আরোহণে রাজা হস্তিনাতে গেল।।
ব্রাহ্মণের পুত্র মুনি শৃঙ্গী নাম ধরে।
কৃশনামে তার সখা বলিল তাহারে।।
কিবা গর্ব্ব কর আপনারে না জানিয়া।
তব বাপে রাজা দণ্ডে, ঘরে দেখ গিয়া।।
এত শুনি গেল শৃঙ্গী দেখিবারে বাপ।
গলায় দেখিল বেড়ি আছে মৃত সাপ।।
ক্রুদ্ধ হৈল শৃঙ্গী যেন জ্বলন্ত অনল।
রাজাকে দিলেক শাপ হাতে করি জল।।
আজি হৈতে সপ্তদিনে পরীক্ষিত নৃপে।
তক্ষকে দংশিবে তারে মম এই শাপে। ।
এত বলি পরীক্ষিতে দিল ব্রহ্মশাপ।
পুত্রের শুনিয়া শাপ দ্বিজে হৈল তাপ।।
মৌনভঙ্গে দ্বিজবর করয়ে বিলাপ।
অজ্ঞান সন্তান তুমি কৈলে মনস্তাপ।।
অবোধ সন্তান তুমি করিলে কি কর্ম্ম।
ক্রোধে তপ নষ্ট হয় প্রবল অধর্ম্ম।।
রাজারে দিবার শাপ উচিত না হয়।
রাজার প্রতাপে সব রাজ্য রক্ষা পায়।।
রাজার আশ্রয়ে যজ্ঞ করে দ্বিজগণ।
যজ্ঞ কৈলে বৃষ্টি হয় জন্মে শস্য- ধন।।
দুষ্ট-দৈত্য-চোর-ভয় রাজার বিহনে।
রাজ্য-রক্ষা হেতু ধাতা সৃজিল রাজনে।।
রাজা দশ শোত্রিয় সমান বেদে বলে।

হেন নৃপে শাপ দিয়া কুকর্ম্ম করিলে।।
অন্য হেন রাজা নহে রাজা পরীক্ষিত।
পিতামহ-সম রাজা স্বধর্ম্মে পণ্ডিত।।
ব্রতধারী বলি মোরে রাজা নাহি জানে।
ক্ষুধার্ত্ত অহিল রাজা আমার সদনে।।
না কৈলে গৃহধর্ম্ম দিলা তবু শাপ।
ক্ষমা কর পুত্র তার খণ্ড মনস্তাপ।।
এত শুনি বলে শৃঙ্গী বাপের গোচরে।
যে কথা বলিলা পিতা নারি খণ্ডিবারে।।
সহজে বচন মম খণ্ডন না হয়।
যে শাপ দিলাম ইহা খণ্ডিবার নয়।।
এত শুনি মুনিবর হইল চিন্তিত।
নিশ্চয় জানিল শাপ না হবে খণ্ডিত।।
গৌরমুখ নামে শিষ্যে আনিল ডাকিয়া।
পাঠাইল নৃপ-স্থানে সকল কহিয়া।।
আজ্ঞা পেয়ে গেল শিষ্যে হস্তিনা - নগর।
প্রবেশ করিল গিয়া যথা নৃপবর।।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা পাদ্য-অর্ঘ্য দিল।
কোথা হৈতে আগমন বলি জিজ্ঞাসিল।।
ব্রাহ্মণ বলিল, রাজা শুন সাবধানে।
মৃগয়া-কারণ তুমি গিয়াছিলা বনে।।
যে দ্বিজের গলে জড়াইলে মৃত-সাপ।
অজ্ঞান তাহার পুত্র ক্রোধে দিল শাপ।।
পুত্র শাপ দিল তাহা পিতা নাহি জানে।
সে কারণ আমা পাঠাইল তব স্থানে।।
বহু বহু প্রীতিবাক্য পুত্রেরে কহিল।
তথাপি শাপান্ত তারে করিতে নারিল।।
সাত দিনে করিবেক তক্ষক দংশন।
জানিয়া উপায় শীঘ্র করহ রাজন।।
বজ্রাঘাত হৈল শুনি ব্রাহ্মণ- বচন।
আপনারে নিন্দা করি বলয়ে রাজন।।
করিলাম কোন্ কর্ম্ম দুষ্ট কদাচার।
ব্রাহ্মণে হিংসিনু আমি না করি বিচার।।
আপন মরণ রাজা নাহি চিন্তে মনে।
ব্রাহ্মণের তাপ হেতু নিন্দয়ে আপনে।।
ধ্যানেতে ছিলেন মুনি আগে নাহি জানি।
যে দণ্ড হইল মম সত্য করি মানি।।
মুনিরাজে জানাইও আমার বিনয়।
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডন না হয়।।
এত বলি ব্রাহ্মাণেরে করিয়া মেলানি।
মন্ত্রণা করয়ে যত মন্ত্রিগণ আনি।।
তক্ষকে দংশিবে সপ্ত দিবস ভিতরে।
কি করি উপায় শীঘ্র জানাও আমারে।।
মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান।
মঞ্চ এক উচ্চতর করহ নির্ম্মাণ।।
উচ্চ এক স্তম্ভে মঞ্চ করিল বচন।
চতুর্দ্দিকে জাগিয়া রহিল গুণিগণ।।
সর্পের যতেক গদ-ঔষধি সংসারে।
চতুর্দ্দিকে রাখিলেক যোজন বিস্তারে।।
বেদবিজ্ঞ বিপ্র যত সিদ্ধ বাক্য যার।
শত শত চতুর্দ্দিকে রহিল বাজার।।
তাহে বসি দান-ধ্যান করে নৃপবর।
হরিগুণ শুনে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

পরীক্ষিতের নিকট তক্ষকের আগমন

সৌতি বলে, অবধান কর মুনিগণ।
এমত উপায় বহু কৈল মন্ত্রিগণ।।
কাশ্যপ নামেতে মুনি সর্পমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্প লোকমুখে শুনি।।
ধন ধর্ম্ম যশঃ পাব ভাবি দ্বিজবর।
ত্বরা কির গেল দ্বিজ হস্তিনা- নগর।।
তক্ষক আইসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে।
বটবৃক্ষতলে দেখা পাইল কাশ্যপে।।
তক্ষক বিলল, দ্বিজ এলে কোথা হৈতে।
কোথাকারে যাহ বড় গমন ত্বরিতে।।
কাশ্যপ বলেন, পরীক্ষিত নরবর।
আজি তাঁরে দংশিবে তক্ষক-বিষধর।।
সে কারণে যেই আমি রাজার সদনে।
মন্ত্রবলে রক্ষা আমি করিব রাজনে।।
তক্ষক বলিল, তুমি অবোধ ব্রাহ্মণ।
কার শক্তি আছে রাখে তক্ষক-দংশন। ।
নিজ গৃহে ফিরি যাহ শুন দ্বিজবর।
অকারণে লজ্জা পাবে সভার ভিতর।।
কাশ্যপ বলিল, শুন গুরু মন্ত্রবলে।
রাখিতে পারি যে আমি তক্ষক দংশিলে।।
শুনিয়া তক্ষক ক্রুদ্ধ হৈল অতিশয়।
আমিই তক্ষক বলি দিল পরিচয়।।
নিবারিতে পার যদি আমার দংশন।
এই বৃক্ষ দংশি দেখি করহ রক্ষণ।।
কাশ্যপ বলিল, তুমি দংশ তরুবর।
মন্ত্রবলে রাখি দেব আপন গোচর।।
এতেক কাশ্যপ বাক্য তক্ষক শুনিয়া।
দংশিলেক তরুবর যার ভস্ম হৈয়া।।
লাফ দিয়া ভস্মমুষ্টি কাশ্যপ ধরিল।
দেখ মোর মন্ত্রবল তক্ষকে বলিল।।
মন্ত্র পড়ি ভস্মমুষ্টি গর্ত্তেতে ফেলিল।
দৃষ্টিমাত্র সেইক্ষণে অঙ্কুর হইল।।
দুই পত্র হয়ে হৈল দীর্ঘ তরুবর।
শাখা-পত্র পূর্ব্বে যথা আছিল সুন্দর।।
দেখিয়া তক্ষক হৈল বিষণ্ণ- বদন।
কাশ্যপে চাহিয়া বলে বিনয়- বচন।।
পরম পণ্ডিত তুমি গুণে মহাগুণী।
তোমার চরিত্র লোকে অদ্ভুত কাহিনী।।
রাখিতে আছয়ে শক্তি দেখিনু তোমার।
কেমনে আমার বিষে কৈলা প্রতিকার। ।
আমা হৈতে রাখ হেন আছয়ে শকতি।
রাখিতে নারিবা পরীক্ষিত নরপতি।।
পূর্ব্বেতে দহিল তারে ব্রাহ্মণের বিষে।
সেই বিষ ভয় করে দেব জগদীশে।।
পদাঘাত খাইয়া করিল কৃতাঞ্জলি।
বহু স্তব কৈল ভয়ে পাছে দেয় গালি।।
ব্রাহ্মণের গালিতে কলঙ্কী শশধর।
ব্রাহ্মণের গালিতে ভগাঙ্গ পুরন্দর।।
আর যত জন আছে দেখ পৃথিবীতে।
হেন জন কে না ডরে বিপ্রের গালিতে।।
ব্রহ্মশাপে বিরোধ করিতে যদি মন।
তবে তথাকারে তুমি করহ গমন।।
যশ লভিবারে যদি যাবে দ্বিজবর।
না পারিলে লজ্জা পাবে সভার ভিতর।।
ধন ইচ্ছা করি যদি যাহ তথাকারে।

www.bengaliebook.com

আমি দিব যাহা নাহি রাজার ভাণ্ডারে।।
এতেক বচন যদি তক্ষক বলিল।
শুনিয়া কাশ্যপ দ্বিজ মনেতে ভাবিল।।
ভাল বলে ফণিবর, লয় মোর মন।
ব্রহ্মশাপে বিরোধ নাহিক প্রয়োজন।।
নিশ্চয় জানিনু আয়ু নাহিক রাজার।
চিন্তিয়া তক্ষক-বাক্য করিল স্বীকার।।
কাশ্যপ বলিল, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তবে আর কেন যাব পাই যদি ধন।।
যাইতাম ধন-ধর্ম্ম-যশের কারণে।
ব্রহ্মশাপ বিরোধে হইল ভয় মনে।।
তুমি যদি দেহ ধন যাইব ফিরিয়া।
এত শুনি ফণী মণি দিলেক লইয়া।।
যাহার পরশে হয় লৌহাদি কাঞ্চন।
হৃষ্ট হৈয়া বাহুড়িল দরিদ্র ব্রাহ্মণ।।
বাহুড়ি কাশ্যপ গেল, চিন্তে ফলিবর।
আস্তে আস্তে কহে লোক করয়ে উত্তর।।
কেহ বলে, নৃপতিরে ব্রহ্মশাপ দিল।
সপ্তম দিবস আজি আসি পূর্ণ হৈল।।
কেহ বলে, রাজা বড় করিল উপায়।
এক স্তম্ভে মঞ্চ করি বসি আছে তায়।।
কাহার নাহিক শক্তি যাইতে তথায়।
কেমনে তক্ষক গিয়া দংশিবে রাজায়।।
নানাবিধ মহৌষধি আছে চারিভিতে।
গুণিগণ শূণ্যপথ রুধিল মন্ত্রেতে।।
পরস্পর এই কথা বলে সর্ব্বজন।
শুনিয়া চিন্তিল চিত্তে কদ্রুর নন্দন।।
সহচরগণ প্রতি বলিল বচন।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি এবে ধর সর্ব্বজন।।
কেবল যাইতে নাহি ব্রাহ্মণের মানা।
ব্রাহ্মাণের মূর্ত্তি তবে ধর সর্ব্বজনা।।
ফলফুলে আশীর্ব্বাদ করিবে রাজারে।
এই ফল-গুটী লৈয়া দিবে তাঁর করে।।
শীঘ্রগতি না যাইবে যাবে ধীরে ধীরে।
চিনিতে না পারে যেন রাজ-অনুচরে।।
এত বলি ফল মধ্যে করিল আশ্রয়।
শুনিয়া সকল নাগ বিপ্রমূর্ত্তি হয়।।
সেই ফল নানা পুষ্প হাতে করি নিল।
যথা মঞ্চে নরপতি তথায় চলিল।।
ব্রাহ্মণের রোধ নাই রাজার দুয়ারে।
ফল-ফুলে আশিস্ করিল নরবরে।।
আনন্দে নৃপতি তার ফল ফুল নিল।
ক্ষত ফল দেখি রাজা নখে বিদারিল।।
ক্ষুদ্র এক পোকা তাহে লোহিত বরণ।
কৃষ্ণবর্ণ মুখ তার দেখিল রাজন।।
হেনকালে নৃপতি বলিল মন্ত্রিগণে।
ব্রহ্মশাপে মুক্ত আজি হই সাত দিনে।।
মুহূর্ত্তেক অস্ত হৈতে আছে দিনমণি।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হৈল অদ্ভুত কাহিনী।।
এই হেতু আশঙ্কিত হইতেছে মন।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ শাপ হইল খণ্ডন।।
এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
দংশুক আমারে রহুক ব্রাহ্মণ- বচন।।
এতেক বলিয়া পোকা মস্তকে রাখিল।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী না হৌক বলিল।।
হেনমতে রাজা মন্ত্রী করয়ে বিচার।
ততক্ষণে তক্ষক ধরিল নিজাকার।।
প্রলয়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন।

শব্দ শুনি ভয়েতে পলায় মন্ত্রিগণ।।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে হৈল ডর।
জড়াইল লাঙ্গুলে রাজার কলেবর।।
সহস্রেক ফণা ধরে ছত্রের আকার।
শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার।।
নৃপতিরে দংশিয়া চলিল অন্তরীক্ষে।
রক্তপদ্ম আভা-তনু দেখে সর্ব্বলোকে।।
রাজা সহ মঞ্চ জ্বলে বিষের আগুনে।
কান্দে মন্ত্রিগণ সব রাজার মরণে।।
অন্তঃপুরে শুনিয়া কান্দয়ে সর্ব্বজন।
প্রেতকর্ম্ম রাজার করিল ততক্ষণ। ।
অগ্নিহোত্রে মৃত তনু করিল দাহন।
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল তাঁর বিহিত লক্ষণ।।
মন্ত্রিগণ-সহ যুক্তি করি সব প্রজা।
তাঁর পুত্র জন্মেজয় তাঁরে কৈল রাজা।।
বয়সে বালক শিশু বড় বুদ্ধি মন্ত।
পরাক্রমে জন্মেজয় দুষ্টের দুরন্ত।।
দেখিয়া রাজার গুণ যত মন্ত্রিগণ।
কাশীরাজ কন্যা সহ করিল বরণ।।
বপুষ্টমা নামে কাশীরাজের নন্দিনী।
নানারত্নে ভূষিয়া দিলেন নৃপমণি। ।
বিভা করি জন্মেজয় আসে গৃহে লৈয়া।
চিরদিন ক্রীড়া করে আনন্দিত হৈয়া।।
এক পত্নী বিনা তাঁর অন্যে নাহি মন।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দন।।
নাগের চরিত্র আর কাশ্যপের কর্ম্ম।
পরীক্ষিত-স্বর্গবাস জন্মেজয়-জন্ম।।
এ সব রহস্য-কথা শুনে যেই জন।
বংশবৃদ্ধি ধনবৃদ্ধি হরিপদে মন।।
সবাঞ্ছিত ফল পায়, কহিলেন ব্যাস।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় পুণ্যের প্রকাশ।।
আদিপর্ব্বে ভারত অমৃতবৎ কথা।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর গাঁথা।।

জরুৎকারুর পত্নীত্যাগ

শৌনকাদি মুনি বলে শুন সূত-সুত।
কহিলা সকল কথা শ্রবণে অদ্ভুত।।
জরৎকারু মুনিরে বাসুকি ভগ্নী দিল।
কহ শুনি আস্তিকের কিরূপে জন্ম হৈল।।
সৌতি বলে, জরৎকারু বিবাহ করিয়া।
পূর্ব্ববৎ বনে বনে বেড়ায় ভ্রমিয়া।।
একদা ভগ্নীরে ডাকি বাসুকি কহিল।
কহ ভগ্নি মুনি-সহ কি কথা হইল।।
রক্ষন ভরণ মুনি করে কি তোমার।
সত্য করি কহ তুমি অগ্রেতে আমার। ।
জরৎকারী বলে, আমি মুনি নাহি দেখি।
কোথা যায় কোথা থাকে বঞ্চি যে একাকী।।
এত শুনি বাসুকির বিষণ্ন- বদন।
আর দিনে মুনির পাইল দরশন।।
বাসুকি বলেন, মুনি কর অবধান।
তোমাকে আপন ভগ্নী করিলাম দান।।
রাখিয়াছিলাম যত্নে তোমার কারণ।
বিবাহ করিয়া তারে করিবে পালন।।
মুনি বলে, মোর চিত্তে বিবাহ না ছিল।
পিতৃগণ-দুঃখে বিভা করিতে হইল।।
গৃহে বাস করিতে না লয় মোর মন।
শরীরে না সহে মোর কাহার বচন।।
তোমার ভগিনী সত্য করুক গোচরে।
কখন না কোন বাক্য বলিবে আমারে।।
যদি বলে ত্যজিব আমার সত্য-বাণী।
বাসুকি বলিল, সত্য যাহা বল মুনি।।
মম ভগ্নী করিবে অপ্রিয় যেই দিনে।
নিশ্চয় করিও ত্যাগ তাহারে সে দিনে।।
তবে ত বাসুকি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া।
বহু মণিরত্নে তাহা দিলেন ভরিয়া। ।
পত্নী-সহ মুনি তথা করেন বসতি।
কতদিনে জরুৎকারী হৈল ঋতুমতী।।
ধরিল নাগিনী গর্ভ মুনির ঔরসে।
শশিকলা বাড়ে যেন দিবসে দিবসে।।
বহু সেবা করে কন্যা জানি মুনি- মন।
করযোড়ে সম্মুখেতে থাকে অনুক্ষণ। ।
যখন যে আজ্ঞা করে জরৎকারু মুনি।
আজ্ঞামাত্র সেই কর্ম্ম করয়ে নাগিনী।।
হেনমতে বহু সেবা করে প্রতিদিনে।
দৈবে এক দিন দেখ দিবা অবসানে।।
মুনি নিদ্রাযুক্ত কন্যা-উরে শির দিয়া।
শয়ন করিয়া আছে অচেতন হৈয়া।।
নিদ্রা যায় মুনি, হৈল সন্ধ্যার সময়।
দেখিয়া নাগিনী মনে ভাবিলেক ভয়।।
অস্ত গেল দিনকর সন্ধ্যা যায় বৈয়া।
না বলিলে ক্রোধ মোরে করিবে জাগিয়া।।
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে পাছে ক্রোধ করে মুনি।
হইল পরম চিন্তা এত সব গণি।।
যাহা করে করিবেক পরে মুনিরাজে।
সন্ধ্যা-ধর্ম্ম না রাখিলে হইবে অকাজ।।
অবহেলে যেই দ্বিজ সন্ধ্যা নাহি করে।
পঞ্চ মহাপাপ জন্মে তাহার শরীরে। ।
এত ভাবি জরৎকারী বলিল ডাকিয়া।
উঠ সন্ধ্যা কর প্রভু সন্ধ্যা যায় বৈয়া।।
নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া মুনি উঠে মহাকোপে।
লোহিত বরণ মুখ অধরোষ্ঠ কাঁপে।।
অমান্য করিলি মোরে করি অহঙ্কার।

www.bengaliebook.com

এই দোষে তোর মুখ না দেখিব আর।।
জরৎকারী বলে, প্রভু মোর নাহি দোষ।
অকারণে মের প্রতি কেন কর রোষ।।
সন্ধ্যা বহি যায় প্রভু সূর্য্য গেল অস্ত।
সন্ধ্যাহীনে যত পাপ জানহ সমস্ত। ।
সে কারণে নিদ্রাভঙ্গ করিনু তোমার।
তবে ত্যাগ কর দোষ বুঝিয়া আমার।।
মুনি বলে, নাগিনী বলিস না বুঝিয়া।
আমি সন্ধ্যা না করিলে যাবে কি বহিয়া।।
অরে অরে সন্ধ্যা তোর কেমন বিচার।
মোরে না বলিয়া যাহ বড় অহঙ্কার।।
সন্ধ্যা বলে মুনিরাজ না করিহ ক্রোধ।
এই যে আছি যে, আমি তব উপরোধ।।
মুনি বলে, নাগিনী শুনিলি নিজ কানে।
অবজ্ঞা করিলি মোরে কি সামান্য জ্ঞানে।।
নিশ্চয় ত্যজিয়া তোরে যাই আমি বন।
পুনরপি না দেখিব তোর এ বদন।।
মুনির নির্ঘাত বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
কান্দিতে কান্দিতে কহে চরণেতে ধরি।।
না জানিয়া করিলাম প্রভু অপরাধ।
এবার ক্ষমহ মোরে করহ প্রসাদ।।
ভাই সব শুনি মোর হইবে নিরাশ।
তোমারে দিলেক ভাই করি বড় আশ।।
মাতৃশাপে ভ্রাতৃ-মনে বড় ছিল ভয়।
তোমারে আমাকে দিয়া খণ্ডিল সংশয়। ।
তোমার ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
তাহা হৈতে রক্ষা পাবে মোর ভ্রাতৃগণ।।
বংশ না হৈতে তুমি যাহ যে ছাড়িয়া।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিব কি বোল বলিয়া।।।
নিশ্চয় ছাড়িয়া যদি যাবে তুমি মোরে।
শরীর ত্যজিব আমি তোমার গোচরে।।
এত শুনি সদয় হইল মুনিবর।
আশ্বাসিয়া কন্যার উদরে দিল কর।।
অস্তি অস্তি বলিয়া বুলায় গর্ভে হাত।
এই গর্ভে হবে পুত্র নাগ-কুল-নাথ।।
এই গর্ভে আছে যেই পুরুষ রতন।
তোমার আমার কুল করিবে রক্ষণ।।
চিন্তা ছাড়ি যাহ প্রিয়ে নিজ ভ্রাতৃগৃহে।
ভ্রাতৃগণ প্রবোধিবে যেন দুঃখী নহে।।
বলিলাম বাক্য মোর কভু মিথ্যা নয়।
ত্যজিলায় তোমারে যে জানিহ নিশ্চয়।।
এত বলি আশ্বাসিয়া নিজ বনিতায়।
গৃহ ত্যজি পুনঃ মুনি যান তপস্যায়।।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণবাক্য অন্তরেতে গণি।
মুনিবরে কিছু আর না কহে নাগিনী। ।
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ।।

www.bengaliebook.com

আস্তিকের জন্ম

ত্যজিয়া কন্যার পাশ, মুনি গেল বনবাস,
পত্নীরে রাখিয়া একাকিনী।
অশ্রুজলপূর্ণ মুখে, করাঘাত হানে বুকে,
ভ্রাতৃস্থানে চলিল নাগিনী।।
ক্রন্দন-করয়ে স্বসা, মুখে না আইসে ভাষা,
দেখিয়া বাসুকি চমকিত।
আশ্বাসিয়া নাগরাজ, স্বসাকে জিজ্ঞাসে কাজ,
কান্দ কেন হইয়া দুঃখিত।।
ভ্রাতার বচন শুনি, কহে গদগদ বাণী,
আপনার যত বিবরণ।
অবধান কর ভাই, কিছু মোর দোষ নাই,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন।।
নির্ঘাত সদৃশ বাণী, ভগিনীর বাক্য শুনি,
নাগরাজ বিষণ্ণ- বদন।
একেত মায়ের শাপে, সর্ব্বদা শরীর কাঁপে,
তাহে পুন হৈল দুর্ঘটন।।
বলে, ভগ্নীকহ মোরে, জিজ্ঞাসিতে লজ্জা করে,
উপায় করিয়া দিল ধাতা।।
মুনিবীর্য্যে গর্ভ তব, হবে পুত্র সমুদ্ভব,
নাগকুল করিবে যে ত্রাণ।
তাহার কারণে তোরে, চিরদিন রাখি ঘরে,
জরৎকারে করিলাম দান।।
না হইতে বংশধর, ত্যজিলেন মুনিবর,
মাতৃশাপে সদা চিন্তে মন।
হয়েছে কি গর্ভতোর, লজ্জা ত্যজি অগ্রে মোর,
কহ শুনি সত্য বিবরণ।।
জিজ্ঞাসিতে লজ্জা হয়, তবু না পুছিলে নয়,
বড় দায় আমা সবাকার।

সত্য করি কহ মোরে, কহিলে কি মুনিবরে,
যে কারণে বিবাহ তোমার।।
ভ্রাতার বচন শুনি, সলজ্জিতা সুবদনী,
কহিতে লাগিলা অধোমুখে।
যতেক কহিলে তুমি, সব তত্ত্ব জানি আমি,
বিচারিয়া কহিনু মুনিকে।।
মুনি যবে যায় ছাড়ি, চরণ-যুগলে পড়ি,
বংশ হেতু কৈনু নিবেদন।
সদয় হইয়া মুনি, অস্তি অস্তি বলে বাণী,
এই গর্ভে হইবে নন্দন।।
তোমার যতেক ভ্রাতৃ, আমার যতেক পিতৃ,
দুই কুল করিবে উদ্ধার।
এতেক বলিয়া মোরে, মুনি গেল দেশান্তরে,
নিবারিয়া ক্রন্দন আমার।।
ত্যজ ভাই মনস্তাপ, নিস্তারিতে মাতৃশাপ,
কভু নাহি মিথ্যা কহে মুনি।
জরৎকারী ইহা বলে, যেন সুধাবৃষ্টি হলে,
আনন্দেতে নাচে সব ফণী।।
উল্লসিত নাগরাজা, ভগিনীর করে পূজা,
নানা রত্নে করিল ভূষিত।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার, বহু ভক্ষ্য উপহার,
সেবায় যতেক নিয়োজিত।।
তবে ভুজঙ্গম-পতি, পুছে জরৎকারী প্রতি,
কহ তুমি ইহার কারণ।
কহ সত্য জরৎকারী, কি দোষ তোমার হেরি,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন।।
আমি তাঁরে ভাল জানি, বড় উগ্র সেই মুনি,
বিনা দোষে ত্যজিয়াছে তোমা।
তথাপি কি দেখি দোষ, করিলেক এত রোষ,

একা গৃহে ছাড়ি গেল রামা।।
জরৎকারী বলে ভাই, শুন তবে বলি তাই,
আজিকার দিন অবসানে।
শির দিয়া মোর উরে, নিদ্রা গেল মুনিবরে,
অস্ত গেল তপন গগনে।।
সন্ধ্যাভঙ্গ হয় মুনি, মনে আমি ভয় গণি,
জাগরণে পাছে ক্রোধ করে।
সন্ধ্যাহীন যেই দ্বিজ, মন্ত্রহীন যেন বীজ,
তে কারণে জাগালাম তাঁরে।।
জাগি রক্তমুখ কোপে, দেখিয়া হৃদয় কাঁপে,
বলে মোরে অবজ্ঞা করিলি।
আমি সন্ধ্যা না করিতে, সন্ধ্যা যাবে কোনমতে,
সন্ধ্যারে ডাকিল ইহা বলি।।
সন্ধ্যা মনে ভয় পাই, বলে আমি যাই নাই,
আছি যে তোমার উপরোধে।
সন্ধ্যার বচন শুনি, ত্যাগ করি গেল মুনি,
এইমত মম অপরাধে।।
মুনির বচন শুনি, বিস্ময় মানিল ফণী,
ভগিনীরে তোষে মৃদুভাষে।
ভাল হৈল গেল দ্বিজ, দুঃখ না ভাবিহ নিজ,
থাক গৃহে পরম সন্তোষে।।
সহস্রেক সহোদর, আর যত অনুচর,
সহস্রেক বধূর সহিত।
সেবিবে তোমার পায়, সর্ব্বদা ঈশ্বরী প্রায়,
মোর গৃহে থাক অচিন্তিত।।
এত বলি ফণিবর, ডাকি সব সহোদর,
নিয়োজিল তাহার সেবনে।
হেনমতে জরৎকারী, সর্ব্বদুঃক পরিহরি,
রহিলেন ভ্রাতার ভবনে।।

www.bengaliebook.com

গর্ভ বাড়ে অহর্নিশি, শুক্লপক্ষে যেন শশী,
প্রসবিল সময় সংযোগে।
পরম সুন্দর কায়, শিশু পূর্ণশশী প্রায়,
দেখি আনন্দিত সব নাগে।।
রূপে গুণে অনুপাম, আস্তিক থুইল নাম,
গর্ভকালে কহি গেল পিতা।
শৈশব হইতে সুত, সকল গুণেতে যুত,
বেদ বিদ্যা ব্রতে পারগতা।।
আস্তিকের জন্মকথা, অপূর্ব্ব ভারত-গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস।।

www.bengaliebook.com

উপমন্যু ও আরুণির উপাখ্যান

সৌতি বলে, অপূর্ব্ব শুনহ মুনিগণ।
কহিব বিচিত্র কথা পুরাণ- বচন।।
অবন্তীনগরে দ্বিজ নাম শান্তিপন।
তাঁর স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন।।
এক শিষ্যে দ্বিজ গাভী কৈল সমর্পণ।
গুরু-আজ্ঞা পেয়ে তারে করেন রক্ষণ।।
কতদিনে বলে গুরু, কহ শিষ্যবর।
বড় পুষ্ট দেখি যে তোমার কলেবর।।
কিবা খাও কোথা পাও কহ সত্যবাণী।
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি যোড়পাণি।।
গাভী দোহনান্তে যবে পিয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে খাই যে আমি করিয়া দোহন।।
গুরু বলে, এতদিনে সব জানা গেল।
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল।।
আর কভু তুমি না করিহ হেন কাজ।
গাভী দুহি খাও তুমি নাহি ভয় লাজ।।
গুরু-আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাভী লৈয়া।
কতদিনে পুনঃ বিপ্র কহিল ডাকিয়া।।
উচিত কহিলে শিষ্য না হইও রুষ্ট।
পুনশ্চ তোমারে বড় দেখি হৃষ্টপুষ্ট।।
গাভী-দুগ্ধ পুনঃ বুঝি তুমি কর পান।
শিষ্য বলে, গোসাঞি করহ অবধান।।
যেই দিন হৈতে তুমি করিলা বারণ।
ভিক্ষা করি নিত্য করি উদর পূরণ।।
গুরু বলে, ভিক্ষা করি পূরহ উদরে।
এবে ভিক্ষা করি সব আনি দিও মোরে।।
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল শিষ্যবর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কত দিবস অন্তর।।
কহ শিষ্য, বড় পুষ্ট দেখি তব কায়।
কি খাইয়া আছ তুমি বলহ আমায়।।
শিষ্য বলে, গাভী রাখি অরণ্য-ভিতর।
রক্ষক রাখিয়া আমি যাই যে নগর।।
দিবসেত যত ভিক্ষা, দিই তব ঘরে।
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে।।
হাসিয়া বলেন গরু, এ কোন্ বিচার।
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার।।
রাত্রিদিবা যত পাও, আনি দিবে মোরে।
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল বন ঘোরে।।
ক্ষুধায় আকুল তনু ভ্রমে বনে- বন।
অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ।।
নয়ন হইল অন্ধ শীর্ণ হৈল কায়।
দেখিতে না পায়, তবু গোধন চরায়।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন।
নিরুদক-কূপ-মধ্য পড়িল ব্রাহ্মণ।।
সমস্ত দিবস গেল, হৈল সন্ধ্যাকাল।
গৃহেতে আইল যত গোধনের পাল।।
শিষ্যে না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর।
অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ্য-ভিতর।।
কোথা গেলে উপমন্যু! ডাকে দ্বিজবর।
উপমন্যু বলে, চক্ষে না পাই দেখিতে।।
অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হৈল।
শুনিয়া আশ্চর্য্য তবে উপদেশ কৈল।।
দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুইজন।
শীঘ্র কর দ্বিজবর তাঁদের স্মরণ।।
এত শুনি দ্বিজ বহু স্তবন করিল।
ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল।।
কূপ হৈতে উঠিয়া ধরিলা গুরুপাদ।

সন্তুষ্ট হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ।।
চারি বেদ, ষাট্ শাস্ত্র, জানহ সকলে।
যাহ দ্বিজ নিজ গৃহে পরম কুশলে। ।
আজ্ঞা পেয়ে গেল দ্বিজ আহ্লাদিত মনে।
সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান হৈল গুরুর বচনে।।
আরুণি-নামেতে শিষ্য ছিল অন্য জন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ।।
ধান্য-ক্ষেত্রে জল সব যাইছে বহিয়া।
যত্ন করি আলি বাঁধি জল রাখ গিয়া।।
আজ্ঞামাত্র আরুণি যে করিল গমন।
আলি বাঁধিবারে বহু করিল যতন।।
দন্তেতে খুঁড়িয়া মাটি বাঁধালেতে ফেলে।
রাখিতে না পারে মাটি, অতি বেগ জলে।।
পুনঃ পুনঃ শিষ্যবর করিল যতন।
না পারিল ক্ষেত্রজল করিতে বন্ধন।।
জল বহি যায়, গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল শিষ্য বাঁধাল উপরে।।
সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী।
না আইল শিষ্য, গুরু চলিল আপনি।।
ক্ষেত্র মধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে, শুয়ে আছি বাঁধের উপর।।
বহু যত্ন করিলাম, না রহে বন্ধন।
আপনি শুলাম বাঁধে তাহার কারণ।।
শুনিয়া বলিল গুরু, এস হে উঠিয়া।
শীঘ্র আসি গুরু পায় প্রণমিল গিয়া।।
শিষ্যেরে দেখিয়া গুরু আনন্দিত মন।
সঙ্গে করি নিজ গৃহে করিল গমন।।
আশিস্ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারি বেদ, ষট্ শাস্ত্রে হৌক্ তব জ্ঞান।।
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজবর।
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর। ।
সুধার সমান মহাভারতের কথা।
যে জন শুনে তার নাশয়ে দুঃখ ব্যথা।।
আরুণি শিষ্যের সে অপূর্ব্ব উপাখ্যান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্য জ্ঞান।।

www.bengaliebook.com

উতঙ্কের উপাখ্যান

উতঙ্ক তৃতীয় শিষ্য পড়ে গুরু-স্থানে।
একদিন যায় গুরু যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে।।
উতঙ্কে বলিল গুরু থাক তুমি ঘরে।
কিছু নষ্ট নাহি হয় রাখিবা গোচরে।।
এত বলি গেল গুরু, যথা যজ্ঞস্থান।
কতদিনে গুরুপত্নী কৈল ঋতু-স্নান।।
উতঙ্কে ডাকিয়া তবে ব্রাহ্মণী বলিল।
তোমারে সমর্পি গৃহ তব গুরু গেল।।
কোন দ্রব্য নষ্ট যেন নহে কদাচন।
ঋতু নষ্ট হয় তুমি করহ রক্ষণ।।
শুনিয়া বিস্ময়-চিত্ত হইল উতঙ্ক।
উদ্বিগ্ন বসিয়া ভাবে হৃদয়ে আতঙ্ক।।
কি করিব, কি হইবে ইহার উপায়।
গৃহরক্ষা হেতু গুরু রাখিলা আমায়।।
ঋতুরক্ষা-কর্ম্ম এই না হয় আমার।
পরদার মহাপাপ, তাহে গুরুদার।।
এত চিন্তি ব্রাহ্মণীর না রাখে অনুরোধ।
নৈরাশ হইয়া ব্রাহ্মণীর হৈল ক্রোধ।।
প্রকাশ ভয়ে ক্রোধ না করিল প্রকাশ।
কিছুকাল পরে বেদ আইল নিজ বাস।।
উতঙ্কের তাপ ব্রাহ্মণীর মনে জাগে।
একান্তে ব্রাহ্মণী কহে ব্রাহ্মণের আগে।।
দিবে গুরু-দক্ষিণা উতঙ্ক যেইক্ষণে।
পাঠাইবা তাহাকে আমার সন্নিধানে।।
না জানিল দ্বিজ এ সকল বিবরণ।
সযতনে শিষ্য করেছে গৃহের রক্ষণ।।
শিষ্য প্রতি বেদ গুরু তুষ্ট অতি হন।
তুষ্ট হয়ে উতঙ্কে বলিল ততক্ষণ।।
যাহ শিষ্য সর্ব্বশাস্ত্র হও তুমি জ্ঞাত।
শুনিয়া উতঙ্ক কহে করি যোড়-হাত।।
আজ্ঞা কর গোঁসাই দক্ষিণা কিছু দিব।
গুরু বলে, তব পাশ কিছু না মাগিব।।
দেহ তবে তব গুরুপত্নী যাহা মাগে।
এত শুনি গেল শিষ্য গুরুপত্নী আগে।।
দক্ষিণা যাচয়ে শিষ্য করি যোড়পাণি।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী।।
পৌষ্য নৃপ মহিষীর শ্রবণ-কুণ্ডল।
আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল।।
সপ্তদিন ভিতরে আনিয়া দিবে মোরে।
না আনিলে দিব শাপ কহিলাম তোরে।।
এত শুনি উতঙ্ক গুরুরে নিবেদিল।
যাও হে নির্ব্বিঘ্নে দ্বিজ, গুরু আজ্ঞা দিল।।
গুরুকে প্রণাম করি উতঙ্ক চলিল।
কতদূরে পথে এক বৃষভ দেখিল।।
পুরীষ ত্যজিয়া বৃষ আছে দাঁড়াইয়া।
উতঙ্কে দেখিয়া বৃষ বলিল ডাকিয়া।।
হের দেখ মল মোর উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
হইবে তোমার শ্রেয় করহ ভক্ষণ।।
উতঙ্ক বলিল, হেন নহে কদাচান।
অসম্মান মোরে কেন কর অকারণ।।
বৃষ বলে, অসম্মান নহে দ্বিজবর।
তোমার গুরুর দিব্য, খাও এ গোবর।।
গুরু-দিব্য শুনি দ্বিজ চিন্তিয়া বিস্তর।
গোবর ভক্ষণ করি চলিল সত্বর।।
তথা হৈতে চলি গেল পৌষ্য-নৃপ- ঘর।
মাগিল কুণ্ডল-যুগ্ম নৃপতি-গোচর।।
নৃপ পাঠাইল দ্বিজে রাণীর সদনে।

কর্ণ হৈতে কুণ্ডল দিলেন ততক্ষণে।।
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল কাটিয়া দিল রাণী।
পাইয়া কুণ্ডল চলি গেল দ্বিজমণি।।
যেইক্ষণে দ্বিজ হাতে কুণ্ডল পাইল।
যেইক্ষণে তক্ষক তাহার সঙ্গ নিল।।
পরশ করিতে দ্বিজে নাহিক শকতি।
পাছে পাছে যায় ধরি সন্ন্যাসী-মূরতি।।
কত পথে উতঙ্ক দেখিয়া সরোবর।
স্নানেতে নামিল বস্ত্র থুইয়া উপর।।
বসন-ভিতরে-দ্বিজ কুণ্ডল থুইল।
ছিদ্র প্রাপ্তে তক্ষক কুণ্ডল হরে নিল।।
উতঙ্ক দেখয়ে থাকি জলের ভিতরে।
সন্ন্যাসী কুণ্ডল লৈয়া পশিল বিবরে।।
ত্যজিয়া সে স্নান দ্বিজ ধায় মুক্তচুল।
বিবরের দ্বারে দেখে, না পশে আঙ্গুল।।
উপায় না দেখি মুনি বিষাদিত- মন।
নখেতে বিবর-দ্বার করয়ে খনন।।
এ সকল বৃত্তান্ত জানিল পুরন্দর।
ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখী হইল অন্তর।।
সেই রন্ধ্রে নিজ বজ্র কৈল নিয়োজন।
বিবরের দ্বার মুক্ত হৈল ততক্ষণ।।
পাতালে উতঙ্ক গিয়া প্রবেশ করিল।
কতই অদ্ভুত দৃশ্য সেখানে দেখিল।।
চন্দ্র-সূর্য্য-গতায়াত গ্রহ তারাগণ।
মাস বর্ষ ষড়-ঋতু সবার সদন।।
অনেক ভ্রমিল দ্বিজ পাতাল-ভিতরে।
না দেখিয়া সন্ন্যাসীরে চিন্তিত অন্তরে।।
হেনকালে অশ্বরূপে বলে বৈশ্বানর।
হে উতঙ্ক-ব্রাহ্মণ আমার বাক্য ধর।।
গুরু-জ্ঞানে মোরে তুমি করহ বিশ্বাস।
শ্রেয় হবে, মোর গুহ্যে করহ বাতাস।।
গুরু-নাম শুনি দ্বিজ বিলম্ব না কৈল।
কিছু না পাইয়া মুখে গুহ্যে ফুঁক দিল।।
গুহ্যে ফুঁক দিত ধূম বাহিরিল মুখে।
ধূমময় সকলি করিল নাগলোকে।।
প্রলয়ের প্রায় হৈল ঘোর অন্ধকার।
বিস্ময় হইয়া নাগ কৈল হাহাকার।।
বাসুকি প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ নাগগণ।
কি হেতু হইল ধূম জিজ্ঞাসে কারণ।।
চর-মুখে বৃত্তান্ত পাইয়া ততক্ষণ।
তক্ষকে আনিয়া বহু করিল গঞ্জন।।
দেহ শীঘ্র কুণ্ডল, ব্রাহ্মণ হোক্ সুখী।
এত বলি দ্বিজে তুষ্ট করিলা বাসুকি।।
কুণ্ডল পাইয়া দ্বিজ গেল অশ্ব-স্থানে।
পৃষ্ঠে করি অশ্ব- লয়ে থুইল ব্রাহ্মণে।।
সপ্তদিন পূর্ণে আসি গুরুর গৃহেতে।
দেখে গুরুপত্নী ক্রোধে আছে জল হাতে।।
মুখেতে নির্গত হৈতেছিল শাপবাণী।
হেনকালে উতঙ্ক দিলেন যুগ্মমণি।।
কুণ্ডল পাইয়া হৃষ্ট ব্রাহ্মণী হইল।
উতঙ্ক সকল কথা গুরুকে কহিল।।
গুরু কহে, যেই বৃষ দিলেন গোবর।
বৃষ নহে অমৃত দিলেন পুরন্দর।।
সন্ন্যাসীর বেশে যেই লইল কুণ্ডল।
তক্ষক বিবরদ্বারে গেল রসাতল।।
অশ্বরূপে যে তোমার কৈল উপকার।
অশ্ব নহে, অগ্নি ইষ্ট সহজে আমার।।
এত শুনি উতঙ্কের মনে হৈল তাপ।

বিনাদোষে দুঃখ মোরে দিল দুষ্ট সাপ।।
তার সমুচিত ফল আমি দিব তারে।
এত বলি বিদায় মাগিল দ্বিজবরে।।
গুরু প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
যথা রাজা জন্মেজয়, চলিল ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করিল বন্দন।
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবরে কেন আগমন।।
দ্বিজ বলে, নৃপতি করহ কোন্ কর্ম্ম।
পিতৃবৈরী না শাসিলে নহে পুত্রধর্ম্ম।।
চণ্ডাল তক্ষক-নাগ বড় দুরাচার।
দংশিল তোমার বাপে বিখ্যাত সংসার।।
তাহার উচিত রাজা করিতে যুয়ায়।
সর্পকুল বিনাশিতে করহ উপায়।।
উতঙ্ক-বচন শুনি রাজা জন্মেজয়।
মন্ত্রিগণে জিজ্ঞাসিল মানিয়া বিস্ময়।।
কহ সত্য মন্ত্রিগণ ইহার কারণ।
তক্ষক-দংশনে হৈল পিতার মরণ।।
ব্রহ্মশাপে মরিলেক পিতা, হেন জানি।
তক্ষক এমন কৈল, কভু নাহি শুনি।।
রাজার এমন বাক্য শুনি মন্ত্রিগণ।
কহিতে লাগিল তবে কথা পূরাতন।।
মহাভারতের কথা সুধার লহরী।
কিবা যে শকতি বর্ণিবারে তাহা পারি।।
উতঙ্ক মুনির কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত।।

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের মন্ত্রণা

মন্ত্রিগণ বলে, রাজা কর অবধান।
প্রতাপে তোমার পিতা পাবক-সমান।।
মৃগয়া কারণে রাজা ভ্রমে বনে- বন।
একদিন হৈল তথা দৈব-নিবন্ধন।।
বিন্ধিয়া হরিণ, রাজা পাছে পাছে ধায়।
আচম্বিতে দ্বিজে এক দেখিল তথায়।।
ক্ষুধায় আকুল রাজা জিজ্ঞাসিল তাঁরে।
মৌনে ছিল মুনি, কিছু না কহে রাজারে।।
দৈবে এক মৃত-সর্প নৃপতি দেখিল।
ক্রোধে লয়ে মুনি-গলে জড়াইয়া দিল।।
অনন্তর নরবর স্বরাজ্যে আসিল।
কিছু না বলিল মুনি, মৌনেতে রহিল।।
শৃঙ্গী-নামে ঋষিপুত্র শুনি ক্রোধে শাপে।
সপ্তম দিবসে নৃপে দংশিবেক সাপে।।
পুত্র শাপ দিল, পিতা দুঃখিত হইয়া।
রাজারে জানায় তবে দূত পাঠাইয়া।।
বার্ত্তা পেয়ে করিলেক ভূপতি উপায়।
সপ্তম-দিবস-কথা কহি শুন রায়।।
কাশ্যপ নমেতে মুনি সর্পমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্প লোকমুখে শুনি।।
বাঁচাতে আসিতেছিল হস্তিনা-নগরে।
পথে দেখা পাইল তক্ষক বিষধরে।।
নিজ নিজ গুণ পরীক্ষিতে দুইজনে।
ভস্ম হৈয়া গেল বৃক্ষ তক্ষক-দংশনে।।
কাশ্যপের মন্ত্রে বৃক্ষ পুনশ্চ জন্মিল।
তক্ষক দেখিয়া মনে বিস্ময় মানিল।।
আপন মাথার মণি লয়ে ফণিবর।
ফিরাইল দ্বিজে দিয়া করি সমাদর।।
ধন পেয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাহুড়িল।
কপটে তক্ষক আসি রাজারে দংশিল।।
এত শুনি নৃপ জিজ্ঞাসিল আরবার।
সত্য কহ, শুনিয়া করিব প্রতিকার।।
কাশ্যপে তক্ষকে কথা হইল যখন।
এ সকল বার্ত্তা শুনিলেক কোন্ জন।।
মন্ত্রিগন বলে, সর্প যে বৃক্ষ দংশিল।
কাষ্ঠ হেতু সেই বৃক্ষে এক দ্বিজ ছিল।।
বৃক্ষের সহিত সেই ভস্ম যে হইল।
পুনঃ বৃক্ষ সহ দ্বিজ জীবন লভিল।।
দেখিল শুনিল যত কহিল নগরে।
এত শুনি নৃপতি কচালে করে করে।।
সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ে, করয়ে ক্রন্দন।
গদগদ ভাষে রাজা বলেন বচন।।
মন্ত্রবিদ্ কাশ্যপের আশ্চর্য্য ক্ষমতা।
নিশ্চয় বাঁচিত পিতা, না হৈত অন্যথা।।
দারুণ তক্ষক সর্প তারে ফিরাইল।
তক্ষক আমার বৈরী, এবে জানা গেল।।
বিপ্রের বচনে আসি করিল দংশন।
কাশ্যপেরে ফিরাইল কিসের কারণ।।
ধন দিয়া করে লোক পর-উপকার।
ধন দিয়া মোর বাপে করিল সংহার।।
পুনর্ব্বার রাজা কহে, শুন মন্ত্রিগণ।
সত্য কহিলেক যত উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।।
উতঙ্কের প্রিয়কার্য্য করিতে সাধন।
নিশ্চয় করিব পিতৃবৈরী-নির্য্যাতন।।
নাশিব নাগের কুল প্রতিজ্ঞা আমার।
পিতৃ-কার্য্য সাধি হৈব পিতৃঋণে পার।।
এত বলি পুরোহিত আর দ্বিজগণে।

আহবান করিয়া রাজা কহেন যতনে।।
সর্প বিনাশিতে চেষ্টা হইল আমার।
সবংশে সকল নাগ করিব সংহার।।
বিষজালে যেমন পুড়িল মোর বাপ।
সেইরূপে অগ্নিতে পোড়াব যত সাপ।।
বিপ্রগণ বলে, রাজা আছয়ে উপায়।
সর্প সংহারিতে যজ্ঞ কর কুরুরায়। ।
তোমার নামেতে মন্ত্র আছে পুরাণেতে।
তোমা বিনা নাহি হবে অন্যের সাধ্যেতে।।
এত শুনি নরপতি আনন্দিত- মন।
আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণে যজ্ঞের কারণ।।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা যত মন্ত্রিগণ।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আনিল তখন।।
দেশ-দেশান্তর হৈতে আনিল যতনে।
সর্প-যজ্ঞ হেতু যা কহিল মুনিগণে।।
সংকল্প করিল রাজা শাস্ত্রের বিধান।
শিল্পকার যজ্ঞস্থান করিল নির্ম্মাণ।।
যজ্ঞকুণ্ড করিল সে শিল্পী বিচক্ষণ।
রাজারে ভবিষ্য কথা কৈল নিবেদন।।
দেখিলাম রাজা যজ্ঞ পূর্ণ না হইবে।
ব্রাহ্মণ হইতে যজ্ঞে বিঘ্ন যে ঘটিবে।।
শুনি নরপতি তবে বলে দ্বারিগণে।
যজ্ঞকালে আসিতে না দিবে কোনজনে। ।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।।

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ

ঘৃত বস্ত্র যব ধান্য কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আনাইল রাজা যজ্ঞে হয়ে অভিলাষী।।
হোতা চণ্ডভার্গব নামেতে দ্বিজবর।
সদাচার-ব্রতী দ্বিজ আইল বিস্তর।।
ঋষি সে নারদ ব্যাস মার্কণ্ড পিঙ্গল।
উদ্দালক শৌনক আইল যে দেবল।।
বিপ্রগণ বেদমন্ত্রে অনল জ্বালিল।
লইয়া নাগের নাম যজ্ঞাহুতি দিল।।
পর্ব্বত-প্রমাণ অগ্নি দেখি লাগে ভয়।
সর্পগণ আসি কুণ্ডে পুড়ি ভস্ম হয়।।
আকাশে থাকিয়া যেন মেঘে বৃষ্টি করে।
বৃষ্টিধারাবৎ পড়ে অগ্নির উপরে।।
হাহাকার শব্দ হৈল নাগের নগরে।
প্রলয়-সমুদ্র-শব্দে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
আপন ইচ্ছায় উঠে আকাশ উপরে।
নানাবর্ণ নাগ পড়ে কুণ্ডের ভিতরে।।
কেহ অশ্ব, কেহ উষ্ট্র, কেহ হস্তী প্রায়।
কেহ কৃষ্ণ, কেহ পীত, কেহ সিতকায়।।
জলমধ্যে গর্ত্তমধ্যে কোটরে প্রবেশে।
মন্ত্রে টানি বান্ধি আনে যজ্ঞের প্রদেশে।।
একশত, দুইশত, পঞ্চশত শির।
পর্ব্বত জিনিয়া কারো বিপুল শরীর।।
মস্তকে লাঙ্গুল ফিরে, জিহ্বা লড়বড়ি।
কাতর হইয়া কেহ যায় গড়াগড়ি।।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হইয়া কাতর।
মহানাদে পড়ে সবে অনল-ভিতর।।
দুর্গন্ধ হইল যত পূরিল সংসার।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হৈল চমৎকার।।
যখন প্রতিজ্ঞা কৈল রাজা জন্মেজয়।
ইন্দ্র স্থানে ভয়ে নিল তক্ষক আশ্রয়।।
কহিল বৃত্তান্ত সব যজ্ঞের কারণ।
জন্মেজয়-যজ্ঞে করে সর্পের নিধন।।
প্রাণভয়ে শরণ লইল সুরেশ্বরে।
শুনিয়া অভয় তারে দিল পুরন্দরে।।
নির্ভয় হইয়া তথা তক্ষক রহিল।
এখানে নাগের কুল নির্ম্মূল হইল।।
যজ্ঞে ভস্ম হয় যত নাগের সমাজ।
চমকিত হইল বাসুকি নাগরাজ।।
ভয়েতে কম্পিত তনু, মূর্চ্ছা ঘনে- ঘন।
ভগিনীরে ত্বরিতে করিল নিবেদন।।
দেখহ ভগিনি! সব নাগের সংহার।
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে আমার।।
নাগবংশ-রক্ষা হেতু তোমার নন্দনে।
কহিয়া রাখহ শেষ আছে যত জনে।।
মায়ের শাপেতে যেই চিত্তে ছিল ভয়।
সেইকালে হৈল এই নাগের প্রলয়।।
ভ্রাতারে আকুল দেখি কান্দিয়া নাগিনী।
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে সকরুণ বাণী।।
ভ্রাতৃগণে আমার হইল মাতৃশাপ।
সেই হেতু আমার পাইল তোর বাপ।।
মম ভ্রাতৃগণ হয় মাতুল তোমার।
এ মহা-প্রলয়ে প্রাণ রাখহ সবার।।
আস্তিক বলিল, মাতা কান্দ কি কারণে।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা পালিব এক্ষণে।।
জরৎকারী বলে, যজ্ঞ করে জন্মেজয়।
মন্ত্র-বলে সকল ভুজঙ্গ করে ক্ষয়।।
মজিল মাতুল-বংশ, করহ উদ্ধার।

তোমা বিনা রাখে হেন কেহ নাহি আর।।
আস্তিক বলিল, মাতা না কর বিষাদ।
এখনি খণ্ডিব আমি নাগের প্রমাদ।।
বাসুকিরে বল তুমি হইতে নির্ভয়।
এখনি করিব ত্রাণ, নাহিক সংশয়।।
মাতুলে নির্ভয় করি চলিল ত্বরিত।
জন্মেজয়-যজ্ঞস্থানে হৈল উপনীত।।
প্রবেশ করিতে দ্বারী নাহি দেয় তারে।
ক্রোধেতে আস্তিক কহে, কম্পে ওষ্ঠাধরে।।
ব্রাহ্মণে হেলন কর মূঢ় দুরাচার।
নাহি জান, এই হেতু হইবে সংহার।।
আস্তিকের ক্রোধ দেখি দ্বারী কম্পমান।
দ্বার ছাড়ি প্রণমিল হয়ে সাবধান। ।
তথা হৈতে আস্তিক গেলেন যজ্ঞস্থান।
বেদধ্বনি করি সভা কৈল কম্পমান।।
সভার ব্রাহ্মণগণে করিল বন্দন।
নৃপতিরে বলে তবে আশিস্- বচন।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে, সাধু পিয়ে কর্ণ-ভরি।।

যজ্ঞস্থলে আস্তিকের আগমন

আইল আস্তিক মুনি, করি মহা-বেদধ্বনি,
নৃপতির করিল কল্যাণ।
ধন্য রাজা চন্দ্রবংশ, হেন পুত্র অবতংস,
ক্ষত্রমধ্যে না দেখি সমান।।
দেখেছি শুনেছি কত, যজ্ঞ হৈল যত যত,
কারে দিব ইহার তুলনা।
যজ্ঞ কৈল ইন্দ্র যম, কুবের বরুণ সোম,
আর যত না যায় গণনা।।
যুধিষ্ঠির পাণ্ডুপতি, বাসুদেব মহামতি,
শ্বেতবাহু নহুষ যযাতি।
মান্ধাতা মরুত্ত-ভূপ, নানাযুগে প্রতিরূপ,
দিলীপ সগর দাশরথি।।
ইক্ষবাকু ভরত অজ, রঘু শিবি শিখিধ্বজ,
নানা যজ্ঞ করিল বহুল।
কেহ শত, কেহ ত্রিশ, কেহ দশ, কেহ বিশ,
এই যজ্ঞ নহে সমতুল।।
পুত্র সহ ব্যাস-ঋষি, যাহার সভায় বসি,
যজ্ঞ-হেতু শিষ্যগণ লৈয়া।
সাক্ষাৎ হইয়া যায়, বৈশ্বানর হবি খায়,
শিখা যায় প্রদক্ষিণ হৈয়া।।
ধন্য শ্রীজনমেজয়, নাহি হবে, নাহি হয়,
তুলনা নাহিক ভূমণ্ডলে।
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির, ধনুর্ব্বেদে রঘুবীর,
কীর্ত্তি ভগীরথ সমতুলে।।
তেজে সূর্য্য-সম-প্রভ, রূপে যেন কামদেব,
ব্রতাচারী ভীষ্মের সমান।
ধর্ম্মেতে বাল্মীকি মুনি, ক্ষমাতে বশিষ্ঠ গণি,
বিভবেতে যেন মরুত্বান্।।

আস্তিক- বচন শুনি, জন্মেজয় নৃপমণি,
মন্ত্রিগণে বলেন বচন।
বালক দ্বিজের সুত, কথা কহে বৃদ্ধমত,
যত যত পূর্ব্ব পুরাতন।।
যাহা মাগে দিব আমি, গবাশ্ব কাঞ্চন ভূমি,
এ দ্বিজের পূরাইব আশ।
মাগ শিশু যেই মনে, মনোনীত মম স্থানে,
এত বলি করিল আশ্বাস।।
এত শুনি হোতৃগণ, নৃপে করে নিবেদন,
নহে এই দানের সময়।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি করি, তক্ষক সে পিতৃ-অরি,
যাবৎ অনলে ভস্ম নয়।।
শুনি রাজা বলে দ্বিজে, রাখিয়াছ কোন্ কাজে,
অদ্যাপি সে তক্ষক ভীষণ।
বলে দ্বিজ নৃপমণি, তক্ষক প্রমাদ গণি,
দেবরাজে লয়েছে শরণ।।
শুনিয়া নৃপতি কোপে, দশনে অধর চাপে,
বলিল যতেক দ্বিজগণে।
ইন্দ্র রাখে মোর অরি, তাহারে সহিত করি,
তক্ষকেরে লও হুতাশনে।।
ভূপতির আজ্ঞা পেয়ে, স্রুবদণ্ড হাতে লয়ে,
দ্বিজগণ মন্ত্র উচ্চারিল।
বিপ্রের মন্ত্রের তেজে, সঙ্গে লয়ে নাগরাজে,
দেবরাজ আকাশে আসিল।।
অপ্সরা অপ্সর যত, বাদ্য-গীতে সবে রত,
মন্ত্রপাশে হইয়া বন্ধিত।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
কাশীরাম দাস বিরচিত।।

www.bengaliebook.com

আস্তিক কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞ নিবারণ

শূণ্য-মণ্ডলেতে শুনি নৃত্য-গীত-নাদ।
যত যজ্ঞ-হোতৃগণ গণিল প্রমাদ।।
ভূপতির ক্রোধ-বাক্যে কৈনু কোন্ কাজ।
সর্ব্বনাশ হৈল আজি, মরে দেবরাজ। ।
এত চিন্তি হোতৃগণ করিল বিচার।
ইন্দ্রে ছাড়ি তক্ষকে আকর্ষে আরবার।।
তক্ষক-পন্নগে ইন্দ্র উত্তরীয়ে ভরি।
শরণ-রক্ষণ-হেতু আছে কান্ধে করি। ।
রাখিতে নারিল ইন্দ্র করিয়া যতন।
মন্ত্রবলে ছাড়াইল ইন্দ্রের বন্ধন।।
আইসে তক্ষক নাগ করিয়া গর্জ্জন।
সঘনে নির্গত ঘোর নিশ্বাস- পবন।।
ঘূর্ণ্যমান বায়ু যেন ফিরয়ে আকাশে।
অবশ হইয়া নাগ অন্তরীক্ষে আসে।।
মাতুল অনলে পোড়ে আস্তিক জানিল।
অন্তরীক্ষে তিষ্ঠ তিষ্ঠ, আস্তিক বলিল।।
শূণ্যেতে রহিল সর্প আস্তিকের বোলে।
তক্ষক সঘনে কাঁপে ব্রহ্ম-মন্ত্র-বলে।।
আস্তিক বলিল, রাজা হও কৃপাবান।
আজ্ঞা কর ভূপতি! মাগি যে আমি দান।।
রাজা বলে, দ্বিজ-শিশু বৈসহ সভায়।
যা মাগিবে দিব আমি, বলেছি তোমায়।।
পিতৃবৈরী সংহারিয়া করি যজ্ঞপূর্ণ।
তোমার বাসনা যাহা পূরাইব তূর্ণ। ।
আস্তিক বলিল, যদি তক্ষকে নাশিবে।
তবে তুমি কিবা আর মোরে দান দিবে।।
আস্তিকের বাক্য শুনি মানি চমৎকার।
রাজা বলে, যাহা চাহি দিব আমি আর।।
আস্তিক বলিল, রাজা কর অবধান।
ইহা বিনা তোমারে না মাগি অন্য দান।।
রাজা বলে, দ্বিজ হেন না বলিহ আর।
মোর পিতৃবৈরী সে তক্ষক দুরাচার। ।
তার হেতু মৈল দেখ ভুজঙ্গ সকল।
তারে না মারিলে যত সকলি বিফল।।
তাহার নিধনে তুমি না হও বাধক।
অন্য যাহা ইচ্ছা মোরে মাগহ বালক।।
আস্তিক বলিল, রাজা তুমি সুপণ্ডিত।
তোমারে বুঝাবে অন্যে না হয় উচিত।।
আয়ু শেষে যমে নিল তোমার জনকে।
অকারণে অপরাধী করহ তক্ষকে।।
অসংখ্য ভুজঙ্গগণ করিলা সংহার।
অহিংসক জনে মার, নহে সুবিচার।।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সভা দেখি যে তোমার।
নিষেধ না করে কেহ জীবের সংহার।।
আস্তিক বলিল যদি এতেক বচন।
রাজারে বলিল তবে যত সভাজন।।
আপনি বলিলা ব্যাস ডাকিয়া রাজারে।
প্রবোধ করহ ভূপ, দ্বিজের কুমারে।।
নিবৃত্ত করহ যজ্ঞ, সবে বলে ডাকি।
ব্রাহ্মণ-বালকে রাজা না কর অসুখী।।
নিবৃত্ত নিবৃত্ত, বলি হৈল মহাধ্বনি।
নিষেধ করিল যজ্ঞ ভূপতি আপনি।।
সর্পযজ্ঞ নরেন্দ্র করিল নিবারণ।
আস্তিকের পূজা কৈল দিয়া বহু ধন। ।
নানা ধান পেয়ে তুষ্ট হয়ে দ্বিজগণ।
নিজ নিজ দেশে সব করিল গমন।।
আস্তিকে বলিল রাজা করিয়া মেলানি।

অশ্বমেধকালেতে আসিবে দ্বিজমণি।।
তবে ত আস্তিক গেল আপনার ঘর।
কহিল বৃত্তান্ত মাতা মাতুল-গোচর।।
শুনিয়া বাসুকি নাগ হৈল আনন্দিত।
নাগলোকে উৎসব হইল অপ্রমিত।।
যতেক আছিল নাগ একত্র হইয়া।
পূজা কৈল আস্তিকের বহু রত্ন দিয়া।।
পুনর্জ্জন্ম-দাতা তুমি নাহিক সংশয়।
বর দিব, মাগ তুমি যেই মনে লয়।।
আস্তিক বলিল, যদি মোরে দিবে বর।
এই বর মাগি আমি সবার গোচর।।
প্রতি সন্ধ্যাকালে যেই মোর নাম লবে।
নাগগণ হৈতে তার ভয় নাহি রবে।।
আমার চরিত্র যেই করিবে শ্রবণ।
নাগ হৈতে কভু ভীত না হৈবে সে জন।।
এ সব নিয়ম যেই করিবে লঙ্ঘন।
সত্য কর তবে তার নিশ্চয় মরণ।।
ফাটিবেক শির যেন শিরীষের ফল।
আস্তিকের বাক্য যেই করিবে নিষ্ফল।।
প্রতিজ্ঞা করিনু সবে, বলে নাগগণে।
নিকটে না যাব কেহ তোমার স্মরণে।।
আদিপর্ব্বে ভারতের দিব্য উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

জন্মেজয়ের ধৰ্ম্ম-হিংসা

সৌতি বলে, তবে পরীক্ষিতের নন্দন।
ডাকিয়া আনিল যত পাত্র-মিত্রগণ।।
সবারে বলিল রাজা করিয়া বিলাপ।
দূর না হইল মম হৃদয়ের তাপ।।
আপনার চিত্তে আমি করিনু বিচার।
দ্বিজ বিনা শত্রু মোর কেহ নহে আর।।
ধৰ্ম্মশীল তাত মোর জগতে বিখ্যাত।
বিনা অপরাধে শাপ পেলেন নির্ঘাত।।
পিতৃবৈরী বিনাশিতে বহু চেষ্টা ছিল।
তাহে পুনঃ দ্বিজ আসি বাধক হইল।।
শাপেতে মরিল পরীক্ষিত নরবর।
মারিতে রাখিল পুনঃ তক্ষক পামর।।
মোর রাজ্যে বসিয়া এতেক অহঙ্কার।
দ্বিজের কুরীতি অঙ্গে সহ্য নহে আর।।
ক্রোধানলে মোর অঙ্গ হতেছে দহন।
হেন মনে হয়, সব মারিব ব্রাহ্মণ।।
পূৰ্ব্বে কার্ত্তবীর্য্য করিলেন দ্বিজ-ধ্বংস।
উদর চিরিয়া মারিলেন ভৃগুবংশ।।
সেইমত দ্বিজ সব করিব সংহার।
যাহা হৌক, এই সত্য বচন আমার।।
নৃপতির বাক্য শুনি সবে স্তব্ধ হৈল।
পাত্র-মিত্রগণ তাহে উত্তর না দিল।।
রাজা বলে, কেহ কেন না দেহ উত্তর।
মন্ত্রিগণ বলে, শুন নৃপতি-প্রবর।।
বিষম বুঝিয়া বাক্য না আসে মুখেতে।
কে দিবে এ যুক্তি রাজা বিপ্র-বিনাশিতে।।
কহিলা যে কার্ত্তবীর্য্য মারিল ব্রাহ্মণ।
তার সমুচিত দণ্ড বিখ্যাত ভুবন।।
সেই ভৃগুকুলে জাত রাম ভগবান্।
ক্ষত্রিয়-শোণিতে ক্ষিতি করাইল স্নান।।
ক্ষত্র বলি পৃথিবীতে না রহিল আর।
ব্রাহ্মণ-ঔরসে পুনঃ হইল সঞ্চার।।
বচনে সৃজন যাঁর, বচনে পালন।
ক্ষণেকেতে করে ভস্ম যাঁহার বচন।।
অগ্নি সূর্য্য কালসর্পে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে রাজা নাহিক নিস্তার।।
এক যুক্তি চিত্তেতে আইসে নৃপমণি।
উপায় করিয়া বিপ্র-বীর্য্য কর হানি।।
কুশোদকে বিপ্রের পবিত্র হয় অঙ্গ।
কুশ-বিনা হইবেক কৰ্ম্ম-অঙ্গ ভঙ্গ।।
কুশের অভাবে, দ্বিজ হবে তেজোহীন।
পশ্চাৎ করিব দগ্ধ ধৰ্ম্মে হৈলে ক্ষীণ।।
রাজা বলে, ভাল যুক্তি কৈলে সৰ্ব্বজন।
এমতে নাশিব দ্বিজ, নিল মম মন।।
এত বলি নরপতি দূতগণে আনে।
আজ্ঞা করি ডাকিয়া আনিল কোড়াগণে।।
কহে নৃপ, কোড়াগণ, চতুৰ্দ্দিকে যাহ।
পৃথিবীর যত কুশ উপাড়ি ফেলহ।।
মন্ত্রিগণ বলে, রাজা এ নহে বিচার।
রাজা নষ্ট করে কুশ, ঘুষিবে সংসার।।
না উপাড়ি মরিবেক করিব উপায়।
ঘৃত দুগ্ধ গুড় মধু আনি দেহ তায়।।
এই সব দ্রব্য ঢালিবেক কুশমূলে।
স্বাদে পিপীলিকা গিয়া খাইবে সকলে।।
পিপীলিকা কুশমূল কাটিয়া ফেলিবে।
কাৰ্য্যসিদ্ধ হৈবে হিংসা দিল ততক্ষণ।
চারিদিকে চলিল যতেক দূতগণ।।

www.bengaliebook.com

রাজ্যে রাজ্যে বার্ত্তা কৈল যত অনুচরে।
মারিল সকল কুশ দেশ-দেশান্তরে।।
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ।।

www.bengaliebook.com

জন্মেজয়ের নিকট ব্যাসের আগমন

কুশ না মিলিল, দ্বিজ হৈল চমৎকার।
স্থানে স্থানে বসি সবে করেন বিচার।।
ইহার কারণ যে জানিল ব্যাসমুনি।
নৃপতিকে বুঝাবারে আসিলা আপনি।।
ব্যাসে দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁর করে বহু পূজা।।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি বসিয়া আসনে।
নৃপতিকে জিজ্ঞাসিল মধুর-বচনে।।
বদরিকাশ্রমে শুনিলাম সমাচার।
ব্রাহ্মণের হিংসা কর, কিমত বিচার।।
সর্ব্বধর্ম্মে-বিজ্ঞ তুমি পণ্ডিত সুজন।
তবে কেন হেন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিলা মন।।
যাঁর ক্রোধে যদুকুল হইল বিধ্বংস।
যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ।।
যাঁর ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি।
যাঁর ক্রোধে লবণ হইল জলনিধি।।
যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ।
যারঁ ক্রোধা ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ।।
পূর্ব্বেতে যতেক তব পিতামহগণ।
যাঁরে সেবি বিজয়ী হইল ত্রিভুবন।।
হেন জনে হিংস তুমি কিসের কারণ।
শুনিয়া করিল রাজা নিজ নিবেদন।।
বিনা অপরাধে বাপে কৈল ভস্মরাশি।
পিতৃবৈরী মারিতে বাধক হৈল আসি।।
এই হেতু বড় তাপ অন্তরে আমার।
নিজ দুঃখ নিবেদিনু অগ্রেতে তোমার।।
ব্যাসদেব বলেন, ধৈর্য্য নর নররাজ।
ক্রোধে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, সিদ্ধ নহে কাজ।।
ব্রাহ্মণেরে ক্রোধ রাজা কর অকারণ।
ভবিষ্যৎ-খণ্ডন না হয় কদাচন।।
তোমার পিতার জন্ম হইল যখন।
গণিয়া কহিল যত শাস্ত্রবিদ্ জন।।
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম করিবেক অপ্রমিত।
ভুজঙ্গ-দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চিত।।
আমার বচনে স্থির হও গুণাধার।
পিতা হেতু দুঃখ চিন্তা না করিহ আর।।
কে খণ্ডিতে পারে রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
না বুঝিয়া কেন কর দ্বিজসহ দ্বন্দ্ব।।
ব্যাসের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
জন্মেজয় কুশ-হিংসা কৈল নিবারণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

জন্মেজয়ের অশ্বমেধ-যজ্ঞ

রাজা বলে অকারণ করিলাম এত।
কোটি অহিংসক সর্প করিলাম হত।।
এ পাপ-নরক হইতে না দেখি নিস্তার।
কহ মুনি! কিমতে ইহাতে পাব পার।।
জ্ঞাতি-বধ করি পূর্ব্বে পিতামহগণ।
অশ্বমেধ করি পাপে হইলা মোচন।।
আমিও করিব সেই অশ্বমেধ-যজ্ঞ।
শুনি নিষেধিল ব্যাস সকল শাস্ত্রজ্ঞ।।
রাজা বলে, মুনি কেন করহ নিষেধ।
পিতৃ পিতামহ মোর কৈল অশ্বমেধ।।
অক্ষম জানিয়া বুঝি কর নিবারণ।
নিশ্চয় করিব যজ্ঞ, এই মম পণ।।
মুনি বলে, ক্ষম তুমি সকল কর্ম্মেতে।
অশ্বমেধ নাহি রাজা এ কলি-যুগেতে।।
মাংস-শ্রাদ্ধ সন্ন্যাস গোমেধ অশ্বমেধ।
এই সব হয় সদা কলিতে নিষেধ।।
অবশ্য করিব যজ্ঞ, বলে মহারাজ।
মোর বিঘ্ন করিতে কে আছে ক্ষিতিমাঝ।।
মুনি বলে, করহ যা তব মনে লয়।
কিমতে কহিব আমি, বেদে নাহি কয়।।
এত বলি মুনিরাজ হৈল অন্তর্দ্ধান।
নৃপতি করিল যত যজ্ঞের বিধান।।
যজ্ঞ-অশ্ব নিয়োজিল সেনাপতিগণ।
বহুদেশ-দেশান্তর করিল ভ্রমণ।।
সম্পূর্ণ-বৎসর অশ্ব পৃথিবী ভ্রমিল।
যত রাজগণে বলে জিনিয়া আনিল।।
যত মুনি দ্বিজগণ ছিল ভূমণ্ডলে।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল যজ্ঞস্থলে।।
বপুষ্টমা-রাণী সহ আছে নৃপবর।
অসিপত্র-ব্রত আচরিয়া সম্বৎসর।।
হইল বৎসর পূর্ণ চৈত্র-পূর্ণিমাতে।
কাটিয়া তুরঙ্গ রাজা ফেলিল অগ্নিতে।।
দ্বিজগণ বেদ-শব্দে পূরিল গগন।
শূন্য-মণ্ডলেতে থাকি দেখে দেবগণ।।
অশ্বমেধ পূর্ণ হয় কলিযুগ-মাঝ।
বেদনিন্দা-ভয়েতে কম্পিত দেবরাজ।।
কাটামুণ্ড অশ্বের যে আহুতির শেষ।
মায়াবলে ইন্দ্র তাহে করিল প্রবেশ।।
সভামধ্যে নৃত্য করে তুরঙ্গের মুণ্ড।
দেখিয়া আশ্চর্য্য বড় হৈল সভাখণ্ড।।
রাণী সহ নৃপতি আছয়ে সভামাঝ।
নাচে মুণ্ড, সভাখণ্ড পাইলেক লাজ।।
যতেক সভার লোক অধোমুক হৈল।
ব্রাহ্মণ-কুমার এক হাসিয়া উঠিল।।
পুনঃ পুনঃ তালি মারে, হাসে খল খল।
দেখিয়া হইল রাজা জ্বলন্ত অনল।।
রাজার সম্মুখে ছিল খড়্গ খরশান।
দ্বিজপুত্রে কাটিয়া করিল দুইখান।।
হাহাকার-শব্দ হৈল যজ্ঞের শালায়।
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ পলাইয়া যায়।।
ব্রহ্মঘাতী মহাপাপী এই দুরাচার।
দেখিলে হইবে পাপ বদন ইহার।।
যত দূর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার।
তত দূর দ্বিজের বসতি নহে আর।।
অশ্বমের-যজ্ঞ-নামে বরিয়া আনিল।
ব্রাহ্মণের মাংষ খায়, এবে জানা গেল।।
ফেলাই ইহার দ্রব যে আছে যথায়।

এত বলি সভা ছাড়ি দ্বিজগণ যায়।।
ব্রাহ্মণ-ঘাতার মুখ দেখা অনুচিত।
রাজগণ যথা তথা গেল চতুর্ভিত।।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ছিল যত জন।
সবে গেল, একমাত্র আছয়ে রাজন।।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর গাথা।
শ্রবণে সুধার ধারা ভারতের কথা।।

www.bengaliebook.com

ব্যাসের পুনরাগমন ও জন্মেজয়ের প্রতি ভারত শ্রবণের উপদেশ প্রদান

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবেদব্যাস মুনি।
বর্ণনে না যায় যিনি অপ্রমিত গুণী।।
সত্যবতী-হৃদয়-নন্দন মুনি ব্যাস।
যাঁর মুখ-চন্দ্রে তিন ভুবন প্রকাশ।।
যেই মুখ-পঙ্কজ-গলিত-সুধাধার।
পানেতে তরিল প্রাণী এ ভব-সংসার।।
কনক-পিঙ্গল-জটা বিরাজিত শিরে।
কৃষ্ণ -সর-চর্ম্ম পরিধান কলেবরে।।
অম্বর সম্বরি যে ভারত বাম কাঁখে।
দক্ষিণ বামেতে পাছে মুনি লাখে লাখে।।
জানিয়া রাজার কষ্ট সদয়-হৃদয়।
উপনীত হৈলেন যেখানে জন্মেজয়।।
অধোমুখে আছে রাজা হয়ে শোকাবেশ।
ব্যাসে দেখি লজ্জিত হইল সবিশেষ।।
মুনি বলে অভিমান ত্যজ নরপতি।
মোর বাক্য না শুনিয়া হৈল হেন গতি।।
ব্যাসের বচনে রাজা পাইয়া আশ্বাস।
চরণে পড়িয়া কহে গদগদ ভাষ।।
আমা হেন নিন্দিত নাহিক এ সংসারে।
তোমার বচন নাহি শুনি অহঙ্কারে।।
তার সমুচিত ফল এবে পাইলাম।
দুস্তর-নরক-সিন্ধু মাঝে পড়িলাম।।
কৃপা কর মুনিরাজ! পড়িনু চরণে।
তোমা বিনা তারে মোরে নাহি অনজনে।।
ত্যজিল আমারে ভ্রাতা মন্ত্রী বন্ধুজন।
ত্যজিল যতেক দ্বিজ-পুরোহিতগণ।।
পাপী বলে কহে মোর নিকটে না আসে।
আপনি আইলা কৃপা করি স্নেহবশে।।
আজ্ঞা কর মুনিরাজ! কি করি এখন।
পাপ-সিন্ধু হৈতে মোরে করহ তারণ।।
মুনি বলে, চিত্তে দুঃখ না ভাবিহ আর।
হইবে নিষ্পাপ, ধর বচন আমার।।
ব্রহ্মবধ-আদি পাপ সব হবে ক্ষয়।
অশ্বমেধ-ফল পাবে, নাহিক সংশয়।।
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত রচন।
শুচি হয়ে একমনে করহ শ্রবণ।।
খণ্ডিবেক পাপ-তাপ নাহিক সংশয়।
মোর বাক্য ধর পরীক্ষিতের তনয়।।
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারত শুনহ নরবর।।
মহাভারতের কথা কীর্ত্তন করিতে।
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি শুক্ল হইবে নিশ্চিতে।।
তব পিতৃ-পিতামহগণের চরিত।
বিবিধ অপূর্ব্ব কথা ভারতে গ্রথিত।।
মহাপুণ্যপ্রদ তত্ত্ব অতুল সংসারে।
করহ শ্রবণ, মুক্ত হবে পাপ-ভারে।।
এত শুনি নৃপমণি আনন্দিত মতি।
ভক্তিভরে মুনিবরে করিয়া প্রণতি।।
বলিলা আমার প্রতি যদি কৃপাবান্ ।
আপনি শুনিতে তবে ভারত-আখ্যান।।
কি হেতু আমার পিতৃ-পিতামহগণ।
জ্ঞাতি সহ যুদ্ধ করি হইল নিধন।।
আপনি আছিলা দেব সে সব সময়।
তবে কেন বিবাদে হইল সব ক্ষয়।।

চিরদিন শুনিতে উৎসুক মম মন।
কহ মোরে মুনিবর ইহার কারণ।।
মুনি বলে, ভারতের কথন বিস্তার।
কহিবারে অবসর নাহিক আমার।।
মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যশ্রেষ্ঠ এই তপোধন।
ভারতে আমার সম শ্রীবৈশম্পায়ন।।
শুনহ ইহার মুখে ভারত-আখ্যান।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করেন সম্মান।।
এত বলি মুনিরাজ গেল নিজ স্থান।
অনুমতি দিয়া শিষ্যে বর্ণিতে পুরাণ।।
অনন্তর নৃপবর ব্যাসের বচনে।
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ করে ততক্ষণে।।
তার তলে বসে রাজা লয়ে মন্ত্রিগণ।
চারি জাতি নগরেতে শ্রেষ্ঠ যত জন।।
পূজা করি মুনিবরে নানা উপচারে।
বিনয় বচনে ভূপ জিজ্ঞাসেন তাঁরে। ।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম বিরচিল শুনে পুণ্যবান।।

মহর্ষি বৈশম্পায়ন প্রমুখাৎ মহারাজ জন্মেজয়ের শ্রীমহাভারত শ্রবণারম্ভ

তবে শ্রীজনমেজয়, মুনিরে পাইয়া।
জিজ্ঞাসিল পুণ্য কথা বিনয় করিয়া।।
জগতে বিখ্যাত যে বৈশম্পায়ন মুনি।
কহিতে লাগিল তত্ত্ব ভারত-কাহিনী।।
খণ্ডয়ে অশেষ পাপ যাহার শ্রবণে।
সকল যজ্ঞের ফল পায় ততক্ষণে।।
রাজা হয়ে শুনিলে সর্ব্বত্র হয় জয়।
ব্রাহ্মণে শুনিলে যায় নরকের ভয়। ।
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে খণ্ডয়ে সব দুঃখ।
অপুত্রক শুনিলে দেখয়ে পুত্র মুখ।।
রাজভয় শত্রুভয় পথিভয় আদি।
বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে আর যত ব্যাধি।।
মোক্ষশাস্ত্র বলি যেই ব্যাসের রচিত।
সম্পূর্ণ সকল রসে করিল বর্ণিত।।
ইহার শ্রবণে যত সুখ লভে নর।
তার সম ফল নাহি স্বর্গের উপর।।
ইহকালে আয়ুর্যশ, অন্তে স্বর্গে যায়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়।।
শুচি হৈয়া মন দিয়া শুনে যেই জন।
নাহিক সংশয় ইথে, ব্যাসের বচন।।
একলক্ষ শ্লোকে এই ভারত নির্ম্মাণ।
নানা ধর্ম্ম চিত্র সুবিচিত্র উপাখ্যান।।

www.bengaliebook.com

বিষ্ণুর পরশুরাম অবতার গ্রহণ

হরি হরি শব্দ করি শুন একচিতে।
প্রথমেতে সবাকার রক্ষা যেই মতে। ।
পৃথিবীর মধ্যে ক্ষত্র হইল অপার।
মহামত্ত হৈয়া সবে করে কদাচার।।
লোকহিংসা হসিতে না পারি জনার্দ্দন।
ভৃগুবংশে হইলেন প্রকাশ তখন।।
করেতে কুঠার জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন সপ্ত বার।।
ক্ষত্রবলে ক্ষিতি মধ্যে না রাখিল রাম।
মারিল দুগ্ধের শিশু ক্ষত্র যার নাম।।
ব্রাহ্মণেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোবন।
বিপ্রগৃহে প্রবেশিল ক্ষত্রিয় স্ত্রীগণ।।
রাজকর্ম্ম বিপ্রগণে সম্ভব না হয়।
সে কারণে সমুৎপন্ন ক্ষেত্রজ তনয়।।
ক্ষত্র মাতা বিপ্র পিতা হইল কুমার।
পুনঃ ক্ষিতিমধ্যে হৈল ক্ষত্রিয় সঞ্চার।।
নিষ্পাপ হইল সবে পরম ধার্ম্মিক।
ধর্ম্মেতে বাড়িল বংশ, হইল অধিক। ।
ধর্ম্মেতে করিল সবে প্রজার পালন।
রাজ্যে না রহিল আর অকাল মরণ।।
নিজ নিজ বৃত্তিতে করেন সবে কর্ম্ম।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রে যেই ধর্ম্ম।।
পাপের প্রসঙ্গ নাহি, ধর্ম্মেতে তৎপর।
সাগর অবধি ক্ষিতি পূর্ণ হৈল নর। ।
স্বর্গের বৈভব পূর্ণ হৈল ক্ষিতিমাঝ।
রাজগণ হইল দ্বিতীয় দেবরাজ।।
অনন্তর যতেক দানব-দৈত্যগণ।
দেব হৈতে পরাভব হইল যখন।।
সুখ-ভোগ্য-স্থান ক্ষিতি দেখি মনোরম।
ভোগের কারণে নিল মনুষ্য- জনম।।
জন্মিয়া পৃথিবী মধ্যে হইল প্রবল।
তপ জপ যজ্ঞ দান হিংসিল সকল।।
দানবের ভার ধরা না পারি সহিতে।
ব্রহ্মারে জানায় গিয়া বিষাদিত চিতে।।
কাতরে কহেন সব বিনয়-বচনে।
অবিরল অশ্রুজল ঝরে দু-নয়নে।।
ক্ষিতির রোদন দেখি কমল- আসন।
পৃথিবীরে কহিলেন প্রবোধ বচন।।
না কর ক্রন্দন তুমি, স্থির কর মন।
উপায়ে তোমার কার্য্য করিব সাধন। ।
তোমার উদ্ধারে মিলি সব দেবগণে।
নবরূপে জন্মাইব অসুর নিধনে।।
এত বলি পৃথিবীরে করিয়া মেলানি।
দেবগণে লৈয়া যুক্তি করে পদ্মযোনি।।
প্রবল অসুরগণে হৈল ক্ষিতিভার।
হরি বিনা কার শক্তি করিতে সংহার।।
চল সবে, কহি গিয়া দেব নারায়ণে।
এত বলি ব্রহ্মা সহ যত দেবগণে।।
ঊর্দ্ধ বাহু করি স্তুতি করে প্রজাপতি।
কৃপা কর নারায়ণ অনাথের গতি।।
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি সবার জীবন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল ভুবন।।
হেন সৃষ্টি নাশ করে দানব প্রবল।
তোমা বিনা রক্ষা নাহি মজিল সকল। ।
কাতর হইয়া ব্রহ্মা করিলেন স্তুতি।
করিলেন অনুজ্ঞা কৃপায় লক্ষ্মীপতি।।
তোমার বচনে ব্রহ্মা হৈব অবতার।

www.bengaliebook.com

আপনি খণ্ডিব আমি অবনীর ভার।।
নিজ নিজ অংশ লৈয়া যত দেবগণ।
সবে জন্ম লও লিয়া গিয়া মনুষ্য ভবন।।
এতেক আকাশ বাণী শুনি প্রজাপতি।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল দেবগণে প্রতি।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর যত বিদ্যাধরে।
সবে জন্ম লহ গিয়া ধরণী ভিতরে।।
ব্রহ্মার আদেশ পেয়ে যত দেবগণ।
অবনীর মাঝে গিয়া জন্মিলা তখন।।
দেবতা মানব দৈত্য একত্র হইল।
শুনি জন্মেজয় রাজা মুনিরে কহিল। ।
কোন্ জন দৈত্য ইথে কেবা দেব নর।
সবিশেষে আমারে সব কহ মুনিবর।।

দেব-দানবাদির ভূতলে জন্মগ্রহণ

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেমতে হইল শুন সৃষ্টি সংঘটন।।
ব্রহ্মার মানস-পুত্র হৈল ছয় জন।
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি ক্রতু জ্ঞানবান।।
পুলহ পুলস্ত নামে আর দুইজন।
এই ছয় জন হৈতে জন্মে ত্রিভুবন।।
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র ত্রিজগতে জ্ঞাত।
তাঁর পুত্র হইল কশ্যপ মুনি খ্যাত।।
ত্রয়োদশ নিজ কন্যা দক্ষ প্রজাপতি।
কশ্যপে করেন দান হয়ে হৃষ্টমতি।।
দক্ষের দুহিতাগণ ধরে যেই নাম।
একে একে বলি শুন নৃপ গুণধাম।।
অদিতি কপিলা দনু কদ্রু মুনি ক্রোধা।
দনায়ু সিংহিকা কালা দিতি আর প্রধা।।
বিশ্বা আর বিনতা যে তের জন গণি।
তের জনে যত জন্মে শুন নৃপমণি।।
অদিতির গর্ভে হৈল আদিত্য দ্বাদশ।
যাঁহার কিরণে এই প্রকাশে দিবস।।
ইন্দ্রি আদি দেবগণ আর বিবস্বান্।
ইহারাও কশ্যপের সুত মতিমান্ ।।
বিবস্বান্ হইতে হইল সমুদ্ভূত।
বৈবস্বত মনু আর যম দুই সুত।।
এই বৈবস্বত মনু হৈতে তারপর।
জনমিল পৃথিবীতে মানব নিকর।।
হিরণ্যকশিপু হৈল দিতির তনয়।
দেবের পরম শত্রু, প্রতাপে দুর্জ্জয়।।
হিরণ্যকশিপু পুত্র হৈল পঞ্চজন।
প্রধান প্রহ্লাদ পুত্র ত্রৈলোক্য পাবন।।
তিন পুত্র হৈল তার মহা ধনুর্দ্ধর।
বিরোচন কুম্ভ আর নিকুম্ভ সুন্দর।।
বিরোচন পুত্র হৈল বলি মহাশয়।
তাঁর পুত্র বাণ বীর ভুবনে দুর্জ্জয়।।
মহাকাল নাম তার, শিবের কিঙ্কর।
সহস্রেক ভুজেতে ভূষিত কলেবর।।
দনুর নন্দন হৈল দানব সকল।
গণনে চল্লিশ জন বলে মহাবল।।
বিপ্রচিত্তি শম্বর পুলোমা অশ্বপতি।
এবম্বিধ বহু নামে দানবেতে খ্যাতি।।
ইহাদের পুত্র পৌত্র হৈল অগণন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ব্যাপিল ত্রিভুবন।।
চারি পুত্র জন্ম লয় সিংহিকা উদরে।
ক্রূর-কর্ম্মা বলি তারা খ্যাত চরাচরে।।
তাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাহু নাম ধরে।
চক্রে কাটি দুই খণ্ড কৈল চক্রধরে।।
দনায়ুর চারি পুত্র হইলেক ক্রমে।
বিখ্যাত বিক্ষর বল বীর বৃত্র নামে।।
ক্রোধ বিনাশন আদি কালার নন্দন।
দেবের অবধ্য তারা বিখ্যাত ভুবন। ।
বিনতার ছয় পুত্র অরুণ আরুণি।
তার্ক্ষ্যারিষ্টনেমি আর গরুড় বারুণি।।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গরুড় সে কেশব-বাহন।
পক্ষীর ঈশ্বর হৈল পন্নগ-নাশন।।
কদ্রুর নন্দন হৈল অনন্ত বাসুকি।
ইত্যাদি কদ্রুর পুত্র সহস্রেক লিখি।।
অনুরম্ভা আকীরাদি বিশ্বার দুহিতা।

প্রধানা নন্দিনীগণ জগতে বিদিতা।।
অলম্বুষা মিশ্রকেশী রম্ভা তিলোত্তমা।
সুবাহু সুরতা আদি লোকে অনুপমা।।
হাহা হূহূ নামে পুত্র গন্ধর্ব্বের রাজা।
কপিলার পুত্রগণে সবে করে পুজা।।
ব্রাহ্মণ অমৃত গবী কপিলা-উদরে।
কাশ্যপ কপিল জন্মে ক্রোধার উদরে।।
মুনির উদরে জন্মে ষোড়শ কুমার।
মৌনেয় গন্ধর্ব্ব বলি খ্যাত ত্রিসংসার।।
অঙ্গিরা ব্রহ্মার পুত্র, তাঁর তিন সুত।
বৃহস্পতি উতত্য সম্বর্ত্ত গুণযুত।।
পৌলস্ত্য-মুনির পুত্র বিখ্যাত সংসার।
বিশ্বশ্রবা নামে পুত্র সর্ব্বগুণাধার।।
কুবেরাদি যক্ষ যত তাঁহার নন্দন।
রাক্ষস রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ।।
অত্রির নন্দন হৈল অনেক ব্রাহ্মণ।
ক্রতুর নন্দন হৈল যজ্ঞের কারণ।।
ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি।
বামাঙ্গুষ্ঠে পঞ্চাশৎ কন্যার উৎপত্তি।।
ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্ম মহাশয়।
দশ কন্যা দক্ষের করিল পরিণয়।।
কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতি মেধা পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্রিয়া।
বুদ্ধি লজ্জা মতি, এই দশ ধর্ম্ম-প্রিয়া।।
তিন পুত্র ধর্ম্মের, শুনহ সেই নাম।
সর্ব্বঘটে স্থিতি তাঁরা, শম হর্স কাম।।
কামের বনিতা রতি, শান্তি পতি শম।
হর্ষের রমণী নন্দা এই তার ক্রম।।
অশ্বিন্যাদি কন্যা সপ্তবিংশ দাক্ষায়ণী।
বিবাহ-কারণ চন্দ্রে দিল দক্ষ-মুনি।।
ব্রহ্মার তনয় মনু বিখ্যাত ভুবন।
প্রজাপতি নামে তাঁর জন্মিল নন্দন।।
সেই প্রজাপতি-পুত্র বসু অষ্টজন।
বসুর নন্দন হৈল দেব হুতাশন।।
বিশ্বকর্ম্মা-আদি বহু বসুর কুমার।
মৃগ-সিংহ-ব্যাঘ্র-আদি সন্ততি তাঁহার।।
যত কহিলাম পূর্ব্ব সৃষ্টির সঞ্চার।
প্রত্যক্ষে শুনহ তবে নাম অবতার।।
দানব-প্রধান বিপ্রচিত্তি মহাতেজা।
জরাসন্ধ নামে হৈল মগধের রাজা।।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য দিতির কুমার।
শিশুপাল নামে জন্মে পৃথিবী মাঝার।।
শল্য যে হইল পূর্ব্বে সংহ্লাদ যে ছিল।
অনুহ্লাদ আসি মর্ত্ত্যে ধৃষ্টকেতু হৈল।।
বাস্কল আসিয়া হৈল ভগদত্ত নাম।
কালনেমি হৈল কংস মথুরায় ধাম।।
শরভ নামেতে দৈত্য পৌরব হইল।
উগ্রসেন নামে গিয়া জনম লইল।।
দীর্ঘজিহ্ব নামে দৈত্য হৈল কাশীরাজা।
মণিমান্ হৈল বৃত্রাসুর মহাতেজা।।
কালকেতু নামে যক্ষ ছিল মৎস্যদেশে।
হরিদশ্ব হৈল রুক্মী ভীষ্মক ঔরসে।।
কীচক কলিঙ্গ বৃষসেন মহাবলে।
কালকেতুগণ আসি জন্মিল ভূতলে।।
বৃহস্পতি অংশে হৈল দ্রোণ মহাশয়।
বশিষ্ঠের শাপে বসু গঙ্গার তনয়।।
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য অজর অমর।
বসু অংশে সাত্যকি দ্রুপদ নৃপবর।।
কৃতবর্ম্মা বিরাট গন্ধর্ব্ব অংশে জন্ম।

www.bengaliebook.com

ধর্ম্ম অংশ হৈতে হৈল বিদুরের জন্ম।।
সুবাহু গন্ধর্ব্ব ধৃতরাষ্ট্র কুরুপতি।
সিদ্ধি ধৃতি মাদ্রী কুন্তী গান্ধারী সে মতি।।
ধর্ম্ম অংশে জন্মিলেন যুধিষ্ঠির রাজা।
বায়ু অংশে জন্মিলেন ভীম মহাতেজা।।
দেবরাজ অংশে জন্ম নিল ধনঞ্জয়।
অশ্বিনীকুমার হৈতে মাদ্রীর তনয়।।
চন্দ্র আসি হৈল অভিমন্যু মহাবীর।
কাম হতে প্রদ্যুন্ন বিখ্যাত যদুবীর।।
বসুদেবে দয়া করি দয়াময় হরি।
তাঁর গৃহে জন্মিলা গোলোক পরিহরি।।
শেষ অংশে জন্ম লৈল রোহিণী নন্দন।
দ্রুপদের কুলে জন্মে দ্রৌপদী তখন।।
আপনি আসিয়া কলি হৈল দুর্য্যোধন।
পৌলস্ত্যের অংশে জন্মে আর ভ্রাতৃগণ।।
একাধিক শত পুত্র ধৃতরাষ্ট্র হৈতে।
শুনহ সবার নাম, কহিব ক্রমেতে।।
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন, যুযুৎসু তৎপর।
দুঃশাসন দুঃসহ দুঃশল বীরবর।।
প্রথম দুর্ম্মুখ তথা বিবিংশতি বীর।
বিকর্ণ শ্রীজলসন্ধ সুলোচন ধীর।।
বিন্দ অনুবিন্দ শ্রীদুর্দ্ধর্ষ সুবাহুক।
দুষ্প্রধর্ষ দুর্ম্মর্ষণ দ্বিতীয় দুর্ম্মুখ।।
দুষ্কর্ণ আরো যে কর্ণ, চিত্র তারপর।
উপচিত্র চিত্রাক্ষ অদ্ভুত নামধর।।
চারু চিত্রাঙ্গদ দুর্ম্মদ সে অনন্তর।
দুষ্প্রহর্ষ বিবিৎসু বিকট শম আর।।
ঊর্ণনাভ পদ্মনাভ নন্দ-নামধর।
উপনন্দ সেনাপতি সুষেণ কণ্ডোদর।।
মহোদর চিত্রবাহু চিত্রবর্ম্মা ধীর।
সবর্ম্মা দুর্ব্বিরোচন আয়োবাহু বীর।।
মহাবাহু চিত্রচাপ নামে সুকুণ্ডল।
ভীমবেগ, বলাকী, অগ্রজ ভীমবল।।
শ্রীভীমবিক্রম উগ্রায়ুধ ভীমশর।
কনকায়ু তথা দৃঢ়ায়ুধ তারপর।।
দৃঢ়বর্ম্মা দৃঢ়ক্ষত্র সোমকীর্ত্তি বীর।
অনূদর জরাসন্ধ দৃঢ়সন্ধ ধীর।।
সত্যসন্ধ সহস্রবাক্ উগ্রশ্রবা খ্যাত।
উগ্রসেন সেনানী দুর্জ্জয়াপরাজিত।।
পণ্ডিতক বিশালাক্ষ দুরাধন বীর।
দৃঢ়হস্ত সুহস্তক বাতবেগ ধীর।।
সুবর্চ্চা আদিত্যকেতু বহ্বাশী অপর।
নাগদত্ত অনুযায়ী নিষঙ্গী তৎপর।।
জানহ কবচী দণ্ডী আর দণ্ডধার।
ধনুর্গ্রহ উগ্র তথা ভীমরথ আর।।
বীর বীরবাহু আলোলুপ নামধেয়।
অভয় সে রৌদ্রকর্ম্মা দৃঢ়রথ জ্ঞেয়।।
অনাধৃষ্য কুণ্ডভেদী বিরাবী তৎপর।
সুদীর্ঘলোচন দীর্ঘবাহু অনন্তর।।
মহাবাহু ব্যূঢ়োরু তাহার যে অনুজ।
তাহার কনকাঙ্গদ পরেতে কুণ্ডজ।।
চিত্রক সে মহারথ হয় যে তৎপর।
ইত্যাদি ক্রমেতে এই শত সহোদর।।
কনিষ্ঠা সোদরা এক দুঃশলা সুন্দরী।
গান্ধারীর গর্ভে জন্ম শতপুত্রোপরি।।
বৈশ্যার উদরে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে।
সুধার্ম্মিক যুযুৎসুর জন্ম হৈল শেষে।।
জ্যেষ্ঠ অনুক্রমে করিলাম এ রচন।

ভারতে যেমন আছে ব্যাসের বচন।।
শত এক সুত ধৃতরাষ্ট্রের হইল।
দুঃশলারে জয়দ্রথ বিবাহ করিল।।
অংশ অবতার কথা প্রত্যক্ষে প্রকাশ।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস।।

www.bengaliebook.com

শকুন্তলার উপাখ্যান

মুনিবর বলে, শুন পরীক্ষিৎ-সুত।
ভরত-বংশের কথা কথনে অদ্ভুত।।
দুষ্মন্ত নামেতে রাজা জগতে বিদিত।
তাঁহার মহিমা কথা না হয় বর্ণিত।।
সংসারে আসিয়া বসুন্ধরা ভোগ করে।
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে, দুষ্টেরে সংহারে।।
মহা পরাক্রান্ত রাজা রূপগুণবন্ত।
পৃথিবীতে একচ্ছত্র করিল দুষ্মন্ত।।
মৃগরাতে বড় রত মহাধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিতে গেল বনের ভিতর।।
হস্তী হয় পদাতিক না যায় গণন।
সসৈন্যে বেড়িল রাজা এক মহাবন।।
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
অনেক মারিল রাজা না যায় গণন।।
যতেক রাজার সৈন্য মারি মৃগচয়।
শকটে পূরিল কেহ কান্ধে করি লয়।।
কোন কোন জন তথা খায় পুড়াইয়া।
তবে এক বনে গেল সে বন ছাড়িয়া।।
হিরণ্য নামেতে বন অতি মনোরম।
চৈতরথ সমান সে মুনির আশ্রম।।
নানাজাতি বৃক্ষ তথা ফুল ফল ধরে।
নানাজাতি পক্ষী তথা সদা কেলি করে।।
মধুচক্র ডালে ডালে আছে তরুগণে।
বায়ুতেজে পুষ্পবৃষ্টি হয় অনুক্ষণে।।
নানা পক্ষিগণ তাহে সদা ক্রীড়া করে।
ভক্ষকে না করে ভক্ষ্য মুনিরাজ ডরে।।
মালিনী নামেতে নদী দেখিয়া নিকটে।
মুনিগণ বৈসেন তাহার দুই তটে।।
অগ্নিহোত্র ধূম গিয়া পরশে গগন।
ব্রহ্মার বদনে যেন বেদ উচ্চারণ।।
মুনির আশ্রম বুঝি দুষ্মন্ত নৃপতি।
ডাকিয়া বলেন রাজা সৈন্যগণ প্রতি।।
মুনি সম্ভাষিয়া আমি না আসি যাবৎ।
এইখানে সর্ব্বজন থাকহ তাবৎ।।
এত বলি নরপতি পুরোহিত লৈয়া।
কণ্বের আশ্রমে রাজা উত্তরিল গিয়া।।
প্রবেশ করিল গিয়া মুনি অন্তঃপুর।
দেখিল সে কণ্ব নাই, চিন্তে নৃপবর।।
হেনকালে শকুন্তলা মুনির নন্দিনী।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তুষ্ট কৈল নৃপমণি।।
দেখিয়া কন্যার রূপ নৃপতি মোহিত।
জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতি হয়ে বিমোহিত।।
দুষ্মন্ত নৃপতি আমি শুন সুবদনি।
হেথা আইলাম আমি ভেটিবারে মুনি।।
কোথায় গেলেন মুনি কহত সুন্দরি।
তুমি বা কাহার কন্যা কহ সত্য করি।।
কন্যা বলে, গেল পিতা ফলের কারণ।
মুহূর্ত্তেক রহ হেথা, আসিবে এখন।।
মুনির নন্দিনী আমি, শুন নৃপবর।
এত শুনি নরপতি করিল উত্তর।।
তোমার সদৃশ রূপ কোথাও না দেখি।
মুনিকন্যা সত্য তুমি কহ শশিমুখি।।
পরম তপস্বী মুনি ফল মূলাহারী।
দারত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহা ব্রহ্মচারী।।
তাঁহার তনয়া তুমি হইলা কি মতে।
কত সত্য সুবদনি আমার সাক্ষাতে।।
কন্যা বলে, শুন মম জন্মের কাহিনী।

www.bengaliebook.com

যেমতে হইনু আমি মুনির নন্দিনী।।
বিশ্বামিত্র মুনি জান বিখ্যাত সংসারে।
চিরদিন তপস্যা করেন অনাহারে।।
তাঁর তপ দেখি কম্পমান পুরন্দর।
আমার ইন্দ্রত্ব লবে এই মুনিবর।।
সর্ব্ব দেবগণ মিলি ভাবে নিরন্তর।
মেনকারে ডাকি বলে দেব পুরন্দর।।
রূপে গুণে তব তুল্য নাহি ত্রিভুবনে।
মম কার্য্য সিদ্ধ কর আপনার গুণে।।
বিশ্বামিত্র তপেতে কম্পিত মম কায়।
তাঁর তপ ভঙ্গ কর করিয়া উপায়।।
শুনিয়া মেনকা অতি বিষণ্ন বদন।
যোড় হাত করি ইন্দ্রে করে নিবেদন।।
সংসারে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র মহাঋষি।
মহাতেজা ক্রোধী সেই পরম তপস্বী।।
বশিষ্ঠের শত পুত্র প্রকারে মারিল।
ক্ষত্রকুলে জন্মি তবু ব্রাহ্মণ হইল।।
কৌশিকী নামেতে নদী আজ্ঞাতে সৃজিল।
সহজাঙ্গে ব্যাধি করি পুনর্মুক্ত কৈল।।
দ্বিতীয় করিল সৃষ্টি বিখ্যাত জগতে।
আপনি করহ ভয় যাঁহার তপেতে।।
তাঁর তপ নষ্ট করে হেন কোন্ জন।
কর্ম্ম না হইবে, হৈবে আমার মরণ।।
অগ্নি সূর্য্য সম তেজ লোচন যুগলে।
তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করি কোন্ ছলে।।
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিবারে নারি।
তব কার্য্য সিদ্ধ হৌক, আমি বাঁচি মরি।।
কামদেব আর বায়ু দেহ তো সহায়।
তবে যেমনেতে হয়, করিব উপায়।।
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল সঙ্গে যাহ দুইজন।
দেবরাজ আজ্ঞা পেয়ে চলিল তখন।।
হেমন্ত পর্ব্বতে বৈসে সেই মুনিবর।
মুনি দেখি মেনকার কাঁপির অন্তর।।
অতিশয় সুবেশা হইয়া বিদ্যাধরী।
মুনির নিকটে ক্রীড়া করে মায়া করি।।
হেনকালে বায়ু বহে অতি খরতর।
উড়াইয়া বস্ত্র তার ফেলিল অন্তর।।
আস্তে ব্যস্তে মেনকা উঠিয়া বস্ত্র ধরে।
বিবিধ প্রকারে পবনেরে নিন্দা করে।।
এ সকল কৌতুক দেখিল মুনিবর।
শরীরেতে ভেদিল কামের পঞ্চশর।।
মেনকা ধরিয়া মুনি গেল নিজ দেশ।
কামে মত্ত নিত্য করে শৃঙ্গার বিশেষ।।
হেনমতে বহুদিন গেল ক্রীড়ারসে।
তপ জপ সকল ত্যজিল কামবশে।।
একদিন সন্ধ্যাকালে বিশ্বামিত্র মুনি।
সন্ধ্যা হেতু বলে শীঘ্র জল দেহ আনি।।
শুনিয়া মেনকা হাসি বলিল বচন।
এতদিনে ভাল সন্ধ্যা হইল স্মরণ।।
এত শুনি মুনি হৈল কুপিত অন্তর।
দেখিয়া মেনকা ভয়ে পলায় সত্বর।।
হৈয়াছিল যেই গর্ভ মুনির ঔরসে।
অরণ্যে প্রসব করি গেল নিজ দেশে।।
মুনি তপ নষ্ট করি গেল নিজ স্থানে।
আমারে ফেলিয়া গেল নির্জ্জন কাননে।।
সিংহ ব্যাঘ্র পশুগণ কেহ না হিংসিল।
পক্ষীগণ বেড়িয়া যে আমারে রহিল।।
তপস্যা করিতে গেল কণ্ব সেই বনে।

অনাথা দেখিয়া তাঁর দয়া হৈল মনে। ।
গৃহে আমি পালন করিল মুনিবর।
তাই আমি তাঁর কন্যা, শুন দণ্ডধর।।
শকুন্তে বেড়িয়াছিল নিকুঞ্জ কাননে।
শকুন্তলা নাম মুনি রাখে সে কারণে।।
মম জন্মকথা এক মুনি জিজ্ঞাসিল।
কহিলেন কণ্ব তাঁরে তাহে জানা গেল।।
আদিপর্ব্বে দিব্য শকুন্তলা উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। ।

দুষ্মন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহ

রাজা বলে, কন্যা তুমি পরমা সুন্দরী।
রাজযোগ্যা ধনি তুমি হও মোর নারী।।
গাছের বাকল ত্যাজি পর পট্টবাস।
রত্ন-অলঙ্কার পর যেই অভিলাষ।।
এত শুনি লজ্জিতা হইয়া শকুন্তলা।
মৃদুভাষে নৃপতিকে কহিতে লাগিলা।।
শুন রাজা আমি করিলাম অঙ্গীকার।
পিতা আসি সম্প্রদান করিবে আমার।।
রাজা বলে, মুনিবর বিলম্বে আসিবে।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মম মৃত্যু হৈবে।।
বেদোক্ত বিবাহ হয় অষ্টম প্রকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ লিখে ক্ষত্রিয় আচার।।
আপনি বিবাহ কর যদ্যপি আমারে।
মুনির বচনে দোষ না হৈবে তোমারে।।
রাজার বিনয় বাক্য শকুন্তলা শুনি।
রাজারে বলিল সত্য কর নৃপমণি।।
বেদের বিহিত যদি আছে পূর্ব্বাপর।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈবে শুন নৃপবর।।
আমার উদরে যেই জন্মিবে কুমার।
সত্য কর তুমি তারে দিবে রাজ্যভার।।
কামে মত্ত ভূপতি করিল অঙ্গীকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহে হৈল মিলন দোঁহার।।
তবে নরপতি বলে কন্যারে চাহিয়া।
রাজ্যেতে লইব তোমা লোক পাঠাইয়া।।
এত বলি নরপতি করিল গমন।
পথে যেতে নরপতি ভাবে মনে মন।।
কি বলিবে মুনিরাজ আসি নিজ ঘরে।
দুষ্মন্ত নিতান্ত ভীত ভাবিয়া অন্তরে।।
সসৈন্যে আপন দেশে গেল নরপতি।
কতক্ষণে গৃহে এল মুনি মহামতি।।
স্কন্ধ হৈতে ফলভার ভূমিতে থুইল।
শকুন্তলা এস বলি মুনি ডাক দিল।।
লজ্জায় মলিন কন্যা কন্যা না হৈল বাহির।
দেখিয়া বিস্মিত চিত্ত হইল মুনির।।
ধ্যানেতে জানিল মুনি যত বিবরণ।
হাসিয়া কন্যার প্রতি বলিল বচন।।
আমারে হেলন করি কৈলা এই কর্ম্ম।
দুষ্মন্ত নৃপতি সহ করিলা অধর্ম্ম।।
ক্ষমিলাম তোরে আমি করেছি পালন।
না করিহ ভয় চিত্তে, স্থির কর মন।।
সবিনয়ে বলে কন্যা যুড়ি দুই কর।
করিনু দুষ্কর্ম্ম মোরে ক্ষম মুনিবর।।
যোগ্য পাত্র সেই সে দুষ্মন্ত নৃপবর।
গান্ধর্ব্ব বিবাহে তারে করিলাম বর।।
ক্ষমহ রাজার দোষ আমারে দেখিয়া।
এত শুনি মুনিবর বলিল হাসিয়া।।
ক্ষমিলাম নৃপতিরে তোমার কারণ।
ইচ্ছামত বর তুমি করহ প্রার্থনা।।
ইহা শুনি অতি ধীরে শকুন্তলা কয়।
বাঞ্ছা যদি বর দিবে পিতা মহাশয়।।
প্রসন্ন হইয়া তুমি বর দেহ তবে।
অতুল প্রতাপে ধরা শাসুক গৌরবে।।
রাজ্যচ্যুত অথবা অধর্ম্ম পরায়ণ।
পুরু বংশীয়েরা যেন না হয় কখন।।
শকুন্তলা মুখে তবে শুনি এই বাণী।

তথাস্তু বলিয়া বর দিলা মহামুনি।।
হেনমতে মুনি-গৃহে আছে শকুন্তলা।
বিস্মৃত হইলা রাজা রাজভোগে ভোলা।।
কতকালে প্রসব হইল শকুন্তলা।
পরম সুন্দর পুত্র, শশী ষোলকলা।।
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র মুনির ভবনে।
ছয় বর্ষ পূর্ণ হৈল রাজা নাহি জানে।।
মহা পরাক্রান্ত-বীর হৈল শিশুকালে।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ধরি আনে পালে পালে।।
তার পরাক্রম দেখি মুনি চমৎকার।
দমনক বলি নাম দিলেন তাহার।।
শকুন্তলা সহ মুনি করিল বিচার।
যুবরাজ-যোগ্য পুত্র হইল তোমার।।
পুত্র সহ যাহ তুমি রাজার আলয়।
পিতৃগৃহে কন্যা কভু সম্ভব না হয়।।
ধৰ্ম্মক্ষয় অপযশ হয় কুচরিত্র।
পিতৃগৃহে বহু ধৰ্ম্মেনা হয় পবিত্র।।
এত বলি শিষ্য এক দিলেন সংহতি।
পুত্র সহ পাঠাইলা যথা নরপতি।।
দুষ্মন্ত নৃপতি বৈসে হস্তিনা নগর।
শকুন্তলা গেল যথা আছে নৃপবর।।
পাত্রমিত্র সহ রাজা আছেন বসিয়া।
পুত্র আগে করি তথা উত্তরিল গিয়া।।
রাজারে চাহিয়া শকুন্তলা কহে বাণী।
এই পুত্র তোমার, দেখহ নৃপমণি।।
পূৰ্ব্বের প্রতিজ্ঞা রাজা করহ স্মরণ।
তপোবনে গিয়াছিলে মৃগয়া কারণ।।
আপনার সত্য রাজা করহ পালন।
পুত্রে কোলে করি রাজা তোষ মম মন।।
শুনি সভাসদ-লোক বিস্ময় অন্তর।
হাসিয়া দুষ্মন্ত রাজা করিল উত্তর।।
কোথাকার তপস্বিনী কাহার নন্দিনী।
কোনকালে পরিচয় আমি নাহি জানি।।
এত শুনি শকুন্তলা হইলা লজ্জিত।
ক্রোধেতে অধর ওষ্ঠ সঘনে কম্পিত।।
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া বলে শকুন্তলা।
পূৰ্ব্বসত্য পাসরিলা রাজভোগে ভোলা।।
কি বাক্য বলিলা রাজা, নাহি ধৰ্ম্ম ভয়।
তুমি হেন মিথ্যা বল, উচিত না হয়।।
দৈবে সেই সব কথা কেহ নাহি জানে।
আপনি ভাবিয়া রাজা দেখ মনে মনে।।
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহে যেই জন।
সহস্র বৎসর হয় নরকে গমন।।
লুকাইয়া যেই জন করে পাপ কৰ্ম্ম।
লোকে না জানিল কিন্তু জানিল যে ধৰ্ম্ম।।
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল।
আকাশ শমন ধৰ্ম্ম জানয়ে সকল।।
দিবা রাত্রি সন্ধ্যা প্রাতঃ বালবৃদ্ধ জানে।
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ফল তারে দেয় ত শমনে।।
মিথ্যা হেন বল রাজা, কভু ভাল নহে।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি, সৰ্ব্বশাস্ত্রে কহে।।
পতিব্রতা নারী আমি, না কর হেলন।
আমারে নীচের প্রায় না ভাব রাজন।।
পুত্ররূপে জন্মে পিতা ভার্য্যার উদরে।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ আছে জানে চরাচরে।।
সে কারণে ভার্য্যারে জননী সমা দেখি।
করিলা বিস্তর দোষ আমারে উপেক্ষি।।
অৰ্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা, সৰ্ব্ব শাস্ত্রে লেখে।

www.bengaliebook.com

ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে।।
পরম সহায় হয় পতিব্রতা নারী।
যাহার সহায়ে রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি।।
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায়।।
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস।
সর্ব্বদা দুঃখিত সেই সর্ব্বদা উদাস।।
ভার্য্যাবন্ত লোক ইহকাল বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তারে পরলোকে।।
স্বামীর জীবনে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথ চাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী অনুসারে।।
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতিশাস্ত্র রাজা কহে সুরবর্গে।।
ভার্য্যা বিনা পুত্র করে কাহার শকতি।
দেব ঋষি মুনি আদি যত মহামতি।।
পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্মমাত্র মুখ দেখি পিতামাতা তরে।।
পিণ্ডদান পুত্র তার করয়ে উদ্ধার।
হেন নীতি কহে রাজা বেদেতে প্রচার।।
চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদে ব্রাহ্মণে।
অধ্যায়নে গুরু শ্রেষ্ঠ, পুত্র আলিঙ্গনে।।
ধূলায় ধূসর পুত্রে করি আলিঙ্গন।
হৃদয়ের সর্ব্বদুঃখ হয় ত খণ্ডন।।
হেন পুত্র দাঁড়াইয়া তোমার সম্মুখে।
আলিঙ্গন করে রাজা পরম কৌতুকে।।
অবজ্ঞা না কর রাজা, নীচ পুত্র নহে।
ইহার মহিমা যত মুনিগণ কহে।।
শত শত করিবেক অশ্বমেধ যাগ।
সসাগরা ধরার লইবে রাজ্যভাগ।।
উজ্জ্বল করিবে বংশ এই ত নন্দন।
প্রত্যক্ষে দেখহ রাজা দ্বিতীয় তপন।।
পিতার হতাশে পুত্র সদা ভাবে দুখ।
সে কারণে দেখিতে আইল তব মুখ।।
আলিঙ্গন দিয়া তোষ আপন কুমারে।
দুঃখ নাহি ত্যজ কিবা রাখহ আমারে।।
বিশ্বামিত্র পিতা মোর, মেনকা জননী।
প্রসবিয়া বনে গেল থুয়ে একাকিনী।।
জননী ত্যজিল পূর্ব্বে, তুমি ত্যজ এবে।
তোমারে বলিব কি মরিব এই ভেবে।।
নিশ্চয় মরিব আমি, নাহি তাহে দুঃখ।
এ পুত্র বিচ্ছেদে মোর বিদরিছে বুক।।
শকুন্তলা এত যদি বিনয় করিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে প্রত্যুত্তর দিল।।
অকারণে পুনঃ পুনঃ কহ কি আমারে।
তোমার বচন শুনি কেবা শ্রদ্ধা করে।।
তোমার জনক যদি বিশ্বামিত্র মুনি।
মেনকা অপ্সরী হয় তোমার জননী।।
বিশ্বামিত্র লোভী বলি জানে ত্রিজগতে।
জন্মিয়া ক্ষত্রিয়কুলে গেল বিপ্র-পথে।।
মেনকা কেমন নারী কেবা নাহি জানে।
মায়ের প্রকৃতি তোর খণ্ডিবে কেমনে।।
নিশ্চয় মায়ের মত তোমার প্রকৃতি।
এই পুত্র সেই মত, লয় মোর মতি।।
মিথ্যা প্রবঞ্চনা করি প্রতার আমারে।
যাহ কিম্বা থাক, কেহ না জিজ্ঞাসে তোরে।।
শকুন্তলা কহে, রাজা কহ বিপরীত।
দেবলোকে নিন্দা কর, নহে ত উচিত।।
মেনকা অপ্সরা, তারে পূজে দেবগণে।

www.bengaliebook.com

বিশ্বামিত্র মহাঋষি, কেবা নাহি জানে।।
তোমায় আমায় রাজা অনেক অন্তর।
সুমেরু সরিষা হতে যত বৃহত্তর।।
মম মাতা স্বর্গবাসী, তুমি বৈস ক্ষিতি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমতুল কর নরপতি।।
আমার দেখহ শক্তি আপন নয়নে।
এখনি যাইতে পারি যথা ইচ্ছা মনে।।
ইন্দ্র যম কুবের ভুবন আদি করি।
মুহূর্ত্তেকে চরাচর ভ্রমিবারে পারি।।
যত নিন্দা কর, সহি স্বামীর কারণে।
আপনা না জান, নিন্দা কর অন্য জনে।।
কুরূপ মনুষ্য রাজা নিন্দে সর্ব্বলোকে।
যতক্ষণ দর্পণে না নিজ মুখ দেখে।।
সত্য সম পুণ্য রাজা নাহিক তুলনা।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি কহে মুনি জনা।।
হেন মিথ্যাবাদী তুমি হইলে নিশ্চয়।
তোমার এখানে থাকা উচিত না হয়।।
এত বলি শকুন্তলা চলিল সত্বর।
হেনকালে শব্দ হয় আকাশ উপর।।
সত্য কথা সকলি কহিল শকুন্তলা।
শকুন্তলা বাক্য রাজা না করিও হেলা।।
সতী পতিব্রতা এই তোমার ক্ষমিল।
শকুন্তলা-ক্রোধে তব নাহি হৈবে ভাল।।
বংশের তিলক রাজা এই যে নন্দন।
আমার বচনে কর রক্ষণ ভরণ।।
ভরত বলিয়া নাম রাখহ ইহার।
ইহা হৈতে বংশোজ্জ্বল হইবে তোমার।।
দুষ্মন্ত নৃপতি শুনে মন্ত্রী পুরোহিত।
এতেক আকাশবাণী হৈল আচম্বিত।।
রাজা বলে, মন্ত্রিগণ করিলা শ্রবণ।
সকলি ত জানি আমি, নহি বিস্মরণ।।
জানিয়া না জানি আমি, লোকাচারে ডরি।
লোকে বলিবেক এই লোকাচারে ডরি।
লোকে বলিবেক এই কোথাকার নারী।।
এ কারণে আমি ভাণ্ডিলাম মন্ত্রিগণে।
বেশ্যা বলি ইহারে জানিল সর্ব্বজনে।।
এত বলি শীঘ্র উঠি দুষ্মন্ত রাজন।
শকুন্তলা হস্তে ধরি ফিরান তখন।।
মহানন্দে নরপতি পুত্র লৈল কোলে।
শত শত চুম্ব দিল বদন কমলে।।
শকুন্তলায় করিল রাজ-পাটেশ্বরী।
পরম কৌতুকে চিরদিন রাজ্য করি।।
কতদিনে বৃদ্ধকালে দুষ্মন্ত রাজন।
ভরতের রাজ্যে দিয়া গেল তপোবন।।
পৃথিবীতে মহারাজ হইল ভরত।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি করে শত শত।।
লক্ষ পদ্ম সুবর্ণ ব্রাহ্মণে দিল দান।
দাতা যে নাহিক কেহ ভরত সমান।।
সসাগরা পৃথিবী শাসিল ভুজবলে।
অদ্যাপি ভারতভূমি ঘোষে ভূমণ্ডলে।।
তাঁর বংশে যতজন হইল নরপতি।
ভরতের বংশ বলি পাইল সুখ্যাতি।।
ভরতের উপাখ্যান যেই নর শুনে।
আয়ুর্যশ-পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে।।
আদিপর্ব্ব ভারত রচিল বেদব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।।

চন্দ্রবংশের বিবরণ

জন্মেজয় বলে, কহ মুনি মহামতি।
চন্দ্রবংশে ভরতের হইল উৎপত্তি।।
চন্দ্র হৈতে বংশ হৈল কিরূপ প্রকারে।
সে সকল কথা মুনি শুনাও আমারে।।
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব সকল কথা করহ শ্রবণ।।
ভাল কথা জিজ্ঞাসিলে ভারত আখ্যান।
চন্দ্র বংশ চরিত্র করহ অবধান।।
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র বিদিত সংসার।
কশ্যপ নামেতে পুত্র হইল তাঁহার।।
তাঁহার নন্দন হৈল সূর্য্য মহাশয়।
বৈবস্বত নামে হৈল তাঁহার তনয়।।
তাঁহার নন্দিনী ইলা বিখ্যাত জগতে।
ইলা গর্ভে পুরূরবা বুধের বীর্য্যেতে।।
চন্দ্রের নন্দন বুধ বিখ্যাত সংসার।
পুরূরবা মহারাজ তাঁহার কুমার।।
অষ্টাদশ দ্বীপে তিনি হৈলা নরপতি।
চিরদিন ক্রীড়া করে উর্ব্বশী সংহতি।।
নৃপতি হইল আয়ু তাঁহার তনয়।
তাঁর পুত্র হইল নহুষ মহাশয়।।
স্বর্গে ইন্দ্র হৈল রাজা আপনার গুণে।
সর্প কলেবর ধরেন দ্বিজ-বচনে।।
যযাতি নৃপতি হৈল তাঁহার কুমার।
যযাতির গুণ যত কহিতে অপার।।
শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত তাঁহার শরীর।
পুত্রে জরা দিয়া রাজ্য করিল সুধীর।।

www.bengaliebook.com

শুক্রস্থানে কচের বিদ্যাশিক্ষা

জন্মেজয় বলে, কহ ইহার কারণ।
শুক্রস্থানে কোন্ দোষ করিলা রাজন।।
কি কারণে শাপ দিল ভৃগুর কুমার।
সে সব চরিত্র কহ করিয়া বিস্তার।।
মুনি বলে, অবধান কর নরবর।
দেবাসুরে মহাযুদ্ধ হয় নিরন্তর।।
নিজ নিজ হিত দোঁহে বাঞ্ছা করি মন।
দুই জনে পুরোহিত কৈল নিয়োজন।।
বৃহস্পতি পুরোহিত করেন বাসব।
দৈত্যবংশে পুরোহিত হইল ভার্গব।।
যুদ্ধে যত দৈত্যবধ করে যত দেবে।
সকল জীয়ান শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে।।
সঞ্জীবনী মন্ত্রে ভৃগু-পুত্রের অভ্যাস।
যত মরে তত জীয়ে, নাহিক বিনাশ।।
যুদ্ধে যত দেবগণ হইত নিধন।
নারিতেন বাঁচাইতে অঙ্গিরা নন্দন।।
শুক্রের প্রতাপে দেবগণ করয়ে বিচার।
কচ নামে ছিল বৃহস্পতির নন্দন।
তাহারে বলিল তবে সব দেবগণ।।
সঞ্জীবনী-মন্ত্র জানে ভৃগুর নন্দন।
উপায় করিয়া কর সে মন্ত্র গ্রহণ।।
বৃষপর্ব্ব-পুরে হয় শুক্রের বসতি।
তোমা বিনা যাইতে না পারে কোন কৃতী।।
শিষ্য হৈয়া শুক্র-স্থানে কর অধ্যয়ণ।
দেবযানী তাঁর কন্যা করিবে সেবন।।
এত যদি বলিল সকল দেবগণ।
বৃষপর্ব্ব-পুরে কচ করিল গমন।।
শুক্রের চরণে কচ করি নমস্কার।
প্রত্যক্ষেতে পরিচয় দিল আপনার।।
অঙ্গিরার পৌত্র আমি, জীবের নন্দন।
পড়িবারে আইলাম তোমার সদন।।
এত শুনি শুক্র তাঁরে দিলেন আশ্বাস।
পড়াব সকল শাস্ত্র যেই অভিলাষ।।
শুক্রের আশ্বাসে কচ আনন্দিত- মন।
ব্রহ্মচর্য্য পালি বিদ্যা করেন পঠন।।
বিবিধ প্রকারে কচ শুক্রে সেবা করে।
ততোধিক সেবে কচ তাঁহার কন্যারে।।
কর-যোড়ে থাকে কচ দেবযানী-আগে।
অবিলম্বে আনে কচ কন্যা যাহা মাগে।।
নৃত্য-গীত বাদ্যে সদা তোষে তাঁর মন।
আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া পাশে থাকে অনুক্ষণ।।
হেনমতে পঞ্চশত বৎসর যে গেল।
গাভী রাখিবারে শুক্র কচে নিয়োজিল।।
গোধন-রক্ষণে কচ নিত্য যায় বনে।
দৈত্যগণ তাঁহারে দেখিল এক দিনে।।
জানিল কচেরে দেব-গুরুর নন্দন।
মায়া করি আসিয়াছে মন্ত্রের কারণ।।
তবে সব দৈত্যগণ কচেরে ধরিয়া।
তীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ড খণ্ড করিল কাটিয়া।।
অস্থি-মাংস যতেক শার্দ্দূলে খাওয়াইল।
কচে মারি দৈত্যগণ নিজ ঘরে গেল।।
সন্ধ্যাকালে গাভীগাণ প্রবেশে নগরে।
কচ নাহি, গাভীগণ প্রবেশিল ঘরে।।
কচ নাহি, দেবযানী হইল চিন্তিত।
কান্দিয়া পিতার ঠাঁই জানায় ত্বরিত।।
গোধন ফিরিল গৃহে, কচ না আইল।
সিংহ ব্যাঘ্র কিম্বা দৈত্যে তাঁহারে মারিল।।

কচের বিহনে আমি ত্যজিব জীবন।
এত বলি দেবযানী করেন ক্রন্দন।।
শুক্র বলে, দেবযানী না কর ক্রন্দন।
মন্ত্রবলে কচে আমি জীয়াব এখন।।
এস কচ বলি শুক্র তিন ডাক দিল।
মন্ত্রের প্রভাবে কচ আসি উত্তরিল।।
কচে দেখি দেবযানী আনন্দিত- মন।
জিজ্ঞাসিলা কোথায় আছিলা এতক্ষণ।।
কচ বলে, দৈত্যগণ আমারে মারিল।
প্রসন্ন হইয়া গুরু পুনঃ জিয়াইল।।
এত শুনি দেবযানী পিতাকে কহিল।
গোধন-রক্ষণ হেতু নিষেধ করিল।।
ভারতের কথা হয় শ্রবণে অমৃত।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীদাস-বিরচিত।।

কচ ও দেবযানীর পরস্পর অভিশাপ প্রদান

তবে কতদিনে কচে বলে দেবযানী।
দেব আরাধিব, কিছু পুষ্প দেহ আনি।।
আজ্ঞা পেয়ে গেল কচ পুষ্প আনিবারে।
পুনরপি দেখি তারে ধরিল অসুরে।।
তিলেক-প্রমাণ কৈল খড়্গেতে কাটিয়া।
ঘৃতে ভাজে অস্থি মাংস একত্র করিয়া।।
তবে সব দৈত্যগণ করিল বিচার।
অন্যজনে খেলে তার নাহিক নিস্তার।।
পুনঃ জিয়াইবে শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে।
কচ প্রাণ পাবে আর তার প্রাণ যাবে।।
এতেক বিচার করি যত দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ শুক্রেরে ভোজন।।
পুনরপি দেবযানী বাপে জিজ্ঞাসিল।
পুষ্প আনিবারে কচ কাননেতে গেল।।
এতক্ষণ হৈল পিতা, কচ না আইল।
হেন বুঝি, দৈত্যগণ পুনশ্চ মারিল।।
নিশ্চয় মরিব পিতা কচে না দেখিয়া।
পুনরপি তারে পিতা দেহ জিয়াইয়া।।
শুক্র বলে, দেবযানী না কর বিলাপ।
মৃত-জন-হেতু কেন কর পরিতাপ।।
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য মরিলে না জীয়ে।
কচ হেতু কেন মর ক্রন্দন করিয়ে।।
দেবযানী বলে, পিতা যাহা কহ তুমি।
নিশ্চয় মরিব, কচে না দেখিলে আমি।।
কচের যতেক গুণ কহিতে না পারি।
কচের সৌজন্য পিতা পাসরিতে নারি।।
আজি হৈতে এই মোর সত্য অঙ্গীকার।
শরীর ত্যজিব আমি করি অনাহার।।
এত বলি দেবযানী করিছে ক্রন্দন।
প্রবোধিয়া শুক্র বলে মধুর বচন।।
কন্যা-প্রবোধিয়া শুক্র ভাবিল অন্তরে।
ধ্যানে দেখে কচ আছে আপন উদরে।।
শুক্র বলে, কচ তুমি কহ বিবরণ।
আমার উদরে আইলা কিসের কারণ।।
কচ বল আমারে মারিল দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ তোমায় ভক্ষণ।।
জ্ঞান নাহি টুটে মম তব অধ্যয়নে।
কেমনে বাহির হৈব ভাবিতেছি মনে।।
এত শুনি শুক্র তবে বলে আরবার।
তোমারে বাহির কৈলে আমার সংহার।।
বাহির না করিলে ব্রাহ্মণ- বধ হয়।
মরণ হইতে বড় বিপ্র-বধে ভয়।।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ আছে যত জন।
ব্রহ্মবধ-পাপে নয় কাহারো মোচন।।
এত ভাবি কচে শুক্র বলিল বচন।
নিশ্চয় দেখি যে পুত্র আমার মরণ।।
সঞ্জীবনী-মন্ত্রী আমি দিতেছে তোমারে।
বাহির হইয়া তুমি জীয়াইবা মোরে।।
এত বলি মন্ত্র দিল ভৃগুর নন্দন।
গর্ভে থাকি কচ করে মন্ত্র উচ্চারণ।।
তবে দৈত্যগুরু নিজ করে খড়্গ লৈয়া।
বাহির করিল কচে উদর চিরিয়া।।
হইল বাহির কচ, শুক্র ত্যজে প্রাণ।
পুনরপি জীয়াইল মন্ত্র করি ধ্যান।।
তবে মহাক্রুদ্ধ হৈল ভৃগুর নন্দন।

সুরা প্রতি শাপ দিল মুনি ততক্ষণ।।
ব্রাহ্মণ হইয়া যেই করে সুরাপান।
থাকুক পানের কাজ লহে যদি ঘ্রাণ। ।
অধার্ম্মিক ব্রহ্মঘাতী বলিবা সে জনে।
ব্রহ্মাতেজ নষ্ট তার হৈবে সেইক্ষণে।।
ইহলোকে অপূজিত হৈবে সেই জনে।
মরিলে নরক মধ্যে হইবে গমন।।
তবে শুক্র ডাকি বলে দৈত্যগণ প্রতি।
মম শিষ্যে মারিলে এ কেমন প্রকৃতি।।
আজি হৈতে কচে তোমা কেহ না হিংসিবে।
এই বাক্য হেলা কৈলে বড় দুঃখ পাবে।।
কচেরে বলিল শুক্র আশ্বাস করিয়া।
যথা ইচ্ছা ভ্রম সুখে নির্ভয় হইয়া।।
শুক্রের বচনে কচ নির্ভয় হইল।
নানা বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য অধ্যয়ন কৈল।।
অধ্যয়ন শেষে বৃহস্পতির তনয়।
দেবযানী স্থানে গেল মাগিতে বিদায়।।
আজ্ঞা কর দেবযানী যাই নিজ দেশ।
চিত্তে অনুগ্রহ মোরে রাখিও বিশেষ।।
এত শুনি দেবযানী বিষণ্ণ- বদন।
কচেরে ডাকিয়া তবে বলেন বচন।।
দেখহ আমার কচ যৌবন- সময়।
তোমারে দেখি যে যোগ্য, কম পরিণয়।।
শুনিয়া বিস্ময়ে কহে জীবের কুমার।
হেন অনুচিত বাক্য না বলিও আর।।
গুরুর তনয়া তুমি আমার ভগিনী।
এমত কুৎসিত কেন বল দেবযানী।।
দেবযানী বলে তুমি না কর খণ্ডন।
তোমারে করিতে বিভা হইয়াছে মন।।
মরেছিলে তুমি, জীয়াইনু বার বার।
মোর বাক্য নাহি রাখ, কেমন বিচার।।
পূর্ব্বের সৌহৃদ্য রাখ জীবের নন্দন।
এত শুনি কচ হৈল বিষণ্ণ- বদন।।
কচ বলে, দেবযানী এ নহে উচিত।
তোমায় আমায় হেন না হয় বিহিত।।
যেই শুক্র হইতে তোমার জন্ম হয়।
সেই শুক্র হইতে আমার জ্ঞানোদয়।।
সহোদরা তুমি হও সহজে আমার।
কি মতে এমত বল বাক্য কদাচার।।
আজ্ঞা কর যাই আমি আপন আলয়।
শুনি দেবযানী কোপ করে অতিশয়।।
নারী হৈয়া বারে বারে করিনু বিনয়।
না রাখ আমার বাক্য তুমি দুরাশয়। ।
যত বিদ্যা তোরে পড়াইল মোর বাপে।
সকল নিষ্ফল তোর হবে মোর শাপে।।
কচ বলে, দেবযানী করিলা কি কর্ম্ম।
বিনা দোষে শাপ দিলা, নহে এই ধর্ম্ম।।
গর্ব্বিতা হইয়া কথা বল অনুচিত।
সে কারণে দিব শাপ ইহার বিহিত।।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র, তুমি কন্যা তাঁর।
মোর শাপে ক্ষত্রভর্ত্তা হইবে তোমার।।
মোরে শাপ দিলা তুমি, না যাবে খণ্ডন।
বিফল হইবে যে করিলাম পঠন।।
আমি যত পড়াইব আর শিষ্যগণে।
সে সবারে ফলদায়ী হৈবে অধ্যাপনে। ।
এত বলি গেল কচ ইন্দ্রের নগর।
কচে দেখি আনন্দিত সকল অমর।।
কহিল সকল কচ যত বিবরণ।

নিঃশঙ্ক হইয়া যুদ্ধ করে দেবগণ।।
দেব-দৈত্য-যুদ্ধ-কথা না যায় লিখন।
এতেক শুনিলা দেবযানীর কথন।।
কচ-দেবযানী-কথা মহা-পুণ্যময়।
কাশী ভণে, সাধু শুনে হইয়া তন্ময়।।
মহাভারতের কথা ব্যাসের রচিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচিত।।

বৃষপৰ্ব্ব-কন্যা শৰ্ম্মিষ্ঠার দাসীত্বের বিবরণ

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল যুড়ি দুই কর।
অনন্তর কি হইল কহ মুনিবর।।
মুনি বলে, অবধান কর নৃপমণি।
কচের বিরহে দুঃখে রহে দেবযানী।।
তবে কত দিনে পরে বৃষপৰ্ব্ব-পুরে।
কন্যাগণ মিলি গেল স্নান করিবারে।।
শৰ্ম্মিষ্ঠা নামেতে বৃষপৰ্ব্বার কুমারী।
স্নানেতে চলিল দাসীগণ সঙ্গে করি।।
শুক্রকন্যা দেবযানী চলিল সংহতি।
একত্রে চলিল সবে স্নানেতে যুবতী।।
চৈত্ররথ-নামে বলে আছে সরোবর।
জলক্রীড়া করে সবে তাহার ভিতর।।
নিজ নিজ বস্ত্র সব রাখি তার কূলে।
উন্মত্তা হইয়া সবে ক্রীড়া করে জলে।।
হেনকাল খরতর বহিল পবন।
একত্র করিল যত সবার বসন।।
জলক্রীড়া করিয়া উঠিল কন্যাগণ।
চিনিয়া পরিল সবে আপন বসন।।
শৰ্ম্মিষ্ঠা দৈত্যের কন্যা উঠি শীঘ্রগতি।
শুক্রজার বস্ত্র পরে হইয়া বিস্মৃতি।।
দেবযানী বলে তোর এত অহঙ্কার।
শূদ্রা হৈয়া বস্ত্র তুই পরিস আমার।।
দেবযানী-বাক্য শুনি শৰ্ম্মিষ্ঠা কুপিল।
দেবযানী প্রতি চাহি ক্রোধেতে বলিল।।
তোমায় আমায় দেখ অনেক অন্তর।
মোর অন্ন খাইয়া রক্ষা কর কলেবর। ।
মোর বাপে তোর বাপ সদা স্তুতি করে।
মোরে হেন বাক্য বল কেন্ অহঙ্কারে।।
অল্প হেন করি তোরে করি যে গণনা।
মোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর না চিন আপনা।।
বলিতে বলিতে ক্রোধ অধিক বাড়িল।
বলে ধরি কূপে দেবযানীরে ফেলিল।।
তাহারে ফেলিয়া কূপে গেল নিজাগার।
মরিল কি বাঁচিল সে, না দেখিল আর।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
সেই বনে গেল রাজা মৃগ মারিবারে। ।
মৃগয়াতে পটু বড় নহুষ-নন্দন।
সসৈন্যে যযাতি রাজা গেল সেই বন। ।
তৃষ্ণায় পীড়িত হৈল যযাতি রাজন।
জল অন্বেষণে ভ্রমে সব সৈন্যগণ।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে কূপের ভিতর।
পড়িয়াছে কন্যা এক পরম-সুন্দর।।
আস্তে-ব্যস্তে লোক গিয়া জানায় রাজারে।
শুনিয়া নৃপতি তবে এল তথাকারে।।
অতি পুরাতন কূপ আচ্ছন্ন তৃণেতে।
পড়িয়াছে চন্দ্রের সমান কন্যা তাতে।।
রাজা বলে, কন্যা কহ নিজ বিবরণ।
কূপে পড়িয়াছ তুমি কিসের কারণ।।

দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রায় ত্রৈলোক্য-মোহিনী।
কি নাম ধরহ তুমি, কাহার নন্দিনী।।
রাজার বচন শুনি বলে দেবযানী।
দেবযানী নাম মোর শুক্রের নন্দিনী।।
আমার বৃত্তান্ত রাজা কহিব পশ্চাতে।
আগে নরপতি মোরে তোল কূপ হৈতে।।
কুলীন পণ্ডিত তুমি দেখি মহাজন।
মহাতেজোবন্ত দেখি রাজার লক্ষণ।।
করে ধরি তোল মোরে না কর বিচার।
বিষম প্রমাদ হৈতে করহ উদ্ধার।।
এত শুনি নৃপতি বলিল আরবার।
তোমার বচন চিত্তে না লয় আমার।।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র, তুমি কন্যা তাঁর।
দ্বিতীয় দেখি যে তব যৌবন-সঞ্চার।।
সে কারণে তোমারে ছুঁইতে না যুয়ায়।
কন্যা বলে দোষ রাজা নাহিক তাহায়।।
অন্ধকূপে পড়িয়াছি, মোর প্রাণ যায়।
ত্বরিতে উদ্ধার কর, প্রাণ রাখ তায়।।
এত শুনি নরপতি কন্যার বচনে।
কন্যার দক্ষিণ হস্ত ধরি ততক্ষণে।।
সাবধানে নরপতি উপরে তুলিল।
কন্যা উদ্ধারিয়া রাজা নিজ দেশে গেল।।
হেনকালে ঘূর্ণিকা নামেতে সহচরী।
সম্মুখে দেখিল তারে শুক্রের কুমারী।।
কান্দিয়া কহিল যত দুঃখ আপনার।
পিতারে জানাহ গিয়া মোর সমাচার।।
পুনঃ নগরেতে নাহি করিব গমন।
কোন্ লাজে লোক মাঝে দেখাব বদন।।
চলি যাহ ঘূর্ণিকা গো, কহ পিতৃস্থান।
তাঁহাকে কহিও আমি ত্যজিব পরাণ।।
ত্বরিতে জানাও গিয়া শুক্রে মহামতি।
এত শুনি ঘূর্ণিকা চলিল শীঘ্রগতি।।
শুক্র-স্থানে ঘূর্ণিকা বলিছে সবিনয়।
দেবযানীর বৃত্তান্ত শুন মহাশয়।।
শর্ম্মিষ্ঠা সহিত গেল স্নান করিবারে।
বলেতে শর্ম্মিষ্ঠা কূপে ফেলাইল তাঁরে।।
এত শুনি শুক্র হৈল বিরস- বদন।
দেবযানী দেখিবারে করিল গমন।।
দেখে শুক্র, দেবযানী বনের ভিতরে।
হেঁট মুখে বসি আছে, চক্ষে জল ঝরে।।
বস্ত্র দিয়া দৈত্য-গুরু, মুছায় বদন।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কিবা কহ বিবরণ।।
কোন কালে তুমি সে করিয়াছিলে পাপ।
তাহার কারণে তুমি পেলে এত তাপ।।
পাপ নাহি জানি গো যাবত মম জ্ঞান।
কহি যত বিবরণ, কর অবধান।।
বৃষপর্ব্ব-কন্যা মোরে বলেতে ধরিয়া।
ঘরে গেল আমারে সে কূপে ফেলাইয়া।।
শূদ্রী হৈয়া মোর বস্ত্র করিল পিন্ধন।
কতেক কহিব যে করিল পিন্ধন।
কতেক কহিব যে কহিল কুবচন।।
মোর বাপে স্তুতি শুক্র করে অনুব্রতে।
কুটুম্ব সহিত খাও মোর ধন হৈতে।।
পুনঃ পুনঃ কহিলেক যাহা আসে মুখে।
তার বাক্য বজ্র হেন বাজিয়াছে বুকে।।
শুক্র বলে, দেবযানী ত্যজ মনস্তাপ।
ক্রোধে লোক ভ্রষ্ট হয়, ক্রোধে হয় পাপ।।
অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।

সর্ব্বধর্ম্মে ধার্ম্মিক যে ক্রোধকে সম্বরে।।
শতেক বৎসর তপ করে যেই জন।
অক্রোধ-সহিত সম নহে কদাচন।।
দেবযানী বলে, পিতা আমি সব জানি।
লাঞ্ছিত করিলা মোরে দৈত্যের নন্দিনী।।
দর্প দংশনে যেন বিষে অঙ্গ দগ্ধয়।
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে যেমন অগ্নি হয়।।
ততোধিক পিতা মম দহে কলেবর।
না হয় নিবৃত্ত সদা দহিছে অন্তর।।
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
বৃষপর্ব্ব-দৈত্য-স্থানে করিল গমন।।
বৃষপর্ব্বে চাহি শুক্র বলিল বিশেষ।
অন্যত্র যাইব ত্যজি তোমার এ দেশ।।
পাপী দুরাচার যেই হিংসা করে লোকে।
পুণ্যবান্ জন তার নিকটে না থাকে।।
জানিয়া শুনিয়া পাপ করে যেই জন।
অনুরূপ দুঃখ পায়, না যায় খণ্ডন।।
তারে না ফলিলে তার পুত্র-পৌত্রে ফলে।
ব্যর্থ নাহি হয়, কভু বিধি বেদে বলে।।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির নন্দন।
পুনঃ পুনঃ তুই তারে করিলি নিধন।।
মম কন্যা দেবযানী, তোর কন্যা তারে।
নিক্ষেপিল বধিবারে কূপের মাঝারে।।
নারীবধ ব্রহ্মবধ কৈলে বারে-বার।
সহজে অসুর তুই, দুষ্ট দুরাচার।।
থাকিলে পাপীর কাছে নিত্য পাপ বাড়ে।
সে কারণে সাধুজন পাপিসঙ্গ ছাড়ে।।
এত বলি ভৃঙ্গ-সুত চলিল সত্বর।
বাধা দিয়া পায়ে ধরি কহে দৈত্যেশ্বর।।
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
আপনার গুণে প্রভু কর প্রতিকার।।
জাতি ধন রাজ্য প্রাণ কুটুম্বাদি করি।
এ সব আমার দ্রব্যে তুমি অধিকারী।।
নিশ্চয় গোসাঞিঃ যদি ছাড়ি যাবে মোরে।
গোষ্ঠীর সহিত আমি পশিব সাগরে।।
শুক্র বলে, তুমি গিয়া প্রবেশ সাগরে।
শরীর ত্যজহ কিম্বা যাও দেশান্তরে।।
প্রাণের সদৃশ হয় আমার কুমারী।
তাহার অপ্রিয় আমি করিবারে নারি।।
প্রবোধ করিতে যদি পার দেবযানী।
তবে ক্ষান্ত হই আমি, শুন দৈত্যমণি।।
এত শুনি দৈত্যরাজ বিনয় করিয়া।
কহে দেবযানীর অগ্রেতে দাঁড়াইয়া।।
হইল কুকর্ম্ম মোর ক্ষম অপরাধ।
সদয় হইয়া মোরে দেহ ত প্রসাদ।।
দেবযানী বলে, রাজা বুঝহ অন্তরে।
তবে সে প্রসন্ন আমি হইব তোমারে।।
শর্ম্মিষ্ঠা তোমার কন্যা বড়ই দুর্ভাষী।
সহচরী সহ মোর করি দেহ দাসী।।
এত শুনি দৈত্যরাজ হৈল অঙ্গীকার।
এখনি আনিয়া অগ্রে দিব গো তোমার।।
এত বলি ধাত্রী পাঠাইল অন্তঃপুরে।
শর্ম্মিষ্ঠারে বার্ত্তা ধাত্রী কহিল সত্বরে।।
ক্রোধ করি যায় শুক্র নগর ত্যজিয়া।
সে কারণে রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া।।
না মানে প্রবোধ কারো ভৃগুর নন্দন।
কেবল তাঁহার ক্রোধ তোমার কারণ।।
অতএব শীঘ্র তুমি যাহ তথাকারে।

তোমাকে লইতে রাজা পাঠাইল মোরে।।
কন্যা বলে, যাহে হৈবে জ্ঞাতির কুশল।
প্রবোধিয়া শুক্রাচার্য্যে করিব নিশ্চল।।
এত বলি যার কন্যা ধাত্রীর সংহতি।
যথায় আছেন পিতা দৈত্য-অধিপতি।।
সহস্রেক দাসী সঙ্গে চড়ি চতুর্দ্দোলে।
পিতার সম্মুখে গিয়া দাণ্ডাইল তলে।।
বৃষপর্ব্ব বলে, কন্যা দৈবের লিখনে।
দেবযানী কাছে তুমি থাক দাসীপণে।।
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন, পিতা যে আজ্ঞা তোমার।
হইলাম দাসী আমি কর্ম্মে আপনার।।
এত শুনি উত্তর করিল দেবযানী।
কিমতে হইবা দাসী তুমি ঠাকুরাণী।।
তোর বাপে মোর বাপ সদা স্তুতি করে।
তোর অন্নেতে যে বাড়িয়াছি কলেবরে।।
হেন জন তুমি দাসী হেইবে কেমনে।
শুনিয়া উত্তর কন্যা দিল ততক্ষণে।।
জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ।।
ইহাতে আমার লজ্জা তিলেক নহিবে।
তথাচ রাজার কন্যা সবাই বলিবে।।
পরে শুক্র দেবযানী গেল নিজ ঘর।
সঙ্গেতে শর্ম্মিষ্ঠা গেল সহ পরিচর।।
আদিপর্ব্বে হয় দেবযানীর আখ্যান।
কাশীদাস বলে সব অমৃত-সমান।।

www.bengaliebook.com

দেবযানীর বিবাহ

হেনমতে নানা রঙ্গে বঞ্চে দেবযানী।
দাসীভাবে সেবে তারে দৈত্যের নন্দিনী।।
কতদিনে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া।
সহস্রেক দাসীগণ সংহতি করিয়া।।
চৈত্ররথ-নামে বন অতি মনোহর।
নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে তাহার ভিতর।।
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ দেয় তালি।
নানা বাদ্যারম্ভে, কেহ দেয় হুলাহুলি।।
কিশলয়-শয্যায় শয়ানা দেবযানী।
পদসেবা করে তাঁর দৈত্যের নন্দিনী।।
হেনকালে সেই বনে দৈবের লিখন।
যযাতি নৃপতি এল মৃগয়া কারণ।।
কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপমণি।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী।।
এত শুনি দেবযানী করিল উত্তর।
দৈত্যগুরু শুক্র নামে খ্যাত চরাচর।।
তাঁহার তনয়া আমি, নাম দেবযানী।
শর্ম্মিষ্ঠা আমার সখী দৈত্যেশ-নন্দিনী।।
তুমি কিবা নাম ধর, কাহার নন্দন।
এথাকারে এলে তুমি কোন্ প্রয়োজন।।
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলেন নৃপতি।
নহুষ-নন্দন আমি নামেতে যযাতি।।
ব্রহ্মচর্য্য-শীল আমি বিখ্যাত সংসারে।
মৃগয়া কারণে আইলাম এথাকারে।।
দেবযানী বলে, আমি ভালমতে জানি।
তোমার বংশের কথা অদ্ভুত কাহিনী।।
পরম সুন্দর তুমি, বলে মহাতেজা।
ব্রহ্মচর্য্য-বিজ্ঞ তুমি ধর্ম্মশীল রাজা।।
পূর্ব্বে কূপ হৈতে তুমি তুলিলা আমারে।
পুরুষ হইয়া তুমি ধরিয়াছ করে।।
এক্ষণে আমারে বিভা কর নরপতি।
সহস্রেক দাসী পাবে শর্ম্মিষ্ঠা-সংহতি।।
তোমার বংশেতে কেহ বিভা নাহি করে।
হাত ধরি লৈয়া যায় কন্যা নিজ ঘরে।।
এক্ষণে আমার হস্ত ধরি লহ তুমি।
স্বেচ্ছায় তোমারে রাজা বরিলাম আমি।।
রাজা বলে, জানি শুক্র তপঃকল্পতরু।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আর দৈত্যগণ-গুরু।।
তাঁহার নন্দিনী তুমি বন্দিতা আমার।
সে কারণে যোগ্য আমি না হই তোমার।।
তোমা বিভা করিবারে বড় ভয় মন।
শুক্র-ক্রোধে হবে মোর সংশয়-জীবন।।
সর্পের বিষের তেজে একজন মরে।
ব্রাহ্মণের ক্রোধ-বিষ স্বংশে-জীবন।।
সর্পের বিষের তেজে একজন মরে।
ব্রাহ্মণের ক্রোধ-বিষ সবংশে সংহারে।।
দেবযানী বলে, রাজা কি তোমার ভয়।
অযাচকে যাচি দিলে কিবা তার হয়।।
রাজা বলে, শুক্র যদি দেন অনুমতি।
তবে বিভা করিবারে পারি গুণবতি।।
এত শুনি দেবযানী রাজার উত্তর।
ভাবিয়া চিন্তিয়া গেল পিতার গোচর।।
পিতারে কহিল কন্যা যত বিবরণ।
যযাতি নৃপতি এল মৃগয়া কারণ।।
মহা-ধর্ম্মশীল রাজা নহুষ- তনয়।
তাঁরে সম্প্রদান কর মোরে মহাশয়।।
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলে শুক্রাচার্য্য।

www.bengaliebook.com

যযাতিকে দিব তোমা, এ নহে আশ্চর্য্য।।
এত বলি দৈত্যগুরু চলে শীঘ্রগতি।
দেবযানী সহ গেল যথা নরপতি।।
শুক্রে দেখি নরপতি প্রণতি করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।।
শুক্র বলে, শুনহ যযাতি নৃপমণি।
এই দেবযানী হয় আমার নন্দিনী।।
স্বেচ্ছামত ইহারে বিবাহ কর তুমি।
করে ধরি সম্প্রদান করিতেছি আমি।।
রাজা বলে, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জানহ আপনি।
ক্ষত্রিয়ের যোগ্য নহে ব্রাহ্মণ-নন্দিনী।।
শুক্র বলে, আছে দোষ বলে দেববাণী।
ব্রাহ্মণ-তনয়া তিন বর্ণের জননী।।
শুক্র কন, বিভা কর আজ্ঞায় আমার।
মম তপোবলে দোষ খণ্ডিবে তোমার।।
এই বাক্য আমার শুনহ নৃপমণি।
শৰ্ম্মিষ্ঠা দেখহ এই দৈত্যের-নন্দিনী।।
মম কন্যা দেবযানীর সেবিকা এ হয়।
কদাচ না করো কভু অবৈধ প্রণয়।।
এত বলি সম্প্রদান কৈল দেবযানী।
শুক্রে প্রণমিয়া দেশে গেল নৃপমণি।।
শৰ্ম্মিষ্ঠার সহ দুই সহস্র যুবতী।
অশোক বনেতে রাজা দিলেন বসতি।।
যথাযোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য বসন ভূষণ।
প্রত্যক্ষে সবার রাজা কৈল নিয়োজন।।
দেবযানী হইল প্রধান পাটেশ্বরী।
হেনমতে ক্রীড়া করে দিবস-শৰ্ব্বরী।।
ধরিল প্রথম গর্ভ শুক্রের নন্দিনী।
দশ মাসে প্রসব হইল দেবযানী।।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র সম হইল নন্দন।
নন্দনের যদু নাম রাখিল রাজন।।
কতদিন পরে দেখ দৈবের যে গতি।
দৈত্যকন্যা শৰ্ম্মিষ্ঠা হইল ঋতুমতী।।
ঋতুস্নান করি কন্যা চিন্তিতা মানসে।
স্বামীহীনা হইলাম নিজ কৰ্ম্মদোষে।।
বৃথা জন্ম গেল মোর, এ নব যৌবনে।
পুত্রহীনা হইলাম বঞ্চি দাসীপণে।।
হরি হরি বিধি মোরে হইলা নিষ্ঠুর।
কোন্ কৰ্ম্ম লভিলাম জন্মি মর্ত্ত্যপুর।।
ভাগ্যবতী দেবযানী যৌবন- সময়।
লভিল আপন পতি পাইল তনয়।।
এতেক বিষাদ করি ভাবে মনে মনে।
পুত্রবর মাগি লব যযাতি রাজনে।।
দেবযানী সখী মোর হয় ত ঈশ্বরী।
তাঁহার ঈশ্বর হৈল মোর অধিকারী।।
যদি পাই একান্তে নৃপতি দরশন।
ঋতুদান মাগি লব, এই লয় মন।।
যযাতি যে সত্যব্রত বিখ্যাত সংসারে।
যে কিছু যে চাহে, তাহা অন্যথা না করে।।
এতেক চিন্তিতে দেখ দৈবের লিখন।
আইল নৃপতি তথা বিহার-কারণ।।
নানা বৃক্ষ ফল ফুলে শোভে রম্য বন।
একাকী ভ্রময়ে তথা যযাতি রাজন।।
হেনকালে শৰ্ম্মিষ্ঠা রাজারে একা দেখি।
সন্নিকটে গিয়া প্রণমিল শশীমুখী।।
কৃতাঞ্জলী হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।
সবিনয়ে দৈত্য-বালা কহিতে লাগিল।।
উপেন্দ্র মহেন্দ্র চন্দ্র জলেন্দ্রর প্রায়।

www.bengaliebook.com

সর্ব্বগুণে নৃপতি তোমারে গণি তায়।।
আমারে নৃপতি তুমি জান ভালমতে।
শুনহ প্রার্থনা এক করি যে তোমাতে।।
কামভাবে তোমারে না করি নিবেদন।
ঋতুরক্ষা কর মোর ধর্ম্মের কারণ।।
রাজা বলে, ইহা না কহিও কদাচন।
শুক্রের বচন তব নাহি কি স্মরণ।।
দেবযানী-বিবাহে বলিল বারে বারে।
প্রণয়ে আবদ্ধ না করিহ শর্ম্মিষ্ঠারে।।
শুক্রের বচন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
কি শক্তি আমার পরশিব যে তোমারে।।
কন্যা বলে, রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব আমি, না হয় উচিত।।
বিবাহের কালে সর্ব্ব-ধন-অপহারে।
কৌতুকেতে আর নারী সহিত বিহারে।।
প্রাণের সংশয়ে যদি মিথ্যা কেহ কহে।
এই পঞ্চ স্থানে মিথ্যা পাপহেতু নহে।।
দেবযানী তোমারে বরিল যেই ক্ষণে।
আমার বরণ রাজা হৈল সেই দিনে।।
একে সখী দেবযানী দ্বিতীয়ে ঈশ্বরী।
তাঁর ভর্ত্তা তুমি মম হৈলা অধিকারী।।
রাজা বলে, নহে এই ধর্ম্মের বিচার।
মিথ্যা বাক্য কভু নাহি শোভে যে রাজার।।
লোকে মিথ্যা পাপ কৈলে দণ্ড করে রাজা।
রাজা মিথ্যাবাদী হৈলে লোকে নাহি পূজা।।
কন্যা বলে, রাজা নহে অধর্ম্ম আচার।
ভার্য্যা পুত্র দাসেতে স্বামীর অধিকার।।
ঈশ্বরী-ঈশ্বর তুমি আমার ঈশ্বর।
তে কারণে তোমাতে মাগিনু পুত্রবর।।

কন্যার বচন শুনি সত্য ধর্ম্ম নীতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে কহে নরপতি।।
রাজা বলে, পূর্ব্বে করিয়াছি অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার।।
সে কারণে তোমার পূরাব অভিলাষ।
এত বলি গেল রাজা শর্ম্মিষ্ঠার পাশ।।
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠারে দিলা নরপতি।
কেহ না জানিল, গেল আপন বসতি।।
রাজার ঔরসে গর্ভ শর্ম্মিষ্ঠা ধরিল।
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল।।
পরম সুন্দর হৈল রাজার নন্দন।
হস্ত পদে চক্র শোভে কমল-লোচন।।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল, লোকে কৈল শব্দ।
বার্ত্তা পেয়ে দেবযানী হৈল মহাস্তব্ধ।।
আশ্চর্য্য শুনি যে, পুত্র হইল কিমতে।
শর্ম্মিষ্ঠার গৃহে তবে চলিল ত্বরিতে।।
দেবযানী বলে, সখি! করিলে কি কর্ম্ম।
কামে মত্ত হৈয়া নষ্ট কৈলে সতীধর্ম্ম।।
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন, সখি! দৈবের লিখন।
মোর ঋতুকালে আসে ঋষি একজন।।
কামভাবে তাহাঁরে না করিনু কামনা।
পুত্রদান দিয়া মোরে গেল সেই জনা।।
দেবযানী বলে, সখী কহ সত্য কথা।
কি নাম ঋষির হয় বাস তার কোথা।।
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন, ঋষি পরম-সুন্দর।
মহাতেজ ধরে ঋষি যেন দিবাকর।।
তাঁরে জিজ্ঞাসিতে শক্তি হইবে কাহার।
সে কারণে নাম-গোত্র না জানি তাঁহার।।
দেবযানী বলে, সখি তুমি পুণ্যবতী।

www.bengaliebook.com

ঋষিবরে হৈল পুত্র, চন্দ্র-সম-দ্যুতি।।
এত বলি দেবযানী গেল অন্তঃপুরে।
হেনমতে তার কত দিবস-অন্তরে।।
দেবযানী প্রসবিল দ্বিতীয় কুমার।
তুর্ব্বসু বলিয়া নাম রাখিল তাহার।।
দেবযানী প্রসবিল এই দুই নন্দন।
যদু আর তুর্ব্বসু বিখ্যাত ত্রিভুবন।।
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মে রাজার ঔরসে।
তিন পুত্র হৈল নাম শুন সবিশেষে। ।
জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্যু, অনু আর দ্বিতীয় কুমার।
কনিষ্ঠ হইল পুরু সর্ব্ব-গুণাধার।।
রাজার কুমার সব বাড়ে দিনে দিনে।
ঋষি হৈতে পুত্র হয়, দেবযানী জানে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপ দান

হেনমতে কতদিনে যযাতি নৃপতি।
বিহারে চলিল দেবযানীর সংহতি।।
নানা বৃক্ষে সুশোভিত অশোকের বন।
ফলে-ফুলে সুগন্ধি, সুনাদে পক্ষিগণ।।
দেবযানী সহ ক্রীড়া করে নৃপবর।
শর্ম্মিষ্ঠা আইল সেই বনের ভিতর।।
শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র পিতারে দেখিয়া।
রাজার নিকটে সবে যাইল ধাইয়া।।
সুন্দর কুমার তিন দেখি দেবযানী।
জিজ্ঞাসিল, কার পুত্র কহ নৃপমণি।।
মৌনেতে রহিল রাজা, না দিল উত্তর।
কুমারগণেরে তবে পুছিল সত্বর।।
কি নাম তোমরা ধর, কাহার নন্দন।
সত্য কহ, হেথায় আইলা কি কারণ।।
দেবযানী বলে যদি এতেক বচন।
প্রত্যেকে আপন নাম কহে তিন জন।।
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে আমা সবাকার মাতা।
রাজারে দেখায়ে বলে এই মোর পিতা।।
এত বলি গেল তিনে রাজার নিকটে।
প্রণিপাত করি দাঁড়াইল করপুটে।।
দেবযানী-ভয়ে রাজা কিছু না বলিল।
বিরস-বদনে তিন শিশু বাহুড়িল।।
এত শুনি দেবযানী অরুণ-লোচন।
শর্ম্মিষ্ঠাকে ডাকি তবে বলেন বচন।।
পূর্ব্বে যে কহিলি তুই আমার গোচরে।
ঋষি এক পুত্রদান দিলেক আমারে।।
এক্ষণে তোমার কথা হইল বিদিত।
শর্ম্মিষ্ঠা শুনিয়া তাহা হইল বিস্মিত।।
করযোড়ে করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহে বাণী।
ধর্ম্মে নাহি ঘাটি আমি, শুন ঠাকুরাণি।।
তুমি মোর ঈশ্বরী, তোমার রাজা পতি।
সে কারণে মোর ভর্ত্তা হৈলা নরপতি।।
সেবিকার পুত্রগণ তোমার সেবক।
ক্রোধ পরিহর মোর দেখিয়া বালক।।
দেবযানী বলে, তুমি সেবিকা হইয়া।
মোর স্বামী ভোগ কর ভয় না চিন্তিয়া।।
ক্রোধে দেবযানী তবে রাজা প্রতি বলে।
শুক্র বাক্য লঙ্ঘন করিলে অবহেলে।।
গুরুবাক্য লঙ্ঘি কর সেবিকা- গমন।
জানিলাম মহাপাপী তুমি হে রাজন।।
আর না রহিব আমি তোমার সদন।
এত বলি দেবযানী করেন ক্রন্দন।।
কাঁদিতে কাঁদিতে যান জনকের ঘর।
বিনয় করিয়া রাজ্য বুঝান বিস্তর।।
রাজার বিনয়- বাক্য না শুনিল কানে।
দেখিয়া নৃপতি বড় ভয় পায় মনে।।
পাছে নাহি চাহে ক্রোধে, যায় শীঘ্রগতি।
পাছে পাছে নরপতি চলিল সংহতি।।
শুক্রের সম্মুখে গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া কহে রাজার চরিত।।
অবধান কর পিতা মোর নিবেদন।
অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হৈল যযাতি রাজন।।
তোমার নিয়ম-বাক্য হেলন করিয়া।
বৃষপর্ব্ব-কন্যারে গোপনে কৈল বিয়া।।
তিনপুত্র জন্মাইল তাহার উদরে।

দুর্ভাগা করিল মোরে রাজা অবিচারে।।
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
ক্রোধ করি রাজারে বলিল ততক্ষণ।।
সর্ব্বধর্ম্ম জ্ঞাত তুমি পরম পণ্ডিত।
মম বাক্য লঙ্ঘ রাজা, এ কোন বিহিত।।
গুরু-বাক্য নাহি মান করি অহঙ্কার।
এই পাপে অঙ্গে জরা হইবে তোমার।।
শুনিয়া শুক্রের শাপ, কম্পিত হৃদয়ে।
করযোড় করি রাজা বলিল বিনয়ে।।
মোর কোন্ শক্তি প্রভু তোমারে লঙ্ঘিতে।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম মুনি গোচর তোমাতে।।
সত্য কহি তব পাশে, শুন তপোধন।
কামভাবে শর্ম্মিষ্ঠারে না করি বরণ।।
ঋতুধান শর্ম্মিষ্ঠা যাচিল বারম্বার।
সে কারণে ঋতু রক্ষা করিলাম তার।।
ঋতুরক্ষা তরে নারী হইলে প্রার্থিত।
না পূরালে মহাপাপে হয় নিপতিত।।
নুপংসক হৈয়া জন্ম লভে ক্ষিতিতলে।
নরকের মধ্যে গিয়া পড়ে অন্তকালে।।
ঋতুদান করিলাম করি ধর্ম্ম ভয়।
আর মোর অঙ্গীকার জান মহাশয়।।
যেই যাহা মাগে তাহা না করিব আন।
সে কারণে দিনু যে মাগিল ঋতুদান।।
শুক্র বলে, ধর্ম্ম ভয় করিলা বিচার।
মোর বাক্যে ভয় নাহি এত অহঙ্কার।।
এতেক বলিবা মাত্র ভৃগুর নন্দন।
রাজার শরীরে জরা হইল তখন।।
অশক্ত হইল রাজা, শুক্ল হৈল কেশ।
মুখেতে না সরে বাক্য হৈল বৃদ্ধবেশ।।
আপনার অঙ্গ দেখি নৃপতি বিস্ময়।
যোড়হাতে কহে পুনঃ করিয়া বিনয়।।
নাহি হয় তৃপ্তি নাহি পূরে যে কামনা।
তব কন্যা দেবযানী প্রথম-যৌবনা।।
হইলাম বঞ্চিত এ সংসারের সুখে।
কৃপায় শাপান্ত প্রভু আজ্ঞা কর মোকে।।
শুক্র বলে, মম বাক্য না যায় খণ্ডন।
ভোগ করিবারে রাজা আছে যদি মন।।
আপনার জরাবস্থা দিয়া অন্য জনে।
সাংসারিক সুখভোগ করহ আপনে।।
রাজা বলে, আছে মোর পঞ্চ যে কুমার।
যেই জরা লবে, তারে দিব রাজ্যভার।।
শুক্র বলে, জরাভার লবে যেই জন।
দীর্ঘ আয়ু হবে সেই রাজ্যের ভাজন।।
বংশবৃদ্ধি হবে, আর রাজ্যে হবে রাজা।
পরম পণ্ডিত হবে, বলে মহাতেজা।।
শুক্রের পাইয়া আজ্ঞা যযাতি রাজন।
দেবযানী সহ দেশে করিল গমন।।
যযাতি-চরিত কথা শ্রবণে অমৃত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত।।

www.bengaliebook.com

পুরুর জরা গ্রহণ ও যযাতির যৌবন প্রাপ্তি

দেশে আসি নৃপতি বসিল সিংহাসনে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুরে বলিল ততক্ষণে।।
শুক্রশাপে জরা বাপু! হইল শরীরে।
যৌবনের ভোগে মম মন নাহি পূরে।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হও তুমি পরম পণ্ডিত।
খণ্ডিতে পিতার হও তুমি পরম পণ্ডিত।।
খণ্ডিতে পিতার দুঃখ হয় যে উচিত।
সে কারণে মম জরা লহ রে শরীরে।।
তোমার যৌবন পুত্র দেহ ত আমারে।।
সহস্র বৎসরে পুত্র পাইবে যৌবন।
এত শুনি যদু হৈল বিরস- বদন।।
জরা সম দুঃখ পিতা নাহিক সংসারে।
অন্ন-পান-হীন, শক্তি না থাকে শরীরে।।
শরীর কুৎসিত হয়, লোকে উপহাসে।
হেন জরা লইতে মোর মনে নাহি আসে। ।
আর চাহি পুত্র পিতা আছয়ে তোমার।
তাহা সবাকারে জরা দেহ আপনার।।
শুনিয়া হইল ক্রুদ্ধ, যযাথি রাজন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈয়া তুমি হৈলা অভাজন।।
তোর বংমে রাজা নাহি হবে কোনকালে।
জ্যেষ্ঠ হৈয়া তুমি মোর কুপুত্র হইলে।।
তাহার অনুজ, নাম তুর্ব্বসু সুন্দর।
তাহারে আনিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপবর।।
শুক্রশাপে জরা হৈল, না যায় খণ্ডন।
জরা লয়ে দেহ পুত্র আপন যৌবন।।
সহস্র বৎসর পরে বৎস পুনর্ব্বার।
তোমায় যৌবন দিয়া লব রাজ্যভার।।
তুর্ব্বসু বলিল, পিতা জরা বড় দুঃখ।
আচারে বর্জ্জিত, যার সংসারের সুখ।।
হেন জরা লৈতে মোর নাহি লয় মতি।
শুনিয়া কুপিত অতি হৈল নরপতি।।
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্যে কর অনাদর।
এই পাপে ম্লেচ্ছ দেশে হবে দণ্ডধর।।
তব বংশে যতেক হইবে পুত্রগণ।
মূর্খ হৈয়া করিবেক অভক্ষ্য ভক্ষণ।।
দেবযানীর দুই পুত্র না শুনিল বাণী।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রগণে ডাকিল তখনি।।
শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্যু নাম ধরে।
মধুর বচনে রাজা বলিল তাহারে।।
অর্পিয়া আমারে পুত্র আপন যৌবন।
আমার এ জরাভার কর হে গ্রহণ।।
দ্রুহ্যু বলে, রাজা জরা বহু দোষ ধরে।
অন্যের থাকুক কাজ বাক্য নাহি স্ফূরে।।
না পারিব সহিতে জরার যে যন্ত্রণা।
অন্যেরে করহ আজ্ঞা লবে সেই জনা। ।
শুনিয়া ক্রোধেতে রাজা বলিল তখন।
পুত্র হৈয়া পিতাবাক্য করিলা লঙ্ঘন।।
চারিজাতি ভেদ না থাকিবে যেই দেশে।
সেই দেশে রাজা হবে তোমার ঔরসে।।
যতেক করিবে আশা হইবে নৈরাশ।
কভু পূর্ণ না হইবে তব অভিলাষ।।
অনু বলি পুত্র তার কনিষ্ঠ সোদর।
তাহারে ডাকিয়া তবে বলে নৃপবর।।
মম জরা লহ বাপু, কর পুত্র কাজ।
শুনিয়া বলয়ে অনু শুন মহারাজ।।

জরা সম দুঃখ নাই জগত-সংসারে।
সদাই অশুদ্ধ দেহ থাকে অনাচারে।।
যে কিছু খাইলে জীর্ণ না হয় উদরে।
হেন জরা লৈতে পিতা না বল আমারে।।
রাজা বলে, তুমি পুত্র বড় দুরাচার।
পুত্র হৈয়া বাক্য তুমি লঙ্ঘিলা আমার।।
যতেক জরার দোষ কহিলা আপনে।
সেই সব দুঃখ তুমি ভুঞ্জ অনুক্ষণে।।
তোমার ঔরসে পুত্র যতেক হইবে।
যৌবন-কালেতে তারা সবাই মরিবে।।
তবে ত নৃপতি বড় হইয়া চিন্তিত।
সবার কনিষ্ঠ পুত্রে ডাকিল ত্বরিত।।
সবা হৈতে প্রিয় তুমি কনিষ্ঠ নন্দন।
প্রিয়কর্ম্ম করি রাখ আমার বচন।।
শুক্র-শাপে জরা হৈল আমার শরীরে।
তৃপ্তি নাহি পাই সুখে জানাই তোমারে।।
পুত্র-কর্ম্ম কর, দেহ আপন যৌবন।
সহস্র বৎসরে পুনঃ হইবে তেমন।।
মম জরা দুঃখ পুত্র লহ নিজ কায়।
গ্রহণ করিলে তুমি মম দুঃখ যায়।।
পিতার বচন শুনি কহে যোড় করে।
তোমার বচন রাজা কে লঙ্ঘিতে পারে।।
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য না রাখে যে জন।
ইহলোকে অপযশ নরকে গমন।।
তব জরা দেহ পিতা আমার শরীরে।
আমার যৌবন ভোগ ভুঞ্জ কলেবরে।।
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
মুখে চুম্ব দিয়া পুত্রে বলেন বচন।।
বংশবৃদ্ধি হবে তব ধর্ম্মেতে তৎপর।
তোমার বংশেতে হবে রাজ্যের ঈশ্বর।।
এতেক বলিয়া শুক্রে করিল স্মরণ।
পুরু-অঙ্গে জরা থুয়ে পাইল যৌবন।।
যৌবন পাইয়া তবে যযাতি রাজন।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম কর্ম্ম না যায় লিখন।।
যজ্ঞ হোমে তুষ্ট করি যত দেবগণে।
পিতৃগণে তুষ্ট কৈল শ্রাদ্ধাদি তর্পণে।।
দানেতে তুষিল দ্বিজ দরিদ্র ভিক্ষুক।
সুপালনে প্রজাগণে দিল বড় সুখ।।
অভ্যাগত নাহিক দুষ্ট রাজ্যের ভিতর।।
হেনমতে রাজ্য করে সহস্র বৎসর।
পূর্ব্ব বাক্যে স্মরণ করিল নৃপবর।।
জরায় পীড়িত পুত্র দেখিয়া নৃপতি।
আপনারে ধিক্কার করেন মহামতি।।
আপনার জরা দিয়া দিনু পুত্রে দুখ।
পুত্রের যৌবনে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ।।
লোভেতে পুত্রের কষ্ট না দেখি নয়নে।
ভোগে মত্ত আমি দুঃখী করি যে নন্দনে।।
এত চিন্তি নরপতি বলিল নন্দনে।
বহু ভোগ করিলাম তোমার যৌবনে।।
পুত্রকর্ম্ম করি প্রীত করিলা আমারে।
তোমার মহিমা যশ ঘুষিবে সংসারে।।
আপন যৌবন লহ জরা দেহ মোরে।
ছত্রদণ্ড দিব আমি তোমার উপরে।।
এত বলি জরা নিল নহুষ-নন্দন।
লভিলেন পুরু পুনঃ আপন যৌবন।।
পুরু রাজা হবে বলি দিলেন ঘোষণা।
পাত্র মিত্র অমাত্য ডাকিল সর্ব্বজনা।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত প্রজা।

রাজ্যেতে যতেক বৈসে আনাইল রাজা।।
পুরু-অভিষেক দেখি যত প্রজাগণ।
কহিতে লাগিল ভূপে করি সম্বোধন।।
নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি নহুষ-নন্দন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যমানে বল কি কারণ।।
কনিষ্ঠ হইবে রাজ-ছত্র অধিকারী।
এ কেমন যুক্তি মোরা বুঝিতে না পারি।।
সৰ্ব্বগুণ-যুত যদু পরম সুন্দর।
তার বিদ্যমানে পুরু নহে রাজ্যেশ্বর।।
ধৰ্ম্মনীতি বহু তুমি জান মহাশয়।
কনিষ্ঠে করিবে রাজা কোন্ শাস্ত্রে কয়।।
প্রজাগণ-বচন শুনিয়া নৃপবর।
সৰ্ব্বজনে সম্ভাষিয়া করিল উত্তর।।
পিতৃমাতৃ-বাক্য যেই পুত্র নাহি রাখে।
তারে পুত্র বলে, হেন কোন্ শাস্ত্রে লেখে।।
পুরুকে জানি যে আমি আপন কুমার।
আর পুত্র অকারণ হইল আমার।।
পরম পণ্ডিত পুরু জানে সৰ্ব্বধৰ্ম্ম।
রাখিয়া আমার বাক্য কৈল পুত্র কৰ্ম্ম।।
জরায় পীড়িত আমি মাগিনু যৌবন।
মম বাক্য না রাখিল অন্য চারি জন।।
পণ্ডিত সুবুদ্ধি পুরু করিল স্বীকার।
সহস্র বৎসর নিল মোর জরাভার।।
সে কারণে রাজ্যভারে পুরু যোগ্য হয়।
হেন পুরু রাজা হবে ধৰ্ম্মে কেন নয়।।
প্রজাগণ বলে, শুক্র জগতে বিদিত।
তাঁহার দৌহিত্রগণ সংসারে পূজিত।।
তাদের না দিয়া অন্যে দিবা অধিকার।
হইলে শুক্রের ক্রোধ নাহিক নিস্তার।।
রাজা বলে, শুক্রে করিয়াছি নিবেদন।
যেই জরা লইবে সে রাজ্যের ভাজন।।
শুক্র বলে, যেই পুত্র লবে জরাভার।
আপনার রাজ্যে তারে দিবা অধিকার।।
প্রজাগণ বলে কিছু কহিতাম আর।
শুক্র-আজ্ঞা হইয়াছে নাহিক বিচার।।
পিতৃ-মাতৃ বাক্য যেই করয়ে পালন।
তারে পুত্র বলি হেন কহে মুনিগণ।।
রাজযোগ্য হয় পুরু ধৰ্ম্মেতে তৎপর।
সবার স্বীকার পুরু কর দণ্ডধর।।
এত যদি বলিল সকল প্রজাগণ।
অভিষেক করিল পুরুকে ততক্ষণ।।
ছত্র দণ্ড দিল তবে নৃপতি যযাতি।
পুত্রে শিক্ষা করাইল যত রাজনীতি।।
আদিপৰ্ব্বে বিচিত্র যযাতি উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

যযাতির স্বর্গে ও স্বর্গ হইতে পতন

হইল নৃপতি পরে জরাযুত অঙ্গ।
রাজ্য ত্যজি গেল বনে মুনিগণ-সঙ্গ।।
কঠিন তপস্যা রাজা করে নিরন্তর।
ফল-মূলাহার করে বনের ভিতর।।
অতিথির পূজা রাজা করয়ে তথায়।
হেনমতে সহস্র বৎসর তথা যায়।।
উঞ্ছবৃত্তি-ব্রত করি বঞ্চে বহুক্লেশে।
ফল-মূল আহার ত্যজিল অবশেষে।।
জলপান ত্যজিয়া করিল বাতাহার।
তপস্যায় হৈল রাজা অস্থি-চর্ম্ম-সার।।
হেনমতে গেল দুই সহস্র বৎসর।
পঞ্চাগ্নি করিল বৎসরেক নৃপবর।।
যোগবলে শরীর ত্যজিল মহারাজ।
দিব্য রথে চড়ি গেল ইন্দ্রের সমাজ।।
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে গিয়া নরপতি।
দশলক্ষ বর্ষ ব্রহ্মলোকে করে স্থিতি।।
ব্রহ্মলোক হৈতে রাজা আসে ইন্দ্রস্থানে।
কপটে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র তার বিদ্যমানে।।
জরায় পীড়িত তুমি ছিলে গুণাধার।
জরা নিল পুরু তব কনিষ্ঠ কুমার।।
কোন্ নীতি শিখাইলে তারে মহারাজ।
কেন বা ছাড়িয়া এলে ব্রহ্মার সমাজ।।
রাজা বলে, শুন শিখাইলাম যে তারে।
রাজনীতি বিধিমত শাস্ত্র-অনুসারে।।
রাজছত্র দিয়া আমি কহিনু নন্দনে।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কথা, শুন একমনে।।
ক্রোধী নাহি হয় যেই ক্রোধ করাইলে।
গালি দিলে যেই জন কিছু নাহি বলে।।
পর দুঃখে দুঃখী যেই, পর উপকারী।
মধুর কোমল বাক্য বলে মৃদু করি।।
মর্ম্মপীড়া পরেরে না দেয় কোন কালে।
কাপট্য-কুবৃত্তি-হীন, সদা সত্য বলে।।
আপনার ক্লেশে করে পরে পরিত্রাণ।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নাহি তাহার সমান।।
এ সব লোকের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
পুত্রবৎ করিয়া পালিবে প্রজাগণে। ।
দানের দারিদ্র্য দুঃখ বিনাশিবে ধনে।
বিপ্রগণে তুষিবে বিপুল শ্রদ্ধাদানে।।
উৎসব করিয়া বন্ধু-গণেরে তুষিবে।
চোর দস্যু দুষ্ট লোক রাজ্যে না রাখিবে।।
দয়া করি পালিবে অনাথ বৃদ্ধ-জনে।
অবহেলা না করিবে অতিথি সেবনে।।
অবশেষে পুত্র করে দিয়া রাজ্যভার।
তপস্যা করিবে করি ফল-মূলাহার।।
ইন্দ্র বলে, রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার যতেক কর্ম্ম না হয় বর্ণিত।।
ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক ভ্রম নিজ সুখে।
তোমার সদৃশ নাহি দেখি তিনলোকে।।
কি পুণ্য করিলে তুমি জন্মিয়া সংসারে।
কহ নৃপবর, ইচ্ছা আছে শুনিবারে।।
রাজা বলে, বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি।
আমার পুণ্যের কথা কহিবারে নারি। ।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালে না দেখি হেন জন।
আমার সহিত তার করি যে গণন।।
শুনিয়া হাসিয়া বলে ইন্দ্র দেবরাজ।

www.bengaliebook.com

আপনা প্রশংসি নিন্দ দেবের সমাজ।।
এই পাপে ক্ষীণপুণ্য হইলে যযাতি।
তোমারে না শোভে আর স্বর্গের বসতি।।
স্বর্গ হৈতে চ্যুত হও, বলে পুরন্দর।
বিস্মিত হইয়া তবে বলে নৃপবর।।
কহিলাম বাক্য আমি, আর না নেউটে।
ভুঞ্জিব আপন কর্ম্ম আছে যে ললাটে।।
এক নিবেদন মোর তোমার গোচরে।
কৃপা করি দেবরাজ আজ্ঞা কর মোরে।।
পুণ্যবান লোক যত আছে যেই পথে।
সেই পথে পড়ি আজ্ঞা কর শচীপতে।।
ইন্দ্র বলে, রাজা তব বুদ্ধি নাহি ঘটে।
নিজগুণে পুনঃ স্বর্গে আসিবে নিকটে।।
এতেক বলিতে তবে পড়িল রাজন।
আকাশ হইতে যেন খসিল তপন।।
হেনকালে শূন্যে অষ্টকাদি চারি জন।
ডাক দিয়া বলে রহ, পড়ে কোন্ জন।।
পুণ্যবান্ আজ্ঞা কভু না হয় খণ্ডন।
শূন্যেতে হইল স্থিত যযাতি রাজন।।
অষ্টক বলিল তুমি, কোন্ মহাজন।
কোন্ নাম ধর তুমি, কাহার নন্দন।।
সূর্য্য অগ্নি-চন্দ্র-তেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গ হৈতে পড়, কেন না বুঝি বিচার।।
রাজা বলে, নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি, নহুষ-সন্ততি।।
পুণ্যবান্ জনেরে করিলাম অমান্য।
সেই হেতু ইহলাম আমার ক্ষীণপুণ্য।।
ধনহীনে পৃথিবীতে বন্ধুগণ ত্যজে।
পুণ্যহীনে স্বর্গ ত্যজে দেবের সমাজে।।
অষ্টক বলিল, তুমি আছিলা কোথায়।
কি কারণে চ্যুত হইলে, কহিবে আমায়।।
রাজা বলে মর্ত্তেতে ছিলাম মহারাজা।
পৃথিবীর লক্ষ রাজা সবে কৈল পূজা।।
পুত্রে রাজ্য দিয়া পুনঃ গেলাম কাননে।
তপ আচরিলাম যে পরম যতনে।।
শরীর ত্যজিয়া স্বর্গে করিনু গমন।
স্বর্গভোগ করিলাম, না যায় কথন।।
সহস্র বৎসর তথা স্বর্গভোগ করি।
তথা হৈতে গেলাম যে ইন্দ্রের নগরী।।
ইন্দ্রের অমরাবতী নাহি পাঠান্তর।
নানাভোগ করিলাম সহস্র বৎসর।।
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে হৈল মোর গতি।
দশ লক্ষ বর্ষ যে হইল তথা স্থিতি।।
নন্দনাদি বন তথা, কি কব সে কথা।
অপ্সরীর সহ ক্রীড়া করিলাম তথা।।
কামরূপী হইয়া বেড়াই যথা তথা।
দেখি ইন্দ্র জিজ্ঞাসিল মোর পুণ্যকথা।।
ইন্দ্রে কহিলাম আপনার পুণ্যচয়।
তথা হইতে সে কারণে পড়ি মহাশয়।।
অষ্টক বলিল, কহ শুনি মহামতি।
স্বর্গ হৈতে পড়িলে হইবে কোন্ গতি।।
রাজা বলে, ক্ষীণপুণ্য হয় যেই জন।
ভৌম-নরকের মধ্যে পড়ে সেইজন।।
রজোবীর্য্যযুত হয়ে পুনঃ দেহ ধরে।
দ্বিপদ চৌপদ হয় কর্ম্ম-অনুসারে।।
পশু কীট পতঙ্গ বিবিধ জন্ম পায়।
গৃধ্র-শিবা-গণ তারে পুনঃপুনঃ খায়।।
পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় পুনঃ পুনঃ মরে।

www.bengaliebook.com

নিজ কর্ম্মে গতাগতি খণ্ডিবারে নারে।।
অষ্টক কহিল, তবে কহ সবাকারে।
এ ঘোর নিরয়ে নরে তরি কি প্রকারে।।
রাজা বলে, তপ-শান্তি-দয়া-দান-ফলে।
এ সব স্বর্গের ভোগ হয় অবহেলে।।
যজ্ঞ-হোম-ব্রত করে অতিথি সেবন।
গুরু-দ্বিজ-সেবা করে দেব আরাধন।।
দৈবাধীন সুখ দুঃখে সদা সমজ্ঞান।
তবে ত নরক হৈতে পায় পরিত্রাণ।।
অষ্টক বলিল, তুমি বড় পুণ্যবান্।
হেথায় নাহিক কেহ তোমার সমান।।
চিরদিন হেথায় থাকহ মহাশয়।
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক নাহি ইন্দ্র- ভয়।।
রাজা বলে, ক্ষীণপুণ্য রহিতে না পারি।
স্বর্গেতে রহিতে আর নহি অধিকারী।।
শুনিয়া অষ্টক শিবি বসু প্রতর্দ্দন।
রাজারে ডাকিয়া তথা বলে চারি জন।।
আমা সবাকার পুণ্য যতেক আছয়।
সেই পুণ্যে হেথা তুমি রহ মহাশয়।।
রাজা বলে, পরদ্রব্য না করি গ্রহণ।
কৃপণের বৃত্তি এই শুন মহাজন।।
শিবি রাজা বলে, তুমি তৃণগাছি দিয়া।
আমা সবাকার পুণ্য লহ ত কিনিয়া।।
রাজা বলে, যাহা কহ বালকের ভাষ।
তৃণ দিয়া লব পুণ্য, লোকে উপহাস।।
এত শুনি বলে অষ্টকাদি চারিজন।
নিশ্চয় হেথায় যদি না রহ রাজন্।।
তোমার সহিত তবে যাব চারি জন।
যথায় নৃপতি তুমি করিবে গমন।।
এতেক বচন যদি তাহারা বলিল।
দিব্যমূর্ত্তি পঞ্চ-রথ সেখানে আইল।।
পঞ্চরথে চড়িয়া চলিল পঞ্চ জন।
ইন্দ্রের অমরাবতী করিল গমন।।
বৈশম্পায়ন বলে, শুন জনমেজয়।
সেই চারি জন তাঁর কন্যার তনয়।।
কন্যার পুত্রের পুণ্যে তরিল যযাতি।
পুনরপি স্বর্গে রাজা করিল বসতি।।
যযাতি-চরিত্র কথা অমৃত-আধার।
শ্রবণে মধুর নাহি সমান ইহার।।
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা যে করে শ্রবণ।
ধন-ধর্ম্ম-যশ লভে ব্যাসের বচন।।
হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞান হয় তো উদিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত।।

পুরুবংশ কথন

জন্মেজয় বলে, স্বর্গে গেল নৃপবর।
পুরুকে করিল রাজা রাজ্যের ঈশ্বর।।
আর চারি পুত্রে শাপ দিল নরপতি।
কি কর্ম্ম করিল তারা, কহ মহামতি।।
মুনি বলে, যদু হৈতে জন্মিল যাদব।
তুর্ব্বসু হইতে সব যবন-উদ্ভব।।
দ্রুহ্যু হৈতে হৈল উৎপত্তি ভোজ-বংশ।
অনুর ঔরসে জন্ম ম্লেচ্ছ-অবতংস।।
পুরুর ঔরসে জন্ম হইল পৌরব।
বংশে যাঁর নিজে হইয়াছেন উদ্ভব।।
তপ-জপ-যজ্ঞ-ব্রত-ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুরুর যতেক কর্ম্ম লোকে-অগোচর।।
পুরুরাজ পাটেশ্বরী পৌষ্টী নাম ধরে।
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে।।
প্রবীর প্রধান পুত্রে দির রাজ্যভার।
শূরসেনী নামে কন্যা বনিতা তাঁহার।।
তাঁর পুত্র মনস্যু হইল নরবর।
তিন পুত্র হৈল তাঁর পরম সুন্দর। ।
তিন পুত্র মধ্যে হৈল রাজা সংহনন।
মিশ্রকেশী-গর্ভে জন্মিলেক দশ জন।।
দশ পুত্র মধ্যে রাজা হইল মতিনার।
তংসু আদি চারি পুত্র হইল তাঁহার।।
ঈলিন তংসুর পুত্র বল মহাতেজা।
তাঁর পঞ্চ পুত্রে জ্যেষ্ঠ দুষ্মন্ত হৈল রাজা।।
শকুন্তলা ভার্য্যা তাঁর বিখ্যাত সংসার।
ভরত নামেতে পুত্র হেইল তাঁহার।।
ভরতের গুণ কর্ম্ম কহিতে বিস্তার।
ভূমন্যু বলিয়া পুত্র হইল তাঁহার।।
সুহোত্র বলিয়া রাজা তাহাতে উৎপত্তি।
তাঁর পুত্র হস্তী নামে পায় প্রতিপত্তি।।
বসাইল আপনার নামেতে নগর।
হস্তিনা বলিয়া নাম ভুবন ভিতর।।
অজমীঢ় মহারাজ হস্তীর-নন্দন।
তাঁর পৌত্র রাজা হৈল নাম সম্বরণ।।
সম্বরণ-রাজ্যকালে হৈল অনাবৃষ্টি।
দুর্ভিক্ষ হইল লোকে লুপ্তপ্রায় সৃষ্টি।।
পাঞ্চাল- দেশের রাজা বলে নিল দেশ।
সম্বরণ করিলেন বনেতে প্রবেশ।।
সিন্ধু-নদী-কূলে হিমালয়ের নিকটে।
সহস্র বৎসর তথা রহিল সঙ্কটে।।
কৃপা করি বশিষ্ঠ সহায় হৈল তাঁর।
পুনরপি রাজ্য-প্রাপ্ত হইল তাঁহার।।
নানা যজ্ঞ দান তবে করিল নৃপতি।
তাঁর জায়া সূর্য-কন্যা নামেতে তপতী।।
তাঁহার নন্দন কুরু বিখ্যাত ভূতলে।
কুরুক্ষেত্র কৈল রাজা নিজ পুণ্য ফলে।।
জন্মেজয়-আদি করি পঞ্চ পুত্র তাঁর।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা জন্মেজয়ের কুমার।।
প্রতীপ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন।
তিন পুত্র হৈল তাঁর বিখ্যাত ভুবন।।
দেবাপি শান্তনু বাহ্লীক যে নাম হয়।
তিন পুত্র প্রতীপের ঔরসে জন্মায়।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নিল।
শৈশব-কালেতে সেই অরণ্যে পশিল।।
শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র হৈল নরপতি।
গঙ্গাগর্ভে তাঁর পুত্র ভীষ্ম মহামতি।।
বিবাহ না করে ভীষ্ম, বংশ না হইল।

www.bengaliebook.com

সত্যবর্তী কন্যারে পিতাকে বিভা দিল।।
তাঁর গর্ভে শান্তনুর যুগল কুমার।
চিত্রাঙ্গদ প্রথম বিচিত্রবীর্য্য আর।।
গন্ধর্ব্বে মারিল জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ বীরে।
সে রাজ্য বিচিত্রবীর্য্য হৈল দণ্ডধরে।।
বংশ না হইতে তাঁর হইল নিধন।
পুনর্ব্বার বৃদ্ধি কৈল ব্যাস তপোধন।।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুর সে নামে।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র হৈল একশত ক্রমে।।
ভ্রাতৃ সহ যুদ্ধে তারা হইল সংহার।
বংশরক্ষা হেতু হৈল পাণ্ডুর কুমার।।
দেব-বরে পঞ্চপুত্র পাণ্ডুর হইল।
যাঁদের মহিমা-যশে পৃথিবী পূরিল। ।
যুধিষ্ঠির ভীম আর বীর ধনঞ্জয়।
নকুল সুরূপ সহদেব মহাশয়।।
অর্জ্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা-উদরে।
যৌবনে মরিল সেই ভারত-সমরে।।
তাঁর ভার্য্যা উত্তরা আছিলা গর্ভবতী।
পরীক্ষিত মহারাজ তাহাতে উৎপত্তি।।
আপনি হইলা তুমি তাঁহার নন্দন।
তোমার নন্দন এই দেখ দুই জন।।
শতানীক আর শঙ্কু দুই সহোদর।
অশ্বমেধদত্ত শতানীকের কোঙর।।
পুরুবংশ সবিস্তারে যেই জন শুনে।
আয়ুর্যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে।।

মহাভিষ রাজার প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ এবং শান্তনুর উৎপত্তি

জন্মেজয় বলে, মুনি কহ আরবার।
সংক্ষেপে কহিলা কহ করিয়া বিস্তার।।
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা বিষ্ণু-অংশে জন্ম।
শান্তনুর ভার্য্যা শুনি এ অদ্ভুত কর্ম্ম।।
মুনি বলে, কহি শুন তাহার কারণ।
মহাভিষ নামে রাজা ইক্ষবাকু-নন্দন।।
ইন্দ্রে সম তেজ যজ্ঞ করিল বিস্তর।
সহস্রেক অশ্বমেধ কৈল নৃপবর।।
দেব-দ্বিজ-দরিদ্রে তুষিল মহামতি।
দানেতে পৃথিবী পূর্ণ কৈল নরপতি।।
ব্রহ্মলোকে গেল রাজা যজ্ঞপুণ্যফলে।
ব্রহ্মার সহিত তথা বৈসে কুতূহলে।।
বহুকাল তথায় আছয়ে নরপতি।
একদিন দেখে রাজা দৈবের যে গতি।।
ধ্যানেতে আছেন ব্রহ্মা বসিয়া আসনে।
সম্মুখে বেষ্টিত যত সিদ্ধ-মুনিগণে।।
ব্রহ্মার সভার তুল্য, নাহি পাঠান্তর।
সবে তথা চতুর্ম্মুখ, গৌর-কলেবর।।
দক্ষ-আদি প্রজাপতি, ইন্দ্র আদি দেবে।
দেব-ঋষি-মুনিগণ নিত্য আসি সেবে।।
সভা করি বসিয়াছে মুনির সমাজ।
তথায় আছয়ে মহাভিষ মহারাজ।।
গঙ্গাদেবী আইলেন ব্রহ্মার সদন।
হেনকালে তেজোবন্ত বহিল পবন।।
বায়ুতেজে জাহ্নবীর উড়িল বসন।
দেখি হেঁটমুণ্ড করিলেন সিদ্ধগণ।।
অপূর্ব্ব গঙ্গার অঙ্গ দেখিয়া সঘনে।
মহাভিষ রাজা দেখে নিশ্চল-নয়নে।।
মহাভিষ রাজা অতি রূপে অনুপাম।
তাঁর দিকে গঙ্গাদেবী চান অবিরাম।।
দোঁহার দেখিয়া দৃষ্টি কহে প্রজাপতি।
মোর লোকে আসি রাজা করিলা দুর্নীতি।।
ব্রহ্মলোকে আসি কর মনুষ্য আচার।
মর্ত্ত্যে জন্ম লয়ে ভোগ কর পুনর্ব্বার।।
পুনরপি হেথায় আসিবা পুণ্যবলে।
চন্দ্রবংমে জন্ম লহ গিয়া ভূমণ্ডলে।।
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা চিন্তে নরপতি।
তমা হৈতে পতন হইল শীঘ্রগতি।।
চন্দ্রবংশে মহারাজ প্রতীপ আছিল।
মহাভিষ রাজা তাঁর গৃহে জন্ম নিল।।
বাহুড়িল গঙ্গা করি ব্রহ্মা দরশন।
পথেতে দেখিল আসে বসু অষ্টজন।।
বিরস-বদন গঙ্গা দেখি বসুগণে।
জিজ্ঞাসিল তোমরা চিন্তিত কি কারণে।।
বসুগণ বলে, চিন্তা করি নিজ দোষে।
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ সবে মহারোষে।।
পৃথিবীতে জন্ম হবে, কাঁপিছে অন্তর।
বিশেষে মনুষ্য-যোনি নরক দুস্তর।।
উপায় না দেখি সবে, চিন্তি সে কারণ।
ভাল হৈল তব সঙ্গে হৈল দরশন।।
কোটি কোটি পাপী পাপে করহ উদ্ধার।
আমা সবাকার তুমি কর প্রতিকার।।
গঙ্গা বলে, কি করিব কহ সন্নিধান।
যে করিব অঙ্গীকার না করিব আন।।
বসুগণ বলে, মর্ত্ত্যে জন্মিব নিশ্চয়।

www.bengaliebook.com

নরযোনি জন্মিতে হতেছে বড় ভয়।।
আপনি মনুষ্যলোকে হয়ে রাজ-নারী।
আমা সবাকার তুমি হও গর্ভধারী।।
আর এক দিবেদন করি যে তোমারে।
জন্মমাত্র ভাসাইয়া দিও তব নীরে।।
বসুগণ-বাক্যে গঙ্গা স্বীকার করিল।
শুনি অষ্ট বসু তবে আনন্দিত হৈল।।
কুরুবংশে আছিল প্রতীত নামে রাজা।
ধর্ম্মেতে তৎপর বড়, তপে মহাতেজা।।
দেবাপি নামেতে তাঁর প্রথম নন্দন ।
অল্পকালে সন্ন্যাসী হইয়া গেল বন।।
দেবাপি বিহনে রাজা হৈল পুত্রহীন।
গঙ্গাকূলে থাকে সদা, বয়সে প্রবীণ।।
তপ জপ ব্রত করে, বেদ অধ্যয়ন।
বৃদ্ধকালে নরপতি রূপেতে মদন।।
তাঁর রূপ গুণ দেখি প্রীতি যে পাইল।
জল হৈতে গঙ্গাদেবী বাহির হইল।।
জাহ্নবীর রূপে নিন্দে এ তিন ভুবন।
দ্বিতীয় চন্দ্রের যেন হইল কিরণ।।
দক্ষিণ উরুতে গিয়া বসিল রাজার।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল কৌরব-কুমার।।
রাজা বলে, কি করিব, কি বাঞ্ছা তোমার।
সত্য করি কহ যেই বাঞ্ছা আপনার।।
কন্যা বলে, কুরুশ্রেষ্ঠ তুমি মহামতি।
তোমায় ভজিনু আমি, হও মোর পতি।।
রাজা বলে, পরদার আমি নাহি ভজি।
পরদার পরশিলে নরকেলে মজি।।
কন্যা বলে, নহি আমি পরের গৃহিণী।
দেবকন্যা আমি, মোরে ভজ নৃপমণি।।
রাজা বলে, কন্যা নাহি বল হেন বাণী।
দক্ষিণ উরুতে বৈসে পুত্রবধূ গণি।।
পুরুষের বাম উরু ভার্য্যার আসন।
বুঝিয়া এমত বাক্য কহ কি কারণ।।
সে কারণে তোমারে বধূর মধ্যে গণি।
কেমনে করিব ভার্য্যা, অনুচিত বাণী।।
গঙ্গা বলে, রাজা তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসার।।
তোমার বচনে আমি হইনু স্বীকার।
বরিব তোমার পুত্রে এই অঙ্গীকার।।
আমার নিয়ম এই শুন মহারাজ।
নিষেধ না করিবে আমার প্রিয়কাজ।।
তবে সে তোমার পুত্রে করিব বরণ।
এত বলি অন্তর্ধান হইল তখন।।
কন্যার বচনে রাজা আনন্দিত হৈল।
পুত্র হবে বলি রাজা ভার্য্যারে কহিল।।
ভার্য্যা সহ ব্রতাচার করিলেন ভূপ।
কতদিনে জন্মে তাঁর পুত্র অনুরূপ।।
দশমাস দশ দিনে হইল কুমার।
রাজীব-লোচন মুখ চন্দ্রের আকার।।
শান্তশীল পুত্র, নাম শান্তনু থুইল।
তাঁহার অনুজে নাম বাহ্লীক রাখিল।।
দিনে দিনে বাড়ে তাঁর যুগল তনয়।
কত দিনে দেখি পুত্র যৌবন সময়।।
শান্তনুরে নিকটেতে আনি নৃপবর।
রাজনীতি ধর্ম্ম-শিক্ষা দিলেন বিস্তর।।
একদিন পুত্রে ডাকি কহিলা রাজন।
বিস্মৃত না হও বৎস আমার বচন।।
একদা শুনহ পুত্র বিধির বিধানে।

আসিল সুন্দরী এক মম সন্নিধ্যানে।।
বধূত্বে তাহারে আমি করিনু বরণ।
অঙ্গীকার করি কন্যা করিল গমন।।
পরিচয়ে দেবকন্যা জানিনু তাঁহায়।
তোমার সদনে যদি আসে পুনরায়।।
ভজিবে তাহারে যদি সে তোমারে বরে।
নিষেধ না করিবা সে যেই কর্ম্ম করে।।
স্বীকৃত হইল পুত্র পিতার বচনে।
শান্তনুরে রাজ্য দিয়া রাজা গেল বনে।।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শুনি ভববারি হই পার।।

অষ্টবসুর জন্ম-বিবরণ

হস্তিনা-নগরে রাজা শান্তনু হইল।
ক্রমে তাঁর গুণরাশি পৃথিবী পূরিল।।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা মহা-ধনুর্দ্ধর।
মগৃয়া করিয়া ভ্রমে বনের ভিতর।।
জাহ্নবীর দুই তটে ভ্রমে রাজা একা।
পাইল দৈবাৎ তথা জাহ্নবীর দেখা।।
পদ্মের কেশর-বর্ণ সুসিক্ত বসনা।
রূপেতে নিন্দিত যত বিদ্যাধরাঙ্গনা।।
আশ্চর্য্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নরপতি নিকটেতে গিয়া।।
কে তুমি দেবের কন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
কিম্বা নাগকন্যা হও কিম্বা বিদ্যাধরী।।
অনুপম রূপরাশি, বর্ণিতে না পারি।
তোমাতে মজিল মন, হও মোর নারী।।
কন্যা বলে, ভার্য্যা রাজা হইব তোমার।
একটী নিয়ম তবে আছে যে আমার।।
আমার নিয়ম যদি করিবে পালন।
তবে পরপতি আমি করিব বরণ।।
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।
আমারে নিষেধ না করিবে মহারাজ।।
যে যদি বলিবে মোরে কোন কুবচন।
সে দিন হইতে নাহি পাবে দরশন।।
ত্যাগ করি তোমারে যাইব নিজ স্থান।
স্বীকার করিল রাজা তাঁর বিদ্যমান।।
যা কিছু তোমার ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
কখন নিষেধ-বাক্য না আনিব মুখে।।
রাজার বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
গঙ্গারে লইয়া রাজা হস্তিনা আইল। ।
দিব্য রত্ন ভূষণ বসন আনি দিল।
যতনে ভার্য্যার মন তুষিতে লাগিল।।
অনুগত হইয়া থাকেন নরপতি।
মনোসুকে কেলি করে গঙ্গার সংহতি। ।
মুনি-শাপে বসুগণ জন্ম নিল আসি।
জন্মিল গঙ্গার পুত্র লয়ে গঙ্গা গেল গঙ্গাজলে।
জলেতে ডুবিয়া মর পুত্র প্রতি বলে।।
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিরস বদন।
ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না বলে বচন। ।
তবে কত দিনে আর এক পুত্র হৈল।
সেই মত করি গঙ্গা জলে ডুবাইল।।
পূর্ব্ব সর্ত ভয়ে রাজা কিছু নাহি বলে।
নিরন্তর দহে তনু পুত্র শোকানলে। ।
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত।
একে একে গঙ্গাদেবী করিল নিপাত।।
পুত্রশোকে শান্তনুর দহে কলেবর।
কত দিনে হৈল জন্ম অষ্টম কুমার।।
পুত্র লৈয়া গঙ্গাদেবী যায় নিজ জলে।
ক্রুদ্ধ হৈয়া নরপতি গঙ্গা প্রতি বলে।।
কেমন মায়াবী তুমি এলে কোথা হৈতে।
তব সম নিন্দিতা না দেখি পৃথিবীতে।।
আপনার গর্ভে যেই জন্মিল কুমার।
কেমনে এমন পুত্রে করিলা সংহার।।
পাষাণ শরীর তব বড়ই নির্দ্দয়।
এত বলি কোলে নিল আপন তনয়।।
গঙ্গা বলে, পুত্র বাঞ্ছা কৈলে নরপতি।
পূর্ব্বের নিয়ম পূর্ণ হৈল মহামতি।।
তোমায় আমায় আর নাহি দরশন।
এ পুত্র পালিহ রাজা করিয়া যতন।।

এবে পরিচয় মম দিব নরপতি।
আমি হই জাহ্নবী ত্রিলোকে মোর গতি।।
আমার উদরে যত হৈল পুত্রগণ।
বশিষ্ঠের শাপে এই বসু অষ্টজন।।
মুনি-শাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
আমারে মিনতি করি মাগিলেন বর।।
গর্ভেতে ধরিব বলি করি অঙ্গীকার।
সে কারণে হইলাম বণিতা তোমার।।
রাজা বলে, কহ শুনি পূর্ব্ব-বিবরণ।
বসুগণে বশিষ্ঠ শাপিল কি কারণ।।
গঙ্গা বলে, সেই কথা শুন নরপতি।
বরুণের পুত্র সে বশিষ্ঠ মহামতি। ।
হিমালয়-পর্ব্বতে মুনির তপোবন।
নানা-ফল-ফুলেতে শোভিত তরুগণ।।
দক্ষকন্যা সুরভি সে কশ্যপ-গৃহিণী।
কামদুঘা ধেনু হৈল তাহার নন্দিনী।।
সেই ধনু প্রাপ্ত হৈল বরুণ-নন্দন।
বৎসের সহিত থাকে মুনির সদন।।
দৈবে একদিন তথা বসু অষ্টজন।
ভার্য্যার সহিত তথা করিল গমন।।
আপন আপন ভার্য্যা সহ অষ্টজনে।
ক্রীড়া করি ভ্রমে সবে মুনির কাননে।।
দিব্যবসু-ভার্য্যা কামদুঘা গবী দেখি।
একদৃষ্টে চাহে কন্যা অনিমিখ-আঁখি।।
সুন্দর দেখিয়া গবী কহিল স্বামীরে।
কাহার সুন্দর গবী দেখ বনে চরে।।
দিব্যবসু বলে এই বশিষ্ঠের গবী।
কশ্যপের অংশে জন্ম জননী সুরভি।।
ইহার যতেক গুণ কহনে না যায়।
এক পল দুগ্ধ যদি নরলোকে পায়।।
পান কৈলে জীয়ে দশ সহস্র বৎসর।
সুচির যৌবন থাকে, শরীর নির্জ্জর।।
স্বামীর বচন শুনি বলিল সুন্দরী।
এ গবীর দুগ্ধ যদি হয় হিতকারী।।
নরলোকে সখী এক আছয়ে আমার।
উশীনর-কন্যা জিতবতী নাম তার।।
তাহার কারণে তুমি গবী দেহ মোরে।
যদ্যপি থাকয়ে স্নেহ তোমার আমারে।।
বিনয় করিয়া কন্যা বলে বারে বারে।
স্ত্রীবশ হইয়া বসু ধরিল গবীরে।।
ভার্য্যা-বোলে গবী ধরে, পাছে না গণিল।
কামদুঘা ধেনু লয়ে নিজ গৃহে গেল। ।
কতক্ষণে মুনিবর আইল আশ্রমে।
গবী না দেখিয়া মুনি তপোবন ভ্রমে।।
না পাইল গবী মুনি, ভ্রমিল বিস্তর।
গবীর বিহনে হৈল ব্যথিত অন্তর।।
ধ্যান করি দেখে তবে বরুণ-নন্দন।
জানিল হরিল গবী বসু অষ্টজন।।
ক্রোধেতে বশিষ্ঠ শাপ দিল ততক্ষণে।
মনুষ্য হইয়া জন্ম লহ অষ্টজনে।।
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ, শুনি বসুগণে।
করযোড়ে স্তুতি করে মুনি বিদ্যমানে।।
মুনি বলে মোর বাক্য না হয় খণ্ডন।
বৎসরেক গর্ভবাসে রবে সাতজন।।
বৎসরে বৎসরে ক্রমে হইবে মুকতি।
সবে না হইবে তাহে একই সুকৃতি।।
তোমা সবা মধ্যে গবী নিল যেই জনে।
নরলোকে রহি মুক্ত হবে বহুদিনে।।

www.bengaliebook.com

মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
স্তুতি করি আমারে মাগিল এই বর।।
জন্মমাত্র আমা সবে ডুবাইবে জলে।
অঙ্গীকার করিলাম তা সবার বোলে।।
সে কারণে ভার্য্যা আমি হৈলাম তোমার।
এই তো কুমার রাজা বসু-অবতার।।
মায়ের বিহনে পুত্র দুঃখিত হইবে।
সে কারণে আমার সহিত পুত্র যাবে।।
পালিয়া সুতে পুনঃ যৌবন সঞ্চারে।
তোমারে আনিয়া দিব কত দিনান্তরে।।
এত বলি সুত লৈয়া হৈল অন্তর্ধান।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা গেল নিজস্থান।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

দেবব্রতের যৌবরাজ্য প্রাপ্তি

গঙ্গার শোকেতে রাজা হইল কাতর।
নিরন্তর ভার্য্যা-গুণ ভাবে নৃপবর।।
গঙ্গার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবনে। ।
হেনমতে বহুদিন আছে নরপতি।
নানা দান যজ্ঞ রাজা করে নিতি নিতি।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মেতে তৎপর।
দেবাসুর-নর-পূজ্য যেন পুরন্দর।।
তেজে দিনকর সম, শান্তে যেন ইন্দু।
ক্ষমায় পৃথিবী রাজা গুণে পূর্ণ-সিন্ধু।।
গতিতে পবন রাজা, দুষ্টগণে যম।
রূপে গুণে ধর্ম্মে ধর্ম্মে কেহ নাহি সম।।
দুঃখী অন্ধ অথর্ব্বের হৈল পিতামাতা।
ধর্ম্মেতে তৎপর রাজা কল্পতুর-দাতা।।
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
ধন্য ধন্য বলি খ্যত হইল ভুবনে।।
বৎসর শতেক ষষ্টি গেল হেমতে।
এক দিন গেলে রাজা কল্পতরু-দাতা। ।
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
ধন্য ধন্য বলি খ্যাত হইল ভুবনে। ।
বৎসর শতেক ষষ্টি গেল হেনমতে।
এক দিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।।
একা রথে ভ্রমে রাজা ভাগীরথী-তীরে।
হেরে রাজা তরঙ্গ না বহে গঙ্গা-নীরে।।
স্থির রহে জাহ্নবী বারি যে সুগভীর।
আচম্বিতে দেখে রাজা দূরে এক বীর।।
আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
তদন্ত জানিতে তবে গেল ততক্ষণে।।
নিকটে আসিয়া নৃপ দেখে সেই বীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর।।
হাতে ধনুঃশর বসি আছে মহাবল।
শরজালে বান্ধিয়াছে জাহ্নবীর জল। ।
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিরস বদন।
নৃপে হেরি বীর জলে প্রবেশে তখন। ।
জলে প্রবেশিল তাহা শান্তনু দেখিয়া।
বসিল তথায় রাজা চিন্তিত হইয়া।।
শান্তনু দেখিয়া গঙ্গা হইল সদয়।
বাহির হইল আগে করিয়া তনয়।।
পূর্ব্ব রূপ ত্যজি গঙ্গা অন্য রূপ হৈয়্যা।
নৃপতির তরে তবে বলে ডাক দিয়া।।
কি কারণে চিন্তা তুমি করহ রাজন।
হের দেখ লহ রাজা আপন নন্দন।।
আমা হৈতে পাইলা যে অষ্টম কুমার।
দেবব্রত নাম ধরে তনয় তোমার। ।
এ পুত্রের গুণ রাজা না যায় কথনে।
অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা কৈল বশিষ্ঠের স্থানে।।
দেবগুরু, দৈত্যগুরু সম শাস্ত্রে জ্ঞান।
অস্ত্রবিদ্যা জানে ভৃগুরামের সমান।।
সংসারে যতেক বিদ্যা নীতি-শাস্ত্র ধর্ম্ম।
এ পুত্রের অগোচর নহে কোন কর্ম্ম।।
তোমারে দিলাম পুত্র, লহ মহারাজ।
অভিষেক করিয়া করহ যুবরাজ।।
এত বলি গেল গঙ্গা অন্তর্ধান গতি।
পুত্র পেয়ে আনন্দিত হৈল নরপতি।।
পুত্র লৈয়া গেল রাজা আপন নগরে।
আনন্দিত পুরজন দেখি পুত্রবরে।।
রাজার সহিত যত মন্ত্রীর সমাজ।

শুভক্ষণ করিয়া করিল যুবরাজ।।
পুত্র পেয়ে সব দুঃখ পাসরিল রাজা।
আনন্দিত হইল রাজ্যের যত প্রজা।।
পুত্রে অধিকার দিয়া শান্তনু ভূপতি।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে অচিন্তিত-মতি।।
স্বচ্ছন্দে মৃগয়া করি ভ্রমে নরবীর।
একদিন গেল রাজা যমুনার তীর।।
কালিন্দীর তীরে মৃগ করে অন্বেষণ।
সুগন্ধ সহিত তথা বহিল পবন।।
গন্ধে আমোদিত রাজা চারিভিতে চায়।
কিসের সুগন্ধ আসে, না জানিল রায়।।
গন্ধ-অনুসারে তবে যায় নরপতি।
আচম্বিতে নৌকামাঝে দেখিল যুবতী।।
পরম সুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী।
কিরণে উজ্জ্বল করে যমুনার বারি।।
যুগল-খঞ্জন সম কন্যার নয়ন।
বিকচ-কমল প্রায় তাহার বদন।।
বচনে জিনিল মত্ত কোকিলের ভাষা।
কুসুমে কবরী-ভার সুচারু সুকেশা।।
কন্যা দেখি নৃপতিরে পীড়িল মদন।
আগু হৈয়া কন্যা প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন।।
কোন জাতি হও তুমি, কোথা তব ধাম।
কাহার নন্দিনী তুমি কি তোমার নাম।।
কন্যা বলে, আমি দাস-রাজার দুহিতা।
ধর্ম্মার্থে বাহি যে নৌকা, আজ্ঞা দিল পিতা।।
কন্যার বচনে রাজা গেল শীঘ্রগতি।
যথায় কন্যার পিতা দাসের বসতি।।
রাজা দেখি মৎস্যজীবী উঠিল ত্বরিতে।
রত্ন-সিংহাসন লৈয়া দিলেক বসিতে।।
করযোড় দাস-রাজা নৃপ প্রতি কয়।
কি হেতু আইলা, আজ্ঞা কর মহাশয়।।
রাজা বলে, আইলাম তোমার এ স্থান।
তোমার যে কন্যা আছে, মোরে কর দান।।
দাস বলে মোর যদি বংশে ভাগ্য থাকে।
তবে মোর কন্যা দান করিব তোমাকে।।
যদি থাকে কন্যার কপালে সুলিখন।
যথাযোগ্য বর পায় ধর্ম্ম-নিবন্ধন।।
তুমি কুরু বংশধর বিখ্যাত সংসারে।
একমাত্র নিবেদন আছয়ে তোমারে।।
সত্য কর, ধর্ম্মপত্নী করিবে কন্যায়।
তবে কন্যা সম্প্রদান করিব তোমায়।।
আমার কন্যার যেই হইবে কুমার।
সেই জনে দিবে তুমি রাজ্য-অধিকার।।
রাজা বলে হেন কর্ম্ম করিতে না পারি।
দেবব্রত পুত্র মোর রাজ্য-অধিকারী।।
এমন বিবাহে মোর নাহি প্রয়োজন।
উঠিয়া নৃপতি দেশে করিল গমন।।
যেইক্ষণ হৈতে কন্যা দেখিল রাজন।
অনুক্ষণ চিন্তে রাজা নহে বিস্মরণ।।
নিরন্তর নরনাথ রহে অধোমুখে।
কন্যার ভাবনা ভাবি রহে মনোদুঃখে।।
পিতারে চিন্তিত দেখি দুঃখিত তনয়।
জিজ্ঞাসিল চিন্তা কেন কর মহাশয়।।
পৃথিবীতে কোন্ কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
যক্ষ-রক্ষ সুরাসুর সবে তব বাধ্য।।
আজ্ঞা কর এখনি সাধিয়া দিব কাজ।
কি কারণে অনুক্ষণ চিন্ত মহারাজ।।
পুত্রের বচন শুনি কহে নরপতি।

যে কারণে চিন্তা মোর শুনহ সুমতি।।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত সংসার।
হেন বংশধর তুমি একই কুমার।।
জীবন যৌবন পুত্র চিরকাল নয়।
কদাচিৎ তোমার বিপদ যদি হয়।।
তবে ত কৌরব বংশ হইবে বিনাশ।
এই হেতু চিত্তে তাপ না করি প্রকাশ।।
যাবত আছহ তুমি বংশেতে নন্দন।
সহস্র কুমারে আর কোন্ প্রয়োজন।।
সংসারে যতেক ধর্ম্ম কহে পদ্মযোনি।
বংশ-রক্ষা-ধর্ম্ম ষোল-কলায় যে গণি।।
বংশহীন-লোকে ধর্ম্ম ফল নাহি ফলে।
বিবাহ না করি তুমি থাকিলে কুশলে।।
রূপে গুণে যোগ্য তুমি যে রাজকুমার।
তোমা বদ্যিমানে বিবাহে কি কাজ আমার।।
তথাপি পূর্ব্বাপর কহেন মুনিগণ।
এক পুত্র পুত্র নহে বংশের কারণ।।
এই হেতু চিন্তা মোর হয় নিরবধি।
উপায় না দেখি পুত্র ইহার ঔষধি।।
পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দেবব্রত গেল যথা বিজ্ঞ মন্ত্রিগণ।।
কহিল পিতার কথা যত মন্ত্রিগণে।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী বলিল তখনে।।
মৃগয়া করিতে রাজা গিয়াছিল বন।
পদ্মগন্ধা কন্যা সনে হৈল দরশন।।
তার হেতু তার বাপে বলিল বচন।
নাহি দিল কন্যা সেই তোমার কারণ।।
মন্ত্রিগণ স্থানে শুনি এতেক বচন।
রথে চড়ি তথাকারে করিল গমন।।
ততক্ষণে দেবব্রত দেখিয়া ধীবর।
রাজার বিধানে পূজা কৈল বহুতর।।
দেবব্রত বলে, রাজা তুমি ভাগ্যবান।
আমার জনকে তুমি কন্যা দেহ দান।।
এত শুনি যোড়হাতে বলিল ধীবর।
মোর নিবেদন এক অবধান কর।।
দাস বলে মোর কন্যা বিখ্যাত ভুবনে।
তাহার মহিমা বলে যত মুনিগণে।।
এত শুনি রাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
ধীবর সে কন্যারত্ন কেমনে পাইল।।
সহজে কৈবর্ত্ত-জাতি নীচ-মধ্যে গণি।
তার ঘরে হেন কন্যা কি কারণে মুনি।।
মুনিবর বলে রাজা কর অবধান।
সে কন্যার গুণ-কর্ম্ম শুনহ বিধান।।
মৎস্যের উদরে জন্ম ব্যাসের জননী।
দয়া করিলেন তারে পরাশর-মুনি।।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনি ভববারি হবে পার।।

মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি ও ব্যাসদেবের জন্ম

দ্বাপর-যুগেতে রাজা নামে পরিচর।
সত্যশীল ধর্ম্মবন্ত তপেতে তৎপর।।
সকল ত্যজিয়া রাজা ধর্ম্মে দিল মন।
কঠিন তপস্যা বনে করে অনুক্ষণ।।
শিরে জটা, বৃক্ষের বল্কল পরিধান।
কভু ফল-মূল খায়, কভু অম্বুপান।।
কখন গলিত পত্র, কভু বাতাহার।
বৎসরেক নৃপতি করিল অনাহার।।
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালি হুতাশন।
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে রহে নৃপধন।।
হেনমতে তপ করে সহস্র বৎসর।
তাঁর তপ দেখিয়া ত্রাসিত পুরন্দর।।
ঐরাবতে চড়িয়া চলিল দেবরাজ।
যথা তপ করে রাজা অরণ্যের মাঝ।।
ডাক দিয়া বলে ইন্দ্র শুন নৃপবর।
দেখিয়া তোমার তপ সবে পাইল ডর।।
নিবর্ত্ত কঠোর তপ, না কর রাজন।
এত বলি দিল ইন্দ্র দিব্য আভরণ।।
বৈজয়ন্তী মালা দিল নৃপতির গলে।
ছত্রদণ্ড দিল আর শ্রবণ-কুণ্ডলে।।
চেদি নামে রাজ্যে করি অভিষেক তাঁরে।
রাজা করি দেবরাজ গেল নিজপুরে।।
চেদি রাজ্যে নৃপতি হইল পরিচয়।
নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নিরন্তর।।
অযোনিসম্ভবা কন্যা পর্ব্বতে পাইল।
পরমা সুন্দরী দেখি বিবাহ করিল।।
নানাক্রীড়া করে রাজা ভার্য্যার সহিত।
কত দিনে ঋতুকাল হৈল উপনীত।।
ঋতুস্নান করিল রাজ্যের পাপেশ্বরী।
পবিত্র হইল তবে স্নান দান করি।।
সেই দিন পিতৃলোক কহিল রাজায়।
মৃগমাংসে শ্রাদ্ধ আজি কর মহাশয়।।
পিতৃগণ-আজ্ঞা পেয়ে রাজা পরিচয়।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর।।
মহাবনে প্রবেশিল মৃগ-অন্বেষণে।
ঋতুমতী ভার্য্যা তাঁর সদা পড়ে মনে।।
মৃগয়া করয়ে রাজা নাহি তাহে মন।
অনুক্ষণ ভার্য্যা মনে হয় ত স্মরণ।।
সেই হেতু তাঁর বীর্য্য হইল স্খলিত।
দেখিয়া নৃপতি চিত্তে হইল চিন্তিত।।
হাতেতে সঞ্চান পক্ষী আছিল রাজার।
পত্রে করি বীর্য্য দিল স্থানেতে তাহার।।
এই বীর্য্য লৈয়া দিবা পাটেশ্বরী স্থানে।
এত বলি নরপতি পাঠায় সঞ্চানে।।
চলিল সঞ্চান পক্ষী রাজার আজ্ঞাতে।
আর এক সঞ্চান দেখিল শূন্যপথে।।
ভক্ষ দ্রব্য বলিয়া তাহাতে ছোঁ মারিল।
অন্তরীক্ষে যুগল সঞ্চানে যুদ্ধ হৈল।।
পক্ষী স্থান হৈতে রেতঃ পড়ে সেইকালে।
অন্তরীক্ষ হৈতে পড়ে যমুনার জলে।।
দীর্ঘিকা নামেতে ছিল স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
মুনিশাপে ছিল জলে হইয়া শফরী।।
সেই বীর্য্য শফরী যে করিল ভক্ষণ।
খণ্ডন না যায় কভু দৈবের ঘটন।।
সেই হৈতে দশ মাসে ধীবরের জালে।

পড়িল প্রবীণ মৎস্য তুলিলেক কূলে।।
কূলেতে তুলিতে মৎস্য প্রসব হইল।
মুনিশাপে মুক্ত হৈয়া নিজ দেশে গেল।।
গর্ভে তার ছিল সুতা আর এক সুত।
দেখিয়া ধীবরগণ মানিল অদ্ভুত।।
যুগল-সন্তান তবে নিল কোলে করি।
যথা রাজা পরিচয় চেদি-অধিকারী।।
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা হইল বিস্ময়।
কৈবর্ত্তে তনয়া দিয়া লইল তনয়।।
অপুত্রক রাজা পুত্রে করিল পালন।
মৎস্যরাজ বলি নাম করিল ঘোষণ।।
কন্যা লয়ে ধীবর আইল নিজঘরে।
বহু যত্ন করি তারে পালিল ধীবরে।।
রূপেতে তাহার সম নাহি ধরাপরে।
দোষ মাত্র মৎস্যগন্ধ তার কলেবরে।।
দুর্গন্ধেতে কেহ তার নিকটে না যায়।
দেখিয়া ধীবর-রাজা চিন্তিল উপায়।।
যমুনার জলে পথ গহন-কাননে।
সেই পথ নিত্য পার হয় মুনিগণে।।
কন্যারে বলিল, তুমি থাক এইখানে।
ধর্ম্ম-অর্থে পার কর যত মুনিগণে।।
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে কন্যা থাকিল তথায়।
নিরন্তর মুনিগণে পার করে নায়।।
মহামুনি পরাশর শক্তির-কুমার।
তীর্থযাত্রা করিয়া ভ্রমেণ ধরাপর।।
আচম্বিতে পরাশর আইল সেই পথে।
কৈবর্ত্ত-কুমারী কন্যা দেখিল নৌকাতে।।
আনন্দিত অঙ্গ তার, প্রথম যৌবন।
মত্ত কোকিলের স্বর জিনিয়া বচন।।
তাহার লাবণ্য দেখি মোহ গেলা মুনি।
জিজ্ঞাসিল, কন্যা তুমি কাহার নন্দিনী।।
কন্যা বলে, আমি দাস-রাজার কুমারী।
পিতা মাতা নাম দিল মৎস্যগন্ধা করি।।
মুনি বলে, কন্যা তুমি জগত-মোহিনী।
পিতা মাতা নাম দিল মৎস্যগন্ধা করি।।
মুনি বলে, কন্যা তুমি জগত-মোহিনী।
আমারে ভজহ আমি পরাশর মুনি।।
এত শুনি কন্যা বলে, যুড়ি দুই কর।
কন্যা জাতি প্রভু আমি, নাহি স্বতন্তর।।
সহজে কৈবর্ত্ত-কন্যা, হই নীচজাতি।
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ মোর, দেখ মহামতি।।
দুর্গন্ধেতে নিকটে না আসে কোন জনে।
আমারে পরশ মুনি করিবা কেমনে।।
তাহাতে কুমারী আমি, বিবাহ না হয়।
কিমতে ভজিব, আজ্ঞা কর মহাশয়।।
এত শুনি হাসিয়া বলেন পরাশর।
আমি বর দিব কন্যা নাহি তোর ডর।।
মৎস্যের দুর্গন্ধ আছে তোর কলেবরে।
পদ্মগন্ধ হইবেক আমার এ বরে।।
অনূঢ়া আছহ তুমি প্রথম যৌবনে।
সদা এইরূপে থাক আমার বচনে।।
বলিলা, তোমার জন্ম কৈবর্ত্তের ঘরে।
মহারাজ বিবাহ করিবে মোর বরে।।
এতেক বচন যদি সে মুনি বলিল।
পূর্ব্ব গন্ধ ত্যজি কন্যা পদ্মগন্ধা হৈল।।
অত্যন্ত সুন্দরী হৈর মুনিরাজ-বরে।
আপনা নেহারে কন্যা হরিষ অন্তরে।।
পুনরপি বলে কন্যা যুড়ি দুই কর।

www.bengaliebook.com

খণ্ডিতে কাহার শক্তি তোমার উত্তর।।
যমুনার দুই তটে আছে লোকজন।
যমুনার জলে আছে নৌকা অগণন।।
ইহার উপায় প্রভু চিন্তহ আপনি।
লোকেতে প্রচার যেন না হয় কাহিনী।।
শক্ত্রি-পুত্র পরাশর মহা-তপোধন।
আজ্ঞাতে কুজ্ঝাটি মুনি করিল সৃজন।।
যমুনার মধ্যে দ্বীপ হইল তখন।
তথায় কন্যায় মুনি করে আলিঙ্গন।।
সেইকালে গর্ভ হৈল কন্যার উদরে।
ব্যাসদেব জন্মিলেন বিখ্যাত সংসারে।।
দ্বীপে জন্ম হেতু তাঁর নাম দ্বৈপায়ন।
চারি ভাল কৈল বেদ, ব্যাস সে কারণ।।
জন্মমাত্র জননীরে বলেন বচন।
আজ্ঞা কর মাতা, আমি যাব তপোবন।।
যখন তোমার কিছু হবে প্রয়োজন।
আসিব তোমার ঠাঁই করিলে স্মরণ।।
জননীর আজ্ঞা পেয়ে ব্যাস তপোধন।
তপস্যা-কারণে বনে করিল গমন।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

সত্যবতীর বিবাহ

জন্মেজয় বলে, তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে কোন্ বাক্য বলিল ধীবর।।
মুনি বলে, দাসরাজ বিবিধ বিধানে।
বিনয় পূর্ব্বক বলে শান্তনু-নন্দনে।।
পূর্ব্বেতে তোমার পিতা এসেছিলা এথা।
কন্যার কারণে কহিলেন এই কথা।।
এক্ষণে আপনি তুমি কহ মহাশয়।
মোর কর্ম্মদোষে ইহা ঘটনা না হয়।।
রূপেতে তোমার পিতা কামদেবে জিনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে।।
হেন বংশে দিব কন্যা, ভাগ্য নাহি করি।
তবে এক কথা আছে এই হেতু ডরি।।
দেবব্রত বলে কহ আছে কোন্ কথা।
মম বশ হৈলে তাহা করিব সর্ব্বথা।।
দাস বলে, যুবরাজ কর অবধান।
যে কারণে নৃপে নাহি করি কন্যা দান।।
কন্যা দান করিলে শান্তনু নরবরে।
বৈরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে যে পরে।।
তোমা হেন পুত্র যাঁর রাজ্যের ভাজন।
তাঁর কি উচিত পুনঃ পত্নীর গ্রহণ।।
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসারে।
তোমার ক্রোধেতে ইন্দ্র-আদি দেব ডরে।।
এতেক শুনিয়া বলে গঙ্গার নন্দন।
অনুমানে বুঝিলাম তোমার বচন।।
যতেক কহিলা তুমি নহে অপ্রমাণ।
নাহিক কন্যার দুঃখ আমা বিদ্যমান।।
সে কারণে সত্য আমি করি দাস-রাজ।
অবধানে শুন যত ক্ষত্রিয়-সমাজ।।
পিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে রাজ্যে মম নাহি অধিকার।।
তোমার কন্যার গর্ভে যে হবে কুমার।
হস্তিনা-নগরে তার হবে রাজ্যভার।।
দাসরাজ বলে তব অব্যর্থ বচন।
আর এক মহাশয় আছে নিবেদন।।
তুমি সত্য করিলে, তা করিবে পালন।
পাছে দ্বন্দ্ব করিবে তোমার পুত্রগণ।।
সে কারণে ভয়ান্বিত আমার অন্তর।
এত শুনি দেবব্রত করিল উত্তর।।
আমি ত্যাগ করিলাম যদি রাজ্যভার।
পুত্র হেতু ভয় কেন হইল তোমার।।
তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার।
বিবাহ-না করিব যে প্রতিজ্ঞা আমার।।
দেবব্রত এইমত বচন কহিল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে বিস্মিত হইল।।
ধন্য ধন্য শব্দে সবে চারিভিতে ডাকে।
হেন কর্ম্ম কেহ নাহি করে নরলোকে।।
যত বিদ্যাধরী আর অপ্সরী অপ্সর।
ঝাঁকে ঝাঁকে পুষ্পবৃষ্টি করে নিরন্তর।।
স্বর্গ হৈতে ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈলা শান্তনু-নন্দন।।
দেবাসুর-নরে এই কর্ম্ম অনুপাম।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈলা, ভীষ্ম তব নাম।।
সত্য করি কন্যা লয়ে দিবা জনকেরে।
আজি হৈতে সত্যবতী নাম কন্যা ধরে ।।
ভীষ্মেরে প্রতিজ্ঞা শুনি কৈবর্ত্তের পতি।
ভীষ্মে আনি নিবেদিল কন্যা সত্যবতী।।
সত্যবতী দেখি ভীষ্ম বলে যোড়-হাতে।

নিজ গৃহে চল মাতা, চড় আসি রথে।।
কন্যা লয়ে যায় ভীষ্ম রথ-আরোহণে।
হস্তিনা-নগরে প্রবেশিল কতক্ষণে। ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যত জন ছিল।
অপূৰ্ব্ব শুনিয়া সবে দেখিতে আসিল।।
ধন্য ধন্য বলিয়া ডাকয়ে সৰ্ব্বজনে।
ভীষ্ম ভীষ্ম বলি রব হইল ভুবনে।।
কন্যা লৈয়া দিল তবে পিতার গোচর।
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময় অন্‌তর।।
তুষ্ট হয়ে বর তবে দিলেন নন্দনে।
ইচ্ছামৃত্যু হবে তুমি আমার বচনে।।
ভীষ্ম-জন্ম-কৰ্ম্ম আর গঙ্গার চরিত্র।
অপূৰ্ব্ব ভারত-কথা ত্রৈলোক্য-পবিত্র।।
এ সব রহস্য কথা যেই নর শুনে।
শরীর নির্ম্মল হয় জ্ঞান ততক্ষণে।।
ব্যাসের রচিত চিত্র অপূৰ্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত।।

www.bengaliebook.com

বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু ও ধৃতরাষ্ট্রাদির উৎপত্তি

সত্যবতী লভি রাজা আনন্দিত মনে।
অনুক্ষণ ক্রীড়া করে সত্যবতী সনে।।
তবে কত দিনে রাজ্ঞী হৈল গর্ভবতী।
দশ মাসে প্রসব হইল সত্যবতী।।
পরম সুন্দর পুত্র, মুখ কোকনদ।
সুন্দর দেখিয়া নাম রাখে চিত্রাঙ্গদ।।
তার কত দিনেতে দ্বিতীয় পুত্র হৈল।
বিচিত্রবীর্য্য বলিয়া তবে নাম থুইল।।
সত্যবতী-গর্ভে হৈল যুগল-কুমার।
পরম সুন্দর যেন কাম-অবতার।।
কত দিন অন্তরে শান্তনু নৃপবর।
ত্যজিলেন অক্লেশে ভৌতিক কলেবর।।
রাজার মরণে দুঃখী হৈল সর্ব্বজন।
ভীষ্ম সত্যবতী হৈল শোকাকুল মন।।
অনাথ হৈল পুত্র দোঁহা পিতৃ বিহনে।
আপনি দোঁহারে ভীষ্ম পালেন যতনে।।
চিত্রাঙ্গদ উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
আপনি পালেন ভীষ্ম মহারাজ্য-খণ্ড।।
কত দিনে চিত্রাঙ্গদা হইল যুবক।
মহা-ধনুর্দ্ধর হৈল প্রতাপে পাবক।।
আপন সদৃশ কেহ না দেখে নয়নে।
এক রথে চড়ি বীর সবাকারে জিনে।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দৈত্য নর নাগে।
হেন জন নাহি, যুঝে চিত্রাঙ্গদ-আগে।।
হেনমতে এক রথে জিনিল সকল।
এক রথে ভ্রমে বীর পৃথিবী-মণ্ডল।।
চিত্ররথ নামে এক গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
কুরুক্ষেত্রে তাহারে ভেটিল নরবর।।
সরস্বতী-নদী-তীরে হইল সমর।
বর্ষত্রয়-ব্যাপী যুদ্ধ হৈল ঘোরতর।।
মায়াবী গন্ধর্ব্ব শেষে নিজ মায়াবলে।
চিত্রাঙ্গদে মারি গেল গগন-মণ্ডলে।।
চিত্রাঙ্গদ-বধ বার্ত্তা রটিল নগরে।
ধরিল বিচিত্রবীর্য্য রাজছত্র শিরে।।
তাঁর বিভা হেতু ভীষ্ম চিন্তে নিরন্তর।
শুনে কাশীরাজ করে কন্যা-স্বয়ন্‌বর।।
একেবারে তিন কন্যা করে স্বয়ম্বর।
এ কথা হইল সব রাজার গোচর।।
স্বয়ম্বর শুনি ভীষ্ম চলিল ত্বরিত।
একা রথে কাশীধামে হৈল উপনীত।।
দেখিল অনেক রাজা আছে সয়ম্বরে।
রাজ-রাজেশ্বর যত পৃথিবী-উপরে।।
হেনকালে বলে ভীষ্ম সভার ভিতর।
আমার বচন শুন কাশীর ঈশ্বর।।
আমার অনুজ আছে শান্তনু-নন্দন।
তার হেতু তব কন্যা করিনু বরণ।।
এত বলি তিন কন্যা রথে চড়াইল।
পুনরপি রাজগণে ডাকিয়া বলিল।।
স্বয়ম্বর হৈতে কন্যা বলে যাই লৈয়া।
যার শক্তি থাকে যুদ্ধ করহ আসিয়া।।
ভীষ্মের বচন শুনি যত রাজগণ।
নানা অস্ত্র লয়ে সবেধায় ততক্ষণ।।
মাতঙ্গে তুরঙ্গে কেহ, কেহ চড়ি রথে।
শতপুর করিয়া বেড়িল চারিভিতে।।
শেল শূল জাঠা শক্তি মুষল মুদগর।

নানাবিধ অস্ত্র ফেলে ভীষ্মের উপর।।
মুহূর্ত্তেকে হৈল সব অন্ধকার- ময়।
না দেখি যে ভীষ্ম বীর আছয়ে কোথায়।।
ক্ষিপ্রহস্ত ভীষ্ম বীর গঙ্গার কোঙর।
বশিষ্ঠ-মুনির শিক্ষা, যমের দোসর।।
শরজালে আপনারে করে আচ্ছাদন।
শরে শরে সব অস্ত্র করিল ছেদন।।
কাটিয়া সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার।
নিজ অস্ত্রে রাজগণে করিল প্রহার।।
কাটিল কাহার মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
শ্রবণ কাটিল কারো, দেখি বিপরীত।।
শরীর ত্যজিল কেহ ভূমিতলে পড়ি।
রত্ন-অলঙ্কার সব যায় গড়াগড়ি।।
বাম-হস্ত সহিত ধনুক ফেলে কাটি।
বুকেতে বাজিল কারো, করে ছটফটি।।
পড়িল সকল সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
করিল গঙ্গার পুত্র ক্ষণে রক্তনদী।।
বিমুখ হইল, কেহ না রহে সম্মুখে।
ধন্য ধন্য ভীষ্ম বলি রাজগণ ডাকে।।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত রাজগণ।
চলিল আপন দেশে শান্তনু-নন্দন।।
কন্যা লৈয়া যায় ভীষ্ম, শাল্বরাজা দেখে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি ভীষ্মে পুনঃপুনঃ ডাকে।।
হস্তিনী কারণে যেন ক্রোধে হস্তিবর।
ধাইয়া আইল তেন শাল্ব নৃপবর।।
ক্রোধেতে আকর্ণ পূরি মহা-ধনুর্দ্ধর।
দিব্য অস্ত্র প্রহারিল ভীষ্মের উপর।।
নেউটিয়া ভীষ্ম বীর নিল শরাসন।
শাল্ব ভীষ্ম দুই জনে হৈল মহারণ।।
দুই সিংহে যুঝে যেন পর্ব্বত উপর।
দুই বৃষ যুঝে যেন গোষ্ঠের ভিতর।।
ক্রোধেতে নির্ধূম-অগ্নি যেন ভীষ্ম বীর।
দুই বাণে কাটে তর সারথির শির।।
চারি অশ্ব কাটিয়া কাটিল রথধ্বজ।
ধনুক কাটিল তার গঙ্গার অঙ্গজ।।
অশ্ব রথ সারথি ধনুক গেল কাট।
পলাইয়া যায় শাল্ব ভূমে বহি বাট।।
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান।
না মারিল অস্ত্র আর গঙ্গার সন্তান।।
সংগ্রামে জিনিয়া তবে চলে মতিমান।
কন্যা লৈয়া নিজ দেশে করিল পয়ান।।
আনন্দিত সব লোক হস্তিনা-পুরের।
বিবাহ উদ্যোগ কৈল বিচিত্রবীর্য্যের।।
পুরোহিত আনিয়া করিল শুভক্ষণ।
আইল যতেক দ্বিজ বিবাহ কারণ।।
বরের নিকটে তিনি কন্যা বসাইল।
অম্বা নামে জ্যেষ্ঠা কন্যা তখন কহিল।।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শান্তনু-নন্দন।
তোমারে করি যে আমি এক নিবেদন।।
সভামধ্যে দেখিয়া সকল রাজগণে।
শাল্বেরে বরিতে আমি করিয়াছি মনে।।
পিতার সম্মতি আছে দিবেন শাল্বেরে।
আমার বিবাহ দেহ আনিয়া তাহারে।।
ব্রাহ্মাণ-সভাতে কন্যা এতেক কহিল।
বিচার করিয়া ভীষ্ম তাহারে ত্যজিল।।
পুনর্ব্বার গেল কন্যা শাল্ব রাজস্থান।
শাল্বরাজ বলে তোরে না করি গ্রহণ।।
কান্দিয়া ভীষ্মের স্থানে পুনঃ সে আইল।

তুমি বলে নিলে তেঁই শাল্ব তেয়াগিল।।
তবে ভীষ্ম বলে তুমি বড় দুরাচার।
পুনঃ না লইব তোরে ধর্ম্মের বিচার।।
এত শুনি হৈল কন্যা পরম দুঃখিত।
সেইকালে অগ্নিকুণ্ড করিল ত্বরিত।।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি করিল প্রবেশ।
ভীষ্মের বধের হেতু কামনা বিশেষ।।
অম্বিকা ও অম্বালিকা যুগল সুন্দরী।
রূপেতে দোঁহার নিন্দে স্বর্গবিদ্যাধরী।।
বিচিত্রবীর্য্যেরে দুই কন্যা বিভা দিল।
শচী তিলোত্তমা যেন দেবেন্দ্র পাইল।।
সহজে বিচিত্রবীর্য্য নবীন বয়েস।
যুগল কন্যার সহ শৃঙ্গার বিশেষ।।
অল্পকালে যক্ষ্মাকাশ তাহার ঘটিল।
অনেক উপায় ভীষ্ম তাহার করিল।।
বহু যত্ন করি রক্ষা নারিল করিতে।
মরিল বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না জন্মিতে।।
শোকেতে আকুল হৈল যত বধূগণ।
বধূসহ সত্যবতী করেন ক্রন্দন।।
অগ্নিহোত্র মধ্যেতে করিল প্রেতকর্ম্ম।
যেন পুর্ব্বাপর আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।।
তবে সত্যবতী আনি গঙ্গার নন্দনে।
কহিতে লাগিল তাঁরে করিয়া ক্রন্দনে।।
কুরুকুল মহাবংশ পৃথিবী-ঈশ্বর।
এ বংশ ধরিতে পুত্র তুমি একেশ্বর।।
রাজা হৈয়া রাজ্য রাখ পাল প্রজাগণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ।।
কুরুকুল অস্ত যায় করহ তারণ।
তোমা বিনা রক্ষা-হেতু নহে অন্যজন।।
নরক হইতে উদ্ধারহ পিতৃগণে।
সর্ব্বশাস্ত্রে ধর্ম্ম বাপু জানহ আপনে।।
অপুত্রক তব ভাই হইল নিধন।
অপুত্রক আছে তব ভ্রাতৃ-বধূগণ।।
অবিরোধ-ধর্ম্ম বাপু আছে পূর্ব্বাপর।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার।।
এতেক শুনিয়া তবে শান্তনু-নন্দন।
বেদের সদৃশ মাতা তোমার বচন।।
আমার প্রতিজ্ঞা মাতা জানহ আপনে।
অঙ্গীকার করিলাম তোমার কারণে।।
ত্রিভুবনে কেহ যদি দেয় অধিকার।
তথাপি না লব রাজ্য, সত্য অঙ্গীকার।।
যাবৎ শরীরে মোর আছয়ে পরাণ।
না ছুঁইব রামা, সত্য নহে মোর আন।।
দিনকর ত্যজে তেজ, চন্দ্র শীত ত্যজে।
ধর্ম্ম সত্য ত্যজে, পরাক্রম দেবরাজে।।
ত্যজিবারে পারয়ে এ সব কদাচন।
তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন।।
সত্যবতী বলে, পুত্র আমি সব জানি।
তোমার মহিমা গুণ কহে সুর মুনি।।
আমার বিবাহে যে করিলা অঙ্গীকার।
সকল জানি যে আমি প্রতিজ্ঞা তোমার।।
তথাপি বিপদে ত্রাণ কর কোনমতে।
আপনি উপায় কর কুল-ধর্ম্ম-হিতে।।
বিপদে দেবতা পুছে বৃহস্পতি-স্থানে।
দৈত্যগণ যুক্তি পুছে ভৃগুর নন্দনে।।
তোমা বিনা আমি জিজ্ঞাসিব কার কাছে।
যেমত জানহ কর, যাহে বংশ বাঁচে।।
বেদ-বিধি-ধর্ম্ম পুত্র তোমাতে গোচর।

অবিরোধে ধর্ম্ম পুত্র বংশ রক্ষা কর।।
এত বলি সত্যবতী করেন ক্রন্দন।
নিবর্ত্তিয়া পুনঃ বলে গঙ্গার নন্দন।।
ক্ষত্র হৈয়া যেই জন প্রতিজ্ঞা না পালে।
অপযশ ঘোষে তার এ মহীমণ্ডলে।।
কুরুবংশ-রক্ষা হেতু করিব বিধান।
পূর্ব্বাপর আছে কহি কর অবধান।।
জমদগ্নি-সুত রাম পিতার কারণে।
দশ-শত-ভুজ- ধর মারিল অর্জ্জুনে।।
প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ষত্র করিল সংহার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন-সপ্ত-বার।।
ক্ষত্র আর না রহিল পৃথিবী-ভিতরে।
ক্ষত্র-নারী-গণ প্রবেশিল বিপ্র-ঘরে।।
বেদেতে পারগ যেই পবিত্র ব্রাহ্মণ।
তাহার ঔরসে বংশ করিল রক্ষণ।।
বেদবিধি দ্বিজগণ ধর্ম্মেতে বুঝিয়া।
বৃদ্ধি কৈল ক্ষত্রকুল পুত্রদান দিয়া।।
ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্ম হৈল ব্রাহ্মণ-ঔরসে।
যার ক্ষেত্র তার পুত্র সবে হেন ভাষে।।
বিপ্র হৈতে ক্ষত্র জন্ম আছে পূর্ব্বাপর।
অদূষিত কর্ম্ম এই ধর্ম্মের উত্তর।।
আর পূর্ব্বকথা মাতা কহি যে তোমারে।
উতথ্য নামেতে ঋষি বিখ্যাত সংসারে।।
তাঁহার কনিষ্ঠ দেব-গুরু বৃহস্পতি।
মমতা নামেতে কন্যা উতথ্য যুবতী।।
কামেতে পীড়িত হৈয়া ধরে বৃহস্পতি।
মমতা ডাকিয়া বলে বৃহস্পতি প্রতি।।
ক্ষমা কর এই নহে রমণ সময়।
মম গর্ভে আছে তব ভ্রাতার তনয়।।
অক্ষয় তোমার বীর্য্য হইবে সন্ততি।
দুই পুত্র ধরিবারে নাহিক শকতি।।
নিবৃত্ত নিবৃত্ত তুমি নহে সুবিচার।
পরম পণ্ডিত আছে গর্ভেতে আমার।।
গর্ভেতে ষড়ঙ্গ বেদ করে অধ্যয়ন।
নিবর্ত্তহ বৃহস্পতি বুঝিয়া কারণ।।
কামেতে পীড়িত গুরু না করি বিচার।
নিষেধ না শুনি তারে করিল শৃঙ্গার।।
উতথ্য-নন্দন যেই গর্ভেতে আছিল।
বৃহস্পতি প্রতি সেই ডাকিয়া বলিল।।
অনুচিত কর্ম্ম তাত কর কি বিধান।
তব বীর্য্য রহিবারে নাহি তথা স্থান।।
সঙ্কীর্ণ এ স্থল আমি আছি পূর্ব্ব হৈতে।
মোর পীড়া হইবেক তোমার বীর্য্যেতে।।
না শুনিল বৃহস্পতি তাহার বচন।
কামেতে হইয়া মত্ত করিল রমণ।।
এতেক দেখিয়া তবে উতথ্য-কুমার।
যুগল চরণে রুদ্ধ কৈল রেতদ্বার।।
পড়িল জীবের বীর্য্য না পাইয়া স্থল।
দেখি ক্রোধে হৈল গুরু জ্বলন্ত অনল।।
মম বীর্য্য ঠেলিয়া ফেলিলি ভূমিতলে।
দিনু শাপ হও অন্ধ নয়ন যুগলে।।
অন্ধ হইয়া জন্ম হইল উতথ্য-নন্দন।
সৌভরি বংশেতে তেঁহ কৈল অধ্যয়ন।।
গোধর্ম্ম পঠন কৈল গরুর আচার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মানে, না করে বিচার।।
তার কর্ম্ম দেখিয়া যতেক ঋষিগণ।
ধিক্কার করিয়া সবে বলিল বচন।।
নিকটে বসতি যোগ্য নহে দুরাচার।

www.bengaliebook.com

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কোন জ্ঞান নাহিক ইহার।।
এত বলি মুনিগণ উতথ্য-নন্দনে।
সবে হতাদর করে কেহ নাহি মানে।।
পত্নীর বিরাগ-পাত্র ক্রমে দ্বিজবর।
প্রদ্বেষী নাম্নী পত্নী না করে সমাদর।।
সেবা ভক্তি নাহিকরে নাহি শুনে কথা।
অনাদর-করে সদা মর্ম্মে দেয় ব্যথা।।
তাহা দেখি দীর্ঘতমা জিজ্ঞাসে কারণ।
কিসের লাগিয়া মোরে কর অযতন।।
প্রদ্বেষী কহিল, দেখ বিচারিয়া মনে।
স্বামী যে ভার্য্যার ভর্ত্তা ভরণ পোষণে।।
জন্মান্ধ হইয়া তুমি জগতে জন্মিলে।
ভরণ-পোষণ মম কিছু না করিলে।।
পত্নীর বচনে ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বিজবর।
প্রদ্বেষী সম্ভাষি তবে কহে অতঃপর।।
দিতেছি বিপুল অর্থ করহ গ্রহণ।
পুনশ্চ না কহ হেন পরুষ বচন।।
আর এই শাপ আমি অর্পিলাম তোরে।
ক্ষত্রকুলে জন্ম হবে অর্থলিপ্সা তরে।।
এত কহি দীর্ঘতমা বলেন বচন।
অদ্যাবধি এই বিধি করিনু স্থাপন।।
নারীজাতি জীবিত থাকিবে যতদিন।
ততদিন হয়ে রবে পতির অধীন।।
পতিবাক্যে অবহেলা কভু না করিবে।
প্রাণপণে পতি-প্রিয় কার্য্য আচরিবে।
জীবিত থাকিতে পতি অথবা মরণে।।
অপর পুরুষে নারী যদি ভাবে মনে।।
নিরয়-গামিনী হবে কহিলাম সার।
পতি ভিন্ন গতি আর নাহি অবলার।।
সংসারের সুখভোগে কিছুমাত্র আর।
পতিহীনা নারীর না রবে অধিকার।।
এত যদি কহে দীর্ঘতমা দ্বিজবর।
ক্রোধেতে আকুল হয় পত্নীর অন্তর।।
পুত্রগণে কহে, লয়ে এই পাতকীরে।
সত্বরে ভাসায়ে দেহ জাহ্নবীর নীরে।।
মাতার বচনে লোভলুব্ধ পুত্রগণ।
গঙ্গাতে ফেলিল বাপে করিয়া বন্ধন।।
ভেলার বন্ধনে ভাসি গেল বহুদূর।
দৈবাৎ দেখিল তারে বলী মহাশূর।।
ধরিয়া আনিল ভেলা, দেখিল ব্রাহ্মণ।
জিজ্ঞাসিল তাহারে যতেক বিবরণ।।
কহিল সকল কথা উতথ্য-নন্দন।
বলী বলে, আমি তোমা করিনু বরণ।।
মোর বংশ বৃদ্ধি কর নিজ তপোবলে।
স্বীকার করিল দ্বিজ দৈত্যপতি-স্থলে।।
গৃহে আনি দ্বিজবরে করিল অর্চ্চন।
সুদেষ্ণা-রাণীকে ডাকি বলিল বচন।।
এই দ্বিজে ভজি কর, বংশের উৎপত্তি।
দ্বিজ হৈতে হইবেক, আছে হেন নীতি।।
অন্ধ দেখি সুদেষ্ণা করিল অনাদর।
শূদ্রী দাসী পাঠাইল যথা দ্বিজবর।।
দ্বিজের ঔরসে তার হৈল পুত্রগণ।
চারিবেদ ষটশাস্ত্র করে অধ্যয়ন।।
হেনকালে বলী গেল দ্বিজের ভবন।
জিজ্ঞাসিল এই সব আমার নন্দন।।
দ্বিজ বলে, এরা নহে কুমার তোমার।
শূদ্রী-গর্ভে জন্ম হৈল আমার কুমার।।
অন্ধ দেখি আমারে তোমার পাটেশ্বরী।

না আইল মোর স্থানে অনাদর করি।।
এত শুনি বলী গেল নিজ অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা সুদেষ্ণা-রাণীরে।।
তবে ত চলিল রাণী স্বামীর আদেশে।
তিন পুত্র জন্মাইল দ্বিজের ঔরসে।।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এ তিন পুত্র নাম।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা হৈল অনুপাম।।
অঙ্গদেশে বসাইল, জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ।
কলিঙ্গ কলিঙ্গ দেশে, বঙ্গদেশে বঙ্গ।।
হেনমতে দ্বিজ হৈতে ক্ষত্রিয়-উৎপত্তি।
পূর্ব্বাপর আছে এই কহি বেদনীতি।।
তোমার বিচারে যেই আইসে জননী।
পাত্র মিত্র ডাকি জিজ্ঞাসহ এখনি।।
মন্ত্রী পুরোহিত লৈয়া করহ বিচার।
ভারত-বংশের হেতু কর প্রতিকার।।
সত্যবতী বলে, পুত্র তুমি ব্রহ্মচারী।
তোমার বচন আমি বেদতুল্য ধরি।।
মোর পূর্ব্ব-বিবরণ কহি যে তোমাতে।
যখন ছিলাম আমি পিতার গৃহেতে।।
ধর্ম্ম-পিতা বাহে নৌকা যমুনার জলে।
একদিন কৌতুকে গেলাম সেই স্থলে।।
দৈবে সেই দিনে মহামুনি পরাশর।
মহাতেজা জ্যোতির্ম্ময়, দেখে লাগে ডর।।
কহিবার যোগ্য পুত্র নহেত তোমারে।
সে মুনির কর্ম্ম পুত্র অদ্ভুত সংসারে।।
মৎস্যের দুর্গন্ধ মোর শরীরে আছিল।
আজ্ঞামাত্র দেহেতে পদ্মগন্ধ হইল।।
কুজ্ঝটী সৃজিয়া মুনি কৈল অন্ধকার।
মহাভয়ে বশীভূতা হইলাম তাঁর।।
তাঁহার ঔরসে মোর হইল নন্দন।
দ্বীপমধ্যে পুত্র মোর হৈল ততক্ষণ।।
জন্মমাত্র তার কর্ম্ম লোকে অনুপাম।
দ্বীপে জন্ম হেতু তাঁর দ্বৈপায়ন নাম।।
বেদ চতুর্ভাগ কৈল ব্যাস সে কারণে।
কৃষ্ণ নাম বলি কৃষ্ণ অঙ্গের বরণে।।
জন্মমাত্র যায় পুত্র তপের কারণ।
আমারে বলিয়া গেল এই ত বচন।।
ত্বরিতে আসিব মাতা করিলে স্মরণ।
কন্যাকালে পুত্র মোর ব্যাস তপোধন।।
তোমার সম্মতি হৈলে করি যে স্মরণ।
তুমি আমি কহি তারে বংশের কারণ।।
করযোড় করি বলে শান্তনু-নন্দন।
তবে চিন্তা কর মাতা কিসের কারণ।।
ধর্ম্ম অর্থ কাম ইথে, নাহিক বিচার।
কুল-শ্রেয়ঃ কর্ম্ম এই সম্মতি আমার।।
তোমার কুমার মাতা ব্যাস তপোধন।
শীঘ্রগতি কর মাতা তাঁহারে স্মরণ।।
দেবগণ মধ্যে হেথা ব্যাস তপোধন।
ভীষ্মের বচনে দেবী করিলা স্মরণ।।
নানাশাস্ত্র ধর্ম্ম কহিছেন দেবস্থানে।
উৎকণ্ঠা জন্মিল তাঁর মাতার স্মরণে।।
সেইক্ষণে আসি তথা হৈল উপস্থিত।
দেখি ভীষ্ম পূজা তাঁরে কৈল বিধিমত।।
বহুদিনে সত্যবতী দেখিলা নন্দন।
আলিঙ্গন দিয়া পুত্রে করেন ক্রন্দন।।
নয়নেতে নীর ঝরে, ক্ষীর বহে স্তনে।
স্তন্যদুগ্ধে স্নান করাইল তপোধনে।।
মায়ের রোদন দেখি বিস্ময়- বদন।

কমণ্ডলু-জল মুখে করিল সেচন।।
নিবারিয়া ক্রন্দন বলেন ব্যাস-মুনি।
কেন ডাকিয়াছ, আজ্ঞা করহ জননী।।
করিব তোমার প্রিয়, আজ্ঞা দেহ মোরে।
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব সংসার-ভিতরে।।
সত্যবতী কহে, পুত্র কহিতে অশেষ।
আমার দুঃখের আর নাহি পরিশেষ।।
শিশু পুত্র রাখি স্বামী গেল স্বর্গবাস।
গন্ধর্ব্বেতে জ্যেষ্ঠপুত্র করিল বিনাশ।।
কনিষ্ঠ বালকে ভীষ্ম পালন করিল।
কাশীরাজ দুই কন্যা বিবাহ যে দিল।।
পুত্র না হইতে তার হইল নিধন।
বিধবা-যুগল বধূ, নবীন যৌবন।।
কুরুকুল অস্ত যায়, নাহি রাজ্য-স্বামী।
এ শোক-সাগরে পুত্র পড়িয়াছি আমি।।
উপায় না দেখি তোমা করিনু স্মরণ।
এ দায়ে আমার বংশ করহ রক্ষণ।।
পিতামাতা হৈতে হয় সন্তান সন্ততি।
একের অভাবে হয় সব অসঙ্গতি।।
তুমি পুত্র যেমন, তেমন দেবব্রত।
ইহার উপায় কর দোঁহার সম্মত।।
আমার বিবাহে ভীষ্ম করিল স্বীকার।
বংশ না করিব, নাহি লব অধিকার।।
সে কারণে তোমা বিনা না দেখি উপায়।
আপনি উদ্ধার কর, কুল অস্ত যায়।।
ব্যাস বলে, জননী করিনু অঙ্গীকার।
পালন করিব আজ্ঞা সে হয় তোমার।।
সত্যবতী বলে, তব আছে ভ্রাতৃ-বধূ।
পরম পবিত্র রূপে যেন পূর্ণ বিধু।।
করুণা প্রকাশি দেহ পুত্র দান তার।
ইহা বিনা উপায় না দেখি আমি আর।।
ব্যাস বলে, মাতা তুমি ধর্ম্মেতে তৎপরা।
ধর্ম্মেতে বিহিত এই আছে পরম্পরা।।
তোমার বচন আমি করিব পালন।
রাজ্য-হিতে তব কুল করিব রক্ষণ।।
আর এক নিবেদন শুনহ জননী।
পবিত্র হইতে বধূ বলহ আপনি।।
পবিত্র হইলে বর লভিবে আমার।
দেবতুল্য পরাক্রম হইবে কুমার।।
সত্যবতী বলে, পুত্র বিলম্ব না সয়।
অরাজকে রাজ্য নষ্ট, প্রজা দুষ্ট হয়।।
মায়ের বচনে বলে ব্যাস তপোধন।
মোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হবে দরশন।।
সেই মূর্ত্তি দেখি বধূ সহিবারে পারে।
সুপুত্র হইবে তবে তাহার উদরে।।
সময়ে আসিব বলি গেল মুনি ব্যাস।
সত্যবতী গেল তবে অম্বিকার পাশ।।
মধুর-বচনে তারে বলে সত্যবতী।
আমার বচন বধূ কর অবগতি।।
মজিল ভরত-বংশ নাহিক উপায়।
বংশরক্ষা হেতু বধু কহি যে তোমায়।।
যে উপায় বলে মোরে গঙ্গার কুমার।
সেই ত উপায় আছে নিকটে তোমার।।
আমার বচন তুমি কর অঙ্গীকার।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার।।
অর্দ্ধরাত্রে আসিবেন তোমার ভাসুর।
ভজিবে তাহারে তুমি ভয় করি দূর।।
আপনে থাকিয়া তবে দেবী সত্যবতী।

বিবিধ কুসুমে তার শয্যা দিল পাতি।।
পুনঃ পুনঃ কহি দেবী গেল নিজ স্থান।
অৰ্দ্ধরাত্রে ব্যাসদেব করিল প্রয়াণ।।
কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ, সুপিঙ্গল জটাভার।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যেন ভৈরব আকার।।
দেখি মহাভয়ে রাণী মুদিল নয়ন।
তবে ব্যাসমুনি হৈল বিরস- বদন।।
রজনী বঞ্চিয়া মুনি কৈল স্নান-দান।
প্রাতঃকালে সত্যবতী গেল তাঁর স্থান।।
সত্যবতী বলে, পুত্র কহ বিবরণ।
ব্যাস বলে, পালিলাম তোমার বচন।।
মহাবলবন্ত মাতা হইবে কুমার।
অযুত হস্তীর বল হইবে তাহার।।
কেবল হইবে অন্ধ জননীর দোষে।
শত পুত্র হইবে যে তাহার ঔরসে।।
সত্যবতী বলে, পুত্র নহিল করণ।
কুরুকুলে অন্ধ রাজা না হবে শোভন।।
আর এক পুত্র কর বংশের কারণ।
অঙ্গীকার করি গেল ব্যাস তপোধন।।
তবে দশমাস পরে ধৃতরাষ্ট্র হৈল।
যুগল নয়ন অন্ধ, মুনি যাহা কৈল।।
পরে যবে অম্বালিকা কৈল ঋতুস্নান।
পুনঃ ব্যাসে সত্যবতী করিল আহ্বান।।
পূৰ্ব্বভয়ে অম্বালিকা না মুদিল আঁখি।
শরীর পাণ্ডুর বর্ণ হৈল মুনি দেখি।।
তবে ব্যাস মনামুনি মায়েরে কহিল।
আমারে দেখিয়া বধূ পাণ্ডুবর্ণ হৈল।।
সে কারণে হবে পুত্র পাণ্ডুর বরণ।
এত বলি গেল চলি ব্যাস তপোধন।।
সত্যবতী বলে, পুত্র কর অবধান।
আর এক পুত্র দেহ গন্ধৰ্ব্ব সমান।।
মায়ের বচনে ব্যাস স্বীকার করিল।
অন্তর্ধান করি মুনি নিজ স্থানে গেল।।
বৎসরেক বয়স হইল পাণ্ডুর- বীর।
অপূৰ্ব্ব গঠন রূপ পাণ্ডুর শরীর। ।
পুনরপি এল ব্যাস মাতার স্মরণে।
ভয়ে অম্বালিকা নাহি গেল তাঁর স্থানে।।
সেবিকা আছিল তাঁর পরমা সুন্দরী।
পাঠাইল মুনি-স্থানে সুবেশাদি করি।।
নবীন যৌবন তাঁর, হয় শূদ্র-জাতি।
মুনির চরণে বহু করিল ভকতি।।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি বলিল তাহারে।
ধৰ্ম্মবন্ত পুত্র হবে তেমার উদরে।।
পরম পণ্ডিত হবে নরেতে প্রধান।
বর দিয়া গেল ব্যাস আপনার স্থান। ।
মুনি-বরে গর্ভ তার হইল উৎপত্তি।
আপনি জন্মিল আসি ধৰ্ম্ম মহামতি। ।
মহাভারতের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে অবিরত।।

বিদুরের জন্ম বিবরণ

জন্মেজয় বলে, মুনি কহ বিবরণ।
যত আসি জন্ম নিল কিসের কারণ।।
মুনি বলে, মাণ্ডব্য নামেতে মুনিবর।
সত্যবন্ত ধর্ম্মশীল তপেতে তৎপর। ।
বহুকাল তপ করে বৃক্ষমূলে বসি।
ঊর্দ্ধবাহু মৌনব্রতী সদা উপবাসী।।
হেনমতে বহুকাল আছে মুনিবর।
দৈবে এক দিন তথা নগর ভিতর।।
চুরি করি নগরেতে চোরগণ যায়।
নগর-রক্ষকগণ পাছে পাছে ধায়।।
পলাইতে নাহি পারে যত চোগণ।
মুনির আশ্রমে প্রবেশিল সর্ব্বজন।।
নানাদ্রব্য নগরেতে যে করিল চুরি।
মুনির আশ্রমেতে রাখিল সব পূরি।।
তার পাছে এল যত রাজচরগণ।
মুনিরে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল ততক্ষণ।।
এই পথে আগে আগে চোরগণ এল।
দেখিয়াছ মহাশয় কোন্ পথে গেল।।
কিছু না বলিল মুনি ছিল মৌনব্রতে।
হেনকালে দ্রব্য দেখে সেই আশ্রমেতে।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে চোরগণ।
চোরগণে ধরি তবে করিল বন্ধন।।
রাজ-চরগণ তবে করিল বিচার।
জানিল সকল কর্ম্ম এই বামনার্।।
লোকেরে বঞ্চনা করি তপের আরম্ভ।
ইহারে বন্ধন কর না কর বিলম্ব।।
চোরগণ সহিত বান্ধিয়া নিল তাঁরে।
চোর ধরিলাম বলি জানায় রাজারে।।
রাজা দিল আজ্ঞা, শূলে দেহ সর্ব্বজনে।
নগর-বাহিরে শূলে দিল ততক্ষণে।।
মাণ্ডব্যেরে শূলে ছিল চোরের সহিতে।
বহুদিন আছে মুনি বসিয়া শূলেতে।।
একদিন মুনিগণ দেখিল তাঁহারে।
দেখিয়া বিষম চিন্তা হৈল সবাকারে।।
মুনিগণ মিলি তবে সে শূল ধরিল।
অনেক যতনে উপাড়িতে না পারিল।।
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ মাণ্ডব্যের প্রতি।
কোন্ পাপে মুনি তব এতেক দুর্গতি।।
মাণ্ডব্য বলিল, আমি বহু পাপকারী।
কোন্ পাপে হেন শাস্তি, বলিতে না পারি।।
মুনিগণ কথা কহে, শুনিল ভূপতি।
শূলেতে আছয়ে মুনি, রাজা ভীত অতি।।
মন্ত্রী সহ তথা আইলেন শীঘ্রগতি।
অশেষ-বিশেষে মুনিবরে করে স্তুতি।।
না জানিয়া কর্ম্ম হেন করিনু দুষ্কর।
অধম দেখিয়া মোরে ক্ষম মুনিবর।।
রাজা তাঁরে নানাবিধ করিল বিনয়।
দয়া করি মুনিরাজ হইল সদয়।।
তবে নরপতি সেই শূল উপাড়িল।
মুনি-অঙ্গ হৈতে শূল কাড়িতে নারিল।।
অনেক যতন কৈল না হৈল বাহির।
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হৈল নৃপতির। ।
বাহিরে যতেক ছিল কাটিয়া ফেলিল।
ভিতরে যে কিছু ছিল ভিতরে রহিল।।
তথাপিহ দুঃখ মন নাহিক মুনির।
নাহিক বেদনা চিত্তে প্রফুল্ল শরীর।।
মুনিগর্ব্বে যুক্ত শূল লোকে অসম্ভ্যাব্য।

সেই হৈতে নাম হইল অণীমাণ্ডব্য।।
একদিন মুনিবর ভাবিল অন্তরে।
কোন্ পাপে ধর্ম্ম শাস্তি দিলেন আমারে।।
ধর্ম্মস্থানে ইহা হেতু জানিতে যুয়ায়।
কোন্ পাপে হেন শাস্তি করিল আমায়।।
তবে মুনিবর গেল ধর্ম্মের সদন।
কহিল তাঁহারে সব নিজ বিবরণ।।
কহ ধর্ম্মরাজ মোরে কারণ ইহার।
কোন্ দোষে হেন গতি করিলে আমার।।
ধর্ম্মরাজ বলে, তুমি বালক-বয়সে।
বালক সহিত ছিলা বাল্যক্রীড়া-রসে।।
একদিন ক্ষুদ্র এক পতঙ্গ ধরিলা।
ঈষীকাতে তার গুহ্যে তুমি শূল দিলা।।
তাহার উচিত শাস্তি পাইলে আপনি।
যাহা করি তাহা ভুঞ্জি কহে বেদবাণী।।
এত শুনি মহাক্রোধে বলে তপোধন।
মম তপোবল আমি দেখাই এখন।।
অল্প দোষে হেন শাস্তি, এ তব বিচার।
তাহাতে বালক-বুদ্ধি, কি জ্ঞান আমার।।
বাল্যকালে অল্প দোষে অন্যায় তোমার।
এমত করিলে তবে মজিবে সংসার।।
এই হেতু নরলোকে শূদ্রযোনি মাঝ।
অবশ্য লভিবে জন্ম শুন ধর্ম্মরাজ।।
অদ্যাবধি আমি এই দণ্ডের কারণ।
করিতেছি এইরূপ নিয়ম স্থাপন।।
পাঁচ বর্ষ পর্য্যন্ত যতেক করে পাপ।
তোমার সদনে তার নাহিক সন্তাপ।।
এত বলি মুনিরাজ চলিল আশ্রম।
তাঁর শাপে শূদ্রযোনি পাইলেন যম।।
পরম পণ্ডিত, বুদ্ধি ধর্ম্মের আচার।
কুরুতে বিদুর-রূপে যম-অবতার।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি।।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের বিবাহ বিবরণ

হেনমতে কুরুবংশে তিন পুত্র হৈল।
অহর্নিশি নানা দান, নানা যজ্ঞ কৈল।।
তিন পুত্রে ভীষ্ম বীর করেন পালন।
নানা-শস্ত্র-শাস্ত্র-বিদ্যা করান পঠন।।
কতদিনে দেখি সবে যৌবন সময়।
বিবাহ কারণ চিন্তে গঙ্গার তনয়।।
যদুবংশে সুবল নামেতে নৃপমণি।
গান্ধারী-নামেতে কন্যা তাঁহার নন্দিনী।।
ভগবানে আরাধিয়া কন্যা পায় বর।
একশত পুত্র হবে মতা- বলধর।।
বার্ত্তা পেয়ে ভীষ্মবীর দূত পাঠাইল।
সুবল-রাজারে দূত সকল কহিল।।
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নাম।
কুরুবংশে বিখ্যাত, ভুবনে অনুপাম।।
তাঁর হেতু বরিবারে তোমার কুমারী।
ভীষ্মবীর পাঠাইল মোরে শীঘ্র করি।।
শুনিয়া গান্ধার- রাজ ভাবে মনে মনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে।।
সকল সম্পন্ন দেখি, অন্ধমাত্র বর।
না দিলে কুপিত হবে ভীষ্ম কুরুবর।।
এতেক বিচার করি গান্ধার রাজন।
বিবাহের দ্রব্য করিলেন আয়োজন।।
হস্তী হয় রথ রত্ন শকটে পূরিয়া।
দাস দাসী গো মহিষ বিপুরল করিয়া। ।
শকুনিরে সঙ্গে দিল বিপুল ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দোলে কন্যা দিল করিয়া সাজন।।
গান্ধারী শুনিল, অন্ধ-বরে সমর্পিল।
আপন স্বকর্ম্ম ভাবি চিত্তে ক্ষমা দিল।।
শুক্ল পট্টবস্ত্র দেবী শতপুর করি।
আপন নয়ন-যুগ্ম বান্ধিল সুন্দরী। ।
পতি-গতি অনুসারি মুদিল নয়ন।
পতিব্রতা গান্ধারী যে জগতে ঘোষণ।।
শকুনি যে চলিল ভগিনীর সংহতি।
হস্তিনা-নগরে উত্তরিল শীঘ্রগতি। ।
ধৃতরাষ্ট্রে সমর্পিল ভগিনী- রতন।
নানা রত্ন-অলঙ্কারে করিয়া ভূষণ। ।
হস্তী অশ্ব রথ রত্ন করি বহু দান।
শকুনি আপন দেশে করিল পয়াণ।।
জ্যেষ্ঠের বিবাহ দিয়া গঙ্গার নন্দন।
পাণ্ডুর বিবাহ হেতু সচিন্তিত মন।।
শূর নামে যাদব কৃষ্ণের পিতামহ।
কুন্তীভোজ-নৃপতিরে বড় অনুগ্রহ।।
পিতৃষ্বসা পুত্র কুন্তে অপুত্রক দেখি।
পালিবারে দিল কন্যা পৃথা শশীমুখী।।
পৃথারে আনিয়া বলে কুন্তি-নরপতি।
অতিথি-শুশ্রুষা তুমি কর গুণবতী। ।
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে কন্যা পূজে অতিথিরে।
কতকালে আইল দুৰ্ব্বাসা সেই ঘরে। ।
মুনিরাজে দেখি কন্যা পাদ্য-অর্ঘ্য দিল।
আপনার হস্তে দুই পদ প্রক্ষালিল। ।
রত্নময় খাটে তবে করায় শয়ন।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন দিয়া করায় ভোজন।।
করযোড় করি কুন্তী মুনি-আগে রয়।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল মুনি মহাশয়।।
তুষ্ট হৈয়া বলিল দুৰ্ব্বাসা মহামুনি।

www.bengaliebook.com

এক মন্ত্র দিব তোমা, লহ সুবদানী।।
মন্ত্র জপি যেই দেবে করিবে স্মরণ।
তোমার অগ্রেতে সে আসিবে ততক্ষণ। ।
এত বলি মন্ত্র দিয়া গেল মুনিবর।
মন্ত্র পেয়ে পৃথা দেবী হরিষ অন্তর।।
পরীক্ষা করিতে মন্ত্র ভোজের নন্দিনী।
মন্ত্র জপি স্মরণ করিল দিনমণি।।
পৃথার স্মরণে তথা এল দিনকর।
সূর্য্য দেখি পৃথা হৈল বিরস-অন্তর।।
করযোড় করি কুন্তী প্রণাম করিল।
সবিনয়ে পৃথাদেবী বলিতে লাগিল।।
দুর্ব্বাসার মন্ত্র আমি পরীক্ষা কারণ।
শেষ না ভাবিয়া করি তোমারে স্মরণ।।
অপরাধ করিলাম অজ্ঞানে মোহিত।
বামাজাতি সদা দোষ ক্ষমিতে উচিত। ।
সূর্য্য বলে, ব্যর্থ নহে মুনির বচন।
ব্যর্থ নহে কন্যা কভু মম আগমন।।
প্রথম লইয়া মন্ত্র ডাকিলা আমারে।
তব মন্ত্র ব্যর্থ হবে না ভজিলে মোরে।।
পৃথা বলে দেখ মম শৈশব বয়স।
করিলে কুৎসিত কর্ম্ম হবে অপযশ।।
দিনকর বলে, ভয় না করিহ মনে।
মোর হেতু দোষ তব না হবে ভুবনে।।
প্রবোধিয়া পৃথারে সে অনেক প্রকার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য নিজ স্থানে তার।।
সূর্য্য-বরে কুন্তী-গর্ভে হইল নন্দন।
দেখিয়া ভোজের কন্যা সচিন্তিত মন।।
অকুমারী কন্যা আমি বিবাহ না হয়।
তাহে গর্ভ অসম্ভব লোক-লাজ ভয়।।
বয়সে বালিকা তাহে গর্ভ উদরেতে।
বেদনা যাতনা নারি প্রসব হইতে।।
এত ভাবি স্মরিলেন দেব দিননাথে।
পুত্র প্রসবিল কুন্তি কর্ণ-রন্ধ্র-পথে। ।
কর্ণমূলে জন্ম হৈল তেঁই কর্ণ নাম।
নানা অস্ত্র শিক্ষা কৈল ভৃগুরামের স্থান।।
হেনমতে কুন্তী-গর্ভে হইল নন্দন।
জন্ম হইতে অক্ষয় কবচ বিভূষণ।।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে সূবর্ণ মণ্ডিত।
পুত্র দেখি পৃথাদেবী হইল বিস্মিত।।
লোকে খ্যাত হবে বলি হইলা বিরস।
কুলেতে কলঙ্ক রবে, লোকে অপযশ।।
এতেক চিন্তিয়া পৃথা পুত্র লৈয়া কোলে।
তাম্রকুণ্ড করি ভাসাইয়া দিল জলে।।
এক সূত নিত্য করে যমুনায় স্নান।
ভাসি যায় তাম্রকুণ্ড দেখে বিদ্যমান।।
ধরিয়া আনিয়া দেখে সুন্দর কুমার।
আনন্দে লইয়া গেল গৃহে আপনার।।
রাধা নামে ভার্য্যা তার পরমাসুন্দরী।
অপুত্রক আছিলা, পুষিল পুত্র করি।।
বসুসেন নাম তবে রাখিল তাহার।
দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্রের আকার।।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈল মহাবীর।
অহর্নিশি আরাধন করয়ে মিহির।।
জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ব্রতে অনুরত।
ব্রাহ্মণেরে দান বীর দেয় অবিরত। ।
যেই যাহা চাহে, দিতে নাহি করে আন।
প্রাণ কেহ নাহি চায়, তাই রহে প্রাণ।।
তাহারে দেখিয়া সাধু দেব পুরন্দর।

www.bengaliebook.com

পুত্র হিতে ধরিয়া ব্রাহ্মণ কলেবর।।
কুণ্ডল কবচ দান মাগিল তাহারে।
ততক্ষণে অঙ্গ কাটি দিল পুরন্দরে।।
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বলে লহ বর।
একাঘ্নী মাগিয়া নিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর।।
একাঘ্নী নামেতে অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ।।
নিজ হস্তে কর্ণ কাটি কুণ্ডল অর্পিল।
সেই হেতু কর্ণ নাম ইন্দ্র তাঁরে দিল।।
ভোজের নন্দিনী পৃথা রহে পিত্রালয়ে।
স্বয়ম্বর করিল সে যৌবন সময়ে।।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
আইল সকল রাজা সেই নিমন্ত্রণে।।
বসিল সকল রাজা যা যেই স্থান।
মধ্যেতে বসিল পাণ্ডু ইন্দ্রের সমান।।
গ্রহগণ মধ্যে যেন শোভে দিনকর।
পাণ্ডুতেজে আচ্ছাদিল যত নৃপবর।।
পাণ্ডুরে দেখিয়া পৃথা উল্লসিত- মন।
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ।।
ভোজরাজ, পাণ্ডুর করিল সুসম্মান।
নানারত্নে ভূষিয়া করিল কন্যাদান।।
রাজগণ চলি গেল যে যার নগরে।
কুন্তী লৈয়া পাণ্ডু এল আপনার ঘরে।।
পুরন্দর-কোলে যেন পুলোমা-নন্দিনী।
রজনীপতির কোলে শোভিতা রোহিণী।।
হস্তিনা-নগরে লোক হৈল হরষিত।
স্থানে স্থানে নগরে হৈল নিত্য-গীত।।
তবে কতদিনে পাণ্ডুর পুত্র না হৈল।
পুনঃ পাণ্ডুর বিভা হেতু ভীষ্ম চিন্তিল।।

হেনকালে শুনে শল্য নামে মদ্রেশ্বর।
পৃথিবীতে বিখ্যাত অতুল গুণধর।।
তাহার ভগিনী আছে পরমা সুন্দরী।
বার্ত্তা পেয়ে গেল ভীষ্ম তাহার নগরী।।
শল্য রাজা শুনিল ভীষ্মের আগমন।
আগুসরি নিজ গৃহে নিল ততক্ষণ।।
বিধিমতে গঙ্গাপুত্রে পূজিল তখন।
জিজ্ঞাসিল কোন্ কার্য্যে হেথা আগমন।।
ভীষ্ম বলে, তুমি রাজা বিখ্যাত সংসার।
বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা হয়েছে আমার।।
তোমার ভগিনী আছে কহে সর্ব্বজন।
ভ্রাতার নন্দনে মম কর সমর্পণ।।
হাসিয়া যে বলে শল্য বিধি মিলাইল।
কে জানে এমন ভাগ্য আমার যে ছিল। ।
একমাত্র নিবেদন আছয়ে আমার।
পূর্ব্বাপর আমার আছয়ে কুলাচার।।
ঠেলিতে না পারি, কৈল পিতামহ পিতা।
তোমারে কহিতে যোগ্য নহে সেই কথা।।
তব স্থানে ধন লই, নহি যে নির্ধন।
কেবল চাহি যে কুল ধর্ম্মের রক্ষণ।।
শল্যের বচনে ভীষ্ম বুঝিল কারণ।
কুল-ধর্ম্ম-রক্ষা হেতু কর্ত্তব্য যতন।।
ইন্দ্র প্রতি প্রজাপতি বলিল বচন।
দেবকর্ম্ম কুলধর্ম্ম না কর লঙ্ঘন।।
আপন কুলের ধর্ম্ম করিবে পালন।
নাহিক তাহাতে দোষ, বেদের বচন।।
এত বলি ভীষ্ম দিল অমূল্য রতন।
শত কুম্ভ পূর্ণ করি দিলেন কাঞ্চন।।
অশ্ব রথ গজ দিল বিচিত্র বসন।

www.bengaliebook.com

ধনলাভে প্রীত হৈল মদ্রের নন্দন।।
নানারত্নে ভূষিয়া ভগিনী আনি দিল।
মাদ্রী লৈয়া ভীষ্মদেব নিজ দেশে গেল।।
পাণ্ডুর বিবাহে মহা উৎসব করিল।
দেখিয়া মাদ্রীর রূপ পাণ্ডু হৃষ্ট হৈল।।
যুগল বনিতা পাণ্ডু দেখিয়া সমান।
দুই ভার্য্যা সব ভাব নাহি ভেদ জ্ঞান।।
তবে পাণ্ডু কত দিনে সবার অগ্রেতে।
প্রতিজ্ঞা করিল দিগ্ বিজয় করিতে।।
পদাতি রথাশ্ব গজ চতুরঙ্গ দলে।
সাজিয়া পশ্চিম দিকে গেল মহাবলে।।
দশার্ণ-দেশের রাজা পূর্ব্ব অপরাধী।
তাহারে জিনিয়া পাইল বহু রত্ন নিধি।।
মগধ-রাজ্যেতে জিনি মদ্ররথ রাজা।
মিথিলা ঈশ্বর কাশীকৌঞ্চ মহাতেজা।।
জমদগ্নি-সম তেজে পাণ্ডু মহামতি।
একে একে জিনিল সকল নরপতি।।
তবে ত সকল রাজা একত্র হইয়া।
পাণ্ডুর সহিত যুদ্ধ করিল আসিয়া।।
না পারিয়া ভঙ্গ দিল যত নৃপবর।
পাণ্ডুরে পূজিয়া তবে দেয় রাজকর।।
হস্তী ঘোড়া রথ রথী বিবিধ রতন।
আর কত ধন দিল, না যায় গণন।।
রাজগণ জিনি পাণ্ডু লয়ে রাজকর।
আপনার রাজ্যে গেল হস্তিনা- নগর।।
পাণ্ডুর মহিমা যশে পৃথিবী পূরিল।
পূর্ব্বেতে ভরত রাজা যে কর্ম্ম করিল।।
পাণ্ডু প্রতি বড় প্রীতি গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি করে মস্তক চুম্বন।।
তবে একে একে পাণ্ডু সবারে বন্দিল।
যতেক আনিল দ্রব্য ধৃতরাষ্ট্রে দিল।।
ধন পাইয়া ধৃতরাষ্ট্র করিল সম্মান।
নানা যজ্ঞ করিয়া করিল বহু দান।।
বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
হস্তী হয় গো কাঞ্চন ভূমি দান দিল।।
ধৃতরাষ্ট্রে দিয়া পাণ্ডু রাজ্যে-অধিকার।
মৃগয়াতে রত সদা, বনেতে বিহার।।
কুন্তী মাদ্রী সহ রাজা সদা থাকে বনে।
যথা থাকে তথা যেন হস্তিনা ভুবনে।।
তবে কতদিনে ভীষ্ম বিদুর কারণ।
সুদেব রাজার কন্যা করিল বরণ।।
সুদেব রাজার কন্যা নামে পরাশরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গবিদ্যাধরী।।
মহা ধর্ম্মশীল এই বিদুর হইতে।
জন্মিল নন্দনগণ সে কন্যা-গর্ভেতে।।
পিতার সমান তারা অতি নম্র ধীর।
অসামান্য গুণশীল ধর্ম্মেতে সুস্থির।।
কুরুবংশবৃদ্ধি কথা যেই নর শুনে।
তার বংশ বৃদ্ধি হয় ব্যাসের বচনে।।
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে।।

গান্ধারীর শত-পুত্র প্রসব

কহিলেন মুনি, শুন নৃপমণি,
পূর্ব্ব-পিতামহ-কথা।
ব্যাস তপোনিধি, পূজে নিরবধি,
গান্ধারী সুবল-সুতা।।
তাঁর সেবাবশে, বর দিল ব্যাসে,
হইয়া হরষ-যুত।
মহা বলবান, স্বামীর সমান,
পাইবে শতেক সুত।।
পরম হরিষে, কতেক দিবসে,
গর্ভ ধরিল গান্ধারী।
কুড়ি মাস যায়, প্রসব না হয়,
চিত্তে চিন্তিত সুন্দরী।।
হেনকালে ধ্বনি, আচম্বিতে শুনি,
কুন্তীর হইল সুত।
শুনিয়া গান্ধারী, আপনা পাসরি,
হৈয়া পড়িল মূর্চ্ছিত।।
পুত্র হইলে জ্যেষ্ঠ, রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠ,
কুরুকুলে হবে রাজা।
কুন্তী ভাগ্যবতী, পাইল সন্ততি,
সবাই করিবে পূজা।।
আমি অভাগিনী, পরম পাপিনী,
কর্ম্মফল আপনার।
দ্বিবৎসর হইল, কিছু না জন্মিল,
পরিশ্রম মাত্র সার।।
প্রসবি যদ্যপি, ভাবনা তথাপি,
সহজে হইবে দাস।
হেন অনুমানে, দৃঢ় কৈল মনে,
গর্ভ করিব বিনাশ।।

লোহার মুদগরে, আপন উদরে,
নির্ঘাত করিয়া হানে।
পাই লোহাঘাত, গর্ভ হৈল পাত,
ধৃতরাষ্ট্র নাহি জানে।।
নাহি পদ মুণ্ড, সবে মাংসপিণ্ড,
গান্ধারী প্রসব হৈল।
ডাকাইয়া দাসী, চিত্তে ঘৃণা বাসি,
ফেলাইতে ইচ্ছা কৈল।।
জানিয়া কারণ, মুনি দ্বৈপায়ন,
আসি হৈল উপনীত।
বল ক্রোধ করি, শুন গো গান্ধারী,
এ কর্ম্ম কোন বিহিত।।
জানি সর্ব্ব ধর্ম্ম, কর হেন কর্ম্ম,
তোমার উচিত নহে।
হিংসা মহাক্লেশ, অধর্ম্ম অশেষ,
আপনা আপনি দহে।।
শুনিয়া বচন, লজ্জিত বদন,
কহে করযোড় করি।
তোমার বচন, হইল লঙ্ঘন,
এ বড় বিস্ময় হেরি।।
তুমি দিলা বর, শতেক কুমার,
হবে বলি আশা ছিল।
যুগল বরষে, মহাশ্রম ক্লেশে,
মাংসপিণ্ড জনমিল।।
বলে ব্যাস মুনি, শুন সুবদনি,
মোর বাক্য অন্য নয়।
দুঃখ পরিহর, মোর বাক্য ধর,
হইবে শত তনয়।।
শত কুম্ভ করি, ঘৃতে তাহা পূরি,

www.bengaliebook.com

মাংসপিণ্ড সিঞ্চ জলে।
এত বলি মুনি, বসিলা আপনি,
মাংসপিণ্ড করি কোলে।।
শীতল জলেতে, সিঞ্চিতে সিঞ্চিতে।
যেন বিধি নিরমিল।
এক মাংসপিণ্ড, হৈল খণ্ড খণ্ড,
একাধিক শত হৈল।।
অঙ্গুলির পর্ব্ব, প্রায় হৈল খর্ব্ব,
ঘৃতকুম্ভে লৈয়া তুলে।
তবে তপোধন, সুদৃঢ় বচন,
গান্ধারী দেবীরে বলে।।
এই কুম্ভগণে, রাখিবা যতনে,
নাহি হও উতরোল।
আপন ইচ্ছায়, জন্মিবে তনয়,
নাহি ভাঙ্গ মোর বোল।।
এত বলি ঋষি, হিমালয়বাসী,
গেল হিমালয়ে চলি।
তবে কত দিনে, হৈল দুর্য্যোধনে,
মূর্ত্তিমন্ত যুগ কলি।।
ভীম যেই দিনে, জন্মিল কাননে,
সেই দিনে দুর্য্যোধন।
জনম মাত্রকে, ঘোর শব্দে ডাকে,
যেমন গৃধ্র গর্জ্জন।।
তার ডাক শুনি, যেন গৃধ্রধ্বনি,
গৃধ্রগণ সব ডাকে।
কুক্কুট শৃগাল, ডাকে পালে পাল,
নগর পূরিল কাকে।।
বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
দশদিক যায় পড়ি।

মিহির মুদিল, রুধির বর্ষিল,
ঝনঝনা হর গিরি।।
এ সব চরিত, দেখি বিপরীত,
চিন্তিত কৌরবপতি।
ভীষ্ম মহামতি, বিদুর প্রভৃতি,
আনাইইল শীঘ্রগতি।।
সবার অগ্রেতে লাগিল কহিতে,
ধৃতরাষ্ট্র গুণাধার।
শব্দ শুনা গেল, পাণ্ডুপুত্র হৈল,
বংশের জ্যেষ্ঠ কুমার।।
রাজা হবে সেহ, নাহিক সন্দেহ,
মোর মন তাহে সুখী।
মোর পুত্র হৈতে, অতি বিপরীতে,
বহু অমঙ্গল দেখি।।
বিধান ইহার, করিয়া বিচার,
কহ মোরে সর্ব্বজন।
রাজার বচন, শুনে সর্ব্বজন,
বিদুর কৈল তখন।।
ভারত সঙ্গীত জগত মোহিত,
কেবল অমৃতনিধি।
কাশীদাস কয়, খণ্ডে যম- ভয়,
পান কর নিরবধি।।

দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে বিদুরের মন্ত্রণা দান ও দুঃশলারজন্ম বিবরণ

বিদুর বলেন, অবধান মহারাজ।
যত অমঙ্গল দেখি, ভাল নহে কাজ।।
ইথে প্রায়শ্চিত্ত রাজা কিছু নাহি আর।
তবে সে মঙ্গল হয়, ত্যজ এ কুমার।।
কুলের অন্তক রাজা! এ পুত্র তোমার।
ইহাকে পালিলে দুঃখ পাইবা অপার।।
নিজ-কুল হিত যদি চিন্তহ রাজন্।
এক ঊন হৌক তবে শতেক নন্দন।।
কুলাঙ্গার এই শিশু-তোমার যে হৈল।
নিশ্চয় জানিহ, এই অধর্ম্ম জন্মিল।।
কুলের কারণ রাজা ত্যজি একজন।
কুল ত্যাগ করি রাজা গ্রামের কারণ।।
গ্রাম ত্যজি শুন রাজা জনপদ-হিতে।
পৃথিবীকে ত্যজি রাজা আপনা রাখিতে।।
হেন নীতি আছে রাজা কহে পূর্ব্বাপর।
জ্যেষ্ঠ পুত্র মারি বংশ রাখ নৃপবর।।
এতেক বচন যদি বিদুর বলিল।
পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল।।
তবে আর ঊনশত হইল নন্দন।
হেনমতে হৈল ভাই একশত জন।।
একশত পুত্র হৈল কন্যা এক গণি।
শুনি মুনিবরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি।।
আপনি বলিলা ব্যাসদেবের যে বরে।
একশত পুত্র হবে গান্ধারী-উদরে।।
অধিক হইল কন্যা কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ তপোধন।।
মুনি বলে, শুন তত্ত্ব শ্রীজন্মেজয়।
যখন বিভাগ করে ব্যাস মহাশয়।।
সতী পতিব্রতা দেবী সুবল-নন্দিনী।
মনেতে বাঞ্ছিল, এক কন্যা দেহ মুনি।।
শুনিয়াছি স্ত্রীলোকের কন্যায় পীরিত।
দানেতে অক্ষয় স্বর্গ আছে হেন নীত।।
শত পুত্র বর দিল ব্যাস মহামুনি।
নাহিক সন্দেহ পুত্র হইবে এখনি।।
কায়মনোবাক্যে যদি হই আমি সতী।
পতিব্রতা হই আমি পতি মোর গতি।।
ব্রাহ্মণেরে গবী দিয়া থাকি কোটি কোটি।
তবে মোর ইথে কন্যা হবে একগুটি।।
ব্রত তপ করে থাকি গুরুর সেবন।
যদি কভু পূজে থাকি দেব-দ্বিজগণ।।
গান্ধারী মানস আর বিধির সৃজন।
মাংসপিণ্ড ব্যাসদেব করিল সিঞ্চন।।
একশত এক ভাগ মাংসপিণ্ড হৈল।
দেখি মহামুনি ব্যাস গান্ধারীকে কৈল।।
আমার বচন বধূ কভু মিথ্যা নয়।
এই দেখ পাইলাম শতেক তনয়।।
একখানি অধিক যে সুবল-নন্দিনী।
তোমার মানস হৈতে হৈল একখানি।।
শুনি হরষিত হৈল সুবল-দুহিতা।
সে কারণে অধিক হইল এক সুতা।।
অন্যা ধৃতরাষ্ট্র-ভার্য্যা বৈশ্যের কুমারী।
বহু সেবা ধৃতরাষ্ট্রে করিলা সুন্দরী।।
তাহার উদরে হৈল একটি নন্দন।
যুযুৎসু বলিয়া নাম জানে সর্ব্বজন।।

www.bengaliebook.com

হেনমতে একত্রেতে শত শহোদর।
সবে মহাবলবন্ত পরম সুন্দর।।
বিবাহ করিল সবে রাজার কুমারী।
জয়দ্রথে সমর্পিল দুঃশলা সুন্দরী।।
কৌরবের জন্মকথা কহিলাম সব।
বলি শুন পাণ্ডবের যেমত উদ্ভব।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
একমনে শুনিলে তরয়ে ভব-বারি।।
ইহার শ্রবণে যত সুখ লভে নর।
এমত নাহিক সুখ ত্রৈলোক্য-ভিতর।।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে রচিয়া পয়ার।
ভক্তিভরে শুনে যেন সকল সংসার।।
শুন শুন সাধু-সুধী হয়ে একমন।
অপূর্ব্ব ভারত-গাথা ব্যাসের রচন।।

www.bengaliebook.com

মৃগরূপী ঋষিকুমারের প্রতি পাণ্ডুর শরাঘাত ও শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে অবস্থিতি

বহুকাল রহে পাণ্ডু বনের ভিতর।
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর কত অনুচর।।
নিরন্তর ভ্রমে পাণ্ডু মৃগ-অন্বেষণে।
পর্ব্বত-কন্দর ঘোর মহা শালবনে।।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী খড়্গী ভল্লুক শূকর।
পাইয়া পাণ্ডুর শব্দ যায় বনান্তর।।
হেনমতে একদিন দেখে নৃপবর।
হরিণীযূথের মধ্যে মৃগ একেশ্বর।।
কিন্দম নামেতে সেই ঋষির কুমার।
মৃগরূপ ধরি করে মৃগীরে শৃঙ্গার। ।
মৃগ দেখি পাণ্ডুরাজ প্রহারিল শর।
তীক্ষ্নশরে ভেদিল ঋষির কলেবর।।
শরাঘাতে ঋষিপুত্র করে ছটফটি।
মৃগীর উপর হৈতে ভূমে পড়ে লুটি।।
ডাক দিয়া ঋষিপুত্র পাণ্ডু প্রতি বলে।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হৈয়া কি কর্ম্ম করিলে।।
মূর্খ দুরাচার যেই হিংসা করে পরে।
পরম শত্রুকে হেন সময়ে না মারে।।
পাণ্ডু বলে, মৃগ তুমি নিন্দ কি কারণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম মৃগ মারি পাই হে যখন।।
করিলা অগস্ত্যমুনি ভক্ষ্য মৃগগণ।
দেবঋষি-ভক্ষ্য হেতু মৃগের সৃজন। ।
রিপু সম মৃগে অস্ত্র করিব প্রহার।
নীতিশাস্ত্রে কহে, হেন ক্ষত্রিয়-আচার।।
ঋষি কহে, মৃগবধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
রমণে বিরোধ করা মহাপাপ কর্ম্ম।।
কুরুবংশে জন্মি কর হেন অনুচিত।
রতিরস জ্ঞাত সব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।।
রাজা হয়ে নিজে কর হেন পাপাচার।
রাজা যদি পাপ করে মজিবে সংসার।।
ঋষির নন্দন আমি, তপের সাগর।
সকল ত্যজিয়া থাকি বনের ভিতর।।
মৃগরূপে করি আমি হরিণী রমণ।
হেনকালে তুমি মোরে করিলে নিধন।।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জান আমারে।
সেই হেতু ব্রহ্মবধ নহিবে তোমারে।।
মৃগদেহ মারিলে ইহাতে পাপ নয়।
এই পাপ মারিলা যে মৈথুন- সময়।।
এই হেতু শাপ আমি দিতেছি রাজন্।
মৈথুন সময়ে হবে তোমার মরণ।।
আমি যেমত অশুচিতে যাই পরলোকে।
এই মত অশুচিতে যাবে যমলোকে।।
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি নহিবে তোমার।
কভু মিথ্যা নহিবেক বচন আমার।।
এত বলি ঋষিপুত্র ত্যজিল জীবন।
দেখিয়া পাণ্ডুর হৈল বিষণ্ণ বদন। ।
শোকেতে আকুল হৈয়া করেন ক্রন্দন।
প্রদক্ষিণ করি মৃত-ঋষির নন্দন।।
ভার্য্যা সহ কান্দেন যেমন বন্ধুশোকে।
অশেষ বিশেষে রাজা নিন্দে আপনাকে।।
কেন হেন বড় কুলে হইল উদ্ভব।
আপনার কর্ম্মভোগ করে লোক সব।।
শুনিয়াছ পিতা করিলেন কদাচার।
কামলোভে অল্পকালে তাঁহার সংহার। ।

তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মম সহজে অধম।
দুষ্টবুদ্ধি দুরাচার তেঁই ব্যতিক্রম।।
রাজনীতি ধর্ম্ম কত আছয়ে সংসারে।
সব ত্যজি ভ্রমি মৃগ-বধ অনুসারে।।
সমুচিত ফল তার হৈল এতকালে।
খণ্ডন না হয়, কর্ম্ম-অনুসারে ফলে।।
আজি হৈতে ত্যজিলাম সংসার-বিষয়।
শরীর ত্যজিব তপ করিয়া নিশ্চয়।।
একাকী হইয়া পৃথ্বী করিব ভ্রমণ।
সকল ইন্দ্রিয়গণে করিব দমন।।
কুন্তী মাদ্রী প্রতি রাজা বলিছে বচন।
হস্তিনা-নগরে দোঁহে করহ গমন।।
ভীষ্ম জ্যেষ্ঠতাত আর অম্বালিকা মাতা।
সত্যবতী আই আর অন্ধরাজ ভ্রাতা।।
বিদুর প্রভৃতি যত সুহৃদ সকল।
যে দেখিলা শুনিলা কহিবা অবিকল।।
এত শুনি দুই জনে করেন ক্রন্দন।
কান্দিতে কান্দিতে কহে করুণ বচন।।
কি দোষে আমরা দোষী তোমার বচণে।
তোমা বিনা হস্তিনায় যাইব কেমনে।।
তোমা বিনা শরীর ধরিব কোন্ কাজে।
কিবা ফল পাইব থাকিয়া গৃহমাঝে।।
তোমা বিনা রাজা গতি নাহি আমাদের।
তোমার যে গতি সেই গতি দুজনের।।
তপস্যা করিব মোরা তোমার সংহতি।
তোমার সেবনে রাজা পাইব সদগতি।।
ফলাহারী হৈব করি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ।
নানা তীর্থে স্বচ্ছন্দে ভ্রমিব তব সহ।।
হেনমতে আশ্রম আছয়ে সন্ন্যাসীতে।
ধর্ম্মপত্নী দোঁহে, দোষ নাহিক ইহাতে।।
নিশ্চয় নৃপতি যদি না লবে সংহতি।
ক্ষণেক রহিয়া যাহ শুন নরপতি।।
তোমার অগ্রেতে মোরা পশিব আগুনে।
স্বচ্ছন্দে গমন কর যেখানে সেখানে।।
অনেক বিনয় করি কান্দে দুইজন।
দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইল রাজন।।
পাণ্ডু বলে, নিশ্চয় সহিত যদি যাবে।
তোমরা অশেষ ক্লেশ অরণ্যেতে পাবে।।
গাছের বাকল পর, ত্যজহ বসন।
শিরে জটা ধর, আর ত্যজ আভরণ।।
ফল-মূলাহরী হও ত্যজ দিব্য হার।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ত্যজ অহঙ্কার।।
স্বামীর বচন তবে শুনি দুই জন।
ততক্ষণে পরিত্যাগ করে আভরণ।।
কবরী এলায়ে কৈল শিরে জটাভার।
নৃপতির অগ্রে দিল সব অলঙ্কার।।
দেখিয়া নৃপতি মনে হইল বিস্ময়।
দোঁহার দেখিয়া বেশ বিদরে হৃদয়।।
তবে রাজা ত্যজিলেন নিজ অলঙ্কার।
করিয়া সকল ত্যাগ তপস্বী-আচার।।
রত্ন অলঙ্কার দ্বিজে করিলেন দান।
তপস্যা করিতে রাজা করেন প্রস্থান।।
অনুচরগণ যত আছিল সংহতি।
সবাকারে বলিলেন পাণ্ডু নরপতি।।
হস্তিনা-নগরে সবে করহ গমন।
সবাকারে কহিবা আমার বিবরণ।।
যত্নে প্রবোধিবে সবে মায়ের ক্রন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্রে প্রবোধিবে মধুর বচনে।।

পাণ্ডুর বচন যত শুনি সর্ব্বজনে।
হাহাকার করি সবে করয়ে ক্রন্দন।।
সঘনে নিশ্বাস, মুখে কাতর বচন।
হস্তিনা-নগর সবে করিল গমন।।
একে একে সবারে কহিল সমাচার।
শুনি পুরলোকে সবে করে হাহাকার।।
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন-মহারোল।
প্রলয়কালেতে যেন সাগর-কল্লোল।।
গাঙ্গেয় বিদুর আদি আর যত জন।
পাণ্ডুর শোকেতে করে সকলে ক্রন্‌দন।।
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা অত্যন্ত অস্থির।
নাহি রুচে অন্ন জল না হন বাহির।।
রত্নময় পালঙ্ক ছাড়িয়া নৃপবর।
ভূমে গড়াগড়ি যায় শোকেতে কাতর।।
হেনমতে রোদন করিছে বন্ধুজন।
হেথা পাণ্ডু প্রবেশিল গহন কানন।।
চৈত্ররথ নামে বন অতি সে বিস্তার।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা তথা করিছে বিহার।।
সে বন ত্যজিয়া যান নৈমিষকানন।
বহু নদনদী দেশ করিয়া লঙ্ঘন।।
তিনে হিমালয়ে করিলেন আরোহণ।
তথা হৈতে চলিলেন শ্রীগন্ধমাদন।।
তথায় আছয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।
মহাপুণ্য তীর্থ যাহে বাঞ্ছিত অমর।।
তাহে স্নান করিয়া গেলেন তিন জন।
শতশৃঙ্গ-পর্ব্বতে করেন আরোহণ।।
মহা উচ্চ গিরিবর দেখিতে উত্তম।
অনেক তপস্বী ঋষিগণের আশ্রম।।
পর্ব্বত পাইয়া রাজা আনন্দিত মন।
তপস্যা করেন তথা সহ ঋষিগণ।।
করেন কঠোর তপ তথা তিন জন।
দিনশেষে ফলমূল করেন ভক্ষণ।।
বরিষা আতপ শীত সহে কালধর্ম্ম।
কেবল শরীর, তিনে সার অস্থিচর্ম্ম।।
ঘোর তপ দেখিয়া বাখানে ঋষিগণ।
তপস্যাতে সিদ্ধ হইলেন তিনজন।।
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হৈল, হেন বাসি।
তথা হেতে গেলেন প্রণমি সব ঋষি।।
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
স্বর্গেতে যাইতে করিলেন আরোহণ।।
পথেতে দেখেন সব দেবতার স্থান।
নানা রত্নে বিভূষিত বিচিত্র নির্ম্মাণ।।
দেখেন বহিছে গঙ্গা মৃদুল তরঙ্গে।
দেবকন্যাগণে তথা ক্রীড়া করে রঙ্গে।।
কোন স্থানে দেখিলেন পর্ব্বত উপর।
জলধরগণে বৃষ্টি করে নিরন্তর।।
তাহার অন্তরেতে অগম্য ভূমি দেখি।
আছুক অন্যের কাজ, যেতে নারে পাখী।।
তিন জনে দেখিলেন তথা ঋষিগণ।
ডাক দিয়া উষিগণ বলেন বচন।।
কোথাকারে যাও হে তোমরা তিনজন।
অগম্য বিষম ভূমি, যাহ কি কারণ।।
তোমাদের কোথা ধাম কহিবে নিশ্চয়।
কিবা নাম কোথা হৈতে আইলে হেথায়।।
ঋষিগণ-বচনে বলেন নরপতি।
পাণ্ডু নামে আমি, কুরুবংশেতে উৎপত্তি।।
অপুত্রক হইলাম নিজ কর্ম্মদোষে।
সংসার ত্যজিয়া আমি যাই স্বর্গবাসে।।

www.bengaliebook.com

শুন শুন মহামুনি করি নিবেদন।
নিশ্চয় কহিব আমি তব বিদ্যমান।।
মর্ত্তেতে মানব জন্ম হইল আমার।
ঋণ হইতে যে না পাইনু নিস্তার।।
সংসারের মধ্যে ঋণ শুন মুনিবর।
বিস্তারিয়া সব কথা কহি বরাবর।।
চারি ঋণ লইয়া মনুষ্য দেহ ধরে।
ঋণ হৈতে পার হৈলে মুক্ত কলেবরে।।
যজ্ঞ করি দেব-ঋণে হইবেক পার।
মুনিগণে তুষিবেক করি ব্রতাচার।।
পিতৃ-ঋণে মুক্ত হয় পিতৃপিণ্ড দিয়া।
মনুষ্যে হইবে পার অতিথি ভুঞ্জিয়া।।
ঋণে পার হইলাম আমি তিন স্থানে।
কিন্তু না হইনু পার পিতৃগণ-ঋণে।।
আপন কুকর্ম্ম ফল না হয় খণ্ডন।
শরীর ত্যজিতে আমি যাই সে কারণ।।
ঋষিগণ বলে, তুমি পণ্ডিত সুজন।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।।
পুত্রহীন জন স্বর্গে যাইতে না পারে ।
দ্বারপালগণ তথা দ্বাররক্ষা করে।।
অকারণে তথাকারে যাও নরপতি।
কদাচিৎ না পাইবা স্বর্গেতে বসতি।।
শুন ওহে মহারাজ আমার বচন।
মর্ত্ত্যেতে জন্মিলে হয়া অবশ্য মরণ।।
পৃথিবীতে জন্ম হয় মহাপুণ্য-ফলে।
তাহার বৃত্তান্ত আমি কহিব সকলে।।
পৃথিবীতে বহু দান পুণ্য লোক করে।
বহু তপজপ করে সংসার-ভিতরে।।
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গে যাইতে না পারে।
নীতিশাস্ত্রে হেন কহে বেদের বিচারে।।
স্বর্গেতে যতেক বৈসে দেব সিদ্ধঋষি।
মর্ত্ত্যে পুত্র জন্মাইয়া সবে স্বর্গবাসী।।
এত শুনি বলে রাজা বিনয়- বচন।
কি করিব, মোরে আজ্ঞা কর তপোধন।।
ইহার উপায় মোরে কহ মুনিবর।
অবশ্য পালিব আমি করি অঙ্গীকার।।
মুনিগণ বলে, রাজা থাক এই স্থানে।
হইবেক পুত্র তব দেব-বরদানে।।
দিব্যচক্ষে মোরা সব করি দরশন।
মহাবীর্যবন্ত হবে তব পুত্রগণ।।
ঋষিগণ-বচনে নিবর্ত্তে নরপতি।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করিলেন বসতি।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

www.bengaliebook.com

পুত্রোৎপাদনে কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর অনুমতি

কুন্তীরে বলেন তবে পাণ্ডু নৃপবর।
আপনি শুনিলা মুনিগণের উত্তর।।
দেবহৈতে পুত্র হবে, বলে মুনিগণ।
আপনি করহ কুন্তী ইহার বিধান।।
মৃগ-ঋষি শাপে শক্তি নাহিক আমার।
উপায় করিয়া পিতৃ-ঋণে কর পার।।
আর হেন আছে পূৰ্ব্বশাস্ত্রের বিধান।
বিবরিয়া কহি তাহা কর অবধান।।
স্বংমুৎপাদিত কেহ সহজে নন্দন।
নতুবা কাহারে পুত্র দেয় কোন্ জন।।
মূল্য লৈয়া পৌষ্য করে পুত্রবৎ করি।
আপনি প্রবেশে কেহ অন্নহেতু মরি।।
পুত্রহীনে কোন্ জন কন্যা করে দান।
তার পুত্র হইলে সে হয় পুত্রবান।।
নতুবা স্বামীর আজ্ঞা লৈয়া কোন জনে।
আপন সদৃশ কিম্বা উচ্চজন স্থানে।।
তাহাতে জন্মিলে হয় আপন নন্দন।
পূৰ্ব্বাপর আছে হেন ব্রহ্মার বচন।।
সেই অনুসারে কহি বংশের কারণ।
শ্রেষ্ঠ জন হৈতে কর বংশের রক্ষণ।।
কুন্তী বলে, রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
কি কারণে কহ তুমি বচন কুৎসিত।।
আমি ধৰ্ম্মপত্নী তুমি ধৰ্ম্মজ্ঞ আপনে।
তোমা বিনা অন্যজন না দেখি নয়নে।।
তুমি বল, শ্রেষ্ঠ হৈতে জন্মাহ নন্দনে।
তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ কেবা আছে ত্রিভুবনে।।
পূৰ্ব্বে শুনিয়াছি রাজা কহে মুনিগণ।
ব্যুষিতাশ্ব রাজা ছিল পৌরব-নন্দন।।
মহারাজ ব্যুষিলেক ধৰ্ম্মেতে তৎপর।
যজ্ঞ করি তুষিলেক যতেক অমর।।
তাঁর দক্ষিণায় তুষ্ট হৈল দ্বিজগণ।
বাহুবলে জিনিল সকল রাজগণ।।
ভদ্রা যে তাঁহার ভার্য্যা পরমা সুন্দরী।
রাজারে সেবয়ে সদা পুতকাম করি।।
পত্নীতে আশক্ত সদা স্ত্রৈণ নরবর।
অকাল হৈল ব্যাধিযুক্ত কলেবর।।
যক্ষ্মা-কাশ-রোগে রাজার হইল মরণ।
ভদ্রা হৈল শোকের সাগরে নিগমন।।
স্বামী বিনা ভার্য্যা জীয়ে, ধিক তার প্রাণ।
স্বামী বিনা ঘর দ্বার শ্মশান সমান।।
স্বামীর বিহনে নারী জীয়ে যেই জনা।
নিত্য নিত্য ভুঞ্জে সেই বিবিধ যন্ত্রণা।।
স্বামীপুত্রহীনা নারী লোকে অনাদর।
গণনা না করে কেহ মনুষ্য ভিতর।।
হেন মতে ভদ্রা বহু করিছে ক্রন্দন।
ডাকিয়া তাহারে শব বলে ততক্ষণ।।
না কান্দহ ভদ্রা তুমি উঠি যাহ ঘরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে।।
শবের বচনে ভদ্রা গেল নিজ স্থান।
শবেরে রাখিল করি যতন বিধান।।
ঋতু যোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে।
সপ্ত পুত্র উদরে ধরিল ক্রমে ক্রমে।।
শব-স্বামী হৈতে ভদ্রা পুত্র জন্মাইল।
হেনমত আছ পূৰ্ব্ব মুনিরা কহিল।।
তুমিও এখন রাজা যোগ কর বনে।

www.bengaliebook.com

আমার উদরে জন্ম করাহ নন্দনে।।
পাণ্ডু বলিলেন, সে মানুষে না সম্ভব।
দৈববলে শব হৈতে পুত্রের উদ্ভব।।
সেইরূপ শক্তি কুন্তী নাহিক আমার।
পূর্ব্ব-ধর্ম্ম-উক্তি কুন্তী কহি শুন আর।।
পূর্ব্বেতে না ছিল কুন্তী এ সব নিয়ম।
যারে ইচ্ছা তার হয় করিত সঙ্গম।।
ইচ্ছামত স্ত্রীগণ যাইত যথাস্থানে।
নাহিক বিরোধ পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃজনে।।
নিয়ম করিল ঋষিপুত্র একজন।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন।।
উদ্দালক নামে এক মহা-তপোধন।
শ্বেতকেতু নামে ধরে তাঁহার নন্দন।।
পিতৃমাতৃকোলে ক্রীড়া করে অনুক্ষণ।
হেনকালে আসে তথা মুনি একজন।।
বিমোহিত হৈয়া মুনি ধরে তার মায়।
স্বামী-পুত্র কোলে হৈতে ধরি লয়ে যায়।।
বিস্ময় হইয়া শিশু চাহে পিতৃপানে।
ক্রোধ-মুখে জিজ্ঞাসিল জনকের স্থানে।।
কোথা হৈতে আসে দ্বিজ, বড় দুরাচার।
জননীরে লয়ে যায় কোথায় আমার।।
শুনিয়া বালকে মুনি করেন প্রবোধ।
পূর্ব্বাপর আছে বাপু না করিও ক্রোধ।।
যারে যার ইচ্ছা হয় করিতে বিহার।
টানি লয়ে যায় তারে বিধি বিধাতার।।
শুনিয়া হইল শিশু অধিক কুপিত।
এ হেন কুৎসিত কর্ম্ম বিধির সৃজিত।।
সৃষ্টি করে প্রজাপতি, নিয়ম না জানে।
হেন অনুচিত কর্ম্ম করে সে কারণে।।

আজি হৈতে সৃষ্টি মধ্যে করিব নিয়ম।
দেখ পিতা আজি মম তপঃ পরাক্রম।।
নিজ নিজ স্বামী ভার্য্যা ত্যজি যেই জন।
পরনারী পরস্বামী করিবে গমন।।
সংসারে যতেক পাপে হইবেক পাপী।
নরক হইতে পার না হবে কদাপি।।
স্ত্রী হইয়া স্বামীর বচন নাহি শুনে।
স্বামী যদি নিয়োজয় বংশের রক্ষণে।।
অজজ্ঞায় স্বামী-কার্য্য করে অনাদর।
চিরকাল মজিবে সে নরক-ভিতর।।
হেনমতে মুনিপুত্র নিয়ম করিল।
পূর্ব্বমত ত্যজি তাই হেন মত হৈল।।
আর পূর্ব্বকথা, কুন্তী শুনহ বচন।
সূর্য্যবংশে ছিল নামে সৌদাস-রাজন।।
মদয়ন্তী ভার্য্যা তাঁর পরমা-সুন্দরী।
অপত্য বিহনে দোঁহে সদা চিন্তা করি।।
বশিষ্ঠের স্থানে ভার্য্যা নিযুক্ত করিল।
মুনির ঔরসে তাঁর শ্রেষ্ঠ পুত্র হৈল।।
আমা সবাকার জন্ম জানহ আপনে।
ব্যাস করিলেন যথা পিতার বিহনে।।
বংশ হেতু হেনমত আছে পূর্ব্বাপর।
বিস্ময় না কর ইথে, ধর্ম্মের উত্তর।।
সেই হেতু আজি আমি কহি যে তোমারে।
পুত্রার্থে নাহিক শক্তি কি বল আমারে।।
কৃতাঞ্জলি করি কুন্তী নিবেদি তোমায়।
পুত্র জন্মাইতে কর আপনি উপায়।।
রাজার কাতর বাক্যে কুন্তী-ভোজসুতা।
কহিতে লাগিল পূর্ব্ব আপনার কথা।।
বাল্যকালে পিতৃগৃহে ছিলাম যখন।

অতিথি সেবনে ছিল মম নিয়োজন।।
অকস্মাৎ আইল দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মুনিরে সেবন করিলাম সুবিস্তর।।
পরম পণ্ডিত সেই মুনি মহাশয়।
সেবাবশে আমা প্রতি হইল সদয়।।
মন্ত্র দিয়া আমারে কহিল সেই মুনি।
যেই দেবে ইচ্ছা তব হবে সুবদানি।।
এই মন্ত্র জপি তারে করিবা আহ্বান।
অবিলম্বে সেই দেব আসিবে তব স্থান।।
যেই বর ইচ্ছা হয়, পাবে সেই বর।
এত বলি দুর্ব্বাসা গেলেন দেশান্তর।।
এখন যেমত আজ্ঞা কর দণ্ডধর।
আজ্ঞা কর, দেবস্থানে মাগি পুত্‌রবর।।
যে তোমারে কহিলাম পুত্রের বিধান।
আজ্ঞা কর কোন্ দেবে করিব আহ্বান।।
রাজা বলে, মুনি যদি দিয়া থাকে বর।
তবে কেন বৃথা চিন্তা করহ অন্তর।।
হোম যজ্ঞ পূজা করি যাঁহার উদ্দেশ্যে।
নানা ব্রতে অর্চ্চে যাঁরে অতিশয় ক্লেশে।।
তথাপি দেবের নাহি পাই দরশন।
উদ্দেশে মাগি যে বর যার যেই মন।।
হেন দেব সাক্ষাতে চাহিবা তুমি বর।
শুভকার্য্যে সুবদনি বিলম্ব না কর।।
দেবতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম মহাশয়।
সর্ব্বপাপ হবে যাঁর লইলে আশ্রয়।।
সেই ধর্ম্মদেবে তুমি করহ আহ্বান।
পুত্রবর কুন্তী তুমি মাগ তাঁর স্থান।।
ধর্ম্মবন্ত হইবেক তেঁই সে কুমার।
মহা-ধর্ম্মবন্ত হবে সর্ব্ব গুণাধার।।
নিয়ম করিবা ধর্ম্মে করহ স্মরণ।
আজিকার বিলম্ব না সহে একক্ষণ।।
স্বামীর বচনে কুন্তী করিল স্বাকার।
স্বামীর প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার।।
আদিপর্ব্ব ভারতের ব্যাসের রচিত।
পরমপবিত্র পুণ্য, শ্রবণে অমৃত।।
আয়ুর্যশ-পুণ্য বাড়ে যাহার শ্রবণে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে।।

www.bengaliebook.com

যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম

মুনি বলে, শুন কুরুকল-অধিকারী।
বৎসরেক গর্ভ যবে ধরিল গান্ধারী।।
সেই ত সময়ে তবে ভোজের নন্দিনী।
পূর্ব্বে মন্ত্র বর দিল যে দুর্ব্বাসা মুনি।।
সেই মন্ত্র জপি ধর্ম্মে করিল আহ্বান।
তৎক্ষণে আইল ধর্ম্ম কুন্তী বিদ্যমান।।
ধর্ম্মের সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপত্তি।
পরম-সুন্দর পুত্র প্রসবিলা সতী।।
ইন্দ্র-চন্দ্র- সম কান্তি, তেজে দিবাকর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর।।
দিন দুই প্রহরেতে পুণ্য-তিথি-যুত।
অতি শুভক্ষণেতে জন্মিলা কুন্তীসুত।।
সেই ক্ষণে ধ্বনি হইল আকাশ উপর।
সকল ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ এই পুত্রবর।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হবে মহারাজা।
জগতের লোকে তাঁরে করিবেক পূজা।।
এতেক আকাশবাণী শুনিয়া রাজন।
কুন্তীরে ডাকিয়া পুনঃ বলেন বচন।।
শুনিলা আকাশবাণী বলে দেবগণ।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি শান্ত হইবে নন্দন।।
ক্ষত্রিয়ে প্রধান গণি বলিষ্ঠ কোঙর।
ধার্ম্মিক গণি যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিতর।।
সে কারণে অন্য দেবে ভজ পুনর্ব্বার।
যাঁহা হৈতে হইবেক বলিষ্ঠ কুমার।।
রাজার বচনে কুন্তী ভাবে মনে মনে।
দেবগণ মধ্যে দেখি বলিষ্ঠ পবনে।।
মন্ত্র জপে কুন্তী করি বায়ুর উদ্দেশ।
সেইক্ষণে বায়ু তথা করিল প্রবেশ।।
বায়ুর সঙ্গমে পুত্র লভিল জনমে।
জন্মমাত্র তাহার যে শুনহ বিক্রম।।
পুত্র প্রসবিয়া কুন্তী কোলে লইতে চায়।
তুলিতে নারিল ভারি পর্ব্বতের প্রায়।।
কিছুমাত্র ভূমি হৈতে তুলিল যতনে।
সহিতে না পারি ভার ফেলে ততক্ষণে।।
অশক্তা হইয়া ফেলে পর্ব্বত উপর।
শতশৃঙ্গ-পর্ব্বত কাঁপিল থরথর।।
শিলা বৃক্ষ গিরিশৃঙ্গ হৈল চূর্ণময়।
বালকের শব্দে পায় গিরিবাসী ভয়।।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি যত পশুগণ।
পর্ব্বত ত্যজিয়া সবে গেল অন্য বন।।
হেনকালে শূন্যবাণী হৈল ততক্ষণ।
শুন কুন্তী পাণ্ডু এই তোমার নন্দন।।
যতেক বলিষ্ঠ আছে পৃথিবী-ভিতর।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ এই মহা- বলধর।।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এই দুষ্টজন-রিপু।
অস্ত্রেতে অভেদ্য এই, বজ্রসম বপু।।
দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডু হইল বিস্ময়।
আশ্চর্য্য মানিল কুন্তী দেখিয়া তনয়।।
পুনরপি কুন্তীরে বলেন নৃপবর।
দুই মত জন্ম হৈল যুগল-কোঙর।।
এক হৈল ধার্ম্মিক, র্নিদ্দয় আর জন।
সর্ব্ব-গুণ-যুত এক জন্মাহ নন্দন।।
কুন্তী বলে হেন পুত্র হইবে কেমনে।
সর্ব্বগুণী পুত্র পাব কার আরাধনে।।
ইহা শুনি পাণ্ডু জিজ্ঞাসিল মুণিগণে।
সর্ব্ব-গুণ-যুত দেব আছে কোন জনে।।
তাঁরে আরাধিয়া আমি লভিব নন্দন।

এত শুনি বলিল যতেক মুনিগণ।।
সর্ব্ব-গুণ-যুত দেখ ইন্দ্র দেবরাজ।
তাঁহারে সেবিলে রাজা সিদ্ধ হবে কাজ।।
ইন্দ্রের উদ্দেশে তপ কর নৃপবর।
নিয়ম করিয়া রাজা কর সম্বৎসর।।
বিনা তপে নহে তুষ্ট দেব পুরন্দর।
এত শুনি তপ আরম্ভিল নৃপবর।।
ঊর্দ্ধবাহু একপদে রহে দাঁড়াইয়া।
সম্বৎসর করে তপ বায়ু আহারিয়া।।
তপে তুষ্ট বাসব যে আইল তথায়।
কহিলেন পাণ্ডুরে শুনহ কুরুরায়।।
আপন বাঞ্ছিত ফল মাগ মহাশয়।
ইচ্ছা তব পূর্ণ হবে না কর সংশয়।।
বর দিয়া ইন্দ্র হইলেন অন্তর্ধান।
তপ নিবর্ত্তিয়া পাণ্ডু গেল নিজস্থান।।
কুন্তীরে কহিল পাণ্ডু হরিষ-অন্তর।
তুষ্ট হয়ে মোরে বর দিল পুরন্দর।।
স্ববাঞ্ছিত ফল রাজা হইবে তোমার।
সর্ব্ব-গুণ-যুত তুমি পাইবে কুমার।।
তপস্যায় করিলাম প্রসন্ন বাসবে।
মুনি-মন্ত্রে স্মরণ করহ তাঁরে এবে।।
স্মরণ করিল কুন্তী স্বামীর বচনে।
দেবরাজ কুন্তীপাশে আইল তৎক্ষণে।।
সঙ্গম করিয়া ইন্দ্র দিয়া গেল বর।
ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম হইল কুমার।।
জাতমাত্র শূন্যবাণী হইল গম্ভীর।
সুরাসুরে এই পুত্র হবে মহাবীর।।
অদিতির যেমন তনয় নারায়ণ।
তেমতি তোমার কুন্তী হইবে নন্দন।।
পরাক্রমে হবে তুল্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
তিনলোকে হৈবে খ্যাত এই পুত্র ধন।।
পৃথিবীর লক্ষ রাজা জিনি বাহুবলে।
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করিবে ভূতলে।।
ভ্রাতৃসহ করিবেক তিন অশ্বমেধ।
ভৃগুরাম সদৃশ শিখিবে ধনুর্ব্বেদ।।
শিখিবেক দিব্য-অস্ত্র দিব্য-মন্ত্র-মতে।
এ পুত্র না জানে, হেন নাহিক জগতে।।
পিতৃলোকে উদ্ধারিবে এই পুত্রবর।
খাণ্ডব দহিয়া এ তুষিবে বৈশ্বানর।।
এতেক আকাশ-বাণী হৈল শূন্য হৈতে।
অমর কিন্নর সব আইল দেখিতে।।
ইন্দ্র সহ আইল যতেক দেবগণ।
চন্দ্র সূর্য্য পবন শমন হুতাশন।।
দেখিতে আইল যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সিদ্ধ ঋষিগণ যত অস্পরী অপ্সর।।
একাদশ রুদ্র ঊনপঞ্চাশ পবন।
অশ্বিনী-কুমার আর বিশ্বাবসুগণ।।
যতেক অমরগণ আইল সত্বর।
মহা-কলরব হৈল শূন্যের উপর।।
দক্ষ-আদি প্রজাপতি আইল দেখিতে।
দেবাঙ্গনা যতেক আইল নৃত্য-গীতে।।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী।
ঝাঁকে ঝাঁকে পুষ্পবৃষ্টি আচ্ছাদিল গিরি।।
দেবগণ ঋষিগণ করিলা কল্যাণ।
নিবর্ত্তিয়া সবে গেল যার যেই স্থান।।
হরষিত হৈল পাণ্ডু ভোজের নন্দিনী।
সর্ব্ব দুঃখ পাসরিল পুত্র-গুণ শুনি।।
তবে কত দিনে পাণ্ডু একান্তে বসিয়া।

www.bengaliebook.com

কুন্তী প্রতি বলিলেন একান্ত ভাবিয়া।।
আমার পুত্রের বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হয়।
পুনর কহিতে তোমায় যোগ্য নয়।।
চতুর্থ পুরুষে নারী হয় যে স্বৈরিণী।
পঞ্চম পুরুষ হৈলে বেশ্যা মধ্যে গণি।।
সে কারণে তোমায় কহিতে না যুয়ায়।
পুত্র-বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না দেখি উপায়।।
হেনমতে কুন্তী সহ কথোপকথনে।
পুত্র-চিন্তা নরবর সদা ভাবে মনে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
একমনে শুনিলে বাড়য়ে দিব্য-জ্ঞান।।

www.bengaliebook.com

নকুল ও সহদেবের জন্ম

একদিন পাণ্ডু-নৃপে একান্তে দেখিয়া।
বলিতে লাগিল মাদ্রী নিকটেতে গিয়া।।
কুরুবংশে তিন বধূ যে আছে সম্প্রতি।
ইতি মধ্যে দুই জন হৈল পুত্রবতী।।
শুনিলাম গান্ধারীর শতেক নন্দন।
প্রত্যক্ষে কুন্তীর পুত্র দেখি তিন জন।।
অভাগিনী আমি ইথে হইনু বঞ্চিত।
তোমায় কি কব, মম কর্ম্মের লিখিত।।
দয়া করি কুন্তী যদি অনুগ্রহ করে।
মন্ত্রবলে জপি পুত্র লব দেব-বরে।।
সহজে সতিনী কুন্তী, কি বলিতে পারি।
দেয় বা না দেয় আমি চিত্তে ভয় করি।।
আপনি বলহ যদি কুন্তীরে এ কথা।
তোমায় বচন নাহি করিবে অন্যথা।।
মাদ্রীর বচন শুনি বলে নরবর।
মম চিত্তে এই কথা জাগে নিরন্তর।।
স্বামী-বাক্য কভু সেই না করে হেলন।
অবশ্য করিবে মম আদেশ পালন।।
তোমারে প্রকাশ আমি তেঁই নাহি করি।
শুন কি না শুন তুমি, হও ধর্ম্মনারী।।
আপনি এখন তুমি কহিলা আমারে।
তোমার কারণে আমি কহিব কুন্তীরে।।
মম বাক্য কুন্তী কভু না করিবে আন।
মাদ্রীরে কহিয়া রাজা যান কুন্তী-স্থান।।
কুন্তীরে একান্তে পেয়ে কহেন নৃপতি।
কুলের কল্যাণ হেতু কহি, শুন সতি।।
ইন্দ্রত্ব পাইয়া ইন্দ্র নিত্য যজ্ঞ করে।
যশের কারণে আর শাস্ত্র-অনুসারে।।
বেদে তপে পারগ হইয়া দ্বিজগণ।
তথাপিহ করে তাঁরা গুরুর সেবন।।
সতী পতিব্রতা যেই অতি সুচরিত।
তাহার যতেক ধর্ম্ম জনিহ নিশ্চিত।।
সেই হেতু কুন্তী, আমি কহি যে তোমারে।
মাদ্রীরে উদ্ধার কর এ ভব-সংসারে।।
মাদ্রীর বংশের হেতু করহ উপায়।
তার পুত্র হৈলে হবে এ পুত্রের সহায়।।
এতেক শুনিয়া কুন্তী কহিল রাজায়।
একবার দিব মন্ত্র তোমার আজ্ঞায়।।
মাদ্রীরে ডাকিয়া তবে কুন্তী পাণ্ডুপ্রিয়া।
মন্ত্র বলি দিল তারে প্রসন্ন হইয়া।।
একবার দিব রাণী বলেন বচন।
চিন্তিত হইয়া মাদ্রী ভাবে মনে মন।।
একবার বিনা কুন্তী না দিবেক আর।
কি উপায়ে হবে তবে অধিক কুমার।।
হৃদয়ে ভাবিয়া মাদ্রী যুক্তি কৈল সার।
দেব মধ্যে যুগ্ম হয় অশ্বিনী-কুমার।।
অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ে করিল স্মরণ।
মন্ত্রের প্রভাবে দোঁহে এল এতক্ষণ।।
তাঁদের ঔরসে গর্ভ হইল সঞ্চার।
প্রসবিল মাদ্রী দেবী যুগল কুমার।।
জন্মমাত্র শুনি শব্দ আকাশ উপরে।
রূপে গুণে শোভা দোঁহে করিবে সংসারে।।
হেনমতে ক্রমে পঞ্চ নন্দন হইল।
পর্ব্বত-নিবাসী ঋষি আসি নাম দিল।।
জ্যেষ্ঠ হেতু নাম তার হৈল যুধিষ্ঠির।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সেই হৈল ভীমবীর।।
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম রাখে ঋষিগণ।

চতুর্থ নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন। ।
সহদেব নাম রাখে পঞ্চম কুমার।
দিনে দিনে বাড়ে যেন দেব-অবতার।।
সিংহগ্রীব সিংহচক্ষু, কটি সিংহ সম।
মহা-বীর্য্যবন্ত পঞ্চ সিংহের বিক্রম।।
পঞ্চ পুত্র নৃপতির দেখিতে সুন্দর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর।।
পুত্র নিরখিয়া রাজা হরিষ অপার।
হরষিত কুন্তী মাদ্রী দেখিয়া কুমার।।
পুত্র-সঙ্গ তিন জন তিলেক না ছাড়ে।
ক্ষণেক না করে রাজা নয়নের আড়ে।।
হেনমতে পঞ্চ পুত্র করেন পালন।
একদিন কুন্তী প্রতি বলেন রাজন।।
পুত্র সম সুখ নাহি সংসার ভিতর।
বঞ্চিত সকল সুখে পুত্রহীন নর।।
রাজ্যবন্ত ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত জন।
পুত্র বিনা তার হয় সব অকারণ।।
ইহকালে সুখদায়ী, লোকেতে গৌরব।
পরকালে নিস্তারয়ে নরক রৌরব।।
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্র-পিতা।
সে কারণে কহি শুন ভোজের দুহিতা। ।
পুনরপি মন্ত্র দেহ মদ্র-তনয়ারে।
বহুপুত্রে বহু সুখ হয় এ সংসারে। ।
শুনিয়া বলেন কুন্তী যুড়ি দুই কর।
আর না করিবা আজ্ঞা শুন নৃপবর।।
পরম কপটী মাদ্রী, দেখহ আপনে।
একবার মন্ত্র সে পাইলা মম স্থানে।।
তাহে জন্মাইল মাদ্রী যুগল-নন্দন।
মাদ্রীরে আমার ভয় হয় সে কারণ।।
কৃতাঞ্জলি করি আমি নিবেদি তোমারে।
মাদ্রীর কারণে আর না কহ আমারে।।
মৌনী রহিলেন পাণ্ডু কুন্তীর বচনে।
আরপুত্র-বাঞ্ছা ত্যাগ করিলেন মনে।।
পাণ্ডবের জন্মকথা অপূর্ব্ব কথন।
স্ববাঞ্ছিত ফল লভে, শুনে যেই জন।।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়।।

www.bengaliebook.com

পাণ্ডুরাজার মৃত্যু ও মাদ্রীর সহমরণ

সুখেতে থাকেন রাজা পুত্রের সহিত।
ঋতুরাজ বসন্ত হইল উপনীত।।
বসন্ত-কালেতে বন হইল শোভিত।
নানা বৃক্ষগণ সব হইল পুষ্পিত।।
পলাশ চম্পক আম্র অশোক কেশর।
পারিভদ্র কেতকী করবী পুষ্পবর।।
হৃদে আনন্দিত পাণ্ডু দেখিয়া কানন।
গহন নিকুঞ্জ বনে করেন ভ্রমণ।।
কুন্তীসহ পুত্রগণে রাখিয়া মন্দিরে।
মাদ্রীসহ ভ্রমে রাজা অরণ্য-ভিতরে।।
রাজার সহিত মাদ্রী, কুন্তী নাহি জানে।
গহন-কানন মধ্যে ভ্রমে দুই জনে।।
সঙ্গেতে যুবতী ভার্য্যা, বসন্ত- পবন।
বিমোহিত হইল যে তাহে প্রাণ মন।।
মদনের শরে হৈল অবশ রাজন।
সঘনে মাদ্রীর রূপ করে নিরীক্ষণ।।
বিকচ-কমল -সম সুচারু বদন।
শ্রবণে পরশে চারু পঙ্কজ- নয়ন।।
যুগল দাড়িম্ব সম দুই পয়োধর।
বিপুল নিতম্বভারে গমন মন্থর।।
কোমল মধুর ভাষে বরিষয়ে সুধা।
নিরখিয়া পাণ্ডুর জন্মিল কামক্ষুধা।।
মদনে অবশ রাজা হয়ে অচেতন।
হইলেন বিস্মৃত সে মুনির বচন।।
নিবৃত্ত হইতে নাহি পারিল রাজন।
তবে মাদ্রীর অঙ্গ করেন পরশন।।
নিবৃত্ত নিবৃত্ত ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
অতি উচ্চৈঃস্বরে করে হাহাকার ধ্বনি।।
হাত পা আছাড়ে মাদ্রী ছটফট করে।
কটু ভাষে তবে মাদ্রী র্ভৎসে নৃপবরে।।
মৃগঋষি-শাপ প্রভু নাহিক স্মরণ।
ক্ষণেকে প্রমাদ হবে, না জান কারণ।।
তথাপি মদন-রসে হইয়া বিহ্বল।
পাণ্ডু নাহি শুনিল মাদ্রীর যত বোল।।
কালেতে যে করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম-পণ্ডিত বুদ্ধি কালেতে সংহারে।।
স্বরূপে জানহ তুমি এ সব বচন।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিলে এমন।।
বিহার করিতে রাজা মাদ্রীর সহিত।
ঋষি-শাপে মৃত্যু আসি হৈল উপনীত।।
শরীর ত্যজেন রাজা দেখিল সুন্দরী।
ক্রন্দন করিছে মাদ্রী হাহাকার করি।।
পাণ্ডু না শুনিলা সতী মাদ্রীর বচন।
কাশী কহে, ব্রহ্মশাপ বড়ই ভীষণ।।
এখানে ভোজের কন্যা উচাটিত মন।
মাদ্রীর সহিত গেছে নাহিক রাজন।।
হইল অনেক বেলা, গেল কোথাকারে।
পুত্র সহ গেল কুন্তী দেখিতে রাজারে।।
কতদূর যাইতে শুনিল উচ্চধ্বনি।
হাহাকার শব্দে কান্দে মন্দ্রের নন্দিনী।।
শব্দ-অনুসারে যায় অতি শীঘ্রগতি।
দেখিল কান্দিছে মাদ্রী, কোলে নরপতি।।
বজ্রাঘাত মুণ্ডে যেন হৈল আচম্বিতে।
মূর্চ্ছিতা হইয়া কুন্তী পড়িল ভূমিতে।।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, উচাটন মন।

কান্দিয়া মাদ্রীর প্রতি বলিছে বচন।।
কি কর্ম্ম করিলা মদ্রকন্যে স্বামী বধি।
এই হেতু তোমারে ভোগাব নিরবধি।।
কেন একা এলে তুমি রাজার সংহতি।
কি হেতু নিবৃত্ত না করিলে নরপতি।।
যদি এই বনে সঙ্গে আনিতে নন্দন।
তবে কেন নৃপতির হইবে নিধন।।
হেন কর্ম্ম জানি তুমি করিলা কেমনে।
হারালে গুণের স্বামী মাতিয়া মদনে।।
মৃগ-ঋষি শাপ তোর না ছিল স্মরণে।
সকল ত্যজিয়া বনে বঞ্চ এ কারণে।।
অনিমিষে থাকি আমি রাজার রক্ষণে।
সঙ্গে আসিয়াছি তুমি জানিব কেমনে।।
আপনা খাইয়া মোর হেন হৈল গতি।
হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংহতি।।
বড়ই পাপিষ্ঠা তুই পতি-বিগাতিনী।
তোর জন্য হইলাম অমি অনাথিনী।।
মাদ্রী বলে, কুন্তী মোরে নিন্দ অকারণ।
বার বার তাঁরে দেবী করেছি বারণ। ।
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডে কোন্ জন।
না রাখি আমার বাক্য ঘটিল নিধন।।
কুন্তী বলে, ভাবী কর্ম্ম, না যায় খণ্ডন।
সম্প্রতি শুনহ তুমি আমার বচন।।
পঞ্চপুত্রে পালন করিহ ভাল মতে।
সহমৃতা হৈব আমি রাজার সহিতে।।
মাদ্রী বলে, হেন তুমি না বল আমারে।
তিলেক না জীব আমি না দেখি রাজারে।।
তোমার বিলম্বে এতক্ষণ আছে প্রাণ।
এখনি শরীর ত্যজি যাব প্রভু স্থান।।
আমা হেতু নৃপবর হারাইল জীবনে।
সেই হেতু আমি যাইব সহ-মরণে।।
তোমার নিকটে করি এক নিবেদন।
বিদায় তোমার কাছে মাগি যে এখন।।
পুনঃ পুনঃ তোমারে যে করি পরিহার।
যত্নেরে পালিবা দুটি কুমার আমার।।
ইহা বিনা আর কিছু না কহি তোমারে।
বিভেদ না ভেব দুটী আমার কুমারে। ।
পিতৃ মাতৃ বিনা পুত্র সহজে অনাথ।
তুমি সর্ব্ববন্ধু জেন, তুমি মাতা তাত।।
এতেক বলিয়া মাদ্রী নিঃশব্দ হইল।
নিবিড় করিয়া শবে আলিঙ্গন দিল।।
আলিঙ্গন করি মাদ্রী ত্যজিল পরাণ।
শুনি শতশৃঙ্গ-বাসী এল সেই স্থান।।
ঋষিগণ মিলিয়া করিল এ বিচার।
পুত্র সহ ছিল পাণ্ডু আশ্রমে আমার।।
এখন শরীর ত্যাগ করিল রাজন।
অনাথ হইল কুন্তী, শিশু পঞ্চজন।।
রাজ-পুত্রগণে স্থিতি না শোভে কাননে।
দেশেতে লইয়া রাখ পাণ্ডু-পুত্রগণে।।
তবে সবাকার ধর্ম্ম থাকে, হেন বাসি।
বিচার করিল এই শতশৃঙ্গ-বাসী।।
মৃত শব কান্ধে করি লয় চরগণ।
পুত্র সহ কুন্তী লয়ে গেল ঋষিগণ। ।
অল্প দিনে গেল কুন্তী হস্তিনা- নগর।
প্রবেশ করিল সবে নগর-ভিতর।।
রাজ-অন্তঃপুরেতে হইল সমাচার।
কুন্তী সহ এল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।।
ভীষ্ম সোমদত্ত আর বাহ্লীক বিদুর।

www.bengaliebook.com

ধৃতরাষ্ট্র-আদি যত বৈসে অন্তঃপুর।।
সত্যবতীসহ বধূ গান্ধারী সুন্দরী।
গৃহেতে বৈসেন আর যত বৃদ্ধা নারী।।
ঋষিগণে প্রণমিয়া দিলেন আসন।
কহিতে লাগিল বার্ত্তা সব ঋষিগণ।।
শতশৃঙ্গ-পর্ব্বতে ছিলেন পাণ্ডুরাজ।
ব্রহ্মচর্য্য করিতেন ঋষির সমাজ।।
দেব-বরে পঞ্চ পুত্র হইল তাঁহার।
কালেতে তাঁহারে কালে করিল সংহার।।
মদ্রকন্যা অতি ধন্যা ভুবনে মানিতা।
হইলেন সহমৃতা পাণ্ডুর বনিতা।।
এই কুন্তী সহ দেখ পুত্র পঞ্চজন।
পাণ্ডু-মাদ্রী-শব এনেছি করি বহন।।
যে মত বিচার হয় করহ বিধান।
এত বলি মুনিগণ করিল প্রস্থান।।
এত শুনি রোদন করেন সর্ব্বজন।
হাহাকার শব্দ মুখে, কাতর বচন।।
কান্দে সত্যবতী কান্দে অম্বিকা জননী।
শ্রীভীষ্ম বিদুর কান্দে, অন্ধ নৃপমণি।।
নগরের লোক করে বিলাপ ক্রন্দন।
বালবৃদ্ধ তরুণী কান্দয়ে সর্ব্বজন।।
ক্রন্দনের শব্দ উঠে গগন-উপরে।
মহা-কোলাহল হৈল হস্তিনা-নগরে।।
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে বিদুরে ডাকিয়া।
দুই শব দগ্ধ কর গঙ্গাতীরে লৈয়া।।
রাজ বিধান যেমন আছে পূর্ব্বাপর।
শুনিয়া বিদুর তবে হইল সত্বর।।
দুই শব কান্ধে করি লয়ে ক্ষত্রগণে।
চতুর্দ্দোল বিভূষিত বিবিধ বিধানে।।
উপরে ধরিল ছত্র যে রাজনীত।
শত শত চামর ঢুলায় চারিভিত।।
অগুরু চন্দনকাষ্ঠ আনিল বিস্তর।
কলসী কলসী ঘৃত আনে ভারে-ভার।।
মন্ত্র পড়ি দ্বিজগণ পাবক জ্বালিয়া।
অগ্নিহোত্রে রাজার করিল দাহক্রিয়া।।
পঞ্চ ভাই দিলা পিণ্ড ক্ষত্রিয়-বিধান।
এয়োদশ দিনে করে শ্রাদ্ধ শান্তি দান।।
স্বর্ণদান ভূমিদান করে গবীদান।
কাঞ্চন-রজত-দান বিবিধ-বিধান।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

www.bengaliebook.com

সত্যবতীর প্রাণ ত্যাগ

তবে কত দিনে তথা আসে বেদব্যাস।
একান্তে কহেন মুনি জননীর পাশ।।
অবধানে শুন মাতা আমার বচন।
ধর্ম্মকাল গেল, হৈল পাপ-উপাসন।।
তোমার বংশেতে হবে বড় দুরাচার।
কপট হইবে সব হিংসা অহঙ্কার।।
এই সবাকার পাপে মজিবে সকল।
পৃথিবী হরিবে শস্য, মেঘে অল্প জল।।
ধন লুপ্ত হবে, লুপ্ত হবে ক্রিয়াচার।
আত্ম হিংসা সবে তবে করিবে বিস্তার।।
ধৃতরাষ্ট্র কপটে করিবে কুলক্ষয়।
ধর্ম্ম ত্যজি নর লবে অধর্ম্ম আশ্রয়।।
সে কারণে মাতা আমি কহি যে তোমায়।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে না যুয়ায়।।
গৃহ ত্যজি জননী চলহ তপোবন।
সংসার ত্যাজিয়া মাতা তপ দেহ মন। ।
এত বলি ব্যাস-মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি সত্যবতী চিত্তে চিন্তেন বিধান। ।
দুই বধূ ডাকিয়া আনিল নিজ পাশ।
কহিতে লাগিল যত কহিলেন ব্যাস।।
তোমার নন্দন বধূ করিবে দুর্ণীতি।
কপট হিংসক হবে করিবে দুষ্কৃতি।।
কুলক্ষয় হইবেক তার কদাচারে।
এসব শুনিয়া আমি জানাই তোমারে।।
সে কারণে এবে আমি যাই তপোবনে।
করহ বিধান বধূ যেই লয় মনে।।
শুনিয়া যুগল বধূ চলিল সংহতি।
ভীষ্মে ডাকি সব কথা কহিলেন সতী। ।
অন্তঃপুরে ছিল যত বৃদ্ধা নারীগণ।
সত্যবতী সহ সবে গেল তপোবন।।
ফল-মূলাহারী হৈয়া তপ আচরিল।
যোগে মন দিয়া সবে শরীর ত্যজিল।।
মহাভারতের কথা অমৃত প্রসবে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে।।

ভীমের বিষপান

মুনি বলিলেন, রাজা শুন তদন্তরে।
পুত্র সহ কুন্তীদেবী রহে অন্তঃপুরে।।
কৌরব পাণ্ডব ভাই পঞ্চোত্তর শত।
বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়নে সবে পরাগত।।
বালকের ক্রীড়া যত আছয়ে সংসারে।
ক্রীড়ায় উত্তম সবে সদা ক্রীড়া করে।।
ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদর।
সবার অধিক বলে বীর বৃকোদর।।
মহা-বলবন্ত ভীম দেখি যম যেন।
তাহার সদৃশ নাহি ভাই একজন।।
ধাইতে পবন সম, সিংহ সম হাঁকে।
আস্ফালন গজ সম, মেঘ সম ডাকে।।
যেই দিক দিয়া ভীম বেগে যায় চলি।
দশ বিশ বৃক্ষে ফেলে ভুজাস্ফালে ঠেলি।।
ক্রোধে সব সহোদরে ধরি একেবারে।
অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাঁকারে।।
কতদূরে পড়ে সবে অচেতন হৈয়া।
পৃষ্ঠে গায় নাসিকায় রক্ত যায় বৈয়া।।
দুই হস্তে ধরে বীর সবাকার কর।
চক্রাকার করিয়া ভ্রমায় বৃকোদর।।
প্রাণ যায় বলি সবে পরিত্রাহি ডাকে।
মৃতকল্প সব দেখি তবে ভীম রাখে।।
জলমধ্যে ক্রীড়া যবে করে ভ্রাতৃগণ।
একেবারে ধরে ভীম দশ দশ জন।।
ডুবায় জলেন নীচে চাপি দুই কাঁখে।
মৃতকল্প করি ছাড়ে প্রাণমাত্র রাখে।।
ভয়েতে না যায় কেহ ভীমের নিকটে।
জলেতে দেখিলে ভীমে সবে থাকে তটে।।
ফলহেতু উঠে সবে বৃক্ষের উপরে।
তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরণ প্রহারে।।
চরণের ঘায় বৃক্ষ করে থর থর।
ফল সহ পড়ে তাহা ভূতল উপর।।
বালক-কালেতে ভীম মহা-পরাক্রম।
ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম।।
দুর্য্যোধন দেখি হৈল পরম চিন্তিত।
বালক-কালেতে বল ধরে অপ্রমিত।।
বয়োধিক হইলে হইবে মহবল।
ইহার জীয়ন্তে নাই আমার কুশল।।
হৃদে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল বিচার।
ভীমেরে মারিব, হেন যুক্তি করে সার।।
ভীমে মারি চারি ভায়ে রাখিব বান্ধিয়া।
তবে ত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষ্কণ্টক হৈয়া।।

কৃপাচার্য্যের জন্ম-বিবরণ

মুনিবরে কহে পরীক্ষিতের কুমার।
বিস্তারিয়া কহ মোরে, ঘুচুক আঁধার।।
তদন্তর কি করিল পাণ্ডবের স্বামী।
তব মুখে শুনিয়া কৃতার্থ হই আমি। ।
মুনি বলে, শুন রাজা পাণ্ডব-চরিত্র।
যাহার শ্রবণে হয় জগত পবিত্র।।
তব কত দিনে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অস্ত্র-শিক্ষা হেতু নিয়োজিল পৌত্রগণ।।
সৰ্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ কৃপাচার্য্য নাম।
শরদ্বান্ ঋষি-পুত্র হস্তিনাতে ধাম।।
পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব-পাণ্ডব।
কৃপাচার্য্য ধনুর্ব্বেদদ শিখাইল সব।।
জন্মেজয় বলে, কহ শুনি মহাশয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম কৈল কেন ব্রাক্ষণ- তনয়।।

মুনি বলে, নৃপতি করহ অবধান।
গৌতম ঋষির পুত্র নাম শরদ্বান্। ।
শরদ্বান্ নাম হৈল শর সহ জন্ম।
ধনুর্ব্বেদ রত হৈল ত্যজি দ্বিজকর্ম্ম।।
বেদশাস্ত্র না পড়িল ধনুর্ব্বেদে মন।
তপোবন মধ্যে তপ করে অনুক্ষণ।।
তাঁর তপ দেখিয়া সশঙ্ক শতক্রুতু।
সৃজিলেন উপায় সে তপোভঙ্গ হেতু।।
জানপদী দেবকন্যা দিল পাঠাইয়া।
যথ তপ করে, তথা উত্তরিল গিয়া।।
কন্য দেখি শরদ্বান, হৈল হত ধৈর্য্য।
ধনুঃশর খসিত স্খলিত হৈল বীর্য্য।।
স্খলিত হইতে মুনি হৈল সচেতন।
সে বন ত্যজিয়া মুনি গেল অন্য বন।।
যাইতে ঋষির বীর্য্য পড়িল ভূতলে।
দুই ঠাঁই হইয়া পড়িল সেই স্থলে।।
তপস্বী ঋষির বীর্য্য কভু নষ্ট নয়।
হইল একটি কন্যা, অন্যটি তনয়।।

শান্তনু-নৃপতি গেল মৃগয়া কারণে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল সেই তপোবনে।।
অনাথ যুগল-শিশু দেখি অনুচরে।
আস্তে ব্যস্তে জানাইল রাজার গোচরে।।
শুনিয়া গেলেন রাজা ভাবি চমৎকার।
দেখে রোদন করে কুমারী কুমার।।
ধনুঃশর আছে আর আছে কৃষ্ণচৰ্ম্ম।
অনুমানে জানিলেন ঋষির এ কৰ্ম্ম। ।
গৃহে আনি দোঁহারে যে করেন পালন।
কতদিনে আসে শরদ্বান্ তপোধন।।

শরদ্বান্ বলে, রাজা তুমি ধৰ্ম্মময়।
কৃপায় পালিলে সেই তনয়া তনয়।।
সে কারণে নাম রাখিলাম দোঁহাকার।
কৃপ কৃপী বলি হেন ঘোষয়ে সংসার।।
তবে শরদ্বান্ মুনি আপন নন্দনে।
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিখাইল দিনে দিনে।।
ধনুর্ব্বেদে কৃপ সব নাহিক মানুষে।
অল্পকালে আচার্য্য বলিয়া লোকে ঘোষে।।
কুরুবংশ-যদুবংশ-অন্ধ-বৃষ্ণি বংশে।
আর যত রাজগণ বৈসে নানা দেশে।।
সবে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করে কৃপ-স্থানে।
কৃপগুরু বলি নাম ব্যাপিল ভুবনে। ।

পরে ভীষ্ম মহাবীর চিন্তিলেন মনে।
বিশেষ কি মতে শিক্ষা হবে পৌত্রগণে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। ।

www.bengaliebook.com

দ্রোণাচার্য্যের জন্ম-বিবরণ

রাজা বলিলেন, মুনি কর অবধান।
কার পুত্র দ্রোণাচার্য্য, কোথা অবস্থান।।
ধনুর্ব্বেদ শিখাইল তাঁরে কোন্ জন।
কুরু-দেশে গুরু হইলেন কি কারণ। ।

ব্যাস-শিষ্য মুনিবর সর্ব্ব-শাস্ত্র-জ্ঞানী।
কহিতে লাগিল দ্রোণাচার্য্যের কাহিনী।।
ভরদ্বাজ মহামুনি খ্যাত ভূমণ্ডলে।
একদিন স্নানার্থ গেলেন গঙ্গাজলে।।
অন্তরীক্ষে চ'লি যায় ঘৃতাচী অপ্সরা।
পরমা সুন্দরী হয় অপ্সরাতে বরা।।
দক্ষিণ-পবনে তার উড়িল বসন।
মুনি তার অঙ্গ করিলেন দরশন।।
দেখিয়া তাঁহার চিত্তে জন্মিল উদ্বেগ।
পঞ্চশর-শরের অধিকতর বেগ।।
নাহি হেন জন, যারে না মোহে কামিনী।
স্খলিত হইল রেত, চিন্তান্বিত মুনি।।
সম্মুখে দেখিয়া দ্রোণী রাখিলেন তায়।
দ্রোণী-মধ্যে পুত্র জন্ম হইল ত্বরায়।।
পুত্র দেখি ভরদ্বাজ হরিষ-অন্তর।
পুত্র লৈয়া গেলেন সে আপনার ঘর।।
দ্রোণীতে জন্মিল পুত্র তেঁই দ্রোণ আখ্যা।
বেদ-বিদ্যা সর্ব্ব-শাস্ত্র করালেন শিক্ষা।।
ছিলেন পৃষত-নামে পাঞ্চাল রাজন।
দ্রুপদ বলিয়া নাম তাঁহার নন্দন। ।
ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে সদা যায়।
সমান-বয়স দ্রোণ সহিত খেলায়।।
এক ঠাঞি দুই জন করে অধ্যয়ন।
ক্রীড়া করে এক ঠাঁই ভোজন- শয়ন।।
তিলেক না রহে দোঁহে না হইলে দেখা।
পরস্পর হইলে দোঁহার দোঁহে সখা।
তবে কত দিনে রাজা পৃষত মরিল।
পাঞ্চাল-দেশেতে রাজা দ্রুপদ হইল।।
স্বর্গেতে গেলেন ভরদ্বাজ তপোধন।
তপস্যা করিতে দ্রোণ যান তপোবন।।
কতদিনে দ্রোণাচার্য্য পিতৃ-আজ্ঞা মানি।
বিবাহ করেন কৃপাচার্য্যের ভগিনী।।
পরমা-সুন্দরী কন্যা ব্রতে অনুরতা।
যজ্ঞ-হোম তপে নিষ্ঠা সতী পতিব্রতা।।
যজ্ঞ-তপ-ফলে তাঁর হইলে নন্দন।
জন্মমাত্র পুত্র করিলেক অশ্বের গর্জ্জন।।
হেনকালে আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী।
জন্মমাত্র পুত্র করিলেক অশ্বধ্বনি।।
অশ্বত্থামা নাম তার হবে সে কারণে।
দীর্ঘজীবী হবে, আর পূর্ণ সর্ব্বগুণে।।
পুত্রে দেখি দ্রোণাচার্য্য আনন্দিত মন।
নানা বিদ্যা তারে করালেন অধ্যয়ণ।।
তবে কত দিনে দ্রোণ করেন শ্রবণ।
জমদগ্নি-সুতের দানের বিবরণ।।
নানা রত্ন ধন বিপ্রে দিতেছেন দান।
পৃথিবীতে শব্দ হৈল দানের বাখান। ।
মহেন্দ্র-পর্ব্বত মধ্যে রামের নিলয়।
তথায় গেলেন ভরদ্বাজের তনয়।।
দ্রোণে জিজ্ঞাসেন জমদগ্নির নন্‌দন।
কোথা হৈতে আইলেন, কোন প্রয়োজন।।
দ্রোণ বলিলেন, মোর দ্রোণাচার্য্য নাম।
জনক আমার ভরদ্বাজ গুণধাম।।

বহুদান কর তুমি, শুনি লোকমুখে।
বার্তা পেয়ে আইলাম তোমার সম্মুখে।।
পূর্ণ করি ধন দিবা আমারে হে রাম।
সকুটুম্ব মোর যেন পুরে মনস্কাম।।

শুনিয়া বলেন জমদগ্নির নন্দন।
সব ধন দিয়া আমি এই যাই বন।।
হেনকালে এলে তুমি ব্রাহ্মণ-কুমার।
কোন্ দ্রব্য দিয়া তুষ্টি করিব তোমার।।
পৃথিবীর মধ্যে মম নাহি অধিকার।
কশ্যপে দিলাম আমি সকল সংসার।।
আছে মাত্র প্রাণ আর ধনুঃশর তূণ।
যাহা ইচ্ছা মম স্থানে মাগি লহ দ্রোণ।।
দ্রোণাচার্য্য মাগিলেন তবে ধনুর্ব্বাণ।
মন্ত্র সহ অস্ত্র দেন ভৃগুর সন্তান।।
ধনুর্ব্বেদে নিপুণ হইয়া দ্রোণাচার্য্য।
পরে চলিলেন তিনি দ্রুপদের রাজ্য।।
অত্যন্ত দরিদ্র দ্রোণ, না মাগেন কারে।
পুত্রের দেখিয়া কষ্ট ভাবেন অন্তরে।।
বালক কালের সখা দ্রুপদ রাজন।
তাঁর স্থানে গেলে হবে দারিদ্র-ভঞ্জন।।
এত ভাবি গেল দ্রোণ পাঞ্চাল-ভঞ্জন।।
এত ভাবি গেল দ্রোণ পাঞ্চাল-নগর।
উত্তরেন যথায় দ্রুপদ নরবর।।
পিন্ধন মলিন জীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ দুঃখে।।
রাজারে বলেন দ্রোণ, শুন মহারাজ।
আমি তব সখা, হেথা আসিয়াছি আজ।।

এত শুনি নরপতি কটাক্ষেতে চায়।
নয়ন লোহিত-বর্ণ, কহে কম্পকায়।।
কোথায় দ্বিজ তুমি দরিদ্র ভিক্ষুক।
অজ্ঞান বাতুল কিবা হইবা দুর্ম্মুখ।।
আমি মহারাজ হই পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
কোন্ লাজে সখা বল সভার ভিতর।।
ধনীর নির্ধন সখা কভু না যুয়ায়।
সুর-নরলোকে কভু সখ্য নাহি হয়।।
কোথা সখ্য হইয়াছে নৃপতি ভিক্ষুকেক।
সমানে সমানে সখ্য হয় অতি সুখে।।
উত্তমে অধমে সখ্যে হয় অতি সুখ।
অধমে উত্তমে দ্বন্দ্ব সেইরূপ দুঃখ।।
কোথা হৈতে এলে তুমি দরিদ্র এখানে।
দেখেছি কি না দেখেছি, নাহি পড়ে মনে।।

এতেক শুনিয়া তাঁর নিষ্ঠুর উত্তর।
অভিমানে দ্রোণের কম্পিত কলেবর।।
মুহূর্ত্তেক স্তব্ধ হৈয়া রহিলেন দ্রোণ।
ক্রোধে নেত্রদ্বয় করে অগ্নি বরিষণ।।
পুনশ্চ না দেখিলেন রাজার বদন।
না বলিয়া কারে কিছু করিলা গমন।।
শ্যালক-আলয়ে যান হস্তিনা-নগর।
দ্রোণে দেখি কৃপাচার্য্য হরিষ-অন্তর।।
দারা পুত্র সহ দ্রোণ থাকেন তথায়।
হেনমতে গুপ্তবেশে কত দিন যায়।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সিঞ্চিত।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচিত।।

কুরু-পাণ্ডবের বাল্যক্রীড়া

এক দিন তথা যত কুরুপুত্রগণ।
নগর বাহিরে ক্রীড়া করে সর্ব্বজন।।
এক গোটা লৌহ ভাঁটা ভূমিতে ফেলিয়া।
হাতে দণ্ড করি তাহা যায় গড়াইয়া। ।
হেন লৌহ-ভাঁটা তবে দৈব নির্ব্বন্ধনে।
নিরুদক কূপ মধ্যে পড়িল তাড়নে।।
কূপেতে পড়িল দেখি সকল কুমার।
তাহা তুলিবারে যত্ন করিল অপার।।
কিছু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইল।
হতাশ হইয়া সবে ভাবিতে লাগিল।।
লজ্জিত হইল সবে মলিন বদন।
হেনকালে আইলেন দ্রোণ তপোধন।।
শুক্লবেশ শুক্লবস্ত্র স্বন্ধেতে উত্তরী।
শ্যামল দেহের বর্ণ, গতি মত্তকরী।।
শিশুগণে দেখি দ্রোণ বিরস বদন।
জিজ্ঞাসেন মনোদুঃখ কিসের কারণ।।

এতেক শুনিয়া বলে যতেক কুমার।
ধিক্ ক্ষত্রকূলে জন্ম আমা সবাকার।।
ধিক্ প্রাণ, ধিক্ ধনু, ধিক অধ্যয়ন।
ভাঁটা উদ্ধারিতে শক্ত নহি কোন জন।।
হের দেখ জলহীন কূপের ভিতরে।
পড়িয়াছে লৌহ-ভাঁটা পাই দেখিবারে।।
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য বলেন হাসিয়া।
কূপ হৈতে ভাঁটা দেখ দেই উদ্ধারিয়া।।
এই ইষিকার তেজে করিব উদ্ধার।
ভোজ্য দিয়া তুষ্ট তবে করিবা আমার।
একবাক্য হৈয়া সবে কর অঙ্গীকার।
অবশ্য উদ্ধারি দিব লৌহ-ভাঁটা যার।।

এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রোণাচার্য্য প্রতি বলে বুঝিয়া কারণ।।
কূপ হৈতে ভাঁটা পার করিতে উদ্ধার।
কি ভোজ্য ভোজনে তবে, সকলি তোমার।।
কৃপাচার্য্য সহিত ভুঞ্জহ নানা সুখ।
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য পরম কৌতুক।।
দ্রোণ বলিলেন, সবে থাক স্থির-রূপে।
এইত অঙ্গুরী আমি ফেলি এই কূপে।।
অঙ্গুরী তুলিব আর উদ্ধারিব ভাঁটা।
এত বলি লইলেন ইষিকা একটা।।
মন্ত্র পড়ি দ্রোণচার্য্য ইষিকা মারিল।
মন্ত্রতেজে লৌহ-ভাঁটা সকল ভেদিল।।
পুনঃ পুনঃ তথিপর মারেন অপার।
ইষিকা ইষিকা যুড়ি হৈল দীর্ঘাকার।।
ইষিকার মূল তবে দ্রোণ ধরি করে।
আকাশে তুলেন ভাঁটা উঠিল উপরে।।
আশ্চর্য্য হইয়া সবে মানিল বিস্ময়।
তবে ধনুর্ব্বাণ লয়ে দ্রোণ মহাশয়।।
মন্ত্র পড়ি অঙ্গুরী উপরে বাণাঘাতে।
শর সহ অঙ্গুরী উঠিল আসি হাতে।।
দেখিয়া দুষ্কর কর্ম্ম সকল কুমার।
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবরে করি পরিহার। ।
কোথা হৈতে এলে দ্বিজ, কোথায় নিবাস।
কি কারণে আগমন, করহ প্রকাশ।।
অদ্ভুত তোমার কর্ম্ম লোকে অনুপাম।
কহ শুনি দ্বিজবর কিবা তব নাম।।
আজ্ঞা কর দ্বিজবর, যেই লয় মন।

যে আজ্ঞা করিবা, তাহা করিব পালন।।
এতেক বচন যদি শিশুগণ কৈল।
শুনিয়া সন্তুষ্ট দ্বিজশ্রেষ্ঠ যে হইল।।

দ্রোণ বলে, শুন সবে আমার উত্তর।
মম সমাচার কহ ভীষ্মের গোচর।।
রূপ গুণ আমার কহিবা তাঁর স্থান।
আপনি জানিয়া ভীষ্ম করিবে বিধান।।
এত শুনি শীঘ্রগতি যতেক কুমার।
পিতামহ-আগে কহে সব সমাচার।।
বৃদ্ধ এক দ্বিজবর শ্যামবর্ণ ধরে।
তাঁহার যতেক গুণ অদ্ভুত সংসারে।।
নাম ধাম করিলাম জিজ্ঞাসা তাঁহারে।
কহিলেন তোমার গোচর করিবারে।।

এত শুনি গঙ্গাপুত্র ভাবিয়া হৃদয়।
জানিলেন এতাদৃশ অন্য কেহ নয়।
দ্রোণাচার্য্য বিনা অন্য কেহ নাহি জানে।
আইলেন দ্রোণ, জানিলাম এ বিধানে।।
কুরুবংশ-যোগ্য গুরু মিলে এতদিনে।
দ্রো-অনুসারে ভীষ্ম চলিল আপনে।।
দ্রোণে দেখি প্রণমিল গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি দ্রোণ, দেন আলিঙ্গণ।।

ভীষ্ম বলিলেন, কহ আপন-কল্যাণ।
বড় ভাগ্যে কুরুবংশে দ্রোণ-অধিষ্ঠান।।
এতেক শুনিয়া ভরদ্বাজের নন্দন।
কহিতে লাগিল সব আত্ম-বিবরণ।।
তপোবনে থাকি বহু করি তপঃক্লেশ।
ফলমূলাহারী ধরি জটা-বল্ক-বেশ।।
এইরূপে বহুদিন থাকি তপোবন।
হেনকালে পিতৃবাক্য হইল স্মরণ।।
বংশ-হেতু কতদিনে পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে।
গৌতমী কৃপের ভগ্নী করিলাম বিয়ে।।
জন্মিল তাহার গর্ভে একটি নন্দন।
অশ্বত্থামা নাম তার দিল দেবগণ।।
কতদিনে ক্রীড়া-কাল পাইল কুমার।
শিশুগণ-সঙ্গে সদা করয়ে বিহার।।
আচম্বিতে একদিন আইল ধাইয়া।
আমার অগ্রেতে কহে কান্দিয়া কান্দিয়া।।
গবীদুগ্ধ পান করে সকল বালক।
সেই মত দুগ্ধ দেহ আমারে জনক।।
অনেক রোদন করি মাগিল নন্দন।
দুগ্ধ হেতু করিলাম বহু পর্য্যটন।।
গবীর কারণে ভ্রমিলাম বহু স্থান।
সত্যশীল কেহ না করিল গবীদান।।
নাহি চাহিলাম কোন অধমের স্থান।
গবী না পাইয়া গৃহে করিনু প্রস্থান।।
গৃহে আসি দেখিলাম বালকের দল।
আনিয়াছে পাত্রভরি পিটালির জল।।
পিটালির জলে সবে দুগ্ধ বলি দিল।
আনন্দিত হৈয়া শিশু তাহা পান কৈল।।
সকল বালকগণ নৃত্য করে রঙ্গে।
অশ্বত্থামা নাচিতে লাগিল শিশু সঙ্গে।।
ইহা দেখি শিশুগণ বলাবলি করে।
যার পুত্র পিষ্টোদক পিয়ে হর্ষভরে।।
দুগ্ধপান কৈনু বলি নাচিছে সঘনে।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ ধনহীন দ্রোণে।।
শিশুগণ উপহাস তাহারে করিল।

পুনরপি আসি পুত্র আমারে কহিল।।
পুত্রের বচন শুনি চিত্তে হৈল তাপ।
জননী শুনিয়া বহু করিল বিলাপ।।
বহুমতে বিলাপিয়া ভাবি মনে মনে।
আপন কর্ম্মের ফল না হয় খণ্ডনে।।
ধিক্ তপ ধিক্ জন্ম ধিক্ পরিবার।
ধিক্ ধ্যান জ্ঞান মোর, ধিক্ কলেবর।।
ধিক্ ধিক্ শতধিক আমার জীবনে।
পৃথিবীতে গৃহবাসী ধিক্-ধনহীনে।।
এতেক ভাবিয়া পূর্ব্ব হইল স্মরণ।
বালক কালেতে সখা পৃষত-নন্দন।।
অত্যন্ত সৌহৃদ ছিল তাহার সহিত।
পাঞ্চালে গেলাম ভাবি পূর্ব্বের পিরীত।।
সখা বলি সম্ভাষ করিনু দ্রুপদেরে।
দেখিয়া অনেক নিন্দা করিল আমারে।।
কোথায় দরিদ্র তুমি, আমি নৃপমণি।
তব সনে সখ্য কবে, আমি নাহি জানি।।
পুনঃ পুনঃ কত বলে নিষ্ঠুর বচন।
সেবকে বলিল, দেহ একটি ভোজন।।
এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া তাহার।
ক্ষণেক বিলম্ব তথা না করিনু আর।।
ভেদিলেম মর্ম্ম মম তাহার বচনে।
এ প্রতিজ্ঞা করিলাম তথির কারণে।।
আইলাম প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ চিতে।
প্রতিকার করিবে তাহার ভবিষ্যতে।।
সেই হেতু আইলাম হস্তিনা- নগর।
কি করিব প্রীতে তব, কহ নৃপবর।।

ভীষ্ম বলিলেন, ভাগ্য বড়ই আমার।
অতএব হেথায় করিলা আগুসার।।
এই কুরু-জাঙ্গল কৌরব-অধিকার।
রাজ্য অর্থ পরিবার সব আপনার।।
পৌত্রগণে সমর্পি তোমার বিদ্যমান।
কৃপায় সবারে কর অস্ত্র শিক্ষা দান।।
এত বলি ভীষ্ম তবে পূজি বহুতর।
রহিবারে দিলেন রত্নমণ্ডিত ঘর।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

দ্রোণের নিকট অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা এবং পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অস্ত্রশিক্ষা

তবে দ্রোণাচার্য্য সব রাজপুত্র লৈয়া।
কহিতে লাগিল সবে একান্তে বসিয়া।।
অস্ত্রবিদ্যা সবারে করাব অধ্যয়ন।
শিক্ষা করি মম বাক্য করিবা পালন।।
আমার যে বাঞ্ছা বলি শুন সব শিষ্য।
সত্য কর, তোমরা তা করিবে অবশ্য।।

দ্রোণের বচন শুনি যত শিষ্যগণ।
নিঃশব্দ হইল সবে, না কহে বচন।।
অর্জ্জুন বলেন, করি সত্য অঙ্গীকার।
করিব পালন, হয় যে আজ্ঞা তোমার।।
অর্জ্জুন-বচনে দ্রোণ হরিষ- অন্তর।
আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল মস্তক- উপর।।
একান্তে বলেন দ্রোণ করি অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কারো সদৃশ তোমার।।

তবে দ্রোণাচার্য্য লৈয়া যত শিষ্যগণ।
সর্ব্বদা করান নানা অস্ত্র-অধ্যয়ণ।।
অস্ত্রশিক্ষা করে কুরু-পাণ্ডব-কুমার।
রাজ্যে রাজ্যে গেল দ্রোণ-গুরু সমাচার।।
যত রাজপুত্রগণ শিক্ষার কারণ।
হস্তিনানগরে সবে করিল গমন।।
বৃষিবংশ-যদুবংশ-তনু ভোজ আদি।
আর যত রাজগণ সাগর অবধি।।
কর্ণ মহাবীর অধিরথের নন্দন।
সদা দুর্য্যোধনের সে অনুগত জন।।
সেও অস্ত্র দ্রোণ-স্থানে করে অধ্যয়ন।
হেন মতে বহুশিষ্য হইল ঘটন।।
শিক্ষা হেতু শিষ্যগণ থাকে নিরন্তর।
নিজ পুত্রে পড়াইতে নাহি অবসর।।
সবারে কহেন দ্রোণ কপট করিয়া।
গঙ্গাজল আনন কমণ্ডলুতে করিয়া।
কমণ্ডলু লয়ে যত রাজপুত্রগণ।
জল আনিবারে সবে করিল গমন।।
একান্তে পাইয়া দ্রোণ পুত্রে শিক্ষা দেন।
গুরুর এ কৌশল বুঝিলেন অর্জ্জুন।।
বরুণ নামেতে অস্ত্র ধনুকে জুড়িয়া।
কমণ্ডলু লৈয়া দিল জলেতে পূরিয়া।।
জল আনিবারে যায় সব শিষ্যগণ।
অশ্বত্থামা অর্জ্জুন করেন অধ্যয়ণ।।
অহর্নিশি পার্থের নাহিক অবসর।
নাহি নিদ্রা শ্রম সদা হাতে ধনুঃশর।।
নিরবধি গুরুপদে করেন সেবন।
কৃতাঞ্জলি, সদা স্তুতি, বিনয় বচন।।
পার্থের সৌজন্য দেখি দ্রোণ বড় প্রীত।
বহুবিদ্যা অর্জ্জুনে দিলেন অপ্রমিত।।
আদিপর্ব্ব ভারত বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীরাম কহে সাধু সদা করে পান।।

www.bengaliebook.com

দ্রোণ সমীপে অস্ত্রশিক্ষা হেতু একলব্যের আগমন

তবে একদিন তথা দ্রোণ-গুরু-স্থানে।
আইল নিষাদ এক শিক্ষার কারণে।।
হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম।।
যোড়হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন।।
দ্রোণ বলিলেন তুই হোস্ নীচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি।।
অনেক বিনয়ে বলে নিষাদ-নন্দন।
তথাপি তাহারে না করান অধ্যয়ন।।
দ্রোণাচার্য্য-মুখে বাক্য নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল।।
নিষাদের বেশ ত্যাজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটা-বল্ক-পরিধান, ফল-মূলাহারী।।
মৃত্তিকার দ্রোণ মূর্ত্তি করিয়া রচন।
নানা পুষ্প দিয়া তাঁর করয়ে পূজন।।
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব্ব অস্ত্র শিখি হৈল মহা ধনুর্দ্ধর।।
তবে কতদিন পরে কৌরব- নন্দন।
সেই বনে গেল সবে মৃগয়া কারণ।।
কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ তুরঙ্গমে।
সঙ্গেতে চলিল পরিবার ক্রমে ক্রমে।।
মৃগয়া-নিপুণ গুণী লইয়া সংহতি।
মহাবনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি।।
মৃগয়া করিছে যত রাজার কোঙর।
হেনকালে এক পাণ্ডবের অনুচর।।
করিয়া কুক্কুর সঙ্গে যায় পাছে পাছে।
উত্তরিল যথায় নিষাদপুত্র আছে।।
মৃত্তিকা-পুত্তলি আগে করি যোড়কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর।।
শব্দ করে কুক্কুর দেখিয়া ব্রহ্মচারী।
চারিভিতে ভ্রমে তারে প্রদক্ষিণ করি।।
কুক্কুরের শব্দে তার ভাঙ্গিল যে ধ্যান।
ক্রোধে কুক্কুরের মুখে মারে স্তব্ধবাণ।।
না মরিল কুক্কুর না হৈল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুক্কুরের রুধিলেক রা।।
কুক্কুর নিঃশব্দে ধায় মুখে স্তব্ধশর।
কতক্ষণে গেল তবে কুমার-গোচর।।
কুক্কুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্ময় হইয়া।।
এ হেন অদ্ভুতকর্ম্ম কভু নাহি শুনি।
বহুবিদ্যা জানি হেন বিদ্যা নাহি জানি।।
লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণ।
চল যাই দেখিব বিন্ধিল কোন্ জন।।
অনুচরে লৈয়া গেল যথা ব্রহ্মচরী।
দেখিল বসিয়া আছে ধনুঃশর ধরি।।
জিজ্ঞাসিল, হও তুমি কোন্ মহাজন।
কার স্থানে এ বিদ্যা করিলা অধ্যায়ন।।
ব্রহ্মচারী বলে, মম একলব্য নাম।
দ্রোণ-গুরুস্থানে অস্ত্র-শিক্ষা করিলাম।।
শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জ্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার।।
মৃগয়া সম্বরি তবে যত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণস্থানে করিলেন সব নিবেদন।।
বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস- বদন।

আমারে নিগ্রহ কর বুঝিনু এখন।।
পূর্ব্বেতে আমার কাছে কৈলা অঙ্গীকার।
তব সম প্রিয় শিষ্য নাহিক আমার।।
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে।
এখন ছলনা প্রভু করিলা আমারে।।
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচরে নরে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদ-কুমারে।।
অর্জ্জুনের বাক্যে দ্রোণ মানিয়া বিস্ময়।
ক্ষণেক নিঃশব্দে চিন্তা করেন হৃদয়।।
অর্জ্জুনেরে বলেন, সে আছে কোন্ স্থানে।
শীঘ্রগতি চল তথা যাব দুইজনে।।
দ্রোণ আর অর্জ্জুন করিলেন গমন।
দ্রোণে দেখি ধীরে উঠি নিষাদ-নন্দন।।
দূরে থাকি ভূমে লুটি প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল।।
নিষাদ-নন্দন বলে মধুর বচন।
আজ্ঞা কর গুরু, হেথা কোন্ প্রয়োজন।।
দ্রোণ বলিলেন, যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরুদক্ষিণা আমারে আজি দাও।।
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি আপনি আইলা মোর পাশে।।
এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করিব বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু-অধিকার।।
যে কিছু মাগিবা প্রভু সকলি তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার।।
দ্রোণ বলিলেন, যদি সন্তোষ করিবে।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটা দিবে।।
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব না করিল।
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল।।
তুষ্ট হইলেন দ্রোণ আর ধনঞ্জয়।
পার্থ জানিলেন, গুরু আমারে সদয়।।
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুইজন।
প্রশংসা করিয়া দেশে করিলা গমন।।
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর।।

www.bengaliebook.com

দ্রোণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অস্ত্র-পরীক্ষা গ্রহণ

তবে কত দিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে।
রচিয়া কাষ্ঠের পক্ষী রাখেন বৃক্ষেতে।।
একে একে ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
আইলেন যুধিষ্ঠির আগে সেইক্ষণে।।
ধনুঃশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির-করে।
ভাস-পক্ষী দেখাইয়া কহেন তাঁহারে।।
ঐ দেখ ভাস-পক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ্য রাখ ধনুঃশর।।
যেক্ষণে আমার আজ্ঞা হইবে বাহির।
সেইক্ষণে কাটিবা উহার তুমি শির।।
এত শুনি ধনুঃশর যুড়ি যুধিষ্ঠির।
ভাস-পক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির।।
ডাকিয়া বলেন দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি পাও দেখিবারে।।
ধর্ম্ম বলিলেন, ভাস দেখি বৃক্ষোপর।
ভূমিতে তোমারে দেখি আর সহোদর।।
এত শুনি দ্রোণ তারে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড় ছাড় বলি ধনু নিলেন কাড়িয়া।।
দুর্য্যোধন শত ভাই, বীর বৃকোদর।
একে একে সবারে দিলেন ধনুঃশর।।
যেইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেইমত কহিল সকল ভ্রাতৃগণ।।
সবাকারে বহুনিন্দা করি দ্রোণ-বীর।
ধনু লৈয়া ঠেলা মারি করেন বাহির।।
ধনুঃশর দেন গুরু অর্জ্জুনের হাতে।
বৃক্ষ ভাস দেখাইয়া কহেন অগ্রেতে।।
নির্গত হইবামাত্র মম মুখে বাণী।
নিঃশব্দে কাটিবা বাপু ধনুঃশর হানি।।
গুরুবাক্যে তখনি টানিয়া ধনুর্গুণ।
পক্ষীপ্রতি দৃষ্টি করি রহেন অর্জ্জুন।।
কতক্ষণে থাকি দ্রোণ বলেন অর্জ্জুনে।
কোন্ কোন্ জন তুমি দেখহ নয়নে।।
অর্জ্জুন বলেন, আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষ উপরেতে দেখিবারে পাই পাখী।।
হৃষ্ট হইয়া দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন।
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ।।
অর্জ্জুন বলেন, আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আঁখি।।
দ্রোণ বলিলেন, অগ্রে কাট পক্ষী-শির।
না স্ফূরিত গুরুবাক্য কাটে পার্থবীর।।
দ্রোণাচার্য্য নিরখিয়া হরিষত মন।
আলিঙ্গিয়া পুনঃ পুনঃ করেন চুম্বন।।
প্রশংসা করেন দ্রোণ অর্জ্জুনে অপার।
দেখি চমৎকার হৈল সকল কুমার।।
তবে এক দিন দ্রোণ যান গঙ্গাস্নানে।
সঙ্গেতে করিয়া লইলেন শিষ্যগণে।।
জলে নামিলেন গুরু, শিষ্যগণ তটে।
কুম্ভীর ধরিল তাঁরে দশন বিকটে।।
শক্তিসত্ত্বে মুক্ত নাহি হইয়া আপনে।
ডাক দিয়া বলিলেন সব শিষ্যগণে।।
আমারে কুম্ভীর ধরি লৈয়া যায় জলে।
এই ডুবাইল, রাখ আমারে সকলে।।
দ্রোণের বচনে সবে হৈল চমৎকার।
আস্তে-ব্যাস্তে লৈয়া যায় অস্ত্র যে যাহার।।
দ্রোণের মুখেতে তবে নাহি সরে বাণী।

অলক্ষিতে পঞ্চ বাণ মারিল ফাল্গুনী।।
খণ্ড খণ্ড হইল কুম্ভীর-কলেবর।
মরিল কুম্ভীর, ভাসে জলের উপর।।
জল হৈতে উঠি দ্রোণ ধরিয়া অর্জ্জুনে।
বার বার তুষিল চুম্বন-আলিঙ্গনে। ।
তুষিয়া দিলেন অস্ত্র নাম ব্রহ্মশির।
অস্ত্র দিয়া বলিলেন দ্রোণ মহাবীর।।
এই অস্ত্র প্রহারিবা দেবতা রাক্ষসে।
কদাচিত অস্ত্র নাহি ছাড়িবা মানুষে।।
দেখিয়া গুরুর এত অর্জ্জুনে সম্মান।
ক্রোধে দুর্য্যোধন চিন্তে মরণ-সমান।।
হেনমতে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণে।
নানা-বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন যতনে।।
রথ-আরোহণে দৃঢ় হন যুধিষ্ঠির।
গদায় কুশল দুর্য্যোধন ভীম-বীর।।
তুরঙ্গে নকুল হৈল, সহদেব কুন্ত।
হেনমতে হইলেন সবে বিদ্যাবন্ত।।
ইন্দ্রের নন্দন হৈল ইন্দ্রের সমান।
সকল বিদ্যায় পূর্ণ হৈল বাখান।।
রথ গজ অশ্ব ভূমি সর্ব্বত্র অভ্যাস।
ধনুঃ ভড়গ গদা আদি সর্ব্বত্র প্রকাশ।।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ভক্তিতে শুনিলে তরে ভব-পারাবার। ।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে রাজপুত্রগণের অস্ত্র-শিক্ষার পরীক্ষা

সর্ব্ব শিষ্যগণ যবে হইল প্রখর।
দ্রোণ বলিলেন যথা অন্ধ নৃপবর।।
ভীষ্ম কৃপাচার্য্য আদি যত ক্ষত্রগণ।
সবার কহেন ভরদ্বাজের নন্দন।।
বিদ্যায় পরাগ হৈল সকল কুমার।
সাক্ষাতে পরীক্ষা কর বিদ্যা সবাকার।।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
বিদুরে ডাকিয়া আজ্ঞা করেন তখন।।
রঙ্গভূমি সুসজ্জ করহ শীঘ্রগতি।
যেইরূপ আচার্য্য করহ শীঘ্রগতি।।
যেইরূপ আচার্য্য কহেন মহামতি।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া বিদুর ততক্ষণে। ।
আদেশ করেন যত অনুচরগণে।।
ক্ষেত্র এক প্রশস্ত চৌদিকেতে সোসর।
রঙ্গভূমি বিরচিল তাহার ভিতর।।
চতুর্দ্দিকে নির্ম্মাইল উচ্চগৃহগণ।
নানারত্নে গৃহ সব করিল মণ্ডন।।
রাজগণ বসিবারে তাহার উপর।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা রাখিল বিস্তর।।
রাজ-নারীগণ হেতু কৈল ভিন্ন স্থল।
ভূমি হৈতে তাহা অতি করিল উচল।।
হেন মতে রঙ্গভূমি করিয়া নির্ম্মাণ।
বিদুর জানাইলেন ধৃতরাষ্ট্র স্থান।।
শুভদিন করিয়া চলিল সর্ব্বজন।
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আর গঙ্গার নন্দন।।
বাহ্লীক চলিলসহ পুত্র সোমদত্ত।
আর যত রাজগণ আইল প্রমত্ত।।
গান্ধারী সুবল-সুতা কুন্তী আদি করি।
আইল সকল যত অন্তঃপুর-নারী।।
রথ-গজ-অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চের উপরে।
শতপুর করিয়া বসিল দেখিবারে।।
নানাবাদ্য বাজে, শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
প্রলয়কালেতে যেন সিন্ধুর কল্লোলি।।
হেনকালে আইলেন আচার্য্য মহাশয়।
তারা মধ্যে হৈল যেন চন্দ্রের উদয়।।
শুক্লবাস শুক্লকেশ শুক্লপুষ্প মালে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত শুক্ল মলয়জ ভালে।।
পুত্র সহ গুরু দাণ্ডাইলা সভামাঝে।
আজ্ঞা কৈল আসিবারে পাণ্ডব-অগ্রজে।।
সভাতে প্রবেশ করিলেন যুধিষ্ঠির।
বিকচ-পঙ্কজ-মুখ নির্ম্মল শরীর।।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ সন্ধি দিব্য শর।
মহাশব্দে প্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর। ।
এক অস্ত্রে বহু অস্ত্র করেন সৃজন।
বায়ব্য অনল আদি বহু অস্ত্রগণ।।
ধন্য ধন্য করি সবে করিল বাখান।
সবে বলে, কেহ নাহি ইহার সমান।।
নিবর্ত্তিয়া যুধিষ্ঠিরে দ্রোণ তপোধন।
আজ্ঞা করিলেন, এস ভীম দুর্য্যোধন।।
গদা হাতে এল তবে দুই মহাবীর।
মল্লবেশে রঙ্গমাটি -ভূষিত শরীর। ।
মাথায় মুকুট, পরিধান বীর ধড়া।
দুই ভিতে দোঁহে যেন পর্ব্বতের চূড়া।।
গদা হাতে করি ভ্রমে করিয়া মণ্ডলী।

দোঁহার হুঙ্কার শব্দে কর্ণে লাগে তালি।।
দুই মত্ত গজ যেন শুণ্ডে জড়াজড়ি।
চরণে চরণে, মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি।।
দোঁহার দেখিয়া কর্ম্ম লোকে ভয়ঙ্কর।
পরস্পরে কথা হয় সভার ভিতর।।
কেহ বলে, মহাবলী বীর বৃকোদর।
কেহ বলে, ভীম হৈতে বলী কুরুবর।।
হেনমতে দুই পক্ষ হইল সভায়।
উঠিল প্রবল-শব্দ কথায় কথায়।।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবগণ-মাতা।
তিন জনে বিদুর কহেন সব কথা।।
বুঝিয়া লোকের মর্ম্ম দ্রোণ মহাশয়।
আজ্ঞা করিলেন দোঁহে নিবৃত্ত যে হয়।।
মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল গুরুর নন্দন।
নিবৃত্ত হইল দোঁহে ভীম দুর্য্যোধন।।
তবে আজ্ঞা কৈল গুরু অর্জ্জুনে আসিতে।
আইলেন ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে।।
নব-জলধর-প্রায় অঙ্গের বরণ।
পূর্ণ-শশধর মুখে, রাজীব লোচন।।
দেখিয়া মোহিত হৈল যত সভাজন।
কেহ বলে, আইলেন কুন্তীর নন্দন।।
কেহ বলে, পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব মধ্যম।
কেহ বলে, কুরুশ্রেষ্ঠ রিপুগণ- যম।।
বীর-ধর্ম্মশীল সাধু সর্ব্বলোকে বলে।
ইহা সম বীর্য্যবন্ত নাহি ভূমণ্ডলে।।
এইমত কথাবার্ত্তা হয় যে সভাতে।
ধন্য ধন্য বলি শব্দ হৈল আচম্বিতে।।
শব্দ শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে পুছিল।
কি হেতু এমত শব্দ সভাতে উঠিল।।

বিদুর বলেন, রাজা আইল অর্জ্জুন।
সভাসদ্ সকলে প্রশংসে তার গুণ।।
ধৃতরাষ্ট্র শুনি প্রশংসিলেন বিস্তর।
কুরু-বংশে ভাগ্য মম এমত কুমার।।
ধন্য কুন্তী হেন পুত্র গর্ভে জন্মাইল।
যাহার মহিমা যশ সভাতে পূরিল।।
কুন্তীদেবী শুনি আনন্দিত হৈল মন।
স্তনযুগে ঝরে দুগ্ধ, সজল নয়ন।।
তবে পার্থ মহাবীর সভামধ্যে গিয়া।
সভাতে পূরেন শব্দ ধনু টঙ্কারিয়া।।
মারিল অনল-অস্ত্র হইল অনল।
অগ্নি পরশিল গিয়া গগন-মণ্ডল।।
দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময়।
চতুর্দ্দিকে দেখে সব, হৈল অগ্নিময়।।
যুড়িয়া বরুণ-বাণ কুন্তীর কুমার।
নিবর্ত্তিল অগ্নিবৃষ্টি, বর্ষে জলাধার।।
বায়ু অস্ত্রে নিবারিল জল-বরিষণ।
আকাশ-অস্ত্রেতে বায়ু করেন বারণ।।
সন্ধিয়া পর্ব্বত-অস্ত্রে করি গিরিবর।
পর্ব্বত করেন চূর্ণ মারি বজ্রশর।।
ভূমি-অস্ত্রে নির্ম্মাণ করেন ভূমণ্ডল।
সিন্ধু-অস্ত্রে জল পূর্ণ করেন সকল।।
অন্তর্দ্ধান-অস্ত্র মারি লুকাইল নিজে।
কোথায় আছেন, কেহ নাহি পায় খুঁজে।।
কভু রথে ধনঞ্জয়, কভু ভূমিপরে।
বাদিয়ার বাজি যেন চক্ষে ধাঁ ধাঁ করে।।
হেনমতে নানাবিদ্যা অর্জ্জুন প্রকাশে।
ধন্য ধন্য বলি সর্ব্ব সভাসদে ভাষে।।
নিবর্ত্তিয়া সব বিদ্যা ইন্দ্রের নন্দন।

বাহুস্ফোটে করিলেন বজ্রের নিঃস্বন।।
সেই শব্দে সবার কর্ণেতে লাগে তালি।
গুরু-আগে রহিলেন করি কৃতাঞ্জলি।।
মহাভারতের কথা অমৃত-অর্ণবে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে।।

www.bengaliebook.com

অৰ্জ্জুনের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দর্শন করিয়া রঙ্গস্থলে কর্ণের প্রবেশ

অর্জ্জুনের বিদ্যা যদি হৈল সমাধান।
রঙ্গভূমি মধ্যে কর্ণ হৈল আগুয়ান।।
শত দল বর্ণ জিনি অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ পরশে দিব্য পঙ্কজ- নয়ন।।
শ্রবণে কুণ্ডল-যুগ দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে-আবরিত কলেবর।।
দুই দিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানু-লম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু।।
অবহেলে অবজ্ঞা করিয়ে সর্ব্বজনে।
কহেন কর্ণ, এ ক্রীড়া নাহি লাগে মনে।।
কর্ণের বচন শুনি লোকে চমৎকার।
কেহ বলে, এই হবে দেবের কুমার।।
কেহ বলে, এই বীর পরম-সুন্দর।
অপ্সরা কিন্নর কিম্বা দেব পুরন্দর।।
অথবা গন্ধর্ব্ব কিবা, না জানি নির্ণয়।
আচম্বিতে কোথা হতে আইল দুর্জ্জয়।।
দেখিবারে তরে লোক করে হুড়াহুড়ি।
ঠেলাঠেলি একের উপরে আর পড়ি।।
কেহ বলে, এই বীর হরে বৈশ্বানর।
আচম্বিতে সমুদিত যেন দিবাকর।।
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন।।
যতেক করিলা তুমি সভার ভিতর।
তাহা হৈতে বিদ্যা আমি জানি বহুতর।।
দেখিয়া আমার বিদ্যা হইবে বিস্ময়।
অসংখ্য আমার বিদ্যা, সংখ্যা নাহি হয়।।
এত শুনি সর্ব্বলোক বিস্মিত- বদন।
দুর্য্যোধন শুনি হৈল আনন্দিত- মন।।
বিরস বদন হইল বীর ধনঞ্জয়।
এত শুনি আজ্ঞা দেন দ্রোণ মহাশয়।।
কোন্ বিদ্যা জানহ সভার আগে কহ।
শুনি কর্ণ মহাবীর ঘুচায় সন্দেহ।।
প্রকাশিল নানা অস্ত্র লোকে অগোচর।
করিয়াছিলেন যত পার্থ ধনুর্দ্ধর।।
দেখিয়া সবার মনে বিস্ময় জন্মিল।
দুর্য্যোধন নিরখিয়া প্রফুল্ল হইল।।
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল দুর্য্যোধন।
অতি শীঘ্র উঠিয়া করিল আলিঙ্গন।।
ধন্য ধন্য বীর তুমি, ছিলা কোন্ দেশে।
হেথায় আইলা তুমি মম ভাগ্যবশে।।
ক্ষিতিমধ্যে যত ভোগ আছয়ে আমার।
আজি হৈতে সে সকলে দিনু অধিকার।।
কর্ণ বলে, সত্য আমি করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে সদা আমি হইনু তোমার।।
কেবল আছয়ে এই এক নিবেদন।
অর্জ্জুনের সঙ্গে ইচ্ছা করিবারে রণ।।
এতেক বলিল যদি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধে ধনঞ্জয় অতি কম্পিত শরীর।।
অর্জ্জুন বলিল, তোরে কে ডাকিল হেথা।
কে বা বলে তোমারে সভায় কহ কথা।।
অনাহূত আসি দ্বন্দ্ব করিস্ সভায়।
ইহার উচিত ফল পাবি রে ত্বরায়।।
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন।
আপনি আসিয়া খায় বিনা নিমন্ত্রণ।।
ঘোর নরকেতে গতি পায় সেই জন।

সেই গতি মম স্থানে পাইবি এখন।।
কর্ণ বলে, ধনঞ্জয় গর্ব্ব পরিহার।
সভাতে সকল লোক, জিনি অস্ত্রধর।।
বীর্য্যেতে অধিক যেই তারে বলি রাজা।
ধর্ম্মবন্ত লোক বীর্য্য বন্তে করে পূজা।।
হীন-লোক-প্রায় কেন দেহ গলাগালি।
অস্ত্রে অস্ত্রে দ্বন্দ্ব কর, তবে জানি বলী।।
মম সঙ্গে রণে জিন, তবে জানি বীর।
দ্রোণ-গুরু অগ্রেতে কাটিব তোর শির।।
এতেক শুনিয়া দ্রোণ ঘূর্ণিত নয়ন।
আজ্ঞা দেন অর্জ্জুনেরে কর গিয়া রণ।।
এত শুনি সুসজ্জ হইয়া ধনঞ্জয়।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করেন প্রলয়।।
স্বপক্ষ হইল পৃষ্ঠে চারি সহোদর।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য ভীষ্ম বীরবর।।
আগু হৈল কর্ণ বীর হাতে ধনুঃশর।
সপক্ষ হইল কুরু শত সহোদর।।
আর যত মহারথী যোদ্ধা লক্ষ লক্ষ।
কেহ পাণ্ডবের পক্ষ কেহ কুরু-পক্ষ।।
পুত্রস্নেহে গগনে আগত পুরন্দর।
অর্জ্জুনে করিল ছায়া যত জলধর।।
কর্ণভিতে যত তাপ করেন তপন।
সুসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ।।
সকুণ্ডল বীর কর্ণ দেখি বিদ্যমানে।
কুন্তীদেবী চিনিলেন আপন নন্দনে।।
পুত্রে পুত্রে বিবাদ দেখিয়া কুন্তী দেবী।
ঘন ঘন মূর্চ্ছা যায় মহাতাপ লাগি।।
হেনকালে কৃপাচার্য্য বলিল ডাকিয়া।
সর্ব্বলোকে শুনে, কহে কর্ণেরে চাহিয়া।।
এই পার্থ বীর হয় পৃথার নন্দন।
কুরু মহাবংশে জন্ম, বিখ্যাত ভুবন।।
তোমার সহিত আজি করিবেক রণ।
তুমি কহ, কোন্ বংশ কাহার নন্দন।।
জ্ঞাত হৈলে দোঁহাকার করাইব রণ।
সমবংশ হৈলে যুদ্ধ হয় সুশোভন।।
নাহি অভিমান সম জয় পরাজয়।
রাজপুত্র ইতর-লোকেতে যুদ্ধ নয়।।
কেবা তব মাতা পিতা কহ বীরবর।
বল শুনি কোন্ রাজ্যে তুমি অধীশ্বর।।
এতেক শুনিয়া কর্ণ কৃপের বচন।
হেটমুণ্ড হৈল বীর বিরস বদন।।
না দিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাবল।
বৃন্ত হৈতে ছিন্ন যেন কমলের দল।।
কৃপেরে চাহিয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
ত্রিবিধ প্রকারে রাজা শাস্ত্রের বচন।।
সহজে বংশজ আর লোকে যারে পূজে।
সবা হৈতে যেই জন বীর্য্যবন্ত তেজে।।
যেই জন জানে সৈন্য-চালন-সন্ধান।
তাঁর সনে রণ সাজে, আছে এ বিধান।।
রাজা হৈলে পার্থ যদি করিবেক রণ।
আজি আমি কর্ণে রাজা করিব এখন।।
অঙ্গদেশে কর্ণ আজি হবে দণ্ডধর।
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর।।
অভিষেক দ্রব্য আনাইল ততক্ষণে।
বসাইল কর্ণ বীরে কনক-আসনে।।
শিরেতে ধরিল ছত্র রতনে মণ্ডিত।
রাজগণে চামর ঢুলায় চারিভিত।।
কনক-অঞ্জলি শিরে ফেলিল নিছিয়া।

www.bengaliebook.com

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ রহেন বিস্মিত হৈয়া।।
তবে কর্ণ মহাবীর প্রসন্ন বদন।
দুর্য্যোধন প্রতি বলে হৈয়া হৃষ্টমন।।
অঙ্গদেশে দিলে মোরে তুমি রাজা করি।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা প্রাণপণ করি।।
দুর্য্যোধন বলে, অন্যে নাহি প্রয়োজন।
হইবে আমার সখা এই মম মন।।
অচল সৌহৃদ্য-ইচ্ছা তোমার সহিতে।
এই মম বাঞ্ছা, আজ্ঞা কর তুমি মিতে।।
কর্ণ বলে, সখা মম সুদৃঢ় বচন।
পরম-স্নেহেতে দোঁহে করে আলিঙ্গন।।
হেনকালে অধিরত জাতিতে সারথি।
লোকমুখে শুনি, পুত্র হৈল নরপতি। ।
বয়সে অত্যন্ত বৃদ্ধ চলে যষ্টিভরে।
উঠিতে পড়িতে বুড়া যায় দেখিবারে। ।
বৃদ্ধ দেখি সব লোক ছাড়ি দিল পথ।
সভামধ্যে প্রবেশ করিল অধিরথ।।
অধিরথে দেখি কর্ণ শশব্যস্তে উঠি।
প্রণাম করিল শির ভূমিতলে লুঠি।।
কর্ণ প্রণমিল অধিরথের চরণে।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেক সভাজনে।।
পাণ্ডব জানিল, কর্ণ সূতের নন্দন।
উপহাস করি ভীম বলিল বচন।।
ওহে কর্ণ, তুমি অধিরথের নন্দন।
এতক্ষণ না জানি এ সব বিবরণ।।
অর্জ্জুন সহিত রণে তুমি শক্তিমন্ত।
এখন সে জানিলাম তোর আদি অন্ত।।
সভাতে সম্ভবে কার্য্য কর জাতিমত।
হাতেতে প্রবোধ-বাড়ি চালা গিয়া রথ।।
আরে নরাধম তোর কিমত যোগ্যতা।
অঙ্গদেশে রাজা হও, এ অদ্ভুত কথা।।
যজ্ঞের নিকট যদি শুনি কভু যায়।
যজ্ঞের বিভাগ হবি কুক্কুরে কি পায়।।
ভীমমুখে শুনি কর্ণ কাঁপয়ে অধর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণ চাহে দিনকর।।
সারথিই হই, কিংবা সারথি- তনয়।
যাহাই হই না আমি, দুঃখ তাহে নয়। ।
কোন্ কুলে জন্মলাভ দৈব দেন করে।
পুরুষত্ব কিন্তু মোর মুষ্টির ভিতরে।।
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হৈল দুর্য্যোধন।
অগ্র হৈয়া বলে দম্ভে মেঘের গর্জ্জন।।
সখা করিলাম কর্ণে সভার ভিতর।
এ কথা কহিতে যোগ্য নহে বৃকোদর।।
সখা করিলাম কর্ণে সভার ভিতর।
এ কথা কহিতে যোগ্য নহে বৃকোদর।।
শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষত্র-ধর্ম্মে বলিষ্ঠ যে জন।
শূর বা নদীর অন্ত পায় কোন্ জন। ।
জল হৈতে শীতল যে না শুনি শ্রবণে।
তাহাতে জন্মিলে অগ্নি দহে ত্রিভুবনে।।
দধীচির হাড়েতে বজ্রের হৈল জন্ম।
দৈত্যের দনুজ দল করে শূরকর্ম্ম। ।
কার্ত্তিকের জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে।
কেহ বলে শিব হৈতে, কেহ না আগুনে।।
গঙ্গার নন্দন কেহ বলে কৃত্তিকার।
জন্মের নিয়ম নাই পূজ্য সবাকার।।
বিপ্র হৈতে ক্ষত্র-জন্ম সর্ব্বলোকে জানি।
ক্ষত্র হৈয়া বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি।।
কলসে জন্মিল দ্রোণ, কৃপ শরবনে।

বশিষ্ঠ বেশ্যার পুত্র কেবা নাহি জানে।।
তোমা সবাকার জন্ম জানি ভালমতে।
তুমি নিন্দা কর মিত্রে আমার অগ্রেতে।।
কর্ণেরে কিমত বলি লয় তোর মনে।
ক্ষিতিমধ্যে আছে কেহ এমত লক্ষণে।।
সকুণ্ডল-কবচ যাহার কলেবর।
তোর চিত্তে লয় অধিরথের কোঙর।।
প্রত্যক্ষ দেখহ কর্ণ সম দিবাকরে।
ব্যাঘ্র কভু জন্ম লয় মৃগীর উদরে।।
সকল পৃথিবী শোভে কর্ণে অধিকার।
কর্ণ রাজা হৈল অঙ্গদেশ কোন্ ছার।।
কর্ণ-বাহু-বীর্য্যে সবে করিবেক পূজা।
আমা সহ অনুগত হবে সর্ব্ব রাজা।।
এতেক কহিল সভামধ্যে দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দ হৈল সভাতে তখন।।
কেহ বলে, ভেদাভেদ হৈল ভ্রাতৃগণ।
কেহ বলে, দ্বন্দ্ব আর নহে নিবারণ।।
কেহ বলে, কুরুকুল আজি হৈল অস্ত।
কেহ বলে, পাণ্ডুকুল মজিল সমস্ত।।
অস্ত গেল দিবাকর, রজনী প্রবেশে।
রাজগণ চলি গেল যার যেই দেশে।।
কর্ণ-হস্ত ধরিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
পশ্চাতে চলিল সমুদয় ভ্রাতৃগণ।।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব চলেন নিজস্থান।
আগে পাছে পরিবার করিল প্রয়াণ।।
হরষিতা কুন্তী-দেবী জানিয়া কারণ।
অঙ্গদেশে রাজা হৈল আমার নন্দন।।
দুর্য্যোধন হরষিত, হইল নির্ভয়।
নিরবধি কম্প হৈত দেখি ধনঞ্জয়।।
ত্যজিল অর্জ্জুন-ভয় কর্ণেরে পাইয়া।
যুধিষ্ঠির ভীত অতি কর্ণেরে দেখিয়া।।
কর্ণ সম বীর নাহি আর যে সংসারে।
এই ভয় সদা জাগে ধর্ম্মের অন্তরে।।
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত।।

দ্রোণাচার্য্যের দক্ষিণা প্রার্থনা

তবে কতদিনে দ্রোণ শিষ্যগণ প্রতি।
আমারে দক্ষিণা দেহ, বলেন সুমতি।।
দ্রোণ বলিলেন, শুন পার্থ দুর্য্যোধন।
রত্ন আদি ধনে মম নাহি প্রয়োজন।।
পাঞ্চাল-ঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ ভূপতি।
রণমধ্যে তারে আন বান্ধিয়া সম্প্রতি।।
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল কুন্তীর নন্দন।
পূর্ব্বে সত্য কৈলা না করিতে অধ্যায়ন।।
যেমতে পারহ আন করিয়া বন্ধন।
আমার দক্ষিণা এই, শুন শিষ্যগণ।।
এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন।
বলিলেন সৈন্যগণে সাজিতে তখন।।
রথ গজ অশ্ব সাজে পদাতি বহুল।
সাজ সাজ বলি ধ্বনি হৈইল তুমুল।।
সৈন্যগণ সাজিল দেখিয়া ধনঞ্জয়।
এক রথে চড়ি যায় নির্ভয়-হৃদয়।।
করপুটে জ্যেষ্ঠেরে করেন নিবেদন।
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ।।
আমা হৈতে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
তবে প্রভু পাঠাইও অন্য কোন জন।।
এতেক বলিয়া পার্থ হইয়া সত্বর।
প্রবেশ করেন ক্ষণে পাঞ্চাল- নগর।।
দ্রুপদ পাইল অর্জ্জুনের সমাচার।
আজ্ঞা কৈল আপনার সৈন্য সাজিবার।।
দ্রুপদ চিন্তিত অতি না জানি কারণ।
অর্জ্জুনের আগমন কোন্ প্রয়োজন।।
মন্ত্রী পাঠাইয়া দিল অর্জ্জুন গোচর।
মন্ত্রী বলে, অর্জ্জুনে করিয়া যোড়কর।।
কহ কুরুবর তব কেন আগমন।
আজ্ঞা কর, কোন কর্ম্ম করিব সাধন।।
রাজার মন্দিরে চল, লহ রাজপূজা।
তোমা দরশনে বড় ইচ্ছা করে রাজা।।
অর্জ্জুন বলেন, সব হবে ব্যবহার।
রাজারে জানাও এই সংবাদ আমার।।
অতিথির যত পূজা পাইলাম আমি।
কেবল আমারে আসি যুদ্ধ দেহ তুমি।।
সসৈন্যে আসিতে বল সংগ্রামের স্থলে।
নহিলে অনিষ্ট বড় হইবে পাঞ্চালে।।
কহিলেন মন্ত্রী গিয়া রাজার গোচর।
শুনি ক্রোধে কম্পিত দ্রুপদ নৃপবর।।
ক্ষত্র হৈয়া হেন বাক্য সহে কার প্রাণে।
চতুরঙ্গ-দলে রাজা আসে ততক্ষণে।।
অশ্ব গজ রথ আর না যায় গণনে।
সসৈন্যে বেড়িল গিয়া পাণ্ডুর নন্দনে।।
বসিয়া আছেন পার্থ নিঃশঙ্ক হৃদয়।
নানা অস্ত্র বরিষণ করে সৈন্যচয়।।
অস্ত্র-বরিষণ দেখি উঠেন অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারিল ধনুর্গুণ।।
দ্রোণের চরণ ভাবি এড়েন যে শর।
মুহূর্ত্তেকে আচ্ছাদিল দেব দিবাকর।।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন নবজলধর।
বৃষ্টিধারা পড়ে তথা সৈন্যের উপর।।
রথী কাটা গেল যদি পলায় সারথি।
দশন কাটিল পলাইয়া যায় হাতী।।
পলায় তুরঙ্গ, কাটা গেল আসোয়ার।
পদাতি পলায়, হাত কাটা গেল যার।।
পলাইল যত জন পাইল সে প্রাণ।

আর যত সৈন্য রণে হইল নিধন।।
হত সৈন্য হ্ইয়া পলায় নরপতি।
পাছু থাকি ডাকিয়া বলেন পার্থ কৃতী।।
নির্ভয় হইয়া রাজা বাহুড় দ্রুপদ।
আমার নিকটে তোর নাহিক আপদ।।
প্রাণে ভয় পেয়ে যেই ভঙ্গ দেয় রণে।
নিশ্চয় লইব ধরি, না যায় খণ্ডনে। ।
বাহুড়িল নরপতি অর্জ্জুন-বচনে।
হইল দারুণ যুদ্ধ দ্রুপদ-অর্জ্জুনে।।
মন্ত্র পড়ি দিব্য-অস্ত্র ছাড়েন অর্জ্জুন।
কাটিলেন তখনি তাহার ধনুর্গুণ।।
ধনু কাটা গেল, রাজা লাগিল চিন্তিতে।
ধরিলেন অর্জ্জুন তাহারে দুই হাতে।।
নিজ রথে চড়াইয়া করেন গমন।
হেনকালে সম্মুখে আইল দুর্য্যোধন।।
চতুরঙ্গ দলে আসে কৌরব-ঈশ্বর।
দ্রুপদে দেখিল পার্থ-রথের উপর। ।
দুর্য্যোধন বলে, পার্থ নহিল শোভন।
গুরু-আজ্ঞা দ্রুপদেরে করিতে বন্ধন।।
এত বলি আপনি উঠিল দুর্য্যোধন।
হস্তপদ দ্রুপদের করিল বন্ধন।।
ভূমে চালাইয়া নিল করে কেশ ধরি।
সেইমত উত্তরিল দ্রোণ-বরাবরি।।
ফেলাইল দ্রুপদেরে দ্রোণের চরণে।
দ্রুপদে দেখিয়া দ্রোণ বলেন তখনে।।
এবে গর্ব্বী, দ্রুপদ কোথা তব সিংহাসন।
কোথা রাজছত্র কোথা প্রজা অগণন। ।
কোথায় ধন জন রাজ- আভরণ।
এবে দেখি পরিয়াছ শৃঙ্খল ভূষণ।।

পুনরপি হাসিয়া বলেন গুরু দ্রোণ।
স্থির হও ভয় নাই আমার সদন।।
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি ক্ষণমাত্র ক্রোধ।
বিশেষ বাল্যের সখা চিত্তে উপরোধ।।
পূর্ব্বের বচন সখা হয় কি স্মরণ।
সেবকে বলিলা দিতে একটি ভোজন।।
এখন সমান হইলাম দুইজন।
এবে সখা বলিবা কি আমারে রাজন।।
বাল্যকালে করিয়াছিলা যে অঙ্গীকার।
আমি রাজা হৈলে রাজ্য অর্দ্ধেক তোমার।।
পালিতে নারিলা তুমি আপন বচন।
এবে সব রাজ্য হৈল আমার শাসন।।
তুমি না পালিলা, আমি চাই পালিবারে।
অর্দ্ধেক পাঞ্চাল রাজ্য দিলাম তোমারে।।
গঙ্গার দক্ষিণ তীর কর অধিকার।
উত্তর তটের রাজ্য সকলি আমার।।
অর্দ্ধা-অর্দ্ধি রাজ্য এই দোঁহার সমান।
পুনঃ সখা হবে যদি, হও যত্নবান।।
এত শুনি বলিল দ্রুপদ নৃপবর।
পরম মহৎ তুমি জগৎ ভিতর।।
যে আজ্ঞা করিলা তাহা স্বীকার আমার।
তুমি হও সখা, আমি হইনু তোমার।।
দ্রোণ কহিলেন, তবে ঘুচুক বন্ধন।
মুক্ত হয়ে যাও তুমি দ্রুপদ রাজন।।
সহজে ক্ষত্রিয় জাতি, ক্ষমা নাহি মনে।
দেশে নাহি গেল রাজা অতি অভিমানে।।
মাকন্দীনগরে বৈসে ভাগীরথী-তীরে।
তথায় রহিল দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে।।
দ্রোণেরে জিনিব আমি কেমন উপায়।

কুরুকুল আদি শিষ্য যাহার সহায়।।
বলেতে নহিব শক্ত দ্রোণের সংহতি।
এই মনে চিন্তে সদা দ্রুপদ-ভূপতি।।
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুষ্টমতি দুর্য্যোধন।
আমারে সভাতে নিল করিয়া বন্ধন।।
দ্রোণ দুর্য্যোধন দুই বধের কারণ।
যজ্ঞ করিবারে দ্বিজ কৈল নিয়োজন।।
দ্বিজবাক্য মন্ত্র বিনা নাহিক উপায়।
এত ভাবি যজ্ঞ করে পাঞ্চালের রায়।।
অর্দ্ধেক পাঞ্চাল ভাগীরথীর দক্ষিণে।
তার অধিকারী হৈল দ্রুপদ রাজনে।।
অহিচ্ছত্র নামে ভূমি গঙ্গার উত্তর।
অর্দ্ধেক পাঞ্চালে দ্রোণ হইলা ঈশ্বর।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
একমনে শুনিলে বাড়য়ে দিব্যজ্ঞান।।

যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যে অভিষেক

মুনি বলিলেন, রাজা কর অবধান।
অনন্তর শুন পিতামহ উপাখ্যান।।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বুঝিয়া বিধান।
যুবরাজ করিতে করেন অনুমান।।
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির।
সকল জনের প্রিয় ধর্ম্মশীল ধীর।।
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক কৈল যুবরাজ।
হইল পরম প্রীত সকল সমাজ।।
যুধিষ্ঠির-সৌজন্যেতে সবে রৈল বশে।
পৃথিবী হইল পূর্ণ ধর্ম্মপুত্র-যশে।।
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই রাজাজ্ঞা পাইয়ে।
চতুর্দ্দিকে রাজগণে বেড়ায় শাসিয়ে।।
জিনিলে অনেক দেশ, কত লব নাম।
বহু রাজা সহ হৈল অনেক সংগ্রাম।।
উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব জম্বুদ্বীপ আদি।
জিনিয়া আনিল দোঁহে বহু রত্ন নিধি।।
কুরুকুলে ক্রমে যেই অসাধ্য আছিল।
ভীমার্জ্জুনে দুই ভাই আয়ত্ত করিল।।
নানারত্নে কৈল পূর্ণ হস্তিনা- নগর।
পৃথিবী পূরিল যশে দুই সহোদর।।
নকুল দুর্জ্জয় যোদ্ধা সর্ব্বগুণে ধীর।
কৌরব-কুমার মধ্যে সুন্দর শরীর।।
সহদেব হইল মন্ত্রী অতুল ভুবনে।
সর্ব্বজ্ঞ হইল দেব-গুরু আরাধনে। ।
পাণ্ডবের প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য বলি ক্ষিতি হইল ঘোষণ। ।
কুরুবংশে কুলক্রমে যত রাজগণ।
পাণ্ডব-সূর্য্যেতে যেন তারা আচ্ছাদন।।
দিনে দিনে বাড়ে তেজ শুক্লপক্ষ শশী।
পাণ্ডবের কীর্ত্তি লোক গায় অহর্নিশি।।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া হইল ছন্নমতি।
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে নিতি নিতি।।
বিধির লিখন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
হিংসা জন্মিল চিত্তে অন্ধ-নরবরে।।
মম-পুত্রগণ-গুণ কেহ নাহি বলে।
পাণ্ডবের যশ প্রচারিল ভূমণ্ডলে। ।
এই সব ভাবনা করয়ে অনুক্ষণ।
নয়নে নাহিক নিদ্রা না রুচে ভোজন।।
কুরুবংশে বৃদ্ধ মন্ত্রী জাতিতে ব্রাহ্মণ।
কণিকেরে ডাকি আনাইল ততক্ষণ।।
একান্তে কণিকে আনি বলিল তাহাকে।
পরম বিশ্বাস তেঁই জানাই তোমাকে। ।
দিবানিশি আমার হৃদয়ে নাহি সুখ।
তোমার মন্ত্রণা-বলে খণ্ডিবে সে দুঃখ।।
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে দিনে দিনে।
চিত্ত স্থির নহে মম ইহার কারণে। ।
ইহার উপায় তুমি বলহ সত্বর।
কণিক শুনিয়া তবে করিল উত্তর।।
আমার বচন যদি রাখ নররায়।
খণ্ডিবে সকল চিন্তা, হইবে বিজয়। ।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, তুমি যে কর বিচার।
মম দৃঢ় বাক্য, সেই কর্ত্তব্য আমার।।
কণিক বলিল, রাজা শুন রাজনীত।
পূর্ব্বপার আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।।
কার্য্য না থাকিলে তবু সাধিবেক দণ্ড।
আত্মবশ করিবেক সব রাজ্যখণ্ড।।
আত্মছিদ্র লুকাইবে পরম যতনে।

পরছিদ্র পাইলে ধরিবে ততক্ষণে।।
সময় বুঝিয়া রাজা করিবেক কর্ম্ম।
ক্ষণে গুপ্ত ক্ষণে ব্যক্ত যেন হয় কূর্ম্ম।।
দুর্ব্বল দেখিয়া শত্রু দয়া নাহি করি।
শরণ লইলে তবু না রাখিবে বৈরী।।
বালক দেখিয়া শত্রু না করিবে ত্রাণ।
ব্যাধি অগ্নি রিপু ঋণ একই সমান।।
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি করিবে বিনয়।
অপমান বহুক্লেশ সহিবে হৃদয়।।
সদাই থাকিবে তারে স্কন্ধেতে করিয়া।
সময় পাইলে মার ভূমে আছাড়িয়া।।
পূর্ব্বর বৃত্তান্ত এক শুন নরপতি।
বনেতে শৃগাল বৈসে বিজ্ঞ সর্ব্বনীতি।।
সিংহ ব্যঘ্র নকুল মূষিক ও শৃগাল।
পঞ্চজন সখা বনে আছে চিরকাল।।
একদিন বনে চরে একটি হরিণী।
অতিশয় মাংস গায়ে, আছয়ে গর্ভিণী।।
শৃগাল দেখিয়া বলে, মৃগের ঈশ্বরে।
যত্ন করি সিংহ না পারিল ধরিবারে।।
শৃগাল বলিল, তবে শুন সখাগণ।
ধরিব হরিণী, শুন আমার বচন।।
বলেতে সমর্থ কেহ নহিবে তাহার।
মূষিক হইতে মৃগী করিব সংহার।।
শ্রান্ত আছে হরিণী, শুইবে কোন স্থান।
ধীরে ধীরে মূষা তথা করহ প্রয়াণ।।
দূরে থাকি যাবে তথা করিয়া সুড়ঙ্গ।
নিঃশব্দে যাইবে যেন না জানে কুরঙ্গ।।
সুড়ঙ্গ-ফুকরে তার চরণ যথায়।
কাটিবে পদের শির করিয়া উপায়।।
পদ-শির কাটা গেলে অশক্ত হইবে।
অবশেষে সিংহ তারে অবশ্য ধরিবে।।
এত শুনি সম্মত হইল সর্ব্বজন।
যা বলিল জম্বূক করিল ততক্ষণ।।
কাটা গেল পদ-শির মূষিক-দংশনে।
হীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তখনে।।
হরিণী পড়িল সবে হরিষ বিধানে।
শৃগাল আপন চিত্তে করে অনুমান।।
বুদ্ধিবলে মৃগে আমি করিলাম হত।
সিংহ ব্যাঘ্র খেলে মাংস আমি পাব কত।।
সকল খাইতে মাংস করিব উপায়।
প্রযত্ন করিব, পাছে যে হয় সে হয়।।
ইহা ভাবি শৃগাল করিয়া যোড়কর।
নীতি বুঝাইয়া কহে সবার গোচর।।
দেখ দৈবযোগে আজি পড়িল হরিণী।
মাংস শ্রাদ্ধ করি, আছি পিতৃলোকে ঋণী।।
স্নান করি শুচি হৈয়া সবে এস গিয়া।
ততক্ষণে মৃগী আমি থাকি আগুলিয়া।।
বুদ্ধিমন্ত শৃগালের যুক্তি-অনুসারে।
ততক্ষণে গেল সবে স্নান করিবারে।।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষে।
গিয়া স্নান করি এল চক্ষুর নিমিষে।।
স্নান করি আসি সিংহ দেখয়ে জম্বুকে।
অত্যন্ত বিরসে বসি আছে হেঁটমুখে।।
সিংহ বলে, সখে কেন বিরস বদন।
স্নান করি, এস মাংস করিব ভক্ষণ।।
শৃগাল বলিল, সখা কি কহিব কথা।
মূষিকের বচনে জন্মিল বড় ব্যথা।।
যখন আপনি গেল স্নান করিবারে।

কুবচন বলে যে, কহিতে লজ্জা করে। ।
মহাবলী সিংহ ইহা বলে সর্ব্বজন।
আমি মারিলাম মৃগ, সে করে ভক্ষণ। ।
সিংহ বলে, হেন বাক্য সহে কোন্ জন।
কোন্ ছার মূষা হেন বলিবে বচন।।
না খাইব মাংস আমি খাউক আপনি।
নিজ বীর্য্যবলে মৃগ ধরিব এখনি।।
হেন বাক্য বলে, তার মুখ না চাহিব।
আপন অর্জ্জিত বস্তু আপনি খাইব।।
এত বলি গেল সিংহ গহন কাননে।
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আইল সে স্থানে।।
আস্তে ব্যস্তে কহে শিবা শুন প্রাণসখা।
ভাগ্যেতে তোমারে সিংহ না পাইল দেখা।।
দৈবাৎ তোমারে ক্রোধ হইয়াছে তার।
নাহি জানি কে কহিল, কিবা সমাচার।।
এখনি গেলেন তেঁই তোমা ধরিবারে।
আমারে বলিল, তুমি না বলিহ তারে। ।
চিরকাল সখা তুমি, না বলি কেমনে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা লয় মনে।।
এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র শৃগাল- বচন ।
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে মন।।
নাহি জানি কোন্ দোষ করিলাম তার।
ক্রোধ করিয়াছে কোন্ না বুঝি বিচার।।
মহা চিন্তাকুল হয়ে, ভাবিতে লাগিল।
কি করিব কোথা যাব অন্তরে ভাবিল। ।
হেথায় থাকিলে হবে বড়ই প্রমাদ।
স্থান তেয়াগিয়া যাই কি কাজ বিরাদ।।
এত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল ঘোর বনে।
কতক্ষণে মূষিক আইল সেই স্থানে।।
মূষিকে দেখিয়া শিবা যুড়িল ক্রন্দন।
আইসহ সখা তোমা করি আলিঙ্গন।।
কেন সখা নকুলের হইল কুমতি।
ছাড়িতে নারিল পূর্ব্ব আপন প্রকৃতি।।
আচম্বিতে সর্প সঙ্গ হৈল তার দেখা।
যুদ্ধে হারি তার কাছে হৈল তার সখা।।
স্নান করি এখানে আইল দুই জন।
সর্পেরে না দিনু মাংস করিতে ভক্ষণ।।
পঞ্চ জন মিলিয়া যে মারিলাম মৃগী।
এখন নকুল আনে আর এক ভাগী।।
সখা না পাইল, ভাগ নকুল কুপিল।
তোমারে ধরিয়া খেতে নকুল বলিল।।
দুই জন মিলি গেল তোমা খুঁজিবারে।
হেথা এলে ধরিহ বলিয়া গেল মোরে।।
এত শুনি মূষিকের উড়িল পরাণ।
অতি শীঘ্র পলাইয়া গেল অন্য স্থান।।
হেনকালে নকুল আসিয়া উপনীত।
ক্রোধে শিবা কহে তারে সময় উচিত। ।
সিংহ-আদি তিন জন করিল সমর।
হারিয়া আমার যুদ্ধে গেল বনান্তর।।
তোর শক্তি থাকে যদি, আসি কর রণ।
নহিলে পলাহ তুমি লইয়া জীবন।।
সহজে নকুল ক্ষুদ্র শিবা বলবান।
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল অন্য স্থান।।
হেনমতে চারি ঠাঞি চারি বুদ্ধি কৈল।
বুদ্ধে সবা জিনি মৃগ আপনি খাইল। ।
কণিক বলিল, রাজা কর অবধান।
এমত করিলে রাজা হয় রাজ্যবান।।
বলিষ্ঠে বুদ্ধিতে জিনি মারিবেক বলে।

লুব্ধ জনে ধন দিয়া মারিলেক ছলে।।
শত্রুরে পাইলে রাজা কভু না ছাড়িবে।
জন্মাইয়া বিশ্বাস বিপক্ষেরে মারিবে।।
জানিবে, যে শত্রু মম জীবনের বৈরী।
তাহারে মারিবে আনাইয়া দিব্য করি।।
ছলে বলে শত্রুকে পাঠাবে যম- ঘর।
হেনমতে আছে রাজা বেদেরে বিচার।।
বিশ্বাসিয়া দিব্য করি মারে শত্রু সব।
নাহিক ইহাতে পাপ, কহেন ভার্গব।।
এ সব বুঝিয়া রাজা করহ উপায়।
এবে না করিলে শেষে দুঃখ পাবে রায়।।
এত বলি কণিক চলিল নিজ ঘর।
চিন্তিতে লাগিল মনে অন্ধ নৃপবর।।
পুণ্য-কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
কাশীরাম দাস কহে অদ্ভুত চরিত্র।।
জন্মেজয় বলে, কহ কহ মুনিবর।
বিস্তারিহা কহ মোরে ঘুচুক আঁধার।।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব অপূর্ব্ব আমি ভারত কথন।।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্ররোচনায় পাণ্ডবদিগের বারণাবতে গমন

যুধিষ্ঠির যুবরাজ, সুখী সর্ব্বজন।
স্থানে স্থানে বিচার করয়ে প্রজাগণ।।
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর।
পুত্রভাবে দেখে প্রজা অমাত্য কিঙ্কর।।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈলে সবে থাকি সুখে।
রাজার নন্দন, রাজ্য সম্ভবে তাহাকে।।
ভীষ্ম রাজা না হলেন সত্যের কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র না হইল অন্ধ দ্বিনয়ন।।
পূর্ব্বেতে ছিলেন রাজা পাণ্ডু মহাশয়।
বিধি এই আছে, রাজপুত্র রাজা হয়।।
বিশেষ রাজার যোগ্যপাত্র যুধিষ্ঠির।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুবুদ্ধি গভীর।।
চলহ যাইব প্রজা আছি যে যতেক।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর করি অভিষেক।।
হাট বাট নগরে চত্বরে এই কথা।
দুর্য্যোধন শুনিয়া পাইল বড় ব্যথা।।
বিরস-বদনে গেল রাজার গোচর।
দেখিল, জনক বসি আছে একেশ্বর।।
সকরুণে পিতারে বলয়ে দুর্য্যোধন।
অবধানে শুন যাহা, কহে প্রজাগণ।।
নগরে শুনিনু আমি আশ্চর্য্য বচন।
অবধান কর রাজা করি নিবেদেন।।
অবজ্ঞায় অনাদর করিল তোমারে।
রাজা ইচ্ছা করে সবে কুন্তীর কুমারে।।
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ সেই রাজযোগ্য নয়।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর, সে রাজ- তনয়।।
এইমত বিচার করয়ে সর্ব্বজন।
রাজপুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন।।
তাহার নন্দন হৈলে হবে সেই রাজা।
আমা সবাকারে আর না গণিবে প্রজা।।
বৃথাই জীবন ধরি, বৃথা জন্ম মোর।
বৃথা বহন করি এ হেয় কলেবর।।
এ ছার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
নিশ্চয় মরিব আমি তব বিদ্যমান।।
অকারণে জন্মে যেই পর-ভাগ্যজীবী।
অকারণে আমারে ধরিল এ পৃথিবী।।
পুত্রের শুনিয়া রাজা এতেক বচন।
হৃদয়ে বাজিল শেল চিন্তিত রাজন।।
কি করিব, কি হইবে, চিন্তে মনে মন।
হেনকালে আসে তথা দুষ্ট মন্ত্রিগণ।।
দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
বিচারিয়া কহে কথা অন্ধরাজ প্রতি।।
পাণ্ডবের ভয় রাজা তবে দূর হয়।
বাহির করিয়া দেহ করিয়া উপায়।।
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে অম্বিকা-নন্দন।
কিমতে বাহির করি পাণ্ডুপুত্রগণ।।
যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা।
সেবকের প্রায় মম করিত সে পূজা।।
নাম মাত্র রাজা সেই আমি দিলে খায়।
নিরবধি সমর্পয়ে যথা যাহা পায়।।
মম আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া ছিল অনুক্ষণ।
ভাই হয়ে কারো ভাই না হয় এমন।।
তাহার অধিক হয় তার পুত্রগণ।
আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া মম থাকে অনুক্ষণ।।
দেবপ্রায় আমারে সে সেবে যুধিষ্ঠির।

কোন্ দোষ দিয়া তারে করিব বাহির।।
অবিচার করি যদি আমি তার সনে।
অবশ্য ফলিবে মোরে, শুন মন্ত্রিগণে।।
অহিংসক জনেরে হিংসয়ে যেই জন।
অবশ্য তাহার হয় নরকে পতন।।
হিংসা সম পাপ নাহি জান সর্ব্বজন।
দয়া বিনা ধর্ম্ম নাহি এ তিন ভুবন।।
বিশেষে বলিষ্ঠ হয় পঞ্চ সহোদর।
তার অনুগত যত আছয়ে কিঙ্কর।।
পিতৃ পিতামহ তার পুষিল সবারে।
কার শক্তি হয় বহিষ্কার করিবারে।।
দুর্য্যোধন বলে, যাহা কহিলে প্রমাণ।
পূর্ব্বে আমি জানিয়া করিলাম বিধান।।
যত রথী মহারথী আছে ভ্রাতৃগণ।
সবারে করিব বশ দিয়া বহুধন।।
সেবকগণেরে প্রতি নাহিক বিচার।
চিত্তেতে বুঝিয়া কার্য্য কর আপনার।।
এক বাক্য কহি, পিতা কর অবধান।
আছয়ে অপূর্ব্ব অতি অনুপম স্থান।।
নগর বারণাবত দেশের বাহির।
ভ্রাতৃ-মাতৃসহ তথা যাক যুধিষ্ঠির।।
হেথা আমি নিজরাজ্য স্ববশ করিলে।
এ স্থানে আসিবে পুনঃ কত দিন গেলে।।
ধৃতরাষ্ট্র বলেন, করিলা যে বিচার।
নিরবধি এই চিত্তে জাগয়ে আমার।।
পাপকর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি।
গুপ্তে রাখিলাম লোকাচারে বড় ডরি।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুরের ধর্ম্মচিত।
এ কথা স্বীকার না করিবে কদাচিত।।
এই চারি জনা যদি নহিবে স্বীকার।
কার্য্যসিদ্ধি হইবেক কিমত তোমার।।
এত শুনি পুনরপি বলে দুর্য্যোধন।
তাহার যেমন ভীষ্ম আমার তেমন।।
অধর্ম্ম নাহিক হয়, ধর্ম্মার্থ বিচার।
ইহাতে নাহিক পাপ শুন কহি সার।।
অশ্বত্থামা গুরুপুত্র মম অনুগত।
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আমার সম্মত।।
বিদুর সর্ব্বাংশে সেবা করে পাণ্ডবেরে।
হইলে সহজে একা কি করিতে পারে।।
ত্বরিতে চিন্তহ পিতা উপায় ইহার।
পাণ্ডব থাকিতে নিদ্রা নাহিক আমার।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, যদি করি বহিষ্কার।
অপযশ ঘুষিবেক সকল সংসার।।
এমন উপায় করি করহ মন্ত্রণা।
আপন ইচ্ছায় যায় নগর বারণা।।
এত শুনি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
নানারত্ন লৈয়া গেল মন্ত্রিগণ- ঘর।।
তবে দুর্য্যোধন দিয়া বিবিধ রতন।
ক্রমে ক্রমে বশ করে সম মন্ত্রিগণ।।
শিখাইল মন্ত্রিগণে কপট করিয়া।
নগর বারণাবত উত্তম বলিয়া।।
অনুব্রত কহে সবে সম্মুখে বিমুখে।
নগর বারণা সম নাহি ইহলোকে।।
দুর্য্যোধন-সম্মতি পাইয়া মন্ত্রিগণে।
সেইমত বলিতে লাগিল অনুক্ষণে।।
কত দিনে হৈল শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
রাজার নিকটে বলে মন্ত্রিগণ বসি।।
নগর বারণাবত পুণ্যক্ষেত্র গণি।

প্রত্যক্ষে বৈসেন তথা দেব শূলপাণি।।
আর মন্ত্রী বলে, সে জগতে মনোরম।
নগর বারণাবত ভুবনে উত্তম।।
আর মন্ত্রি বলে, তার নাহিক তুলনা।
অমর কিন্নর তথা থাকে সর্ব্বজনা।।
মহাতীর্থ মহাস্থান ভুবন-মোহন।
নিত্যকৃত্য আসি করে যত দেবগণ।।
হেনমতে মন্ত্রিগণ বলিল বচন।
বিধির লিখন কর্ম্ম না যায় খণ্ডন।।
যুধিষ্ঠির বলেন, সে পুণ্যক্ষেত্রবর।
দেখিব বারণাবত কেমন নগর।।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত- মন।
হৃদয়ে কপট, মুখে অমৃত- বচন।।
ইচ্ছা যদি হয় তথা করিতে বিহার।
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ যত পরিবার।।
জননী সহিতে তথা পঞ্চ সহোদর।
যথাসুকে বিহরহ বারণানগর।।
ধনরত্ন সঙ্গে লহ যেই মন লয়।
কত দিন বঞ্চিয়া আইস নিজালয়।।
এত যদি ধৃতরাষ্ট্র বলে বারে বার।
বিস্মিত হইল রাজা ধর্ম্মের কুমার।।
দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার।
এখন যাইতে বলে সহ পরিবার।।
ধৃতরাষ্ট্র-আজ্ঞাবহ ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর আজ্ঞা কখন না করেন লজ্ঘন।।
যাইব বারণাবত করি অঙ্গীকার।
ধৃতরাষ্ট্র-চরণে করেন নমস্কার।।
বিজ্ঞ মন্ত্রিগণে তবে করিয়া সম্ভাষ।
যুধিষ্ঠির চলিলেন জননীর পাশ।।
দেখি দুর্য্যোধন হৈল হরিষ অন্তর।
পুরোচন মন্ত্রী বলি ডাকিল সত্বর।।
জাতিতে যবন, দুর্য্যোধনের বিশ্বাস।
একান্তে আনিয়া তারে কহে মৃদুভাষ।।
তোমার সমান নাহি মন্ত্রীর ভিতরে।
পরম বিশ্বাসী তেঁই ডাকি হে তোমারে।।
তোমার সহিত আমি করি যে বিচার।
অন্য-জন-মধ্যে ইহা না হয় প্রচার।।
নগর বারণাবতে পাণ্ডুপুত্র যায়।
নগর বারণাতে পাণ্ডুপুত্র যা।
তারা না যাইতে আগে যাইবা তথায়।।
খচর সংযোগ রথে করি আরোহন।
অতি শীঘ্র তুমি তথা করহ গমন।।
উত্তম দেখিয়া স্থল করিবা আলয়।
অগ্নিগৃহ বিরচিবা যেন ব্যক্ত নয়।।
স্তম্ভ নির্ম্মি গর্ভ তার ঘৃতে পূরাইবে।
শণ আর জাউ দিয়া প্রাচীর রচিবে।।
মধ্যে মধ্যে দিবে বাঁশ ঘৃতে পূর্ণ করি।
যেই মতে অগ্নি দিলে নিবাইতে নারি।।
এমত রচিবা, কেহ লক্ষিতে না পারে।
নানা চিত্র বিরচিবা লোক মনোহরে।।
জতুগৃহ বেড়িয়া করিবে অস্ত্রঘর।
মঞ্চ বিরচিয়া অস্ত্র রাখিবে ভিতর।।
জতুগৃত হইতে কদাচিত হয় ত্রাণ।
অস্ত্রগৃহে অস্ত্রে বাজি হারাইবে প্রাণ।।
তার চতুর্দ্দিকে তবে খুদিবে গভীর।
লাফে যেন পার নাহি হয় ভীম বীর।।
সময় বুঝিয়া অগ্নি দিবে সে আলয়।
একত্র থাকিবা তবে সমস্ত সময়।।

ত্বরিতে চলিয়া যাহ, না কর বিলম্ব।
শীঘ্রগতি কর গিয়া গৃহের আরম্ভ।।
দুর্য্যোধন আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রী পুরোচন।
বাহন যুড়িল রথে পবন- গমন।।
ক্ষণেকে পাইল গিয়া বারণানগর।
গৃহ বিরচিতে নিয়োজিত অনুচর।।
যেমন করিয়া কহিলেন দুর্য্যোধন।
ততোধিক গৃহ বিরচিল পুরোচন।।
ভ্রাতৃ সহ যুধিষ্ঠির সহিত জননী।
সহ বৃদ্ধগণে যান মাগিতে মেলানি। ।
বাহ্লীক গাঙ্গেয় দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত গৃহে নারীগণ যত।।
একে একে সবা স্থানে লইয়া বিদায়।
পুরোহিত বিপ্রগণে প্রণমিল রায়।।
পাণ্ডবে বিদায় লৈতে দেখি দ্বিজগণ।
ধৃতরাষ্ট্রে নিন্দে বহু করি কুবচন।।
দুষ্টবুদ্ধি ধৰ্ম্মশীল পাণ্ডু-পুত্রগণ।
বাহির করিয়া দেয় দুষ্ট দুর্য্যোধন।।
হেন ছার নগরে রহিতে না যুয়ায়।
যথা যান যুধিষ্ঠির, যাইব তথায়।।
কুরুকুলে মহাপাপী এই নৃপবর।
ইহার পাপেতে হৈবে সকল সংহার।।
ধৃতরাষ্ট্র করে যদি হেন দুরাচার।
কেমনে করেন ইহা গঙ্গার কুমার।।
তারা সবে সহিবেক, সবে দুষ্ট চিত।
মোরা সবে না সহিব, যাইব নিশ্চিত। ।
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সুমতি।
দারা পুত্র পরিবার লইয়া সংহতি।।
আগুসরি বিদুর গেলেন কত দূরে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন কূট ভাষাচারে।।
বারণাবতেতে যাহ পঞ্চ সহোদর।
সাবধানে থাকিবা, আছয়ে তাহে ডর।।
যাহে জন্মে তাহে ভক্ষ্যে শীতল বিনাশে।
ইহার আছয়ে ভয় যাই সেই দেশে।।
এত বলি বিদুর করিল আলিঙ্গন।
স্নেহবশে শির ধরি করিল চুম্বন।।
নয়নের নীর ঝরে, ভাষে গদগদে।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই প্রণমিল পদে।।
বাহুড়িয়া বিদুর চলিল নিজালয়।
বারণা গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।।
প্রবেশ করেন গিয়া নগর ভিতর।
আগুসরি নিল যত নগরের নর।।
হেনকালে পুরোচন করে নমস্কার।
ভূমিষ্ঠ হইয়া যেন রাজ-ব্যবহার।।
করযোড় করি দুষ্ট পুরোচন কহে।
হেথায় রহিয়া কেন, চল নিজ গৃহে।।
পূৰ্ব্বে হইতে হেথা আছে পুরীর নির্ম্মাণ।
মনোহর দিব্যস্থান স্বর্গের সমান।।
কুবের ভাস্কর জিনি পুরীর গঠন।
তাদৃশী নাহিক মর্ত্তে ইহার প্রমাণ।।
তব আগমন শুনি করিনু মণ্ডন।
বিলম্ব না কর তুমি, দিন শুভক্ষণ।।
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া পঞ্চ সহোদর।
জননী সহিত গিয়া প্রবেশেন ঘর।।
বিচিত্র নির্ম্মাণ মনোহর সে আলয়।
দেখি হৃষ্ট হইলেন ধর্ম্মের তনয়। ।
তবে কতক্ষণে পুরী করি নিরীক্ষণ।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির বলেন তখন।।

গৃহের পরীক্ষা দেখি লহ বৃকোদর।
মোর মনে বিশ্বাস না হয় এই ঘর।।
বৃকোদর নিল সেই ঘরের আঘ্রাণ।
জানিলেন ঘর জতু-ঘৃতের নির্ম্মাণ।।
বৃকোদর বিস্মিত কহেন যুধিষ্ঠিরে।
জতু-ঘৃত সরিষা তৈল গন্ধ পাই ঘরে।।
প্রত্যক্ষে অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন।
আমা সবা দহিবারে করেছে নির্ম্মাণ।।
পথে দেখিলাম যত অনুচরগণ।
এই সব দ্রব্য এনেছিল অনুক্ষণ।।
যুধিষ্ঠির বলেন, সে প্রমাণ হইল।
আসিতে জটিল ভাষে বিদুর বলিল।।
বিশ্বাস করিয়া সবে থাকিলে এ ঘরে।
অচেতন হৈব যবে মোরা নিদ্রা ঘোরে।।
তখন অনল ইথে দিবে পুরোচন।
হেন বুদ্ধি করিয়াছে দুষ্ট দুর্য্যোধন।।
ভীম বলিলেন এই অনলের ঘর।
পুনরপি যাই চল হস্তিনা- নগর।।
যুধিষ্ঠির বলেন, এ নহে সুবিচার।
এই কথা লোকে তবে হইবে প্রচার।।
দুর্য্যোধন বিচার করিবেক নিজ চিতে।
নিশ্চয় আমার কার্য্য পারিল জানিতে।।
সৈন্যগণে সাজি দুষ্ট করিবেক রণ।
তার হাতে সর্ব্ব-সৈন্য সর্ব্ব রত্ন- ধন।।
কি কাজ বিবাদে ভাই না যাব তথায়।
নির্ধন নিঃসৈন্য আমি, নাহিক সহায়।।
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব।
আমরা যে জানি ইহা কারে না বলিব। ।
পঞ্চ ভাই একত্র না রব কোন স্থালে।
হেথা হৈতে পলাইব কত দিন গেলে।।
অনুক্ষণ মৃগয়া করিব পঞ্চজন।
পথ ঘাট জ্ঞাত হব বন উপবন।।
সব জ্ঞাত হৈব, ইহা কেহ নাহি জানে।
হেনমত বিচার করিল ছয় জনে।।
সেথায় আকুল চিত্ত বিদুর সুমতি।
নিরন্তর অনুশোচে পাণ্ডবের প্রতি।।
কিমতে বাহির হৈবে জতুগৃহ হৈতে।
প্রেরিয়া কোন্ দূতে রক্ষিব অলক্ষিতে।।
বিচারিয়া বিদুর করিল অনুমান।
খনক আনিল, জানে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ।।
খনক সুবুদ্ধি বড় বিদুরে বিশ্বাস।
সকল কহিয়া পাঠাইল ধর্ম্মপাশ।।
খনক করিল যুধিষ্ঠিরে নমস্কার।
ধীরে ধীরে কহে বিদুরের সমাচার।।
পাঠাইল বিদুর আমাকে তব কাছে।
ভূমি খনিবার বিদ্যা আমার যে আছে।।
একান্তে কহিল মোরে ডাকি নিজ পাশ।
বিদুরের লোক বলি না যাবে বিশ্বাস।।
অতএব, এই চিহ্ন কহিল আমারে।
আসিতে কি কূট ভাষা কহিল তোমারে। ।
যুধিষ্ঠির শুনিয়া করিলেন আশ্বাস।
জানিলাম তোমারে নাহিক অবিশ্বাস। ।
বিদুরের প্রিয় তুমি, তেঁই পাঠাইল।
তুমি যে বিদুর তুল্য, তাই জানা গেল।।
আমা সবাকার ভাগ্যে হৈলে উপনীত।
অবধানে দেখ দুষ্ট কৌরব-চরিত।।
শণ-জতু-ঘৃত-বাঁশ-সংযোগে রচিত।
যন্ত্রের খিলনি করি গৃহ চতুর্ভিত।।

করে চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত গভীর বিস্তার।
অক্ষৌহিণী-বলে পুরোচন রাখে দ্বার।।
এইরূপে পড়িয়াছি বিপদ বন্ধনে।
উপায় করিয়া মুক্ত কর ছয় জনে।।
লোকে যেন নাহি জানে সব বিবরণ।
হেন বুদ্ধি কর, তুমি হও বিচক্ষণ।।
শুনিয়া খনক তবে করিল উত্তর।
খুদিতে লাগিল গর্ত্ত গৃহের ভিতর।।
সুড়ঙ্গের মুকে দিল কপাট উত্তম।
উপরে মৃত্তিকা দিয়া কৈল ভূমি সম।।
চতুর্দ্দিকে ছিল গর্ত্ত গহন গভীর।
ততোধিক তথায় খনিল মহাবীর।।
গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ খনি গেল।
সম্পূর্ণ করিয়া কার্য্য আসি নিবেদিল।।
শুনিয়া হরিষ চিত্তপঞ্চ সহোদর।
প্রণমিয়া খনক চলিল নিজ ঘর।।
পুনরপি কহে পূর্ব্ব বিদুর- বচন।
চতুর্দ্দশী-রাত্রে অগ্নি দিবে পুরোচন।।
সাবধান হইয়া থাকিবে ছয় জন।
এত বলি খনক চলিল ততক্ষণ।।
বিদুরে কহিল গিয়া সব বিবরণ।
বারণাবতেতে যত কৈল প্রকরণ।।
খনকের মুখে বার্ত্তা বিদুর পাইল।
শুনিয়া বিদুর বড় সন্তুষ্ট হইল।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

জতুগৃহ-দাহ

হেনমতে তথায় রহিল ছয় জন।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বন উপবন।।
বৎসরেক জতু-গৃহে করিল নিবাস।
পুরোচন জানিল যে হইল বিশ্বাস।।
পুরোচন-মন বুঝি ধর্ম্মের নন্দন।
ভাইগণে আনিয়া বলেন ততক্ষণ।।
আমা সবা বিশ্বাস জানিল পুরোচন।
সাবধান হইয়া থাকিব ছয় জন।।
আজি রাত্রে অগ্নি দিবে বুঝি পুরোচন।
বিদুরের কথা ভাই চিন্তহ এখন।।
ভীম বলে, দিবসে করিতে নাহি বল।
রাত্রি হৈলে পাবে দুষ্ট আপনার ফল।।
কুন্তীদেবী শুনিয়া বলেন পুত্রগণে।
পলাইয়া কোথায় ভ্রমিবে বনে বনে।।
ভালমতে করি আজি ব্রাহ্মণ-ভোজন।
ক্ষুধিত বিপ্রেরে তোষ দিয়া বহুধন।।
জননীর আজ্ঞায় আনিল দ্বিজগণ।
কুন্তীদেবী করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজন।।
ভোজন করিয়া দ্বিজ গেল সর্ব্ব জন।
অন্ন হেতু আইল যতেক দুঃখিগণ।।
পঞ্চ পুত্র সহ এক নিষাদ-রমণী।
অন্ন হেতু এল যথা কুন্তী ঠাকুরাণী।।
পুত্রগণে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন তায়।
আপন দুঃখের কথা নিষাদী জানায়।।
তার দুঃখে হইলেন কুন্তী দুঃখান্বিতা।
তথায় রহিল সুকে নিষাদ-বনিতা।।
দিনকর অস্ত গেল, নিশা প্রবেশিল।
যথাস্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল।।
পরিবার সহ গৃহে শোয় পুরোচন।
কত রাত্রে হইল নিদ্রায় অচেতন।।
বৃকোদরে আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
পুরোচন-দ্বারে অগ্নি দেহ এইক্ষণ।।
বৃকোদর পুরোচন-দ্বারে অগ্নি দিল।
অগ্নি দিয়া মাতৃ সহ গর্ত্তে প্রবেশিল।।
তদন্তরে জতুগৃহে দিয়া হুতাশন।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ কৈল পবন-নন্দন।।
মাতৃ সহ পঞ্চ ভাই অতি শীঘ্র চলে।
হেথা জতুগৃহ ব্যাপ্ত হইল অনলে।।
অগ্নির পাইয়া শব্দ গ্রামবাসিগণ।
জল লয়ে চতুর্দ্দিকে ধায়সর্ব্বজন।।
নিকটে যাইতে শক্তি নহিল কাহার।
চতুর্দ্দিকে ভ্রমে লোক করি হাহাকার।।
জৌ-ঘৃত-তৈলের গন্ধ চতুর্দ্দিকে ধায়।
জতুগৃহ বলি লোকে বুঝিবারে পায়।।
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র কর্ম্ম কৈল দুরাচার।
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।।
ধর্ম্মশীল পঞ্চ ভাই, নহে অপরাধী।
সর্ব্ব-গুণনিধি জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী।।
তবে সবে জানিল পুড়িল পুরোচন।
ভাল ভাল বলিয়া বলয়ে সর্ব্বজন।।
নির্দ্দোষী জনেরে হিংসা করে যেই জন।
এইরূপ শাস্তি তারে দেন নারায়ণ।।
এত বলি কান্দে যত নগরের লোক।
পাণ্ডবের গুণ স্মরি করে বহু শোক।।
জননী সহিত হেথা পাণ্ডুর নন্দন।
সুড়ঙ্গে বাহির হৈয়া প্রবেশিল বন।।
ঘোর অন্ধকার নিশা গহন কানন।

লতা বৃক্ষ কন্টকেতে যায় ছয় জন।।
রাজার কুমার সব, রাজার গৃহিনী।
তাহে অন্ধকার নিশা পথ নাহি চিনি।।
চলিতে অশক্ত কুন্তী, ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
ধনঞ্জয় মাদ্রী-পুত্র কোমল শরীর।।
কত দূরে যান কুন্তী হন অচেতন।
শীঘ্রগতি যাইতে না পারে পঞ্চজন।।
তবে বৃকোদর নিল মায়ে স্কন্ধে করি।
দুই স্কন্ধে মাদ্রী-পুত্র, হস্তে দোঁহা ধরি।।
বায়ু বেগে যান ভীম লৈয়া পঞ্চজনে।
বৃক্ষ শীলা চূর্ণ হয় ভীমের চরণে।।
অতি শীঘ্রগতি যায় ভীম মহাবীর।
নিশাযোগে উত্তরিল জাহ্নবীর তীর।।
গভীর গঙ্গার জল, অতি সে বিস্তার।
দেখি হৈল চিন্তিত কেমনে হই পার।।
চিন্তিত ভোজের পুত্রী পঞ্চ সহোদর।
গঙ্গাজল-পরিমাণ করে বৃকোদর।।
হেনকালে দিব্য এই আইল তরণী।
পবন গমন তাহে শোভে পতাকিনী।।
নৌকায় কৈবর্ত্ত বিদুরের অনুচর।
নৌকা পাই পঞ্চ ভাই চিন্তিত অন্তর।।
দূরে থাকি কৈবর্ত্ত করিল নমস্কার।
কহিতে লাগিল বিদুরের সমাচার।।
আমারে পাঠায় দিল পরম যতনে।
তোমা সবা পার করিবারে নৌকাযানে।।
অবিশ্বাসী নহি আমি বিদুরের জন।
সঙ্কেতে আমারে পাঠাইলে সে কারণ।।
যখন আইলা সবে বারণানগর।
কূটভাষে তোমারে সে করিল উত্তর।।
যাহে জন্মে তাহে ভক্ষ্যে, শীতল বিনাশে।
ইহার আছয়ে ভয় যাহ সেই দেশে।।
এই চিহ্ন বলে মোরে আসিবার কালে।
পাঠাইল পার করিবারে গঙ্গাজলে।।
কৈবর্ত্ত-বচন শুনি বিশ্বাস জন্মিল।
ছয় জন দিয়া নৌকা-আরোহণ কৈল।।
চালাইল নৌকা তবে পবন-গমনে।
পুনরপি কহে দাস বিদুর- বচন।।
বিদুর বলিল এই করুণা বচন।
হেথা তাক শিরে-ঘ্রাণ করি আলিঙ্গন।।
কতকাল অজ্ঞাতে বঞ্চহ কোন স্থানে।
দুঃখ ক্লেশ সহি কর কালের হরণে।।
এই কথা কহিতে হইয়া গঙ্গাপার।
কূলে উঠিলেন সবে পাণ্ডুর কুমার।।
বলেন কৈবর্ত্ত প্রতি ধর্ম্মের নন্দন।
বিদুরে কহিবা গিয়া এই নিবেদন।।
বিষম প্রমাদ হৈতে হইলাম পার।
তোমা হৈতে পাণ্ডবের বন্ধু নাহি আর।।
তোমার উপায় হেতু রহিল জীবন।
পুনঃ ভাগ্য হইলে হইবে দরশন।।
এত বলি কৈবর্ত্তেরে করিল মেলানি।
বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনী।।
গঙ্গার দক্ষিণে যান কুন্তীর নন্দন।
বাহি নৌকা দাস কৈল উত্তরে গমন।।
এ স্থানে প্রভাত হৈলে নগরের লোক।
জতুগৃহ নিকটে আসিয়া করে শোক।।
জল দিয়া নিভাইল যে ছিল অনল।
ভস্ম উলটিয়া সবে নিরখে সকল।।
দ্বারমধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন।

তাহার সুহৃদ যত ভাই বন্ধুগণ।।
অস্ত্রগৃহে পুড়িল যতেক অস্ত্রধারী।
প্রত্যেকে প্রত্যেক ভস্ম দেখিল বিচারি।।
জতুগৃহ-দ্বারে তবে গেল ততক্ষণ।
দেখিল অনলে দগ্ধ আছে ছয় জন।।
দেখিয়া সকল লোক হাহাকার করে।
গড়াগড়ি দিয়া পড়ে ভূমির উপরে।।
হায় হায় কোথা কুন্তী-মাদ্রীর নন্দন।
নিরখিয়া সর্ব্বলোক করয়ে ক্রন্দন।।
এই কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।
জতুগৃহ করিতে পাঠাল পুরোচন।।
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র মনে ইহা জানে।
কপট করিয়া দগ্ধ কৈল পুত্রগণে।।
এইক্ষণে আমা সবাকার এই কাজ।
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝ।।
ধৃতরাষ্ট্রে বল না করিয়া কিছু ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হৈল দুরাশয়।।
হস্তিনাগনরে দূত গেল শীঘ্রগতি।
জানাইল সমাচার অন্ধরাজ প্রতি।।
জৌগৃহে ছিলেন কুন্তী পাণ্ডুর নন্দন।
নিশাযোগে অগ্নি তাহে দিল কোন্ জন।।
পুত্রসহ কুন্তীদেবী হইল দাহন।
পরিবার সহ দগ্ধ হৈল পুরোচন।।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন।
ক্ষণেক নিঃশব্দ হৈয়া করিল ক্রন্দন।।
হাহা কুন্তী যুধিষ্ঠির ভীম ধনঞ্জয়।
হাহা সহদেব আর নকুল দুর্জ্জয়।।
আজি জানিলাম আমি পাণ্ডুর নিধন।
ভ্রাতৃশোক না ছিল এ সবার কারণ।।
বহুবিধ বিলাপ করয়ে অন্ধবর।
সমাচার গেল অন্তঃপুরের ভিতর।।
গান্ধারী প্রভৃতি ছিল যত নারীগণ।
শোকেতে আকুল সবে করয়ে ক্রন্দন।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বাহ্লীক বিদুর।
পাণ্ডবের মৃত্যু শুনি শোকেতে আতুর।।
নগরের লোক সব কান্দয়ে শুনিয়া।
পাণ্ডবের গুণ সব হৃদয়ে স্মরিয়া।।
কেহ ডাকে যুধিষ্ঠির, কহ বৃকোদর।
কেহ ধনঞ্জয়, কেহ মাদ্রীর কোঙর।।
হা হা কুন্তী বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন।
এই মত নগরে কান্দয়ে সর্ব্বজন।।
তবে ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিল বিধান।
ব্রাহ্মণেরে দিলা বহু রত্ন ধেনু দান।।
হেথায় পাণ্ডবগণ ভুঞ্জি অতি ক্লেশ।
হিড়িম্বের অরণ্যেতে করিল প্রবেশ।।
পরিশ্রম আর ভয় ক্ষুধা তৃষ্ণা যত।
কহেন ডাকিয়া কুন্তী প্রতি পঞ্চসুত।।
বহুদূর আইলাম অরণ্য ভিতর।
তৃষ্ণায় আকুল নাহি চলে কলেবর।।
যাইতে না পারি আর বিনা জলপানে।
কতক্ষণ বিশ্রাম করহ এই স্থানে।।
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
না জানি মরিল, কিবা জীয়ে পুরোচন।।
দুষ্ট দুরাচার দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা।
এই সমাচার পাছে কহে কোন জনা।।
তবে ত সাজিয়া দল আসিবে হেথায়।
কি করিব তবে পুনঃ কহ ত উপায়।।
ভীম বলে, নিঃশব্দে থাকহ এইখানে।

পশ্চাতে যাইব তৃপ্ত হৈয়া জলপানে।।
অন্য সর্ব্বজনেরে রাখিয়া বটমূলে।
জল-অন্বেষণে ভীম ভ্রমে নানা স্থলে।।
জলচর-পক্ষ শব্দ শুনি কত দূরে।
শব্দ-অনুসারে গেল জল আনিবারে।।
জলেতে নামিয়ে বীর কৈল স্নানপান।
জল লইবারে ভীম পাত্র নাহি পান।।
পাত্র না পাইয়া ভীম বস্ত্র ভিজাইল।
বসনে করিয়া জল লইয়া চলিল।।
দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণ।
ক্ষণমাত্রে পুনঃ এল পবন-নন্দন।।
দেখিল সকলে নিদ্রাগত অচেতন।
কহিতে লাগিল ভীম বিলাপ বচন।।
বসুদেব-ভগিনী যে কুন্তী ভোজসুতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ পাণ্ডুর বনিতা।।
বিচিত্র পালঙ্কোপরি শয্যা মনোহর।
নিদ্রা নাহি হয় যাঁর তাহার উপর। ।
হেন মাতা গড়াগড়ি যায় ভূমিতলে।
হরি হরি বিধি হেন লিখিল কপালে।।
কমল অধিক যার কোমল শরীর।
হেন ভাই ভূমিতে লোটায় যুধিষ্ঠির।।
তিন লোক ঈশ্বরের যোগ্য যেই জন।
সহজ মনুষ্য প্রায় ভূমিতে শয়ন।।
অর্জ্জুন সমান বীর্য্যবন্ত কোন্ জন।
হেন ভাই কৈল হায় ভূমিতে শয়ন।।
অর্জ্জুন সমান বীর্য্যাবন্ত কোন্ জন।
হেন ভাই কৈল হায় ভূমিতে শয়ন।।
সুন্দর নকুল সহদেব অনুপাম।
বীর্য্যাবন্ত বুদ্ধিমন্ত সর্ব্ব গুণধাম।।
এরূপ দুর্গতি নাহি হয় কোন জনে।
দুষ্টবুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারণে।।
আপদে তরয়ে লোক জ্ঞাতির সহায়।
বনে যেন বৃক্ষে বৃক্ষে বাতে রক্ষা পায়।।
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতি-বৈরী।
গৃহ ত্যাজি যার হেতু বনে বনচারী।।
দুর্য্যোধন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
ধৃতরাষ্ট্র সেও দুষ্ট করিল অনীতি।।
ধর্ম্মেরে না করে ভয় রাজ্যে লুব্ধ মন।
পাপেতে নিমগ্ন হৈল, দুষ্ট দুর্য্যোধন।।
পুণ্যবলে নাহি দুষ্ট জীয়ে দেববলে।
কোন্ দেবে বরদাতা হৈল কোন্ কালে।।
হেন কদাচার নাহি করে কোন জন।
বিধিমতে শাস্তি আমি দিব ভালে ভালে।।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র মহারাজা।
তাহাকে নিষেধ করে নাহি হেন রাজা।।
এই পাপে কৌরবেরে করিব নিধন।
অবশ্য মারব আমি শতেক নন্দন।।
এত দুঃখ সহ কেন ঈশ্বর আমার।
আজ্ঞা পেলে কটাক্ষেতে করি যে সংহার।।
মহাধর্ম্মশীল তুমি ধর্ম্মেতে তৎপর।
তাই এত দুঃখ পাও গুণের সাগর।।
সে কারণে আজ্ঞা না করেন যুধিষ্ঠির।
গদার বাড়িতে তার লোটাতে শরীর।।
কোন্ মন্ত্রে মহৌষধি কৈল কোন্ জন।
সে কারণে রহে দুষ্ট তোমার জীবন। ।
ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির না জানে পাপাচার।
সে কারণে এ দুঃখ আমা সবাকার।।
কোন কর্ম্মে অশক্ত যে আমি ইহা সব।

তব আজ্ঞা না করেন মারিতে কৌরব।।
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল বৃকোদর।
দুই চক্ষু লোহিত কচালে দুই করে। ।
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া দেখে ভ্রাতৃগণে।
নিদ্রা ভঙ্গ না করেন, বিচারিয়া মনে।।
জাগিয়া রহিল ভীম বটবৃক্ষ মূলে।
চারি ভাই মাতা নিদ্রা যায়েন বিভোলে।।
হেনকালে হিড়িম্ব নামেতে নিশাচর।
বিপুল-বিস্তার কায়, লোকে ভয়ঙ্কর।।
দন্তপাটি বিদাকাটী জিহ্বা লহ লহ।
দীর্ঘকর্ণ রক্তবর্ণ চক্ষু কূপগৃহ।।
কৃষ্ণ অঙ্গ অতি ব্যঙ্গ শিরা দীর্ঘতর।
সেই কাল ছিল ভাল মহীর উপর।।
পেয়ে গন্ধ হয়ে অন্ধ চৌদিকেতে চায়।
চন্দ্রপ্রভা মুখ শোভা জলরুহ প্রায়।।
সুশোভন ছয় জন দেখি বটমূলে।
হৃষ্টমতি স্বসা প্রতি নিশাচর বলে।।
চারিদিন ভক্ষ্যহীন আছি উপবাসে।
দৈবযোগে দেখ আগে আইল মানুষে।।
সুপ্রভাত অকস্মাৎ মাংস উপনীত।
ছয় জনে মোর স্থানে আনহ ত্বরিত।।
নাহি ভয় আগুসরি যাহ শীঘ্রগতি।
মোর বন কোন্ জন বিরোধিবে তথি।।
ভ্রাতৃ-কথা শুনি তথা চলিল রাক্ষসী।
বীরবর বৃকোদর যথা আছে বসি।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। ।

পাণ্ডবদের নিকট হিড়িম্বার আগমন

নিশাচরী দূরে থাকি, বীর বৃকোদরে দেখি,
শরীর নেহালে ঘনে ঘন।
কিবা সুমেরুর চূড়া, যেন শাল-দ্রুম কোঁড়া,
শশিমুখ পঙ্কজ- নয়ন।।
সিংহের বিক্রম ধর, ভুজযুগ করিকর,
কম্বুকণ্ঠ খগবর-নাসা।
অঙ্গ নিরখিয়া ক্ষণে, মাতিল অনঙ্গ-বাণে,
মনে চিন্তে হিড়িম্বের স্বসা।।
এমন সুন্দর রূপে, নাহি দেখি ইহলোকে,
যক্ষ রক্ষ মনুষ্য ভিতরে।
মম ভাগ্য হেতু বিধি, মিলাইল হেন নিধি,
স্বামী আমি করিব ইহারে।।
ভাই মোর দুরাচারী, এ হেন পুরুষে মারি,
মাংস খাইবেক মনসুখে।
ইহারে রাখিয়া আমি, বরিয়া করিব স্বামী,
চিরকাল বঞ্চিব কৌতুকে।।
এতেক কামনা করি, কামরূপা নিশাচরী,
দিব্যরূপা হইল কামিনী।
পূর্ণচন্দ্র মুখখানি, নয়ন কুরঙ্গ জিনি,
স্তন-যুগ বরা নিতম্বিনী।।
কামের কার্ম্মুক ভূরু, তিলফুল নাসা চারু,
শ্রুতিযুগ নিন্দিত গৃধিনী।
করিকর-যুগ উরু, সুন্দর কদলী-তরু,
মত্ত-বর-মাতঙ্গ-চলনী।।
চম্পক-কুসুম আভা, অঙ্গের বরণ-শোভা,
কটাক্ষে মোহিত মুনি- মন।
আসিয়া ভীমের পাশে, সলজ্জিত মৃদু-ভাষে,
কহে যেন কোকিল ভাষণ।।

কহ তুমি কোন্ জন, কোথা হৈতে আগমন,
কি হেতু আইলা এই বন।
দেবতার মূর্ত্তি প্রায়, ভূমিতলে নিদ্রা যায়,
কেবা হয় এই চারি জন।।
নিদ্রা যায় নিরুপমা, সুবদনী ঘনশ্যামা,
এ রামা তোমার কেবা হয়।
এ ঘোর দুর্গম বনে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
নাহি জান রাক্ষস- আলয়।।
তিলেক নাহিক ডর, যেন আপনার ঘর,
অতিশয় দেখি দুঃসাহস।
এই বন-অধিকারী, পাপ-আত্মা দুরাচারী,
ভয়ঙ্কর হিড়িম্ব রাক্ষস।।
হয় সে আমার ভ্রাতা, মোরে পাঠাইল হেথা,
তোমা সবা ধরিয়া লইতে।
মনুষ্যাদি-জন বৈরী, মাংসলোভী পাপকারী,
ইচ্ছা করে তোমারে খাইতে।।
দেখিয়া তোমার অঙ্গ, দহিছে অনঙ্গে অঙ্গ,
স্বামী করি বরিনু তোমারে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি বুঝি কার্য্য কর স্বামী,
সাবধান হও রাক্ষসেরে।।
আজ্ঞা কর এইক্ষণে, লৈয়া যাই অন্য স্থানে,
পর্ব্বত-কন্দর অন্য বনে।
হিড়িম্বার মুখে শুনি, মেঘের নিনাদ-বাণী,
বৃকোদর কহে ততক্ষণে।।
দেখি তোরে সুলক্ষণী, কহিস্ অনীতি-বাণী,
এই কথা না সম্ভবে লোকে।
কেন হেন দুরাচারী, ভ্রাতৃ মাতৃ পরিহরি,
স্ত্রী লইয়া যাইব কৌতুকে।।
সবারে রাক্ষস মুখে, দিয়া আমি যাব সুখে,

তোমারে লইয়া অন্য স্থান।
কহিতে এমন কাজ, মুখে তোর নাহি লাজ,
কামশরে হইলি অজ্ঞান।।
এত শুনি নিশাচরী, কহে যোড়কর করি,
মৃদু মৃদু মধুর বচনে।
আজ্ঞা কর মহাশয়, যে তোমার প্রিয় হয়,
প্রাণপণে করিব এক্ষণে।।
বড় দুষ্ট মম ভ্রাতা, এখনি আসিবে হেথা,
সাবধান হইতে জানাই।
জাগাইয়া সর্ব্বজনে, মোর পৃষ্ঠ-আরোহণে,
চলহ অন্যত্র লৈয়া যাই।।
ভীম বলে ভ্রাতৃ মায়, সুখে শুয়ে নিদ্রা যায়,
কেন নিদ্রা করিব ভঞ্জন।
তোর ভাই কোন্ ছার, কেবা ভয় করে তার,
আমি তারে না করি গণন।।
কীটজ্ঞান করি রক্ষ, দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ,
নাহি সহে মোর পরাক্রম।
হের দেখ সুলোচনি, আমার যুগল-পাণি,
দেখিয়া করয়ে ভয় যম।।
যাহ বা থাকহ হেথা, মনে লয় যেই কথা,
কর চিত্তে যেই অভিলাষ।
নতুবা তথায় গিয়া, ভায়ে দেহ পাঠাইয়া,
কি করিবে আসি মোর পাশ।।
ভীম হিড়িম্বাতে কথা, বিলম্ব দেখিয়া হেথা,
হিড়িম্ব হইল ক্রোধমন।
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যুগান্তের সমবর্ত্তী,
আসে ঘোর করিয়া গর্জ্জন।।
দেখি মহাপ্রিয়ঙ্করী, স্তব্ধ হৈয়া নিশাচরী,
সকরুণে কহে বৃকোদরে।

হের দেখ মোর ভ্রাত, যেন ঘোর মহাবাত,
আইসে দুরন্ত-ক্রোধ ভরে।।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুরতর, খাইল অনেক নর,
দেখিয়াছি আমি বিদ্যমান।
বিলম্ব না কর তুমি, বিশেষ রাক্ষস-ভূমি,
মায়ারী অধিক বলবান।।
বিলম্ব না কর প্রভু, আজ্ঞা মোরে দেহ তবু,
পৃষ্ঠে করি লই সবাকারে।
উড়িব পবনভরে, যথা বল তথাকারে,
লৈয়া যাব নিমেষ ভিতরে।।
হিড়িম্বে দেখিয়া উগ্র, হিড়িম্বারে দেখি ব্যগ্র,
হাসি বলে মরুত-নন্দন।
স্থির হও সুবদানি, কি ভয় কর লো ধনি,
বসি দেখ কৌতুক এখন।।
আসুক তোমার ভাই, মুহূর্ত্তেকে মোর ঠাঁই,
প্রাণ দিবে পতঙ্গ সমান।
এইমাত্র হবে তোকে, মজিব ভ্রাতার শোকে,
ইহা বই নাহি দেখি আন।।
ভারত-সঙ্গীত- রস, শ্রবণেতে পুণ্য যশ,
সদা শুভ পরম পবিত্র।
কলির কলুষ-নাশ, বিরচিল কাশীদাস,
আদিপর্ব্বে পাণ্ডব-চরিত্র।।

হিড়িম্ব রাক্ষস বধ

ভীম-হিড়িম্বাতে হয় কথোপকথন।
দূরে থাকি হিড়িম্ব করয়ে নিরীক্ষণ।।
বসিয়াছে হিড়িম্বা ভীমের বাম দিকে।
ভুবন-মোহন রূপ বিদ্যুৎ ঝলকে।।
কবরী বেড়িয়া দিব্য কুসুমের মালে।
মাণিক প্রবাল মুক্তাহার শোভে গলে।।
বসন ভূষণ দিব্য নূপুর কঙ্কণ।
স্বর্গ-বিদ্যাধরী মোহে নবীন যৌবন।।
প্রিয়ভাষে যেমন দম্পতি কথা কয়।
দেখিয়া হিড়িম্ব ক্রোধে জ্বলে অতিশয়।।
ভগিনীরে ডাক দিয়া বলয়ে হিড়িম্ব।
এই হেতু এতক্ষণ তোমার বিলম্ব।।
ধিক্ তোর জীবনে কুলের কলঙ্কিনী।
মনুষ্য-স্বামীতে লোভ করিলি পাপিনি।।
মম ক্রোধ তোমার হইল পাসরণ।
মম ভক্ষ্যে ব্যাঘাত করিলি সে কারণ।।
এই হেতু আগে তোরে করিব সংহার।
পশ্চাতে এ সব জনে করিব আহার।।
এত বলি যায় হিড়িম্বারে মারিবারে।
নয়ন লোহিত, দন্তকড়মড় করে।।
ভীম বলে, রাক্ষস রে তোর লাজ নাই।
ভাগিনীকে পাঠাইলি পুরুষের ঠাঁই।।
তুই পাঠাইলি, তেঁই আইল হেথায়।
মদনের বশ হৈয়া ভজিল আমায়।।
কামপত্নী আমার হইল তোর স্বসা।
মোর বিদ্যমানে দুষ্ট বলিস দুর্ভাসা।।
মরিবারে চাহ রে করিস্ অহঙ্কার।
এইক্ষণে পাঠাইব যমের দুয়ার।।
মাতা ভ্রাতা শুইয়া নিদ্রায় যে বিহ্বল।
নিদ্রাভঙ্গ হইবেক না করিস্ গোল।।
ভীমের বচনেতে রাক্ষস নাহি থাকে।
ঊর্দ্ধবাহু যায় মারিবারে হিড়িম্বাকে।।
হাসিয়া কুন্তীর পুত্র দুই হাতে ধরে।
এক টানে লয় অষ্ট-ধনুক অন্তরে।।
মহাবল রাক্ষস আপন হাতে কাড়ি।
বৃকোদরে ধরিলেক করিয়া আঁকাড়ি।।
বায়ুর নন্দন ভীম অতি ভয়ঙ্কর।
পরম আনন্দ যার পাইলে সমর।।
মত্ত মৃগপতি যেন ক্ষুদ্র মৃগে ধরে।
পুনরপি টানিয়া লইল কতদূরে।।
দুই জনে টানাটানি ধরি ভূজে ভূজে।
শুণ্ডে শুণ্ডে টানাটানি যেন গজে গজে।।
দুই মেষ যেন মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে দন্ত কড়মড়ি।।
দুই মত্ত সিংহ যেন করে সিংহনাদ।
মেঘের নিঃস্বন যেন বজ্রের নিনাদ।।
দোঁহাকার আস্ফালনে ভাঙ্গে বৃক্ষগণ।
পলায় কাননবাসী ত্যজিয়া কানন।।
কাননে পূরিল শব্দ দোঁহার গর্জ্জনে।
নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উঠিল পঞ্চজনে।।
বসিয়াছে হিড়িম্বা নিন্দিতা বিদ্যাধরী।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভোজের কুমারী।।
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তী উঠি শীঘ্রগতি।
মৃদুভাষে জিজ্ঞাসেন হিড়িম্বার প্রতি।।
কে তুমি, কোথা হৈতে আইলা গো হেথা।
অপ্সরী নাগিনী কিবা বনের দেবতা।।
হিড়িম্বা প্রণাম করি কুন্তী প্রতি বলে।

জাতিতে রাক্ষসী আমি, নিবাস এস্থলে।।
এই বন-নিবাসী হিড়িম্ব নিশাচর।
মহাযোদ্ধা বীর সে আমার সহোদর।।
পঞ্চ পুত্র সহ তোমা ধরি লইবারে।
ভাই মোরে পাঠাইয়া দিল হেথাকারে।।
পরম সুন্দর দেখি তোমার তনয়।
কামে বশ হৈয়া আমি ভজিনু তাহায়।।
বিলম্ব দেখিয়া হেথা আসে মোর ভাই।
তোমার পুত্রের সহ যুঝে দেখ তাই।।
হিড়িম্বার মুখে শুনি এতেক উত্তর।
চারি ভাই ভীম-স্থানে চলিল সত্বর।।
ভীম-হিড়িম্বের যুদ্ধ না যায় বর্ণনা।
যুগল পর্ব্বত-প্রায় দেখি দুই জনা।।
যুদ্ধ-ধূলি-ধূসর দোঁহার কলেবর।
কুজ্ঝাটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর।।
দুই ভিতে দোঁহাকারে টানে দুইজন।
নিশ্বাস-পবন ঝড়ে উড়ে বৃক্ষগণ।।
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
রাক্ষসের ভয় ভাই না কর এখন।।
তোমা সহ রাক্ষসের হৈয়াছে বিবাদ।
নিদ্রায় ছিলাম, এত না জানি প্রমাদ।।
সবে মিলি রাক্ষসেরে করিব সংহার।
এত শুনি বলে ভীম পবন-কুমার।।
কি কারণে সন্দেহ করহ মহাশয়।
এইক্ষণে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয়।।
পথিক লোকের প্রায় দেখ দাণ্ডাইয়া।
এত বলি দিল লাফ ভুজ প্রসারিয়া।।
অর্জ্জুন বলেন, বহু করিলে বিক্রম।
রাক্ষসের যুদ্ধে বহু হৈল পরিশ্রম।।
বিশ্রাম করহ তুমি থাকিয়া অন্তরে।
আমি বিনাশিব ভাই দুষ্ট নিশাচরে।।
অর্জ্জুন-বচনে ভীম অধিক কুপিল।
চুলে ধরি হিড়িম্বেরে ভূমিতে ফেলিল।।
চড় আর চাপড় মুষ্টিক পদাঘাত।
পশুবৎ করি তারে করিল নিপাত।।
মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া করিল দুইখান।
দেখাইল নিয়া সব ভ্রাতৃ-বিদ্যমান।।
পরস্পর আলিঙ্গন পঞ্চ সহোদরে।
প্রশংসিল ভ্রাতৃ-সব বীর বৃকোদরে।।
অর্জ্জুন বলিলেন, চাহিয়া যুধিষ্ঠিরে।
এই ত নিকটে গ্রাম আছে নহে দূরে।।
এই সমাচার যদি শুনে কোন জন।
লোক-মুখে বার্ত্তা তবে পাবে দুর্য্যোধন।।
সে কারণে ক্ষণেক না রহিতে যুয়ায়।
শীঘ্র চল অন্য স্থান ত্যজিয়া হেথায়।।
এই বিবেচনাতে পাণ্ডব পঞ্চজন।
মাতা সহ শীঘ্রগতি করয়ে গমন।।
হিড়িম্বা চলিল তবে কুন্তীর সংহতি।
হিড়িম্বা দেখিয়া ক্রোধে বলয়ে মারুতি।।
সহজে রাক্ষস-জাতি নানা মায়া ধরে।
ধরিয়া মোহিনী বেশ ভাণ্ডে সবাকারে।।
আপন স্বভাব কভা ছাড়িতে না পারে।
সময় পাইলে আমা পারে মারিবারে।।
সহজে ভ্রাতার বৈরী সাধিবার মনে।
আমার সংহতি এ চলিল সে কারণে।।
এক চড়ে করি তোরে ভ্রাতার সংহতি।
এত বলি মারিবারে যায় মহামতি।।
যুধিষ্ঠির বলে ভীম নহে ধর্ম্মাচার।

অবধ্যা স্ত্রীজাতি, কেন করিবা সংহার।।
মহাবল হিড়িম্বেরে করিলা সংহার।
তোমা বধিবারে শক্তি কি আছে ইহার।।
যুধিষ্ঠির বচনে রহিল বৃকোদর।
হিরিম্বা কুন্তীরে কহে হইয়া কাতর।।
কায়মনোবাক্যে মোর সত্য অঙ্গীকার।
তোমা বিনা গুরু মোর গতি নাহি আর।।
তোমারে না ভুলাইব প্রপঞ্চ বচনে।
স্ত্রীলোকের কর্ম্মপীড়া জানহ আপনে।।
কামবশ হৈয়া আমি অজ্ঞান হইনু।
আপন কুলের ধর্ম্ম ভ্রাতৃ ত্যাগ কৈনু।।
সব ত্যজি ভজিলাম তোমার নন্দনে।
এক্ষণে অনাথা আমি নিলাম শরণে।।
শরণাগতেরে ক্রোধ না হয় উচিত।
আপনি করহ দয়া দেখিয়া দুঃখিত।।
সদাই সেবিব আমি তোমার চরণে।
বহু সঙ্কটেতে আমি উদ্ধারিব বনে। ।
আজ্ঞা কর আমা ভজিবারে বৃকোদরে।
নহিলে ত্যজিবে প্রাণ তোমার গোচরে।।
কৃতাঞ্জলি করি আমি করি যে বিনয়।
শুনি কুন্তীদেবী তবে দ্রবিল হৃদয়।।
কুন্তীদেবী ডাকিয়া বলিল যুধিষ্ঠিরে।
হিড়িম্বা আসক্ত হইল বৃকোদর বীরে।।
হিড়িম্বা কাতর-বাণী শুনিয়া তখন।
দয়াময় যুধিষ্ঠির কহেন তখন।।
সত্য বলে হিড়িম্বা, নাহিক ইথে আন।
শরণ লইলে জনে করি তার ত্রাণ।।
চলি যাহ হিড়িম্বা লইয়া বৃকোদরে।
যথাসুখে ক্রীড়া কর বনের ভিতরে।।

পুনরপি আমা সবা নিকটে মিলিবা।
আপনার সত্যবাক্য কভু না লঙ্ঘিবা।।
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা অতি হৃষ্টমন।
ভীমে লয়ে হিড়িম্বা চলিল ততক্ষণ। ।
শূন্যপথে লইয়া চলিল নিশাচরী।
নানা বন উপবনে ভ্রমে ক্রীড়া করি।।
যথা মন করে তথা যায় মুহূর্ত্তেকে।
নদ নদী মহাগিরি ভ্রময়ে কৌতুকে।।
নিত্য নিত্য নববেশ ধরে অনুপাম।
হেনমতে করে বহু ক্রীড়া অবিশ্রাম।।
কত দিনে ঋতুযোগ হৈল গর্ভবতী।
ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি পুত্র হইল উৎপত্তি।।
জন্মমাত্র যুবক হইল মহাবীর।
যক্ষ রক্ষ সুরাসুরে বিপুল শরীর। ।
বিবিধ বরণ কচ ঘট স্থূলাকার।
ঘটোৎকচ নাম তেঁই ভীমের কুমার।।
মহাবলবান হৈল হিড়িম্বা নন্দন।
ইন্দ্রের একাঘ্নী শক্তির যে হবে ভাজন।।
ঘটোৎকচ মাতৃসহ মন্ত্রণা করিয়া।
কৃতাঞ্জলি কহে দোঁহে দণ্ডবৎ হৈয়া।।
আজ্ঞা কর, যাব আমি আপন আলয়।
স্মরিলে আসিব এই রহিল নিশ্চয়।।
আজ্ঞা পেয়ে মায়ে পুত্রে করিল গমন।
উত্তর দিকেতে গেল আপন ভবন।।
পাণ্ডবেরা চলিলেন সংহতি জননী।
এক স্থানে না থাকেন একই রজনী।।
পরিধান বল্কল শিরে শোভে জটাভার।
কোথাও ব্রাহ্মণ, কোথা তপস্বী-আকার।।
পথে লোকজন দেখি লুকায়েন বনে।

শীঘ্রগতি যান যথা কেহ নাহি জানে।।
ত্রিগর্ত্ত পাঞ্চাল মৎস্যাদি যত দেশ।
ভ্রমিলেন বহুক্লেশ করিয়া বিশেষ। ।
হেনমতে ভ্রমেন যে পাণ্ডু- পুত্রগণ।
আচম্বিতে আইলেন ব্যাস তপোধন।।
ব্যাসে দেখি কুন্তীদেবী পুত্রের সহিতে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিলা দাঁড়ায়ে অগ্রেতে।।
ব্যাসের সাক্ষাতে কুন্তী করেন ক্রন্দন।
বহু বিলাপিয়া দেবী বলেন বচন।।
নিবর্ত্তিয়া তাঁরে ব্যাস কহিলেন বাণী।
আমারে কি বল ইহা, সব আমি জানি।।
অধর্ম্ম করিল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ।
অনেক সঙ্কটেতে ভ্রমিলা বনে বন।।
যত কৈল, অগোচর নাহিক আমায়।
সে কারণে দেখিবারে এলাম হেথায়।।
দুঃখ না ভাবিহ বধূ স্থির কর মন।
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন।।
তব পুত্রগণ গুণ না জানহ তুমি।
মম অগোচর নাহি সব জানি আমি।।
ধর্ম্মবলে বাহুবলে জিনিবে সকলে।
বিভব করিবে সাগরান্ত ভূমণ্ডলে।।
এক্ষণে যে বলি আমি শুন সাবধানে।
বহুদুঃখ পেলে বহু ভ্রমিয়া কাননে।।
নিকটে নগর এই একচক্রা নাম।
কতদিন রহি তথা করহ বিশ্রাম।।
গুপ্তবেশে এইখানে থাক ছয় জনে।
তাবৎ থাক আমি না আসি যত দিনে।।
এত বলি ব্যাস সবে লইয়া সংহতি।
নগরে ব্রাহ্মণ-গৃহে দিলেন বসতি। ।
ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন ছয় জন।
স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মহা-তপোধন।।

পাণ্ডবগণের একচক্রা নগরে বাস ও বকবধ বৃত্তান্ত

অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণ-গৃহে পাণ্ডুপুত্রগণ।
নগরে ভ্রমেন নিত্য ভিক্ষার কারণ।।
ভিক্ষা করি আসি সবে দিবা অবসানে।
যে কিছু পায়েন দেন জননীর স্থানে।।
জননী করেন পাক দেন সবাকারে।
অর্দ্ধেক বাটিয়া দেন বীর বৃকোদরে।।
মাহাসহ অর্দ্ধ খান চারি সহোদর।
তথাপিও তৃপ্ত নহে বীর বৃকোদর।
হেনমতে বিপ্রগৃহে বঞ্চে অতিক্লেশে।
ভিক্ষা করে অনুদিন ব্রাহ্মণের বেশে।।
একদিন গৃহেতে রহিল বৃকোদর।
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর।।
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে মহাশব্দ শুনি।
বিলাপ করিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।।
করুণ হৃদয়া কুন্তী সহিতে নারিয়া।
কহেন নিকটে বৃকোদরেরে ডাকিয়া।।
এতদিন বিপ্রগৃহে আছি যে অজ্ঞাতে।
পরম সাহায্য বিপ্র করিল বিপত্তে।।
এখন বিপদগ্রস্থ হইল ব্রাহ্মণ।
অবশ্য বিপদে তারে করহ রক্ষণ।।
উপকারী জনে যে সাহায্য নাহি করে।
পরলোক পাপ হয় অযশ সংসারে।।
ভীম বলিলেন, মাতা জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে।
শক্তি-অনুসারে রক্ষা করিব তৎক্ষণে।।
ভীমের আশ্বাস পেয়ে যান কুন্তীদেবী।
বৎসের বন্ধনে যেন ধায় ত সুরভি।।
ব্রাহ্মণের ঘরে কুন্তী করেন গমন।
দেখেন ব্যাকুল হৈয়া কাঁদিছে ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ কাতর হৈয়া বলে ব্রাহ্মণীরে।
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে।।
রাক্ষসের উপদ্রব যেই দেশে হয়।
সে দেশে বসতি কভু উপযুক্ত নয়।।
পিতা-মাতা-স্নেহে তুমি লঙ্ঘিলা বচন।
তাহার উচিত দুঃখ পাইলা এখন।।
কি করিব উপায় না দেখি যে ইহার।
কোন্ বুদ্ধি করিব না দেখি প্রতিকার।।
তুমি ধর্ম্মপত্নী হও আমার গৃহিণী।
সর্ব্ব ধর্ম্ম-বিশারদা সুখ-প্রদায়িণী।।
বিশেষ বালক পুত্র আছে যে তোমার।
তোমা বিনা মুহূর্ত্তেক না জীবে কুমার।।
অরণ্যের প্রায় দুঃখ হবে তোমা বিনে।
জীয়ন্তে হইবে মরা তোমার মরণে।।
আপনা রাখিয়া তোমা দিব রাক্ষসেরে।
অপযশ হবে আমা সংসার ভিতরে।।
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই কন্যা সুবদনী।
কন্যারে রাক্ষসে দিলে কুযশ কাহিনী।।
কন্যা-জন্ম হৈলে পিতৃলোকে করে আশ।
দান কৈলে চিরকাল হয় স্বর্গবাস।।
ইহা লৈয়া দিব আমি রাক্ষস-ভক্ষণে।
ধিক্ ধিক্ তবে মোর কি কাজ জীবনে।।
আপনি যাইব আমি রাক্ষসের স্থানে।
এত বলি কান্দে দ্বিজ সজল নয়নে।।
ব্রাহ্মণী বলেন, প্রভু কেন দুঃখ ভাব।
তোমরা থাকহ সুখে, আমি তথা যাব।।
তুমি যদি যাও তথা, একে হবে আর।

একেবারে মরিবে সকল পরিবার।।
আমি সহমৃতা হব তোমার মরণে।
অনাথ হইবে কন্যা পুত্র দুই জনে। ।
তবে কদাচিৎ যদি রাখিব জীবন।
কি শক্তি আমার শিশু করিতে পালন। ।
তোমা বিনা অনাথ হইব তিন জনে।
অনাথের বহু কষ্ট হবে দিনে দিনে। ।
দরিদ্র দেখিয়া তবে অকুলীন জন।
এই কন্যা বরিবেক দিয়া কিছু ধন।।
অল্পকালে এই পুত্র হইবে ভিক্ষুক।
কুলধর্ম্ম আর বেদে হইবে বিমুখ।।
বলিষ্ঠ দুর্ম্মুখ লোক কামে মুগ্ধ হৈয়া।
মোরে আকর্ষিবে চিত্তে অনাথা দেখিয়া।।
বিবিধ দুর্গতি হবে তোমার বিহনে।
অনুচিত তোমার যাইতে সে কারণে।।
অপত্য নিমিত্ত তুমি করিলা সংসার।
কন্যা পুত্র দুইগুটি হৈয়াছে তোমার।।
কন্যা দান কর আর পড়াহ বালকে।
পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া থাক সুখে।।
আমা বিনা গৃহস্থলী হবে আরবার।
তোমার বিহনে সর্ব্ব হবে ছারখার। ।
ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবন।
স্বামী বিনা অকারণ নারীর জীবন।।
সঙ্কটে তারয়ে স্বামী দিয়া আপনাকে।
ভুঞ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ, যশ ইহলোকে। ।
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানাবিধ দান।
স্বামীর প্রসাদে হয় সর্ব্বত্র সম্মান।।
সর্ব্বধর্ম্ম আছে ইথে শাস্ত্রের বিহিত।
রাক্ষসের ঠাঁই আমি যাইব নিশ্চিত।।
ব্রাহ্মণী এতেক যদি বলিল উত্তর।
গলে ধরি উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজবর।।
স্বামীর ক্রন্দন দেখি কান্দয়ে ব্রাহ্মণী।
মা বাপের দশা দেখি কন্যা বলে বাণী।।
অনাথের প্রায় দোঁহে কান্দ কি কারণ।
ক্রন্দন সম্বর, শুন মোর নিবেদন। ।
রাক্ষসের ঠাঁই যদি জননী যাইবে।
জননী-বিচ্ছেদে এই বালক মরিবে।।
পিণ্ডস্থান যাবে আর হবে কুলক্ষয়।
সে কারণে মাতার যাইতে বিধি নয়।।
জন্ম হৈলে কন্যারে অবশ্য ত্যাগ করে।
বিধির সৃজন ইহা খণ্ডিতে কে পারে।।
দৈবেতে আমারে পিতা অন্যে দিবে দান।
এক্ষণে রাক্ষসে দিয়া দোঁহে পাও ত্রাণ।।
আমা হেন কত হবে তোমরা থাকিলে।
সে কারণে মোরে দিয়া বঞ্চ কুতূহলে।।
হইলে আমার পুত্র তারিবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি তারিয়া আমি যাইব নিশ্চিতে।।
এতেক শুনিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
তিনজনে গলাগলি কান্দে উচ্চধ্বনি।।
এমন শুনিয়া পুত্র তিনের ক্রন্দন।
মুখে হস্ত দিয়া করে সবারে বারণ। ।
হাতে এক তৃণ লৈয়া বলে সেই শিশু।
রাক্ষসের ভয় তোরা না করিস্ কিছু।।
রাক্ষসে মারিব এই তৃণের প্রহারে।
কোথা আছে দেখাইয়া দেহ, দেখি তারে।।
বালকেরবচন শুনিয়া তিনজন।
হাসিতে লাগিল তারা ত্যজিয়া ক্রন্দন।।
ক্রন্দন নিবৃত্ত দেখি ভোজের নন্দিনী।

বলেন ব্রাহ্মণ প্রতি সকরুণ বাণী।।
মৃতের উপরে যেন সুধা বরিষণে।
জিজ্ঞাসেন কুন্তীদেবী মধুর বচনে।।
কি কারণে ক্রন্দন করহ তিনজন।
জানিলে, হইলে সাধ্য করিব মোচন।।
দ্বিজ বলে, যেই হেতু করি যে ক্রন্দন।
মনুষ্যের শক্তি নাহি করিতে মোচন।।
এই ত নগরে আছে বক নিশাচর।
অত্যন্ত দুরন্ত সেই রাজ্যের ঈশ্বর।।
যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত পরচক্র- ভয়।
তার ভুজবলে ইথে নাহিক সংশয়।।
নগরের মধ্যে এই আছে যত নর।
রাক্ষসের নির্ণয় করিল এই কর।।
পায়স পিষ্টক অন্ন শকটে পূরিয়া।
এক নর আর দুই মহিষ ধরিয়া।।
এই কার্য্য বিনা অন্য নাহিক তাহার।
বহুকালে মম প্রতি হয়েছে করার।।
এইরূপে বলি নাহি দেয় যেইজন।
সকুটুম্ব সহ তারে করয়ে ভক্ষণ।।
আজি তার পালা পড়িয়াছে মম ঘরে।
কি করিব কি হইবে বুদ্ধি নাহি সরে।।
এই ভার্য্যা কন্যা পুত্র আছি চারিজনা।
কারে দিব বলিদান, করি এ ভাবনা।।
মনুষ্য কিনিয়া দিব নাহি হেন ধন।
সুহৃদ কুটুম্ব দিতে নাহি লয় মন।।
কারো মায়া তেয়াগিতে নারে কোন জনে।
সবে মিলি যাব কৰ্ম্মে যা থাকে লিখনে।।
ব্রাহ্মণের এতেক কাতর বাক্য শুনি।
সদয় হৃদয়ে বলে ভোজের নন্দিনী।।

ভয় ত্যজ দ্বিজবর না কর ক্রন্দন।
সকুটুম্বে যাবে কেন রাক্ষস- সদন।।
পঞ্চ পুত্র আছে মম শুন হে ব্রাহ্মণ।
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ।।
ব্রাহ্মণ বলিল, ভাল করিলা বিচার।
অতিথি ব্রাহ্মণ আছ আশ্রমে আমার।।
আপনার প্রাণ হেতু করিব এ কর্ম্ম।
লোকে অসম্ভব হবে মজিবেক ধর্ম্ম।।
আত্মা দিয়া দ্বিজ রাখে, বেদে শাস্ত্রে কয়।
দ্বিজ দিয়া আত্মরক্ষা উচিত না হয়।।
অজ্ঞানে ব্রাহ্মণ বধে নাহি প্রতিকার।
জ্ঞানেতে করিব হেন কৰ্ম্ম দুরাচার।।
কুন্তী বলিলেন, যে কহিলা দ্বিজমণি।
মম অগোচর নহে, সব আমি জানি।।
লোকের বেদনা মম না সহে পরাণে।
বিশেষ ব্রাহ্মণ-দুঃখ সহিব কেমনে।।
দ্বিজ বলে হেন বাক্য না বলিহ মোরে।
এ পাপ ভুঞ্জিব আমি যুগ যুগান্তরে।।
নিঃশব্দে বলেন কুন্তী, শুন দ্বিজবর।
আমার তনয়গণ মহা- বলধর।।
রাক্ষসে খাইবে হেন না করিহ মনে।
রাক্ষস সংহার কৈল মম বিদ্যমানে।।
বেদবিদ্যা বুদ্ধিবলে মম পুত্রগণ।
পৃথিবীতে নাহিক জিনিতে কোন জন।।
শতপুত্র থাকিলে কি পুত্রে অনাদর।
ভয় ত্যজি অন্য বলি করহ সত্বর।।
কুন্তীর অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া তখন।
মৃতদেহে দ্বিজ যেন পাইল জীবন।।
দ্বিজ সঙ্গে করি কুন্তী করিয়া গমন।

ভীমেরে জানাইলেন সব বিবরণ।।
মায়ের বচনে ভীম করেন স্বীকার।
হরিষে ব্রাহ্মণ গেল গৃহে আপনার।।
কতক্ষণে আইলেন ভাই চারিজন।
যুধিষ্ঠির শুনিলেন সব বিবরণ।।
একান্তে ধর্ম্মের সুত ডাকিয়া মায়েরে।
জিজ্ঞাসা করেন, ভীম গেল কোথাকারে।।
তোমার সম্মতি কিবা আপন ইচ্ছায়।
কাহার বুদ্ধিতে হেন করিলা উপায়।।
কুন্তী বলে, আমার বচনে বৃকোদর।
বিপ্রের কারণে আর রাখিতে নগর।।
ধর্ম্ম কীর্ত্তি আছে ইথে নাহি অপযশ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ-রক্ষা পরম পৌরুষ।।
এত শুনি যুধিষ্ঠির কহেন বিরস।
কি বুদ্ধিতে মাতা হেন করিলা সাহস।।
এমন দুষ্কর নাহি শুনি ইহলোকে।
মাতা হৈয়া পুত্রে দেয় রাক্ষসের মুখে।।
পুত্রের ভিতরে পুত্র কব কি বিশেষে।
সবে প্রাণ রাখিয়াছি তাহার আশ্বাসে।।
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি, যথা তথা বাস।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি যার বলে আশ।।
যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে।
যার তেজে জতুগৃহে রক্ষা পাই সবে।।
স্কন্ধে করি নিল সবা হিড়িম্বক-বনে।
হিড়িম্বে মারিয়া কৈল সবার রক্ষণে।।
হেন পুত্র দিলা তুমি রাক্ষস-ভক্ষণে।
আমরা বাঁচিব আর কিসের কারণে।।
গর্ভধারী হয়ে ইহা কেহ নাহি করে।
বেদেতে নাহিক, নাহি সংসার ভিতরে।।
রাজার দুহিতা তুমি রাজার মহিষী।
দুঃখ পেয়ে হতবুদ্ধি, হৈলা বনবাসী।।
কুন্তী বলেষ যুধিষ্ঠির না ভাবিহ তাপ।
মম অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ।।
অযুত হস্তীর বল ধরে কলেবরে।
ভীমে পরাজয় করে নাহিক সংসারে।।
জন্মকালে পরাক্রম শুনহ তাহার।
প্রসবিয়া নিতে শক্তি নহিল আমার।।
কিছুমাত্র তুলি পুনঃ ফেলাইনু তলে।
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হৈল ভীমের আস্ফালে।।
বারণাবতেতে তুমি দেখিলা নয়নে।
চারি হস্তী তুল্য যে তোমরা চারিজনে।।
আমা সহ সবারে লইল স্কন্ধে করি।
হিড়িম্বা লইল বলে হিড়িম্বে সংহারি।।
ভীম-পরাক্রম পুত্র আমি জানি ভালে।
রাক্ষস-সংহার হবে ভীম-ভুজ-বলে।।
উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে যেই জন।
তাহা সম পুণ্য বাপু না করি গণন।।
বিশেষ গো-বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ।
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ।।
রাজ্য রক্ষা দ্বিজ রক্ষা আর যে পৌরুষ।
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলা বিরস।।
মায়ের এতেক নীতি শুনিয়া বচন।
ধন্য ধন্য বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।।
পরদুঃখে দুঃখী তুমি দয়ালু হৃদয়।
তোমা বিনা হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয়।।
পর-পুত্র প্রাণ হেতু নিজ পুত্র দিলা।
ব্রাহ্মণের এ সঙ্কটে রক্ষণ করিলা।।
তোমার পুণ্যেতে দ্বিজ তরিবে বিপদে।

www.bengaliebook.com

রাক্ষস মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে।।
আর এক কথা মাতা কহ দ্বিজবরে।
এ সব প্রচার যেন না হয় নগরে।।
তবে কুন্তী কহিলেন তথ্য সে ব্রাহ্মণে।
বলি ভোজ্য করি দ্বিজ দিল ততক্ষণে।।
নিশাকালে বৃকোদর শকটে চড়িয়া।
যথা বসে বনে বক উত্তরিল গিয়া।।
রে রে বক নিশাচর আইস সত্বর।
এত বলি অন্ন খান বীর বৃকোদর।।
নাম ধরি ডাকাতে ক্রোধেতে থর থর।
বক বীর আসে যেন পৰ্ব্বত-শিখর।।
মহাকায় মহাবেশ মহা-ভয়ঙ্করে।
চলিতে বিদরে ক্ষিতি চরণেতে ভরে।।
অন্ন খান বৃকোদর, দেখি বিদ্যমান।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অরুণ-সমান।।
ডাক দিয়া বলে বক অরে দুষ্টমতি।
মনুষ্য হইয়া কেন করিস্ অনীতি।।
সকুটুম্ব ব্রাহ্মণে খাইব তোর দোষে।
এত বলি নিশাচর ধায় অতি রোষে।।
রাক্ষসের বাক্য ভীম না শুনিয়া কাণে।
পৃষ্ঠ দিয়া তারে অন্ন পূরেন বদনে।।
দেখি ক্রোধে নিশাচর করয়ে গর্জ্জন।
ঊর্দ্ধ বাহু করি ধায়অতি ক্রোধ মন।।
দুই হাতে বজ্রমুষ্টি পৃষ্ঠেতে প্রহারে।
তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাহি বীর বৃকোদরে।।
পৃষ্ঠে যে রাক্ষস মারে, সহেন হেলায়।
পায়সান্ন খায় বীর সহি নিঃশঙ্কায়।।
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হইল নিশাচরে।
বৃক্ষ উপাড়িয়া হানে ভীমের উপরে।।

তথাপিহ অন্না খান হাসি বৃকোদর।
বামহাতে কাড়িয়া নিলেন তরুবর।।
পুনঃ মহাবৃক্ষ উপাড়িল নিশাচর।
গর্জ্জিয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের উপর।।
ভোজনান্তে বৃকোদর করি আচমন।
বৃক্ষ উপাড়িলেন যে ঘোর দরশন।।
বৃক্ষে বৃক্ষে যুদ্ধ হৈল না যায় কথনে।
উৎসন্ন হইল বৃক্ষ না রহিল বনে।।
শিলাবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
বাহু-বাহু যুদ্ধ হৈল দেখি ভয়ঙ্কর।।
মুণ্ডে, মুণ্ডে, বুকে বুকে, ভুজে ভুজে তাড়ি।
জড়াজড়ি করি দোঁহে যায় গড়াগড়ি।।
যুদ্ধেতে হইল শ্রান্ত বক নিশাচর।
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তীর কোঙর।।
বাম হস্তে দুই জানু, ডান হস্তে শির।
বুকে জানু দিয়া টানিলেন ভীমবীর।।
মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া করেন দুইখান।
মহাশব্দ করি বক ত্যজিল পরাণ।।
আর যত আছিল বকের অনুচর।
ভয়ে পলাইয়া সবে গেল বনান্তর।।
নগর নিকটে ভীম বকে ফেলাইয়া।
মাতৃ-ভ্রাতৃ-স্থানে সব কহিলেন গিয়া।।
হরষিতা কুন্তীদেবী ডাকি যুধিষ্ঠিরে।
আলিঙ্গিয়া প্রশংসা করেন বৃকোদরে।।
রজনী প্রভাত হৈল, উদয় অরুণ।
বাহির হইল যত নগরের জন।।
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
পড়িয়াছে বক যেন পৰ্ব্বত-আকার।।
কেহ বলে, এ কৰ্ম্ম করিল কোন্ জন।

www.bengaliebook.com

কেহ বলে, নিষ্কণ্টক হৈল সর্ব্বজন।।
পরম দুরন্ত বক সদা হিংসা করে।
আপনার পাপে দুষ্ট এত দিনে মরে।।
তবে সবে বিচারিয়া নগরের জন।
তদন্ত করহ বকে কে কৈল নিধন।।
কালিকার ভোজ্য যার আছিল পঞ্চক।
সেই বলিবারে পারে বকের অন্তক।।
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি জানিল নির্ণীত।
সবে মিলি ব্রাহ্মণেরে ডাকিল ত্বরিত।।
জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণেরে সব বিবরণ।
ব্রাহ্মণ বলিল, শুনি ইহার কারণ।।
কালিকার দিনে পালা ছিল মম ঘরে।
আমাকে শোকার্ত্ত দেখি এক দ্বিজবরে।।
সদয় হইয়া দিল আমারে অভয়।
বলি লৈয়া বক-স্থানে গেল মহাশয়।।
সেই দ্বিজবর বকে করিল সংহার।
এইত রাজ্যের দ্বিজ করিল নিস্তার।।
এত শুনি মহাহৃষ্ট হৈল সর্ব্বজন।
ব্রাহ্মণের মহাপূজা করিল তখন।।
আনন্দে ব্রাহ্মণ এল আপনার ঘরে।
দেবতুল্য দ্বিজবর পূজে পাণ্ডবেরে।।

www.bengaliebook.com

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর উৎপত্তি

হেনমতে দ্বিজগৃহে কত দিন যায়।
আচম্বিতে এক দ্বিজ আইল তথায়।।
বিবিধ দেশের কথা কহে তপোধন।
পঞ্চ পুত্র সহ কুন্তী করেন শ্রবণ।।
দ্বিজ বলে, করিলাম দেশ পর্য্যটন।
বহু নদী তীর্থক্ষেত্র না যায় গণন।।
দেখিলাম আশ্চর্য্য যে পাঞ্চাল নগরে।
মহোৎসব দ্রুপদ-কন্যার স্বয়ম্বরে।।
দ্রুপদ-রাজার কন্যা কৃষ্ণা নাম ধরে।
রূপে গুণে তুল্য নাহি পৃথিবী ভিতরে।।
অযোনি-সম্ভবা কন্যা জন্ম যজ্ঞ হৈতে।
যাজ্ঞসেনী নাম তাই বিখ্যাত জগতে।।
দ্রুপদের পুত্র এক রূপ গুণধাম।
দ্রোণে বিনাশিতে জন্ম, ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম।।
এত শুনি জিজ্ঞাসেন পাণ্ডু-পুত্রগণ।
কহ শুনি দ্বিজবর ইহার কারণ।।
দ্বিজ বলে, পূর্ব্বে দ্রোণ দ্রুপদের মিত।
কত দিনে কলহ হইল আচম্বিত।।
অভিমানে গেল দ্রোণ হস্তিনা-নগরে।
অস্ত্র-শিক্ষা করালেন কৌরব-কোঙরে।।
শিক্ষা-অন্তে শিষ্যগণে দক্ষিনা মাগিল।
দ্রুপদ-রাজার বান্ধি আনিতে কহিল।।
কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন গুরু-আজ্ঞা পাইয়া।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি দিলেন আনিয়া।।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া দ্রোণ হইলেন মিত।
মুক্ত করি দ্রুপদেরে দিলেন ত্বরিত।।
অভিমানে দ্রুপদে না রুচে অন্ন জল।
কেমনে মারিব চিন্তে দ্রোণ মহাবল।।
এই ত ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদা গঙ্গাতীরে রাজা করেন ভ্রমণ।।
যাজ উপযাজ নামে দুই সহোদর।
বেদেতে বিখ্যাত দোঁহে ব্রাহ্মণ কোঙর।।
উপযাজে দ্রুপদ দেখিল এক দিনে।
বহু পূজা ভক্তি কৈল তাঁহার চরণে।।
বিনয়-মধুর ভাষে যুড়ি দুই কর।
উপযাজ প্রতি বলে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।।
দশ কোটি ধেনু দিব অসংখ্য সুবর্ণ।
যাহা চাহ দিব আমি করি মনঃপূর্ণ।।
মম ইষ্টকর্ম্ম এই শুন মহাশয়।
দ্রোণ নামে আছে ভরদ্বাজের তনয়।।
অস্ত্রধারী তার তুল্য নাহি ক্ষিতিমাঝে।
পৃথিবীতে নাহি হেন তার সনে যুঝে।।
দ্বিতীয় পরশুরাম সম পরাক্রমে।
হেন বুদ্ধি কর, তারে জিনি যে সংগ্রামে।।
ক্ষত্রের অজেয় শক্তি হৈয়াছে তাহার।
তপ মন্ত্রবলে তার কর প্রতিকার।।
হেন যজ্ঞ কর, হয় আমার নন্দন।
তার ভুজবলে দ্রোণ হইবে নিধন।।
উপযাজ বলে মম এই যুক্তি লয়।
ব্রাহ্মণের বধ-কর্ম্ম উচিত না হয়।।
দ্বিজের এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন।
পুনঃ বহু স্তুতি করি বলিল বচন।।
দ্রুপদের বিনয় দেখিয়া দ্বিজবর।
প্রসন্ন হইয়া বলে, শুন দণ্ডধর।।
মম জ্যেষ্ঠ ভাই যাজ পরম তপস্বী।
বেদেতে পারগ, সদা অরণ্য-নিবাসী।।
প্রার্থনা তাঁহার স্থানে করহ রাজন।

তিনি করিবেন তব দুঃখ-বিমোচন।।
উপযাজ-বাক্যে গেল যাজের সদন।
প্রণমিয়া সকল করিল নিবেদন।।
সদয় হইয়া যাজ করিল স্বীকার।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে পৃষত কুমার।।
রাণী সহ ব্রত আচরিল নরবর।
যজ্ঞ-পূর্ণ দিতে জন্ম হইল কোঙর।।
অগ্নিবর্ণ হৈল বীর, হাতে ধনুঃশর।
অঙ্গেতে কবচন ধরে, মাথায় টোপর।।
সব্যহস্তে ধরে খড়্গ লোকে ভয়ঙ্কর।
পুত্র দেখি আনন্দিত পাঞ্চাল-ঈশ্বর।।
তবে সেই যজ্ঞমধ্যে কন্যার উৎপত্তি।
জন্মমাত্রে দশদিক করে মহাদ্যুতি।।
নীলোৎপল-আভা অঙ্গে অমর-বর্ণিনী।
নিষ্কলঙ্ক ইন্দু- জ্যোতি পীনঘনস্তনী।।
অঙ্গের সৌরভ এক যোজন ব্যাপিত।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব-বাঞ্ছিত।।
পুত্র কণ্যা দুই জনে যজ্ঞেতে জন্মিল।
হেনকালে আকাশে আকাশবাণী হৈল।।
এ কন্যার জন্ম হৈল ভার নিবারণে।
ইহা হৈতে ক্ষত্র সব হইবে নিধনে।।
কুরুবংশ ক্ষয় হবে এই কন্যা হৈতে।
এই পুত্র জন্ম হৈল দ্রোণ বিনাশিতে।।
এতেক আকাশবাণী শুনি সর্ব্বজন।
জয় জয় শব্দ কৈল পাঞ্চালের গণ।।
যত বীর যোদ্ধাগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
আনন্দে দ্রুপদ রাজ ত্যজিল বিষাদ।।
কন্যা তনয়ের নাম থুইল তখন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিয়া ডাকিল সর্ব্বজন।।
কৃষ্ণ অঙ্গে কৃষ্ণা নাম থুইল নন্দিনী।
পিতৃনামে দ্রৌপদী, যজ্ঞের যাজ্ঞসেনী।।
সম্প্রতি হইবে সে কন্যার স্বয়ম্বর।
দেখিতে আইল যত রাজ-রাজ্যেশ্বর।।
দ্বিজমুখে শুনিয়া এতেক সমাচার।
যাইতে হইল চেষ্টা তথা সবাকার।।
পুত্রগণ-চিত্ত জানি ভোজের নন্দিনী।
সবাকার প্রতি দেবী কহেন আপনি।।
বহুদিন করিলাম এস্থানে বসতি।
একস্থানে বহুদিন নাহি শোভে স্থিতি।।
পূর্ব্বমত ভিক্ষা ইথে না মিলে এখন।
বড় দয়াবন্ত শুনি পাঞ্চাল রাজন।।
চল যাব তথাকারে যদি লয় মন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ভ্রাতৃগণ।।
পুত্র সহ কুন্তীদেবী করেন বিচার।
হেনকালে আইলেন ব্যাস সদাচার।।
প্রণাম করেন তাঁরে ভোজের নন্দিনী।
পঞ্চ ভাই প্রণমেন লোটায়ে ধরণী।।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি সবাকারে।
পরস্পর মিষ্টবাক্য হৈল শিষ্টাচারে।।

অর্জ্জুন-অঙ্গারপর্ণ সংবাদ এবং তপতী-সংবরণোপাখ্যান

মুনি বলিলেন, শুন পঞ্চ সহোদর।
দ্রুপদ নৃপতি করে কন্যা-স্বয়ন্বর।।
পৃথিবীতে বসে যত রাজ-রাজেশ্বর।
স্বয়ম্বরে এল সবে পাঞ্চাল নগর।।
অদ্ভুত রচিল লক্ষ্য পাঞ্চালের পতি।
সে লক্ষ্য কাটিতে নাহি কাহার শকতি।।
অর্জ্জুন কাটিবে লক্ষ্য সভার মাঝার।
পাঞ্চালের কন্যা প্রাপ্তি হইবে তাহার।।
শীঘ্রগতি যাহ তথা না কর বিলম্ব।
চারিদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ।।
এত বলি বেদব্যাস গেলেন স্বস্থান।
কুন্তীসহ পঞ্চ ভাই করেন প্রস্থান।।
অন্তর্হিত হইলেন ব্যাস তপোধন।
উত্তরমুখেতে যান পাণ্ডু-পুত্রগণ।।
দিবানিশি চলিলেন নাহিক বিশ্রাম।
নানাদেশ নদ-নদী লঙ্ঘিলেন গ্রাম।।
আগে যান ধনঞ্জয় ঘোর রজনীতে।
অন্ধকার হেতু ধরি দেউটি করেতে।।
কত দিনে উত্তরেন জাহ্নবীর তীরে।
স্ত্রীসহ গন্ধর্ব্ব এক তথায় বিহরে।।
পাণ্ডবের শব্দ শুনি বলে ডাক দিয়া।
বড় অহঙ্কার দেখি মনুষ্য হইয়া।।
প্রয়াগ গঙ্গার মধ্যে আমার আশ্রয়।
রাত্রিকালে আসি জীয়ে, কে হেন আছয়।।
যক্ষ রক্ষ রাক্ষস পিশাচ ভূতগণ।
নিশাকালে অধিকারী এই সব জন।।
বিশেষে অঙ্গারপূর্ণ নাম মোর খ্যাত।
নিশ্চয় আমার হাতে হইবে নিপতি।।
পার্থ বলিলেন, শাস্ত্র না জান দুর্ম্মতি।
জাহ্নবীর জলে স্থানে কিবা দিবা রাতি।।
অকাল হইল তাহে, কিবা আসে যায়।
তোর কাছে যে দুর্ব্বল, সে তোরে ডরায়।।
গঙ্গার মহিমা না জানহ মূঢ়মতি।
স্বর্গেতে অলকানন্দা, ভূমে ভাগীরথী।।
পিতৃলোকে বৈতরণী, অধো ভাগীরথী।
অকাল-সুকাল নাহি, সদা লোক গতি।।
হেন গঙ্গাস্নান রুদ্ধ করহ অজ্ঞান।
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থান।।
অর্জ্জুনের বাক্যে কোপে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
ধনু টঙ্কারিয়া এড়ে সর্পময় শর।।
হাতেতে উলকা ছিল, ইন্দ্রের নন্দন।
তাহে করিলেন তার অস্ত্র নিবারণ।।
ডাকিয়া বলেন পার্থ, শুন রে গন্ধর্ব্ব।
এই অস্ত্র বলেতে করিতেছিল গর্ব্ব।।
তোর বাণ লইব তোমার আজি প্রাণ।
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র দিলেন আমারে।
এড়িলাম অস্ত্র, এই রাখ আপনারে।।
এত বলি এড়িলেন অস্ত্র ধনঞ্জয়।
গন্ধর্ব্বের রথ পুড়ি হৈল ভস্মময়।।
পলায় গন্ধর্ব্বপতি রণে ভঙ্গ দিয়া।
পাছে পাছে অর্জ্জুন ধরেন চুলে গিয়া।।
স্বামীর দেখিয়া হেন সঙ্কট সময়।
নারীগণ গেলা যথা ধর্ম্মের তনয়।।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা কুম্ভনসী নাম ধরে।
যুধিষ্ঠির পায়ে ধরি বিনয় সে করে।।

www.bengaliebook.com

সাধুজন-শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার আশ্রয়ে দুঃখ খণ্ডে সবাকার।।
পরম সঙ্কট হৈতে মোরে কর ত্রাণ।
সহস্র সতীনে মোর স্বামী দেহ দান।।
কামিনীর ক্রন্দন শুনিয়া পাণ্ডুপতি।
অর্জ্জুনে করেন আজ্ঞা, ছাড় শীঘ্রগতি।।
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা ছাড়েন অর্জ্জুন।
গন্ধর্ব্ব বলয়ে তবে বিনয় বচন।।
মোরে প্রাণদান যদি দিলা মহাশয়।
করিব তোমার প্রীতি, উচিত যে হয়। ।
অদ্ভুত চাক্ষুসী বিদ্যা আছে মোর স্থানে।
এ বিদ্যা জানিলে লোক জানে সর্ব্বজনে।।
মনু পূর্ব্বে এই বিদ্যা দিলেন চন্দ্রেরে।
বিশ্বাবসু চন্দ্র-স্থানে, সে দিল আমারে।।
মনুষ্য-অধিক আমি সেই বিদ্যা হৈতে।
সেই বিদ্যা দিব আমি তোমার প্রীতিতে।।
ভাই প্রতি শত অশ্ব দিব আনি আর।
সেই অশ্ব শ্রান্ত নহে ভ্রমিলে সংসার।।
পূর্ব্বে ইন্দ্র বৃত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল।
অসুরের মুণ্ডে বজ্র শতখান হৈল।।
স্থানে স্থানে সেই বজ্র কৈল নিয়োজন।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ বজ্র ব্রাহ্মণ- বচন।।
শূদ্রগণ কর্ম্ম করে, বজ্র তার সেহি।
বৈশ্যগণ দান করে, বজ্র তারে কহি।।
ক্ষত্রিয় থুইল বিদ্যা রথের বাজিতে।
সে কারণে দিব অশ্ব তোমার সে হিতে।।
অর্জ্জুন বলেন, তুমি হারিলা সমরে।
তব স্থানে লব অস্ত্র , না শোভে আমারে।।
গন্ধর্ব্ব বলিল, যাতে সর্ব্বলোকে জানে।
হেন বিদ্যা জানি, তুমি ত্যজ কি কারণে।।
অর্জ্জুন বলেন, আমি জানিনু সকল।
ভয় পেয়ে এতেক বিনয় কেন বল।।
গন্ধর্ব্ব বলেন, আমি জানি যে তোমারে।
তপতী হইতে জন্ম বিখ্যাত সংসারে। ।
তোমার পুরুষকার জানি ভালমতে।
গুরু দ্রোণ জানি, তিনি খ্যাত ত্রিজগতে।।
তবু রুষিলাম রাত্রে, আমার বিষয়।
বিশেষ স্ত্রীসহ মোর ক্রীড়ার সময়।।
স্ত্রীসহিত ক্রীড়াতে অবজ্ঞা যেবা করে।
বলবান নাহি বুঝি রুদ্ধ করি তারে।।
অনাহূত অনাগ্নেয় যেই দ্বিজগণ।
তাহারে করি যে বদ্ধ নিশার কারণ। ।
আর যত জাতি আমি পাই নিশাকালে।
অবশ্য সংহার তার শোর শরানলে।।
পুরোহিত কিম্বা দ্বিজ সঙ্গেতে করিয়া।
গৃহ হৈতে বাহিরায় দেবতা স্মরিয়া।।
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার যথাকারে যায়।
তাহাতে নাহিক শক্তি হিংসতে আমায়।।
জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক তোমরা পঞ্চজন।
আমারে জিনিতে শক্ত হৈলা সে কারণ।।
মোর বাক্য তাপত্য শুনহ এইক্ষণে।
সকল নিষ্ফল পুরোহিতের কারণে।।
আপন মঙ্গল বাঞ্ছা করে যেই জন।
কভু না লঙ্ঘিবে পুরোহিতের বচন।।
সহজেতে পুরোহিত সদা হিতকারী।
পুরোহিত ভজি ইন্দ্র স্বর্গ অধিকারী।।
অর্জ্জুন বলেন, শুন বলি যে তোমারে।
তাপত্য বলিয়া কেন বলিলা আমারে।।

www.bengaliebook.com

জননী আমার কুন্তী আছেন সংহতি।
তাপত্য বলিলা কেন, কেবা সে তপতী।।
গন্ধর্ব্ব বলিল, শুন ইহার কারণ।
তব পূর্ব্ববংশ-কথা শুন দিয়া মন।।
এইত সূর্য্যের কন্যা হইল তপতী।
ত্রৈলোক্যতে তাঁর সমা নাহি রূপবতী।।
যৌবন সময়ে তাঁরে দেখি দিনকর।
চিন্তিলেন নাহি দেখি কন্যা- যোগ্য বর।।
তোমার উপর বংশে রাজা সম্বরণ।
নিরবধি করিলেন সূর্য্যের সেবন।।
উপবাস নিয়ম করেন চিরকাল।
তাহাতে হলেন তুষ্ট দেব লোকপাল।।
সূর্য্যের সেবায় সম্বরণ মহারাজা।
রূপে অনুপম হৈল বলে মহাতেজা।।
তাঁর রূপগুণে তুষ্ট হৈল বলে মহাতেজা।।
তাঁর রূপগুণে তুষ্ট হৈল দিনকর।
মনে চিন্তা কৈল তপতীর যোগ্যবর।।
তবে কতদিনে সম্বরণ নৃপবর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর।।
একা অশ্বে চড়িয়া ভ্রময়ে বনে বনে।
বহু শ্রমে অশ্ব মরে জলের বিহনে।।
অশ্বহীন পদব্রজে ভ্রমে নরবর।
দিক্ জানিবারে উঠে পর্ব্বত উপর।।
পর্ব্বত উপরে দেখে কন্যা নিরুপমা।
বিদ্যুতের পুঞ্জ, কিবা কাঞ্চন প্রতিমা।।
কন্যার রূপের তেজে দীপ্ত করে গিরি।
দেখিয়া নৃপতি চিন্তে আপনা পাসরি।।
সফল আমার জন্ম, বলে নৃপবর।
হেন রূপ দেখিলাম চক্ষুর গোচর।।
পূর্ব্বেতে নৃপতি যত দেখিল স্ত্রীগণে।
সবাকারে নিন্দা রাজা করে নিজ মনে।।
ত্রিভুবন রূপ কিবা বিধাতা মথিল।
সবাকার শ্রেষ্ঠ করি ইহারে নির্ম্মিল।।
স্থির করি কায় রাজা করে নিরীক্ষণ।
চিত্তের পুত্তলি প্রায় হইল রাজন।।
কতক্ষণে নৃপতি মধুর মৃদুভাষে।
মদনে পীড়িত হৈয়া গেল কন্যাপাশে।।
রাজা বলে, কহ শুনি মন্মথমোহিনী।
নির্জ্জন কাননে কেন আছ একাকিনী।।
রাতুল চরণ কিবা যুগ-পদ্ম-রম্ভা চারু।
তাহাতে স্থাপন তব যুগ্ম রম্ভা উরু।।
নিতম্ব কুঞ্জর কুম্ভ, কটিদেশ সরু।
নয়ন খঞ্জন যুগ কামচাপ-ভুরু।।
অতুল-যুগল কুচ কন্দর্প কলস।
ভুজঙ্গ-যুগল ভুজ, জঘন সরস।।
অনিন্দিত-অঙ্গ কন্যা! দেখিয়া তোমার।
পরশিতে বাঞ্ছা করে রত্ন-অলঙ্কার।।
কেবা তুমি দেবকন্যা অথবা অপ্সরী।
নাগিনী মানুষী কিবা, হবে বা কিন্নরী।।
কত দেখিয়াছি চক্ষে শুনিয়াছি কাণে।
হে হেন অপূর্ব্বরূপ লোকে নাহি জানে।।
কে তুমি, কাহার কন্যা, কহ শশিমুখি।
কি হেতু পর্ব্বত মধ্যে আছহ একাকী।।
চাতকের প্রায় মম কর্ণ করে আশা।
তৃপ্ত কর কর্ণ মম কহি এক ভাষা।।
বিবিধ বিনয় করি ভূপতি কহিল।
কিছু না বলিয়া কন্যা অন্তর্দ্ধান হৈল।।
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ লুকায়।

উন্মত্ত হইয়া রাজা চারিদিকে চায়।।
কন্যা না দেখিয়া রাজা হৈল অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় রাজা সম্বরণ।।
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা তপতী দেখিল।
ডাক দিয়া তপতী সে রাজারে বলিল।।
কি কারণে অচেতন হৈলা নৃপবর।
উঠহ নৃপতি তুমি যাহ নিজ ঘর।।
কন্যার এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন।
মৃত-কলেবরে যেন পাইল চেতন।।
চেতন পাইয়া রাজা ঊর্দ্ধমুখে চায়।
অন্তরীক্ষে দেখে কন্যা বিদ্যুতের প্রায়।।
রাজা বলে, কামশরে হানিল শরীর।
ইচ্ছা করি ধৈর্য্য ধরি চিত্ত নহে স্থির।।
তোমার বদন দেখি অন্য নাহি মনে।
গরলে ব্যাপিল যেন ভুজঙ্গ দংশনে।।
তোমা বিনা অন্যে দেখি রাখিব জীবন।
কদাচিৎ নহে হেন অবশ্য মরণ।।
পাইলাম প্রাণ শুনি তোমার বচন।
অনুগ্রহ কৈলা মোরে যেন লয় মন।।
মোর প্রতি দয়া যদি হইল তোমার।
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার।।
কন্যা বলে, নরপতি এ নহে বিচার।
প্রার্থনা পিতার স্থানে করহ আমার।।
পরিচয় আমার শুনহ নরপতি।
সূর্য্যকন্যা আমি, নাম ধরি যে তপতী।।
তপঃক্লেশ ব্রত কর, সূর্য্য-আরাধন।
সূর্য্য দিলে আমারে সে পাইবা রাজন।।
এত বলি তপতী হইল অন্তর্ধান।
পুনঃ পড়ে নরপতি হইয়া অজ্ঞান।।

হেথা রাজমন্ত্রী সব সৈন্যগণ লৈয়া।
ভ্রমিল সকল বন রাজা না দেখিয়া।।
পর্ব্বত উপরে তবে দেখে নরবর।
পড়িয়াছে অজ্ঞান মোহিত কলেবর।।
শীতল সলিল অঙ্গে সিঞ্চে মন্ত্রিগণ।
ধরি বসাইল তবে করিয়া যতন।।
চৈতন্য পাইয়া রাজা চারিদিকে চায়।
মন্ত্রিগণ দেখি কিছু না বলিল রায়।।
কন্যার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিদায় করিল রাজা সব সৈন্যগণে।।
রাজা বৃদ্ধমন্ত্রী এক রাখিল সংহতি।
সূর্য্যের উদ্দেশে তপ করে নরপতি।।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে সদা উপবাসে।
একচিত্তে তপ করে সূর্য্যের উদ্দেশে।।
তবে চিত্তে অনুমানি রাজা সম্বরণ।
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে করিল স্মরণ।।
আইল বশিষ্ঠ মুনি রাজার স্মরণে।
রাজার দেখিয়া ক্লেশ চিন্তে মুনি মনে।।
তপতী কারণে তপ তপন-সেবন।
জানি মুনিরাজ চিত্তে ভাবিল তখন।।
অন্তরীক্ষে উঠি গেল আকাশ-মণ্ডল।
দ্বিতীয় ভাস্কর তেজ যাঁর তপোবল।।
কৃতাঞ্জলি করি সূর্য্যে করিল প্রণাম।
সবিনয়ে জানাইল আপনার নাম।।
ভাস্কর বলেন, মুনি কহ সমাচার।
কোন্ প্রয়োজনে এলে আলয়ে আমার।।
কোন্ কার্য্যে অভিলাষ বলহ আমারে।
দুষ্কর হইলে তবু তুষিব তোমারে।।
প্রণমিয়া বশিষ্ঠ কহেন পুনর্ব্বার।

মম এই নিবেদন তোমার গোচর।।
ভারত-বশের রাজা নাম সম্বরণ।
রূপে গুণে অনুপম বিখ্যাত ভুবন।।
তোমার ভজনে রাজা বড় অনুরত।
তাহার বরণ হেতু তোমার অনুগত।।
তপতী নামেতে সেই সাবিত্রী তনুজা।
অযোগ্য না হয় রাজা উর্ব্বীতে প্রধান।
এই হেতু, যেই আজ্ঞা করহ বিধান।।
ভাস্কর বলেন, তুমি মুনিতে প্রধান।
নাহি কেহ ক্ষত্রেতে সম্বরণ সমান।।
তপতী সমান কন্যা নাহিক তুলনা।
তিন স্থানে শ্রেষ্ঠ যে তোমরা তিনজনা।।
তোমার বচন আমি না করিব আন।
তপতী কন্যারে দিব সম্বরণে দান।।
এত বলি কন্যা লৈয়া কৈল সমর্পণ।
কন্যা লৈয়া মুনিরাজ করিল গমন।।
তপতী দেখিয়া তপ ত্যজি নৃপবর।
বশিষ্ঠকে স্তব করে করি যোড় কর।।
তবে ঋষি দোঁহারে বিবাহ করাইল।
রাজারে রাখিয়া মুনি নিজাশ্রমে গেল।।
বশিষ্ঠের লৈয়া আজ্ঞা সেই মহাবনে।
তপতী লইয়া ক্রীড়া করে সম্বরণে।।
যেই বৃদ্ধমন্ত্রী ছিল রাজার সংহতি।
তাঁরে রাজ্যভার দিয়া পাঠায় নৃপতি।।
বিহার করয়ে রাজা পর্ব্বত উপরে।
তপতী সহিত ক্রীড়া দ্বাদশ বৎসরে।।
হেথায় রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল।
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল।।
বৃক্ষ আদি যত শস্য গেল ভস্ম হৈয়া।
গাভী-অশ্ব-পক্ষী যত মরিল পুড়িয়া।।
দুর্ভিক্ষ হইল রাজ্যে, হয় ডাকা চুরি।
একেরে না মানে অন্যে সত্য পরিহরি।।
কুটুম্ব বান্ধবগণে কেহ নাহি সয়।
সকল মনুষ্যগণ হৈল শবপ্রায়।।
হীনশক্তি স্থানে স্থানে রহিল পড়িয়া।
স্থানে স্থানে অস্থিপুঞ্জ পর্ব্বত জুড়িয়া।।
হাহাকার রব বিনা অন্য নাহি শুনি।
দেশান্তরে গেল লোক পরমাদ গণি।।
রাজ্যের এতেক কষ্ট রাজা নাহি জানে।
আইলেন বশিষ্ঠ সে দেশে কতদিনে।।
রাজ্যভঙ্গ দেখিয়া চিন্তিত মুনিবর।
রাজারে আনিতে যান পর্ব্বত উপর।।
বার্ত্তা পেয়ে অনুতাপ করিল রাজন।
তপতী সহিত দেশে করিল গমন।।
দেশে আসি যজ্ঞ দান করে নৃপবর।
তবে বৃষ্টি করিলেন দেব পুরন্দর।।
পুনঃ শস্য জন্মিল, সানন্দ প্রজাগণ।
পূর্ব্বমত রাজ্য পুনঃ কৈল সম্বরণ।।
তপতী সহিত ক্রীড়া করে চিরকাল।
তপতীর গর্ভে হৈল কুরু মহীপাল।।
কুরুর যতেক কর্ম্ম না যায় লিখন।
কুরুবংশ নাম খ্যাত হৈল সে কারণ।।
পুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্য কারণ।
পাইলেন ধর্ম্ম অর্থ কাম সম্বরণ।।
তপতীর গর্ভজাত কুরু নরবর।
তোমরা যাহার বংশে পঞ্চ সহোদর।।
তাপত্য বলিয়া তাই বলি যে তোমারে।
পূর্ব্ববংশ-কথা এই খ্যাত চরাচরে।।

শুনিয়া হরিষ হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কহ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।।
সম্বরণ নৃপে রক্ষা করিলেন যিনি।
কে তিনি, বশিষ্ঠ, কহ তাঁর কথা শুনি।।
গন্ধর্ব্ব বলিল, সে বিখ্যাত তপোধন।
বশিষ্ঠের গুণ কর্ম্ম না যায় কহন।।
কাম ক্রোধ জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হেন কাম ক্রোধ সেবে মুনির চরণে।।
বিশ্বামিত্র বহু তাঁর ক্রোধ না করিল।
ইক্ষবাকু-বংশের রাজা যাঁর বুদ্ধিবলে।
নিষ্কন্টক বৈভব ভুঞ্জিল ভুমণ্ডলে।।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শুনি ভববারি হই পার।।

বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ-বিরোধ ও কল্মাষপাদ রাজার উপাখ্যান

জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অদ্ভুত- কথন।
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ।।
গন্ধর্ব্ব কহিল শুন কথা পুরাতন।
কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামেতে রাজন।।
তাঁর পুত্র বিশ্বামিত্র সর্ব্ব-গুণ-যুত।
বেদবিদ্যা বুদ্ধিবলে ভুবনে অদ্ভুত।।
এক দিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন।
মহাবনে প্রবেশিল মৃগয়া কারণ।।
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
মৃগরায় শ্রান্ত বড় হৈল নৃপবর।।
ক্ষুধায় পীড়িত বড় হৈল পরিশ্রম।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল বশিষ্ঠ-আশ্রম।।
মনোহর স্থল দেখি হৈল হৃষ্টমন।
উত্তরিল যথায় বশিষ্ঠ তপোধন।।
রাজারে দেখিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া মুনি।
অতিথি বিধানে পূজা করিলেন তিনি।।
রাজার যতেক সৈন্য পরিশ্রান্ত দেখি।
নন্দিনী ধেনুর প্রতি বলিল যে ডাকি।।
দেখহ, রাজার সৈন্য অতিথি আমার।
যেই যাহা চাহে তোষ করহ তাহার।।
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে সুরভি- নন্দিনী।
সংসারে যাঁহার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।।
হুঙ্কারে বিবিধ দ্রব্য করিল সৃজন।
চর্ব্ব- চুর্ষ্য -লেহ্য-পেয় নানা রত্নধন।।
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য কুসুম চন্দন।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা বসিতে আসন।।
যেই যাহা মাগে, তাহা পায় ততক্ষণে।
পাইল পরমানন্দ সর্ব্ব-সৈন্যগণে।।
গবীর দেখিয়া কর্ম্ম বিস্ময় রাজন।
বশিষ্ঠ-মুনিরে বলে গাধির নন্দন।।
এই গবী মুনিরাজ দান কর মোরে।
এক কোটি গবী দিব স্বর্ণ মণ্ডি খুরে।।
নতুবা সকল রাজ্য লহ তপোধন।
হস্তী অশ্ব পদাতিক যত সৈন্যগণ।।
বশিষ্ঠ বলেন, নাহি দিতে পারি দান।
দেবতা অতিথি হেতু আছে মম স্থান।।
রাজা বলে, মুনি তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্যে নাহি প্রয়োজন।।
হেন দ্রব্য মুনিবর রাজাকে যে সাজে।
কি করিবা তুমি ইহা, থাক বন মাঝে।।
গবী নাহি দিবে, যদি আপন ইচ্ছায়।
নিশ্চয় লইব গবী, জানাই তোমায়।।
মাগিলে না দিবে গবী, লৈয়া যাব বলে।
ক্ষত্র-কর্ম্ম আমার, লইব বলে ছলে।।
বশিষ্ঠ বলেন, তুমি অধিকারী দেশে।
বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয়-সৈন্য সহায় বিশেষে।।
যাহা ইচ্ছা কর শীঘ্র না কর বিচার।
সহজে তবস্বী দ্বিজ, কি শক্তি আমার।।
শুনি বিশ্বামিত্র বলে, শুন সৈন্যগণ।
কামধেনু লয়ে চল করিয়া বন্ধন।।
শুনি যত সৈন্যগণ গলে দিল দড়ি।
চালাইল কামধেনু, পাছে মারে বাড়ি।।
প্রহারে পড়িল গবী তবু নাহি যায়।
ক্ষুব্ধমুখে সজলাক্ষে মুনিপানে চায়।।
মুনি বলে, নন্দিনী কি চাহ মম ভিতে।

তোমার যতেক কষ্ট দেখেছি চক্ষেতে।।
তপস্বী ব্রাহ্মণ আমি কি করিতে পারি।
বলে তোমা লয়ে যায় রাজ্য-অধিকারী।।
তবে রাজ-সৈন্যগণ বৎসকে ধরিয়া।
আগে লৈয়া যায় তারে গলে দড়ি দিয়া।।
বৎসকে ধরিয়া লয়, কান্দয়ে নন্দিনী।
ডাক দিয়া বলে দেখ হের মহামুনি।।
উপরোধ না মানিল যদি দুষ্ট লোকে।
কি করিব মুনি, আজ্ঞা করহ আমাকে।।
মুনি বলে, আমি তোমা ত্যাগ নাহি করি।
বলে লৈয়া যায় রাজা কি করিতে পারি।।
নিজ শক্তিবলে যদি পার রহিবারে।
তবে সে রহিতে পার, কি কব তোমারে।।
মুনিরাজ মুখে যদি এতেক শুনিল।
অতি ক্রোধে ভয়ঙ্কর তনু বাড়াইল।।
ঊর্দ্ধপুচ্ছ করি গবী হাম্বারবে ডাকে।
নানাজাতি সৈন্য বাহিরায় লাখে লাখে।।
পহ্লব নামেতে জাতি, নানা অস্ত্র হাতে।
পুচ্ছ হৈতে বাহির হইল আচম্বিতে।।
মূত্রেতে পাইল জন্ম বহু বাধ্যগণ।
দুই পার্শ্বে জন্ম নিল কিরাত যবন।।
জন্মিল অনেক সৈন্য মুখের ফেণাতে।
নানাজাতি ম্লেচ্ছ হৈল চারি পদ হৈতে।।
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন।
দুই সৈন্যে দেখাদেখি, হৈল মহারণ।।
বিশ্বামিত্র-সৈন্যগণ যতেক আছিল।
একজন প্রতি তার পঞ্চজন হৈল।।
সহিতে না পারি রণ বিশ্বামিত্র-সেনা।
রাজ-বিদ্যামান ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা।।
পড়িল অনেক সৈন্য, রক্তে বহে নদী।
মুনি-সৈন্য রাজ-সৈন্য পাছে যায় খেদি।।
পলায় সকল সৈন্য পাছে নাহি চায়।
সর্ব্বসৈন্য বিশ্বামিত্র পাছে খেদি যায়।।
বনেরে বাহির করি গাধির কুমারে।
বাহুড়িয়া সৈন্যগণ প্রণমে মুনিরে।।
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান।
মুনির নিকটে এত পাই অপমান।।
অদ্ভুত দেখিয়া কর্ম্ম মনে মনে গণে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিনু এতক্ষণে।।
ধিক্ ক্ষত্রজাতি, মম ধিক্ রাজপদে।
একই তপস্বী দ্বিজে না পারি বিবাদে।।
এ জন্ম রাখিয়া আর কোন্ প্রয়োজন।
তপস্যা করিয়া আমি হইব ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ হইব কিম্বা যায় যাক্ প্রাণ।
এত চিন্তি বিশ্বামিত্র করে সম্বিধান।।
দেশে পাঠাইয়া দিল সর্ব্ব-সৈন্যগণে।
তপস্যা করিতে গেল গহন কাননে।।
বিশ্বামিত্র-তপ-কথা অদ্ভুত কথন।
যাঁর তপে তাপিত হইল ত্রিভুবন।।
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালি হুতাশন।
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকেন রাজন।।
নাকে মুখে রক্ত বহে, ঘোর দরশন।
অস্থি-চর্ম্ম-সার মাত্র আহার পবন।।
বরিষা-কালেতে যথা সদাই বরিষে।
যোগাসন করি রাজা তথাই নিবসে।।
অহর্নিশি জলধারা বরিষে উপর।
স্থাবর সদৃশ হৈয়া থাকে নৃপবর।।
শীতকালে হীনবস্ত্র হৈয়া নিরাশ্রয়।

হেমন্ত-পর্ব্বতে যথা সদা বরিষয়। ।
এইরূপে তপ করে সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা দিতে এল বর।।
ব্রহ্মা বলে, বর মাগ গাধির নন্দন।
বিশ্বামিত্র বলে, কর আমারে ব্রাহ্মণ।।
বিরিঞ্চি বলেন, তব ক্ষুন্দ্রকুলে জন্ম।
কেমনে হইবে দ্বিজ, দুষ্কর এ কর্ম্ম।।
অন্য বর চাহ তুমি, যেই লয় মন।
বিশ্বামিত্র বলে, অন্যে নাহি প্রয়োজন।।
ব্রহ্মা বলে, পরজন্মে হইবে ব্রাহ্মণ।
এক্ষণে যে চাহ, তাহা মাগহ রাজন। ।
বিশ্বামিত্র বলে, আমি অন্য নাহি চাই।
কিবা প্রাণ যায় কিবা ব্রাহ্মণত্ব পাই।।
এত শুনি বিধাতা গাধির নন্দন।
পুনঃ তপ আরম্ভিল গাধির নন্দন।।
ঊর্দ্ধ দুই পদ কুর ঊর্দ্ধমুখ হৈয়া।
এক পদে অঙ্গুলিতে রহে দাণ্ডাইয়া।।
শুষ্ক কাষ্ঠ মত সে হইল নরবর।
কেবল আছয়ে প্রাণ মজ্জার ভিতর।।
তাঁর তপে মহাতাপ হৈল তিন লোক।
ইন্দ্রাদি দেবতা ভয় হইল সবাকে।।
সহিতে নারিয়া ব্রহ্মা আসি আরবার।
বলিলেন, মাগ বর গাধির কুমার।।
বিশ্বামিত্র বলে, আমি মাগিয়াছি পূর্ব্বে।
ব্রাহ্মণ করহ যদি মোরে বর দিবে। ।
এড়াইতে নারিয়া সৃষ্টির অধিকারী।
বিশ্বামিত্র-গলে দেন আপন উত্তরী।।
বর দিয়া বিধাতা করিলেন গমন।
বিশ্বামিত্র-মুনি হৈল মহা-তপোধন।।

কেহ নহে তপস্যায় তাঁহার সমান।
সদা মনে জাগে বশিষ্ঠের অপমান।।
সুরাসুর নাগ নর বশিষ্ঠকে পূজে।
সুধা পান করিল সহিত দেবরাজে।।
বশিষ্ঠের অপমান সদা জাগে মনে।
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুঁজি ভ্রমে অনুক্ষণে।।
ইক্ষবাকু, বংশেতে রাজা সর্ব্ব-গুণধাম।
সংসারেতে বিখ্যাত কল্মাষপাদ নাম।।
মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত।
যজ্ঞহেতু তাঁহারে করিল নিমন্ত্রিত।।
বশিষ্ঠ বলেন, কিছু আছে প্রয়োজন।
রাজা বলে, যজ্ঞ আমি করিব এক্ষণ। ।
মুনি না আইল, রাজা হৈল ক্রোধ মন।
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ হেতু কৈল নিমন্ত্রণ।।
বিশ্বামিত্র লৈয়া সঙ্গে আইসে রাজন।
পথেতে ভেটিল শক্তি বশিষ্ঠ-নন্দন।।
রাজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর।
শক্তি বলে, মোরে পথ দেহ নরেশ্বর।।
রাজা বলে, রাজপথ জানে সর্ব্বজন।
পথ ছাড় যাব আমি যজ্ঞের কারণ।।
শক্তি বলে, দ্বিজ-পথ বেদের বিহিত।
পথ ছাড়ি দেহ মোরে যাইব ত্বরিত।।
এইমতে বোলাবুলি হৈল দুই জন।
কেহ না ছাড়িল পথ, কুপিল রাজন।।
হাতেতে প্রবোধ-বাড়ি আছিল রাজার।
ক্রোদে মুনি-অঙ্গে রাজা করিল প্রহার।।
প্রহারে জর্জ্জর শক্তি, রক্ত পড়ে ধারে।
ক্রোধ-চক্ষে চাহিয়া বলিল নৃপবরে।।
উত্তম বংশেতে জন্মি করিস্ অনীতি।

ব্রাহ্মণের হিংসা তুই করিস্ দুর্ম্মতি।।
এই পাপে মম শাপে হও নিশাচর।
মনুষ্যের মাংসে তোর পূরুক উদর।।
শাপ শুনি ভীত হৈল সৌদাস-নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে বিনয় বচন।।
হেনকালে বিশ্বামিত্র পেয়ে অবসর।
রাজ-অঙ্গে নিয়োজিল এক নিশাচর।।
রাক্ষস-শরীর হৈল, রাজা হতজ্ঞান।
দেখি বিশ্বামিত্র-মুনি হৈল অন্তর্ধান।।
সম্মুখে পাইয়া শক্তি ধরিল রাজন।
ব্যাগ্য যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ।।
মোরে শাপ দিলা দুষ্ট, ভুঞ্জ তার ফল।
বধিয়া ঘাড়ের রক্ত খাইল সকল।।
শক্তি কে খাইয়া মূর্ত্তি হৈল ভয়ঙ্কর।
উন্মত্ত হইয়া ভ্রমে বনের ভিতর।।
দেখি বিশ্বামিত্র-মুনি ভাবিল অন্তর।
রাক্ষস লইয়া সঙ্গে গেল মুনিবর।।
যথা আছে বশিষ্ঠের শতেক কুমার।
কাল পেয়ে বিশ্বামিত্র দেয় ফল তার।।
একে একে দেখাইয়া সর্ব্বজনে দিল।
রাক্ষস সবারে ধরি ভক্ষণ করিল।।
বশিষ্ঠ আসিয়া গৃহে দেখে শূন্যময়।
শতপুত্র না দেখিয়া হইল বিস্ময়।।
ধ্যানেতে জানিল যত বিশ্বামিত্র কৈল।
শক্তি সহ শত পুত্র রাক্ষসে ভক্ষিল।।
শতপুত্র-শোকে তাঁর দহয়ে শরীর।
অতি ধৈর্য্যবন্ত তবু হইল অস্থির।।
আপনার মরণ বাঞ্ছিয়া মুনিবর।
শোকানলে প্রবেশিল সমুদ্র-ভিতর।।

সমুদ্র দেখিয়া তাঁরে রাখি গেল কূলে।
মরণ না হইল যদি সমুদ্রের জলে।।
অত্যুচ্চ পর্ব্বতে গিয়া উঠিল সে মুনি।
তথা হৈতে শোকাকুল পড়িল ধরণী।।
বিংশতি সহস্র ক্রোশ উচ্চ হৈতে পড়ি।
তুলারাশি পরে মুনি যায় গড়াগড়ি।।
তাহাতে নহিল মৃত্য, চিন্তে মুনিরাজ।
প্রবেশ করিল গিয়া অনলের মাঝ।।
যোজন প্রসর অগ্নি পরশে আকাশে।
শীতল হইলা অগ্নি মুনির পরশে।।
তবে মুনি প্রবেশিল অরণ্য ভিতর।
নানা পশু ব্যাঘ্র হস্তী ভল্লুক শূকর।।
বশিষ্ঠে দেখিয়া সবে পলাইয়া যায়।
হেনমতে কৈল মুনি অনেক উপায়।।
মরণ নহিল, মুনি ভ্রমিল সংসার।
কত দিনে আসে মুনি গৃহ আপনার।।
একশত পুত্র নাই দেখি মুনিবর।
পুত্র শোকে অবশ হইল কলেবর।।
চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ বেদ-অধ্যয়ন।
নানা শাস্ত্র পঠন করিত পুত্রগণ।।
এ সব চিন্তিয়া মুনি অধিক তাপিত।
গৃহমধ্যে প্রবেশিতে নাহি লয় চিত।।
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিল দেশান্তর।
মরিতে উপায় মুনি করে নিরন্তর।।
দেখিল একটি নদী অত্যন্ত গভীর।
ভয়ঙ্কর লক্ষ লক্ষ আছয়ে কুম্ভীর।।
তাহে পড়িবার তরে ইচ্ছা কৈল মুনি।
হেনকালে পাছু হৈতে শুনে বেদধ্বনি।।
বিস্ময় হইলা মুনি উলটিয়া চায়।

www.bengaliebook.com

শক্তি-ভার্য্যা অদৃশ্যন্তী দেখিল তথায়।।
যোড়হাত করি বলে শক্তির বনিতা।
তোমার সংহতি প্রভু আইলাম হেথা।।
মুনি বলে, সঙ্গে আর আছে কোন্ জন।
শত শত বেদধ্বনি করে উচ্চারণ।।
শক্তির কণ্ঠের প্রায় শুনিলাম স্বর।
এত শুনি বলে দেবী বিনয়ে উত্তর।।
শক্তির নন্দন আছে আমার উদরে।
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যয়ন করে।।
এত শুনি বশিষ্ঠ হইল হৃষ্টমন।
বংশ আছে শুনি নিবর্ত্তিল তপোধন। ।
বধূ সঙ্গে লইয়া চলিল পুনঃ ঘর।
হেনকালে ভেটিল রাক্ষস নরবর।।
নির্জ্জন গহনবনে থাকে নিরন্তর।
বহু নর পশু খেয়ে পূরয়ে উদর।।
নৃপতি কল্মাষপাদ দেখি বশিষ্ঠেরে।
মুখ মেলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে। ।
বিপরীত মূর্ত্তি দেখি হাতে কাষ্ঠদণ্ড।
তৃতীয় প্রহরে যেন তপন প্রচণ্ড।।
নিকটে আইল মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
দেখি অদৃশ্যন্তী দেবী কাঁপে থর থর।।
শ্বশুরে ডাকিয়া বলে শুন মহাশয়।
মৃত্যু উপস্থিত, হের রাক্ষস দুর্জ্জয়।।
রাক্ষসের হাতে দেখি নিকট মরণ।
তোমা বিনা রাখে ইথে নাহি কোন জন।।
বশিষ্ঠ বলিল, বধূ, না করিহ ভয়।
নৃপতি কল্মাষপাদ রাক্ষস এ নয়।।
এতেক বলিতে দুষ্ট আইল নিকটে।
মুনি গিলিবারে যায় দশন বিকটে।।
মুনির হুঙ্কারেতে রহিল কতদূরে।
কমণ্ডলু-জল মুনি ফেলিল উপরে।।
রাজ-অঙ্গ হৈতে হৈল রাক্ষস বাহির।
রাহু হৈতে যেন হৈল বাহির মিহির। ।
পূর্ব্বজ্ঞান হৈল, রাজা পাইল চেতন।
কৃতাঞ্জলি-পুটে করে বশিষ্ঠে স্তবন।।
অধম পাপিষ্ঠ আমি, পাপে নাহি অন্ত।
দয়া কর মুনিরাজ তুমি দয়াবন্ত।।
মুনি বলে, চলে শীঘ্র অযোধ্যা-নগরে।
কদাচিত অমান্য না করহ দ্বিজেরে। ।
রাজা বলে, আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী আমি হব নিরন্তর।।
সূর্য্যবংশে জন্ম মোর সৌদাস-নন্দন।
হেন কর মোরে, নাহি নিন্দে কোন জন।।
এত বলি নৃপবর আজ্ঞা যে পাইয়া।
অযোধ্যা-নগরে পুনঃ রাজা হৈল গিয়া।।
বধূ সহ বশিষ্ঠ আইল নিজ ঘর।
কতদিনে জন্ম হৈল মুনি পরাশর।।
পৌত্রে দেখি বশিষ্ঠের শোক নিবারিল।
অতি যত্নে মুনিরাজ বালকে পুষিল। ।
শিশুকাল হৈতে পরাশর মহামুনি।
পিতা বলে বশিষ্ঠের জানে সে আপনি।।
একদিন পরাশর মায়ের গোচরে।
পিতৃ সম্বোধন করি ডাকে বশিষ্ঠেরে।।
শুনি অদৃশ্যন্তী শোক করিল প্রচুর।
রোদন করিয়া পুত্র বলেন মধুর।।
পিতৃহীন পুত্র তুমি বড় অভাগিয়া।
পিতামহে পিতা বলি ডাক কি লাগিয়া।।
যেই কালে ছিলা তুমি আমার উদরে।

তোমার জনকে বনে খায় নিশাচরে।।
মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
বিশেষ মায়ের দেখি শোকেতে ক্রন্দন।।
ক্রোধেতে শরীর কম্পে, লোহিত লোচন।
কি করিব হৃদয়ে চিন্তিল তপোধন।।
এত বড় নিদারুণ নির্দ্দয় বিধাতা।
রাক্ষসের হাতে মোর বিনাশিল পিতা।।
আজি তার সর্ব্বসৃষ্টি করিব নিধন।
না রাখিব ত্রিলোকে তাহার একজন।।
এত যদি মনে কৈল শক্তির কুমার।
বশিষ্ঠ জানিল এ সকল সমাচার।।
মধুর বচনে তারে করেন প্রবোধ।
অকারণে শিশু তুমি কারে কর ক্রোধ।।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম এই না হয় উচিত।
ক্ষমা শান্তি ব্রাহ্মণের বেদের বিহিত।।
কর্ম্ম-অনুরূপে শক্তি হইল নিধন।
তার প্রতি অনুশোচ কর অকারণ।।
কার এত শক্তি তারে মারিবারে পারে।
কর্ম্ম-অনুরূপ ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে।।
ক্রোধ শান্তি কর বাপু তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণ সৃষ্টি কেন করিবা নিধন।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয়, পরলোকে তরি।।

কৃতবীর্য্য-চরিত ও ভৃগুপুত্র ঔর্ব্বের বৃত্তান্ত

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর।
কৃতবীর্য্য নামে ছিল এক নরবর।।
ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত।
নানা যজ্ঞ-ক্রিয়া রাজা কৈল অপ্রমিত।।
সর্ব্বধন দিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে।
ধনহীন হৈল, যেই রাজা হৈল দেশে।।
ভৃগুবংশে দ্বিজগণে আনিল ধরিয়া।
মাগিল যতেক ধন দেহ ফিরাইয়া।।
ভয়ে তবে বিপ্রগণ বলিল বচন।
যার গৃহে যত আছে, দিব সব ধন।।
এত শুনি ছাড়ি দিল সর্ব্ব দ্বিজগণে।
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ব্বজনে।।
রাজভয়ে কোন দ্বিজ সর্ব্বধন দিল।
কেহ কেহ কত ধন পুতিয়া রাখিল।।
কত ধন দিল লৈয়া রাজার গোচর।
অল্প ধন দেখিয়া রুষিল নরবর।।
চর হইতে সন্ধান পাইল রাজন।
পুতিল ঘরের ভিতরেতে কত ধন।।
সসৈন্যেতে ঘর সব বেড়িল যে গিয়া।
বাহির করিল রেখেছিল যা পুতিয়া।।
ধন দেখি ক্রোধ কৈল যত ক্ষত্রগণ।
ব্রাহ্মণ মারিতে আজ্ঞা করিল রাজন।।
হাতে খড়্গ করিয়া যতেক রাজবল।
যতেক ব্রাহ্মণগণে কাটিল সকল।।
বাল বৃদ্ধ যুবা সর্ব্ব যতেক আছিল।
দুগ্ধপোষ্য বালকাদি সকলি মারিল।।
গর্ভবতী স্ত্রীগণের চিরিয়া উদর।
মারিল অনেক দ্বিজ দুষ্ট নরবর।।
মহা কলরব হৈল ব্রাহ্মণ-নগরে।
প্রাণ লইয়া স্ত্রীগণ যায় দেশান্তরে।।
এক ভৃগুপত্নী যে আছিল গর্ভবতী।
স্বামীগর্ভ রক্ষা হেতু বিচারিল সতী।।
উদর হইতে গর্ভ ঊরুতে থুইয়া।
ক্ষত্রগণ ভয়েতে যায়েন পলাইয়া।।
যতেক ক্ষত্রিয়গণ বেড়িল তাহারে।
যাইতে নহিল শক্তি পূর্ণ গর্ভ-ভরে।।
মহাভয়ে প্রসব হইল সেই খানে।
শত সূর্য্য প্রায় তেজ ধরয়ে নন্দনে।।
দৃষ্টিমাত্র ক্ষত্রগণ সব অন্ধ হৈল।
কত কত ক্ষত্রগণ ভস্ম হৈয়া গেল।।
যোড়হাতে স্তুতি বহু বিনয় বচন।।
পুত্রে কহি ব্রাহ্মণী সবারে চক্ষু দিল।
প্রাণ লৈয়া ক্ষত্রগণ পলাইয়া গেল।।
পিতৃপিতামহ সর্ব্ব হইল সংহার।
মহাক্রুদ্ধ হৈল শুনি ভৃগুর কুমার।।
মহাদুষ্ট ক্ষত্রগণ কৈল অবিচার।
অনাথের প্রায় দ্বিজ করিল সংহার।।
বিধাতার দুষ্ট কর্ম্ম জানিনু এখন।
এই হেতু বিনাশ করিব ত্রিভুবন।।
এত চিন্তি তপস্যা যে করে মুনিবর।
অনাহারে তপ ষষ্টি হাজার বৎসর।।
তাঁর তপে তাপিত হইল ত্রিভুবন।
হাহাকার কলরব সবে সর্ব্বজন।।
দেবগণ মিলি যুক্তি করিল তখন।
নিবারণ হেতু পাঠাইল পিতৃগণ।।

ঔর্ব্ব প্রতি পিতৃগণ বলিল বচন।
এত ক্রোধ কর বাপু কিসের কারণ।।
আমা সবা হেতু দুঃখ ভাবহ অন্তরে।
আমা সবা মারিবারে কার শক্তি পারে।।
কাল উপস্থিত হৈল কর্ম্মের লিখন।
সে কারণে ক্ষত্র করে হইল মরণ।।
আপনার মনে জানি ক্ষমা করি মনে।
হীনকর্ম্মে হীনতাপী নহে কোন জনে।।
শম তপ ক্ষমা এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।
আমা সবা না রুচে তোমার ক্রোধ-কর্ম্ম।।
পিতৃগণ-বচন শুনিয়া ঔর্ব্বমুনি।
কহেন, কহিলা যত আমি সব জানি।।
পূর্ব্বে আমি ক্রোধে করিলাম অঙ্গীকার।
তপস্যা করিয়া সৃষ্টি করিব সংহার।।
বিশেষ ক্ষত্রিয়গণ কৈল দুরাচার।
দুষ্টে শাস্তি না করিলে মজিবে সংসার।।
দুষ্ট লোকে সম শাস্তি যদি নাহি পায়।
সংসারে যতেক লোক সেই পথে যায়।।
অপ্রমিত কুকর্ম্ম করিল ক্ষত্রগণ।
অল্পদোষে বিনাশিল অনেক ব্রাহ্মণ।।
যখন ছিলাম আমি জননী-উদরে।
ক্ষত্রভয়ে মোর মাতা এড়িলেন ঊরে।।
আর যত ব্রাহ্মণী পাইয়া গর্ভবতী।
উদর চিরিয়া মারিলেক দুষ্টমতি।।
অনাথের প্রায় করি মারিল সবারে।
সে সব স্মরিয়া মম হৃদয় বিদরে।।
হেন দুষ্টমনে যদি শাস্তি না হইবে।
এইমত দুষ্টাচার ত্যাগ কে করিবে।।
শক্তি আছে, শাস্তি নাহি দেয় যেই জন।
কাপুরুষ বলি তারে সংসারে ঘোষণ।।
এই হেতু ক্রোধ মম হইল অপার।
নিবৃত্ত না হবে ক্রোধ না করি সংহার।।
ঔর্ব্ব প্রতি পুনরপি বলে পিতৃগণ।
নিবৃত্ত করহ ক্রোধ, শান্ত কর মন।।
ক্রোধ-তুল্য মহাপাপ নাহিক সংসারে।
তপ জপ জ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে।।
বিশেষ যতির ক্রোধ চণ্ডাল গণন।
এ সব গণিয়া বাপু কর সম্বরণ।।
আমরা তোমার পিতৃগণ গুরুজন।
আমা সবাকার বাক্য না কর লঙ্ঘন।।
নিবৃত্ত করিতে যদি নাহিক শকতি।
উপায় কহি যে এক, শুন মহামতি।।
ত্রৈলোক্য-জনের প্রাণ জলের ভিতরে।
জল বিনা মুহূর্ত্তেকে না বাঁচে সংসারে।।
সে কারণে জলমধ্যে এড় ক্রোধানল।
জলেরে হিংসিলে হিংসা পাইবে সকল।।
ঔর্ব্ব বলে, না লঙ্ঘিব সবার বচন।
সমুদ্রে থুইল ক্রোধ ভৃগুর নন্দন।।
অদ্যাপি মুনির ক্রোধ-অনলের তেজে।
দ্বাদশ যোজন নিতি পোড়ে সিন্ধুমাঝে।।
বশিষ্ঠ বলেন, তাত পূর্ব্বের কাহিনী।
এত অপরাধ ক্ষমা কৈল ঔর্ব্ব মুনি।।
এত শুনি পরাশর ক্রোধে শান্ত হৈল।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল।।
রাক্ষস আমার তাতে করিল ভক্ষণ।
পিতৃবৈরী নিশাচরে করিব নিধন।।
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে।
পরাশর-মুনি এত দৃঢ় কৈল চিতে।।

www.bengaliebook.com

বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল বারণ।
রাক্ষস-বধের যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ।।
পরাশর-যজ্ঞ-কথা-অদ্ভুত কথন।
যে যজ্ঞে হইল সব রাক্ষস নিধন।।
রাক্ষসের দুষ্টাচার জানিয়া সকল।
পরাশর মুনি হৈল জ্বলন্ত অনল।।
বেদমন্ত্রে অগ্নি জ্বালি কৈল অঙ্গীকার।
সঙ্কল্প করিল সব রাক্ষস-সংহার।।
যজ্ঞের অনল গিয়া উঠিল আকাশে।
মন্ত্রে আকর্ষিয়া যত আনয়ে রাক্ষসে।।
গিরীন্দ্র নগর হৈতে কাননাদি গ্রাম।
দ্বীপ দ্বীপান্তরে যথা রাক্ষসের ধাম।।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অৰ্ব্বুদ অৰ্ব্বুদে।
হাহাকার কলরব করিয়া শবদে।।
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈয়া পড়ে অগ্নির ভিতরে।
ব্যাকুল হইয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
মহাতেজ মহাকায় মহা ভয়ঙ্কর।
কারো সপ্ত মুণ্ড, কারো অষ্টাদশ কর।।
বিকট দশন, রক্ত-লোমাবলি দেহ।
কূপ-সম চক্ষুতে বহয়ে ঘন লোহ।।
পৰ্ব্বত আকার কেহ জিহ্বা লহ লহ।
বিপুল উদর কারো দেখি শুষ্ক দেহ। ।
কেহ কেহ প্রবেশিল পৰ্ব্বত কোটরে।
প্রাণে ব্যগ্র কোনজন বৃক্ষ চাপি ধরে।।
কেহ প্রবেশয়ে গিয়া সমুদ্র-ভিতরে।
পাতালে প্রবেশে কেহ, যায় দিগন্তরে।।
কৰ্ক্কট সিংহেতে যেন সলিল বরিষে।
লিখন না যায় কত অনলে প্রবেশে।।
দশদিকে কলবর হৈল হাহাকার।
প্রলয়-কালেতে যেন মজয়ে সংসার।।
আকুল হইয়া কেহ শরীর আছাড়ি।
ভয়েতে কম্পয়ে তনু, যায় গড়াগড়ি।।
কোনখানে রাক্ষসের না হয় রক্ষণ।
যজ্ঞে লৈয়া আসে মন্ত্রে করিয়া বন্ধন।।
পরাশর-যজ্ঞে কৈল রাক্ষস সংহার।
পুলস্ত্য পাইলে এ সকল সমাচার।।
পুলস্ত্য নামেতে তথা ব্রহ্মার নন্দন।
যাঁর সৃষ্টি হৈল যত নিশাচরগণ।।
সৃষ্টিনাশ হৈল, চিন্তিত মুনিবর।
যথা যজ্ঞ করে মুনি চলিল সত্বর।।
পুলস্ত্যেরে দেখিয়া উঠিল মুনিগণ।
বসিবারে দিল দিব্য কনক- আসন।।
চিত্তে ক্রোধ করিয়া বসিল মুনিবর।
পরাশবে চাহি মুনি করিলা উত্তর।।
বড় যশ উপার্জ্জিল শক্তির নন্দন।
অনেক রাক্ষসগণে করিলা নিধন।।
বেদশাস্ত্র জ্ঞাত হৈয়া কর হেন কৰ্ম্ম।
কোন্ বেদশাস্ত্রে আছে পরহিংষা ধৰ্ম্ম।।
পৃথিবীতে দ্বিজ নাহি তোমার বিচারে।
আর কোন দ্বিজ কেহ নাহি তপ করে।।
তোমার বিচারে শক্তি ছিল হীন জন।
সে কারণে কৈল তারে রাক্ষসে ভক্ষণ।।
মৃত্যু বলি সংসারে বড়ই আছে ব্যাধি।
ত্রৈলোক্যে না পাই বাপু ইহার ঔষধি।।
শত বৎসরেতে কেহ সহস্র বৎসরে।
শরীর ধরিলে লোক অবশ্য যে মরে।।
ব্যাঘ্র-হস্তী-হস্তে-কিম্বা জলে ডুবি মনে।
শত শত ব্যাধি আরো আছয়ে সংসারে।।

যথায় যাহার মৃত্যু কর্ম্ম-নিবন্ধন।
কার আছে শক্তি তাহা করয়ে খণ্ডন।।
সকল জানহ তুমি শাস্ত্র-অনুসারে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম কর অবিচারে।।
বিশেষ আপন দোষে শক্তির নিধন।
মহাক্রোধ হৈল অল্প দোষের কারণ।।
আপনার মৃত্যু তবে আপনি সৃজিল।
নৃপতিরে শাপ দিয়া রাক্ষস করিল।।
অল্পদোষে মহাক্রোধ দ্বিজে অনুচিত।
সেই পাপে মৃত্যু তার কর্ম্ম নিবর্ত্তিত।।
রাক্ষসের কোন্ দোষ বুঝিলা আপনে।
অসংখ্য রাক্ষস ভস্ম কৈলা অকারণে।।
যে কর্ম্ম করিলা তুমি দ্বিজের এ নয়।
দ্বিজ-ক্রোধ হৈলে ক্ষণে হইবে প্রলয়।।
ক্রোধ করি দ্বিজ যদি সংসার নাশিবে।
কাহার শকতি তবে পৃথিবী রাখিবে।।
ক্রোধ শান্ত কর বাপু আমার বচনে।
হুতশেষ যেই আছে করহ রক্ষণে।।
আমার বচন যদি মনোরম্য নহে।
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে তোমার পিতামহে।।
বশিষ্ঠ কহেন, সত্য কহিলেন মুনি।
পূর্ব্বেই কহিনু বাপু এ সব কাহিনী।।
অকারণে হিংসা-কর্ম্মে উপজিল পাপ।
এ সব করিলে কিবা পুনঃ পাবে বাপ।।
ক্রোধ ত্যাগ কর, ছাড় লোকের হিংসন।
পুলস্ত্য-মুনির বাক্য করহ পালন।।
এত শুনি পরাশর কৈল সমাধান।
বহুযত্নে কৈল যজ্ঞঅগ্নির নির্ব্বাণ।।
নিবৃত্ত না হৈল অগ্নি পূর্ব্ব-অঙ্গীকারে।
সংকল্প করিল সর্ব্ব রাক্ষস-সংহারে।।
আহুতি না পেয়ে অগ্নি প্রবেশিল বনে।
অদ্যাপি অনল উঠে কানন-দাহনে।।
গন্ধর্ব্ব বলিল, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
কহিলাম এ সকল কথা পুরাতন।।
বশিষ্ঠের ক্ষমা সম নাহিক সংসারে।
বিশ্বামিত্র সংহারিল শতেক কুমারে।।
তথাপিহ তারে ক্রোধ না করিল মুনি।
যম হৈতে লৈতে পারে, তথাপি না আনি।।
কারণ বুঝিবা মুনি অতি ক্ষমাবান।
নৃপতি কল্মাষপাদে দিল পুত্র-দান।।
যে রাজা হইল হেতু শত পুত্র-নাশে।
তারে পুত্রবান্ কৈল আপন ঔরসে।।
অর্জ্জুন বলেন, কহ ইহার কারণ।
কি কারণে হেন কর্ম্ম কৈল তপোধন।।
একে ত পরের দারা দ্বিতীয়ে অগম্য।
কি কারণে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম্ম।।
গন্ধর্ব্ব বলিল, শুন তার বিবরণ।
শক্তি-শাপে নিশাচর হইল রাজন।।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যে আকুল কলেবর।
ভক্ষ্য-অনুসারে ফিরে অরণ্য-ভিতর।।
হেনকালে দেখে পথে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
রাজারে দেখিয়া পলাইল দুইজন।।
দেখিয়া ব্রাহ্মণে গিয়া ধরিল নৃপতি।
ভয়েতে বিলাপ করে ব্রাহ্মণ-যুবতী।।
কাতর হইয়া বলে বিনয় বচন।
পৃথিবীর রাজা তুমি সৌদাস-নন্দন।।
তোমার বংশেতে সব দ্বিজের কিঙ্কর।
ব্রাহ্মণেরে বধ না করিহ নরবর।।

www.bengaliebook.com

আজি মোর প্রথম হইয়াছে ঋতু-স্নান।
বংশ-রক্ষা হেতু মোরে স্বামী দেহ দান।।
অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হৈয়াছ যদি তুমি।
আমারে ভক্ষণ কর ছাড় মোর স্বামী।।
এতেক কাতরে যদি ব্রাহ্মণী বলিল।
সহজে অজ্ঞান রাজা শুনি না শুনিল।।
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ।
ঘাড় ভাঙ্গি রক্তপান কৈল ততক্ষণ।।
ব্রাহ্মণের মৃত্যু দেখি ব্রাহ্মণী বিকল।
আনিয়া বনের কাষ্ঠ জ্বালিল অনল।।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ডাকি বলে নৃপে।
ওরে দুষ্ট দুরাচার শুন মোর শাপে।।
মোর ঋতু ভুঞ্জিতে না পাইলেন স্বামী।
এইমত নিরাশ হইবা দুষ্ট তুমি।।
স্ত্রী-স্পর্শ করিলে তোর অবশ্য মরণ।
এ শাপ দিলাম তোরে নহিবে খণ্ডন।।
সূর্য্যবংশ কারণ জানাই উপদেশে।
বংশরক্ষা হবে তোর ব্রাহ্মণ-ঔরসে।।
এত বলি ব্রাহ্মণী পড়িল অগ্নিমাঝ।
দ্বাদশ বৎসর বনে ফিরে মহারাজ।।
বশিষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া রাজন।
সচেতন হৈয়া দেশে করিল গমন।।
স্নান দান জপ হোম করিল নৃপতি।
শয়ন করিতে গেল যথা মদয়ন্তী।।
মদয়ন্তী বলে, রাজা নাহিক স্মরণ।
ব্রাহ্মণী দিলেন শাপ দারুণ বচন।।
স্ত্রী-স্পর্শ করিলে তব হইবে মরণ।
সে কারণে মোর অঙ্গ না ছোঁও রাজন।।
রাণীর বচনে নিবর্ত্তিল নরপতি।
বংশরক্ষা কারণ চিন্তিত মহামতি।।
বশিষ্ঠে রাখিবে বংশ শুনি লোকমুখে।
ভার্য্যা-নিয়োজন কৈল বশিষ্ঠ মুনিকে।।
বশিষ্ঠ-ঔরসে অশ্মক নামে হৈল পুত্র।
সুর্য্যবংশ রাখিল বশিষ্ঠ দেবমূর্ত্ত।।
এত শুনি অর্জ্জুন হইল হৃষ্টমন।
গন্ধর্ব্বেরে বলিলেন বিনয় বচন।।
এ সব শুনিয়া মম ব্যগ্র হৈল মন।
পুরোহিত-যোগ্য কোথা পাইব ব্রাহ্মণ।।
রাজগণ পূর্ব্বে পুরোহিতের সুতেজে।
বহু সঙ্কটেতে রক্ষা পায় ক্ষিতিমাঝে।।
গন্ধর্ব্ব বলিল, যদি পুরোহিতে মন।
দেবল-ঋষির ভ্রাতা ধৌম্য তপোধন।।
পুরোহিত করি তাঁরে করহ বরণ।
এত শুনি পার্থ হয় প্রসন্ন বদন।।
যত অস্ত্র দিয়াছিল, গন্ধর্ব্ব রাজনে।
পার্থ বলিলেন, ইহা থাকুক এখানে।।
কার্য্যকালে অস্ত্র সব মাগিব তোমারে।
তখনি এ অস্ত্র-প্রাপ্তি হইবে আমারে।।
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন।
একে একে পঞ্চ ভাই কৈল আলিঙ্গন।।
বিদায় হইয়া গেল আপন আলয়।
উৎকোচক-তীর্থে গেল কুন্তীর তনয়।।
পুরোহিত করি ধৌম্যে করিল বরণ।
উল্লাসেতে কৈল ধৌম্য আশিস্- বচন।।
ধৌম্য সহ পঞ্চ ভাই পাঞ্চালে চলিল।
পথেতে যাইতে বহু ব্রাহ্মণ দেখিল।।
দ্বিজগণ বলে, কে তোমরা পঞ্চজন।
কোথা হৈতে আসিতেছ কোথায় গমন।।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, একচক্রা হৈতে।
পঞ্চ ভাই যাইতেছি জননী সহিতে।।
দ্বিজগণ বলে, চল মোদের সংহতি।
কন্যা-স্বংম্বর করে পাঞ্চালেন পতি।।
বহুদিন হৈতে তথা আসে দ্বিজগণ।
বহুধন দিতেছেন বিজয়-কারণ।।
স্বয়ম্বর দেখিব, পাইব বহু ধন।
আমা লবা সংহতি চলহ পঞ্চজন।।
তোমা পঞ্চজনে যদি পাঞ্চালী দেখিবে।
মনে হেন লয়, তোমা অবশ্য বরিবে।।
তোমা পঞ্চজনে কৃষ্ণা বরিবে কাহারে।
দেখিয়া বিস্ময় তার জন্মিবে অন্তরে।।
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সহিত।
পাঞ্চাল-নগরে সবে হৈল উপনীত।।
আদিপর্ব্বে উত্তম বশিষ্ঠ-উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

পাঞ্চাল-নগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
কুম্ভকার-গৃহ মধ্যে করেন আশ্রয়। ।
ভিক্ষা করি আনি তথা ব্রাহ্মণের বেশে।
হেনমতে কত দিন থাকেন সে দেশে।।
স্বয়ম্বর-সজ্জা করে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
অদ্ভুত করিল লক্ষ্য লোকে অগোচর। ।
যখন জন্মিল কন্যা দ্রৌপদী সুন্দরী।
তখন করিল চিত্তে পাঞ্চালাধিকারী।।
এ কন্যার যোগ্য বর বীর ধনঞ্জয়।
এ কন্যার যোগ্য পাত্র আর কেহ নয়।।
জতুগৃহে মরিল যে পাণ্ডুর নন্দন।
হেনমতে ধ্বনি হৈল, ঘোষে সর্ব্ব জন।।
দ্রুপদ বলিল, ইহা চিত্তে নাহি লয়।
দেব হইতে জন্মে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।।
বহুদেশে দূত গিয়া কৈল অন্বেষণ।
না পাইল পাণ্ডবেরে, চিন্তিত রাজন।।
হেন ধনু কৈল, যাহা কেহ নাহি দেখে।
শূন্যেতে রাখিল লক্ষ্য অসম্ভব লোকে।।
মধ্যপথে যন্ত্র রাখে মন্ত্র-বিরচিতে।
পঞ্চশর সহ ধনু থুইল সভাতে।।
এই ধনুঃশর এই যন্ত্র-রন্ধ্র-পথে।
যে বিন্ধিবে লক্ষ্য, কন্যা ভজিবে তাহাতে।।
করিল দ্রুপদ-রাজা এইমত পণ।
রাজগণে সর্ব্বত্র করিল নিমন্ত্রণ।।
সাগর-অবধি যত রাজগণ বৈসে।
সসৈন্যে আইল সবে পাঞ্চালের দেশে।।
রথ অশ্ব পদাতিক না যায় গণনা।
চতুর্দ্দিকে মহাশব্দ বিবিধ বাজনা।।
জল স্থল পর্ব্বত কানন নদ নদী।
দশদিক যুড়িয়া আইসে নিরবধি।।
ধ্বজ-ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
লোকমুখে কলরব কিছুই না শুনি।।
নগর ঈশানভাগে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
রচিল বিচিত্র সভা লোকে মনোহর।।
চতুর্দ্দিকে পরিসর মঞ্চ বিরচিল।
বিবিধ বসন মণি রতনে মণ্ডিল।।
কৈলাস-শিখর যেন দেখিতে সুন্দর।
রাজগণ রহিবারে বিরচিল ঘর।।
সুবর্ণ রজত মণি মুকুতা প্রবাল।
মঞ্চ বেষ্টি বিরচিল সুবর্ণের জাল।।
গুবাক কদলী রোপিলেক স্থানে স্থানে।
উচ্চ নীচ কাটি একই সমানে।।
চন্দনের ছড়াতে নাশিল সব ধূলি।
সুগন্ধি-কুসুম-গন্ধে মত্ত সব অলি।।
স্থানে স্থানে রাখিল বিচিত্র সিংহাসন।
বিচিত্র উত্তম শয্যা, বিচিত্র বসন।।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় লিখনে না যায়।
বহুদিনে করিল সঞ্চয় তাহা রায়।।
বসিল যতেক রাজা যথাযোগ্য স্থানে।
পুরন্দর-সভা যেন অমর ভুবনে।।
মঞ্চের উপরে বসি যত রাজগণ।
নানাচিত্র-বিচিত্র বিবিধ বিভূষণ।।
শ্রবণে কুণ্ডল-মণি, গলে মুক্তাহার।
মাথায় মুকুট, অঙ্গে নানা অলঙ্কার।।
রূপবন্ত কুলবন্ত বলে মহাবলী।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্ব-গুণশালী।।
আইল যতেক রাজা, না যায় বর্ণনা।

চতুরঙ্গ-দলাদি লইয়া নিজ সেনা।।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন সহ যত আর।।
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণী কর্ণ নৃপ সোমদত্ত।
কোটি কোটি রথ অশ্ব পদাতিক মত্ত। ।
জরাসন্ধ জয়সেন রাজা চক্রসঙ্গ।
মৎস্যরাজ শল্য শাল্ব সিন্ধুরাজ অঙ্গ।।
শকুনি সৌবল বৃহদ্বল মহাবীর।
গান্ধার-রাজার পুত্র যুদ্ধে মহাধীর।।
অংশুমান্ চেদিপাল কাশীদণ্ডধর।
পশুপাল শেতশঙ্খ বিরাট উত্তর।।
প্রতিভূতি পুণ্ডরীক বাসুদেব রাজা।
রুক্মাঙ্গদ রুক্মরথ রুক্মী মহাতেজা।।
শত ভাই কলিঙ্গ নৃপতি অনুগত।
বৃন্দ অনুবৃন্দ চিত্রসেন জয়দ্রথ।।
নীলধ্বজ শ্রীবৎস রাজা সথাজিত।
চিত্র উপজিত দূর্ব্বানন্দের সহিত।।
বৃহৎক্ষত্র উলূক কৈতব জলসন্ধ।
ভগদত্ত চক্রসেন শূরসেন চন্দ্র।।
চিত্রাঙ্গদ শুভাঙ্গদ শিরসিবাহন।
মহারাজ শল্য এল মদ্রের নন্দন।।
ভূরি ভূরিশ্রবা কেতু সুশর্ম্মা সঞ্জয়।
গোশৃঙ্গ বাহ্লীক দীর্ঘস্বর প্রাজ্ঞোদয়।।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল পঞ্চোপর।
শরতের কালে যেন শোভে শশধর।।
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর জানিয়া অমর।
দেখিবারে ইন্দ্র সহ আইল সত্বর।।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
দেবতা তেত্রিশকোটি গন্ধর্ব্ব চারণ।।
সিদ্ধ বিদ্যাধর ঋষি অপ্সর অপ্সরী।
নৃত্য-গীত বাদ্যেতে যেমন স্বর্গপুরী।।
গরুড়ারোহণে আইলেন জগন্নাথ।
পাণ্ডব-বিবাহ হেতু সপ্তবংশ সাথ। ।
কামপাল কামদেব কামের নন্দন।
গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।।
বিদুরথ কৃতবর্ম্মা উদ্ধব অক্রূর।
পৃথুঝিল্লি পিণ্ডারক শঙ্কু উশীনর।।
শূন্যে রহিলেন খগপতি আরোহণে।
করিলেন শঙ্খধ্বনি স্বয়ং নারায়ণে।।
পাঞ্চজন্য-শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পূরিল।
পৃথিবীর যত বাদ্য, সব লুকাইল।।
যত বিজ্ঞগণ সভামধ্যে বসে ছিল।
গোবিন্দ আগত দেখি সম্ভ্রমে উঠিল।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সত্যসেন সত্রাজিত।
শল্য ভূরিশ্রবা ক্রথ কৌশিক সহিত।।
কৃতাঞ্জলি করি সবে কৈল দণ্ডবত।
দেখিয়া হাসিল দুষ্ট রাজগণ যত।।
শিশুপাল আর শাল্ব রুক্মী দন্তবক্র।
জরাসন্ধ সহ যত রাজা দুষ্টচক্র।।
কেহ বলে কারে সবে করিলা প্রণাম।
দেব কি পশুত্ব খণ্ডি পূরাইবে কাম।।
করতালি দিয়া হাসি বলে শিশুপাল।
সবা হৈতে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল। ।
তাই সে দ্রুপদ বরিয়াচেন ইহারে।
বাদ্যকারগণ সহ বাজাবার তরে।।
জরাসন্ধ বলে, ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান।
তোমা হেন জন কেন হইলা অজ্ঞান।।
এ সভার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম।

গোপ-সুতে প্রণাম কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।।
নন্দ-গোপ-গৃহেতে আছিল চিরকাল।
গোপ-অন্ন খাইয়া রাখিল গরুপাল।।
সর্ব্বলোকে-খ্যাত ইহা ভারত ভূমিতে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কি মতে।।
ভীষ্ম বলিলেন, এত তত্ত্ব নাহি জানি।
পুরাতন জ্ঞানী বৃদ্ধ লোকমুখে শুনি।।
গোপালের চরিত্র বেদের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য-ভিতর।।
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দ্দশ লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে।।
তিল অর্দ্ধকোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট্ যার নিঃশ্বাসে প্রলয়।।
সেই প্রভু আপনি গোপাল অবতার।
মায়াতে মনুষ্যদেহ, দেব নিরাকার।।
লীলায় হইল যাঁর চরাচর জন।
নাভি-কমলেতে স্রষ্টা করিল সৃজন।।
ললাটে জন্মিল ধাতা, চক্ষুতে তপন।
মনেতে জন্মিল চন্দ্র, নিশ্বাসে পবন।।
ব্রহ্ম কীট হইতে যতেক মহীপাল।
সর্ব্বভূতে মায়ারূপে আছয়ে গোপাল।।
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন।
সেই সে মস্তকে বন্দে গোপাল- চরণ।।
পঞ্চ-মুণ্ডে অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ।
চারি-মুণ্ডে বিধাতা সহস্র-মুণ্ডে শেষ।।
হেনজনে প্রণমিতে আমি কিহে গণি।
অজ্ঞানেতে হেন কথা কহ নৃপমণি।।
ভীষ্মের বচন শুনি হাসে জরাসন্ধ।
কোন্ মূঢ়-বাক্যে তুমি পড়িয়াছ ধন্ধ।।

যখন মারিল দুষ্ট আমার জামাতা।
তখন না শুনিলাম এ দুরন্ত কথা।।
ভয়েতে মথুরা ত্যজি গেল সিন্ধুতীরে।
সেইত দিবসে মাত্র পলাইল ডরে।।
কহ ভীষ্ম এই যদি দেব নারায়ণ।
আমার ভয়েতে পলাইল কি কারণ।।
ভীষ্ম বলিলেন, সে সকল জানি আমি।
না ভাবিয়া বলি, চিত্তে না ভাবিহ তুমি।।
পূর্ব্বে ছিলে রাজা তুমি দৈত্য-অধিপতি।
কৃষ্ণ-হস্তে মরিলে পাইবে দিব্যগতি।।
সে কারণে নারায়ণ তোমা না মারিল।
না জানিয়া বলভদ্র মারিতে চাহিল।।
শূন্যবাণী শুনি তোমা না মারিল প্রাণে।
অষ্টাদশ বার হারি পলাইল রণে।।
এত শুনি জরাসন্ধ ক্রোধে রক্ত-আঁখি।
পুনশ্চ বলেন ভীষ্ম ক্রোধমুখে দেখি।।
কি হেতু করহ তাপ মগধ-প্রধান।
এই আমি হেথা হৈতে যাই অন্য স্থান।।
কৃষ্ণ-নিন্দা স্থানে আমি তিলেক না থাকি।
নিন্দুকেরে মারি কিম্বা সে স্থান উপেক্ষি।।
এত বলি তথা হৈতে যান অন্য স্থান।
কাশীদাস বিরচিল শুনে পুণ্যবান।।

স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর আগমন

হেনমতে তথায় ষোড়শ দিন গেল।
এক লক্ষ রাজা যবে সভায় বসিল।।
তবে রাজা দ্রুপদ আনিয়া ধাত্রীগণ।
আজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীরে করিতে সাজন।।
রাজার পাইয়া আজ্ঞা সর্ব্ব ধাত্রীগণ।
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ করিল ভূষণ।।
নানা পুষ্পে সাজাইল যেখানে যে সাজে।
ষোড়শ-কলাতে যেন শোভে দ্বিজরাজে।।
দ্রৌপদীর পুরোহিত পড়িল মঙ্গল।
যাত্রা কৈল সভামধ্যে পূজিয়া অনল।।
সভামধ্যে যখন দ্রৌপদী উপনীত।
দেখি সব রাজগণ হইল মূর্চ্ছিত।।
কামাগ্নি দহিল চিত্তে, হৈল অচেতন।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় সব রাজগণ।।
কেহ কেহ সেই স্থলে পড়িল ঢলিয়া।
গড়াগড়ি যায় কেহ অজ্ঞান হইয়া।।
সচেতন হৈয়া কেহ নাহি চায় আর।
কেহ কেহ জীবন বাখানে আপনার।।
ধন্য এ জীবন, যাহে দেখিনু এরূপ।
পাইব এ কন্যা, চিত্তে কহে কোন ভূপ।।
রাজগণ-মনে-জন্মে বিস্ময় অপার।
কাশীরাম বিরচিল রচিয়া পয়ার।।

দ্রৌপদীর রূপ-বর্ণন

পূর্ণ সুধাকর, জিনি মনোহর,
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা,
দেখি মুনিমুন-সুখ।।
নেত্র-যুগ মীন, দেখিয়া হরিণ,
লাজে দোঁহে গেল বন।
সুচারু ভ্রু-লতা, দেখি পায় ব্যথা,
মদনের শরাসন।।
প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর,
পূরব অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী,
সিন্দূর চিকুর জালে।।
তড়িত মণ্ডল, কর্ণেতে কুণ্ডল,
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকূম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব,
হৃদয় ফাটিয়া পড়ে।।
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু,
অগাধ অম্বুধি-মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল, ভুজ দেখি ব্যাল,
প্রবেশিল বিলে লাজে।।
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন,
করি-অরি হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিষাদ,
নখরেতে দ্বিজরাজে।।
কনক কঙ্কণ, করে ঝন্ ঝন্,
চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর,
স্বর্ণ কাঞ্চী অবতংস।।

রামরম্ভা তরু, চারু যুগ্ম ঊরু,
দেখি নিন্দে যত হাতী।
উদর সুকৃশ, মাজা মৃগ ঈশ,
নিতম্ব যুগল ক্ষিতি।।
নীল সুকোমল, শরীর অমল,
কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, হীন আভরণ,
সহজে মোহে অনঙ্গ।।
কমল বদন, কমল নয়ন,
কমল গঞ্জিত গণ্ড।
দ্বিকর কমল, আর পদতল,
ভুজ কমলের দণ্ড।।
মন্দ মন্দ বায়, যোজনেক যায়,
অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইয়া উন্মত্ত, ধায় চতুর্ভিত,
কমল মধুপবৃন্দ।।
কুরুকুল ধ্বংসে, কমলার অংশে,
হৈল কমল-সম্ভুত।
কমলাবিলাসী, বন্দি কহে কাশী,
কমলাকান্তের সুত।।

নৃপতিগণের লক্ষ্যভেদের উদ্যোগ

দ্রৌপদীর রূপ দেখি মোহে নৃপগণ।
শীঘ্রগতি সবাই উঠিল ততক্ষণ।।
হুড়াহুড়ি করি সবে ধায় বায়ুবেগে।
সবে বলে, রহ লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে।।
সুহৃদে সুহৃদে সবে উপজিল দ্বন্দ্ব।
ধনুক বেড়িয়া দাঁড়াইল নৃপবৃন্দ।।
তবে মগধের পতি জরাসন্ধ রাজা।
রাজচক্রবর্তী ক্ষত্রকুলে মহাতেজা।।
ধনুক তুলিয়া সে ঝাঁকারে পুনঃ পুনঃ।
নোয়াইয়া ধনু ধরে হুলে দিতে গুণ।।
অতিশয় ধনুর্দ্ধর ধনুকের ভরে।
মূর্চ্ছা হৈয়া নৃপতি পড়িল কত দূরে।।
তবে দুর্য্যোধন দম্ভ করিয়া বহুল।
ধনু ধরে জানু পাতি নোয়াইয়া হুল।।
মুখে রক্ত উঠিল, কম্পিত কলেবর।
কত দূরে মূর্চ্ছা হৈয়া ধূলায় ধূসর।।
তবে মৎস্য-অধিপতি বিরাট-রাজনে।
ঠেলাঠেলি করি ধনু নিল প্রাণপণে।।
তুলিতে সে নারিল ছাড়িতে না পারিল।
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি নিল।।
কন্যারে দেখিয়া বুড়া খাইলি কি লাজ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার ছলে হাসালি সমাজ।।
তুলিবার নাহ শক্তি বিন্ধিবারে চাও।
এই মুখে মৎস্যদেশে রাজভোগ খাও।।
এত বলি শীঘ্রগতি তুলিলেক ধনু।
দেখিয়া কীচক বীর ক্রোধে কাঁপে তনু।।
কতদূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া।
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া।।
পায়ে চাপি ধরি ধনু গুণ দিতে চায়।
কতদূরে পড়িল হইয়া মৃতপ্রায়।।
মত্ত-দশসহস্র-মাতঙ্গ-পরাক্রম।
ধনুকে দিবার গুণ না হইল ক্ষম।।
শিশুপাল মহারাজ চেদির ঈশ্বর।
বড় লজ্জা পাইল সে সভার ভিতর।।
লজ্জাভয়ে প্রাণপণে নোয়াইল ধনু।
না পারিল ধৈর্য্য, হৈতে হীনবীর্য্য তনু।।
ধনুহুলে চিবুক লাগিয়া উলটিল।
কত দূরে রাজগণ-উপরে পড়িল।।
মুকুট ভাঙ্গিল তনু হৈল মহাক্ষীণ।
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড তিন।।
তবে একে একে যত নৃপতি সকল।
রুক্মী ভগদত্ত শল্য শাল্ব মহাবল।।
বাহ্লীক কলিঙ্গ কাশী ভোজ নরপতি।
চন্দ্রসেন মদ্রসেন পৌরব প্রভৃতি।।
সত্যসেন সুষেণ রোহিত বৃহদ্বল।
দীর্ঘপিঙ্গকেশী দন্তবক্র মহাবল।।
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষত্রিয়-প্রধান।
লক্ষ লক্ষ নরপতি সবে বলবান।।
একে একে সবাই বুঝিল পরাক্রম।
ধনু নোয়াইতে কেহ না হইল ক্ষম।।
প্রাণপণে তুলিল দুর্জ্জয় মহাধনু।
পরিশ্রমে সবে হতবীর্য্য হৈল তনু।।
কোথায় ধনুক পড়ে কোথায় আপনি।
কোথা পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্নমণি।।
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় স্কন্ধ নাক।

মুখে রক্ত উঠে কারো ঝলকে ঝলক।।
হাহাকার করে কেহ ভূমিতলে পড়ি।
ধুলায় ধূসর তনু যায় গড়াগড়ি।।
বড় বড় নৃপতির দেখি অপমান।
ভয়ে আর কেহ না হইল আগুয়ান।।
প্রথমে বিন্ধিব বলি কৈল মহাগোল।
লজ্জায় কাহার মুখে নাহি আর বোল।।
দম্ভ করি উঠিয়া বসিল অধোমুখে।
লজ্জিত হইয়া পৃষ্ঠ করিয়া ধনুকে।।
অজেয় জানিয়া সবে বিপুল ধনুক।
যত ক্ষত্রকুল সবে হইল বিমুখ।।
রাজগণ যখন হইল ভঙ্গিয়ান।
করযোড় করি বলে পাঞ্চাল-প্রধান।।
অবধান কর যত রাজার সমাজ।
স্বয়ম্বর করিয়া যে পাইলাম লাজ।।
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম যত রাজগণ।
না হইল কার্য্যসিদ্ধি করি প্রাণপণ।।
সবে বলে, রাজা তব না বুঝি চরিত।
কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরীত।।
বহুস্থানে এমত হয়েছে লক্ষ্য পণ।
লক্ষ্য বিন্ধি সবে লইয়াছে কন্যাগণ।।
ঈদৃশ ধনুক কভু নাহি দেখি শুনি।
ধনুর্ভরে মূর্চ্ছা হৈল সব নৃপমণি।।
বিন্ধিবার কাজ থাকে, গুণ দিতে নারি।
আমা সবা বিড়ম্বিতে করেছ চাতুরী।।
বহু ধনু দেখিয়াছি আমা সবা জ্ঞানে।
হেন ধনু দেখি নাই শুনি নাই কাণে।।
মদ্ররাজ পূর্ব্বে কন্যা স্বয়ম্বর কৈল।
যোজনেক উচ্চে রাধাচক্র করেছিল।।
তাহাতেও গুণ দিল কোন কোন জনা।
লক্ষ্য বিন্ধি বাসুদেব লভিল লক্ষণা।।
ভদগত্ত-নৃপতির কন্যা ভানুমতী।
সেই এইমত পণ করিল নৃপতি।।
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা।
সেই ধনু নহিবে এ ধনুর তুলনা।।
তাহাতে ত গুণ দিয়াছেন রাজগণে।
কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধি কন্যা দিল দুর্য্যোধনে।।
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনি সম্বোধনে।
কহ মুনি, কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধিল কেমনে।।
কহ শুনি ভানুমতী-স্বয়ম্বর-কথা।
কোন্ কোন্ রাজগণ গিয়াছিল তথা।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি।।

www.bengaliebook.com

ভানুমতীর স্বয়ম্বর

মুনি বলে, অবধান কর নরপতি।
প্রাগজ্যোতিষে ভগদত্ত-কন্যা ভানুমতী।।
নৃপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ন্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল সব নৃপবর।।
দুর্য্যোধন শত ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
কলিঙ্গ কামদ মৎস্য পাঞ্চাল নন্দন।।
শাল্ব শিশুপাল দন্তবক্র পুরোজিত।
জয়দ্রথ শল্য মদ্র কোশল সহিত।।
রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধ মহাতেজা।
স্বয়ন্বরে গেল আশী সহস্রেক রাজা।।
হেনমতে রাজগণ করিল গমন।
ভগদত্ত নৃপতি করিল নিবেদন।।
এইমত মৎস্য-লক্ষ্য উর্দ্ধাদ্ধযোজন।
এই ধনুর্ব্বাণে বিন্ধিবেক যেই জন।।
সেই মম কন্যা লভিবেক ভানুমতী।
এত বলি কন্যা আনাইল শীঘ্রগতি।।
ভানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশ।
ভানুমতী-রূপে তেন করিল প্রকাশ।।
দেখিয়া মোহিত হৈল সব রাজগণ।
ষোড়শ কলাতে যেন চন্দ্রের শোভন।।
তবে যত রাজগণ উঠি একে একে।
কারো শক্তি গুণ দিতে নারিল ধনুকে।।
জরাসন্ধ মহারাজ ধনুক লইয়া।
বহুশক্তি দিল গুণ ধনু নোয়াইয়া।।
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ এড়িল নৃপতি।
নারিল বিন্ধিতে লক্ষ্য তাহার শকতি।।
লক্ষ্য না বিন্ধিয়া বাণ পড়িল ভূতলে।
লাজ পাইয়া হাত হইতে ধনু ফেলে।।
যত সব রাজগণ হইল বিমুখ।
কারো শক্তি নোয়াইতে নারিল ধনুক।।
সবারে বিমুখ দেখি প্রাগজ্যোতিষ-পতি।
করযোড়ে কহে সব নৃপতির প্রতি।।
কারু হইতে নহিল আমার প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন।।
রাজগণ বলে, শক্তি নাহি মো’সবার।
উপায় করহ চিত্তে যা হয় বিচার।।
যে পারিবে সে লইবে তোমার কুমারী।
কার শক্তি তারে কিছু বলিতে না পারি।।
এত শুনি কহিতে লাগিল ভদগত্ত।
অস্ত্রধারী হইয়া আছয়ে হেথা যত।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিজাতি।
যে বিন্ধিবে লক্ষ্য, সে লভিবে ভানুমতী।।
এই ভাষা পুনঃ পুনঃ বলিল রাজন।
শুনিয়া উঠিল তবে বীর বৈকর্ত্তন।।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ করিল প্রহার।।
মহা-পরাক্রম কর্ণ হয়ে দৃষ্টভেদি।
এক বাণে মৎস্য-চক্র ফেলাইল ছেদি।।
দেখি হৃষ্ট মতি তবে হৈল ভানুমতী।
কর্ণগলে মালা দিতে যায় শীঘ্রগতি।।
পিছু হৈয়া মালা দিতে কর্ণ নিবারিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় হইল।।
রহ রহ বলি ডাকে জরাসন্ধ রাজা।
শুনিয়া কুপিল সূর্য্যপুত্র মহাতেজা।।
কর্ণ বলে লক্ষ্য যে বিন্ধিলাম সভাতে।
ভানুমতী আইল আমারে মালা দিতে।।
মৈত্র হেতু আমি তারে করিনু বারণ।

তুমি নিবারহ তারে কিসের কারণ।।
জরাসন্ধ বলে, অর্দ্ধভাগী হই আমি।
মোর গুণ দিয়া ধনু বিন্ধিয়াছ তুমি।।
গুণ দিলে ধনুক অর্দ্ধেক হয় তার।
হয় নয় বুঝ সবে করিয়া বিচার।।
এত শুনি কহিল যতেক নরপতি।
সত্য কহিলেন, জরাসন্ধ মহীপতি।।
গুণদাতা জনের অর্দ্ধেক অধিকার।
ভানুমতী উপরেতে স্বামীত্ব দোঁহার।।
এক্ষণে ইহার এই দেখি যে বিধান।
দোঁহাকার মধ্যে যে হইবে বলবান।।
ভানুমতী কন্যা লভিবেক সেই জন।
এইমত কহিল যতেক রাজগণ।।
শুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসন্ধ প্রতি।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব অকারণে কর নরপতি।।
বহুশক্তি দিলা গুণ করি প্রাণপণ।
নোয়াইতে ধনু তাহে নহিলে ভাজন।।
কন্যা লোভে দ্বন্দ্ব এবে কর অকারণে।
ইহার উচিত ফল পাবে মোর স্থানে।।
গুণ দিতে ধনু আমি পারি শতবার।
হেন লক্ষ্য বিন্ধিবারে কি শক্তি তোমার।।
আবার তথায় লক্ষ্য রাখ লৈয়া পুনঃ।
পুনঃ আমি বিন্ধিব ধনুকে দিয়া গুণ।।
নতুবা আইস দোঁহে করিব সমর।
এত বলি ডাকে বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর।।
শুনিয়া ধাইল জরাসন্ধ নরপতি।
দোঁহাকারে দোঁহে অস্ত্র বিন্ধে শীঘ্রগতি।।
নানা অস্ত্র কর্ণ বীর করে বরিষণ।
নিবারযে তাহা বৃহদ্রথের নন্দন।।
প্রাণপণে ঘোর যুদ্ধ হইল দোঁহার।
ধনু এড়ি গদা লৈল মগধ-কুমার।।
গদাযুদ্ধে অধিক কুশল মহারথ।
গদাঘাতে চূর্ণ সে করিল কর্ণরথ।।
সারথি তুরঙ্গ রথ আদি চূর্ণ হৈল।
লাফ দিয়া কর্ণ বীর ভূমিতে পড়িল। ।
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষণ।
সেই রথ চূর্ণ তবে করিল তখন।।
মার মার বলিয়া ভীষণ ঘোর ডাকে।
বায়ুবেগে গদা বীর ফিরায় মস্তকে। ।
মেঘের বর্ষণাধিক কর্ন অস্ত্র এড়ে।
গদায় ঠেকিয়া অস্ত্র ধূলি হৈয়া পড়ে।।
হেনমতে কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে দিব্য অস্ত্র এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।।
খণ্ড খণ্ড করি গদা কাটিয়া ফেলিল।
অন্য গদা লৈয়া বীর কর্ণে প্রহারিল।।
সেই গদা কাটি কর্ণ কৈল খান খান।
অন্য গদা লৈল পুনঃ মগধ-প্রধান।।
পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধ যত গদা লয়।
তিল তিল করি কাটে সূর্য্যের তনয়।।
বহু গদা গেল, গদা নাহি আর।
কর্ণ প্রতি বলে তবে মগধ-কুমার।।
আমি অস্ত্রহীন, তুমি হও অস্ত্রধারী।
অস্ত্য ত্যজি এস দোঁহে বাহুযুদ্ধ করি।।
শুনি কর্ণ সেইক্ষণে এড়ি ধনুঃশর।
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে ভূমির উপর। ।
মুণ্ডে মুণ্ডে, ভুজে ভুজে, বুকে বুকে তাড়ি।
চরণে চরণে ছান্দি যায় গড়াগড়ি।।
গদাঘাত করাঘাত মুষ্টির প্রহার।

চট্ চট্ শব্দ বাজে অঙ্গে দোঁহাকার।।
কোথায় পড়িল রত্ন-কণ্ঠহার ছিঁড়ি।
মাথার মুকুট গেল চূর্ণ হয়ে উড়ি। ।
দোঁহাকার সংগ্রাম না হয় যে বিরাম।
পূর্ব্বে সীতা হেতু যেন রাবণ শ্রীরাম।।
বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কারণ।
দুই মত্ত দন্তীবল করে মহারণ।।
সূর্য্যের নন্দন কর্ণ সূর্য্য-পরাক্রম।
ক্রোধমূর্ত্তি দেখি যেন কালান্তক যম।।
ভুজবলে জরাসন্ধে পাড়ি ভূমি পরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে।।
জরাসন্ধ-সঙ্কট দেখিয়া রাজগণ।
হাহাকার করিয়া করিল নিবারণ।।
হারি অপমান হৈয়া মগধের পতি।
আপনার দেশে গেল হৈয়া দুঃখমতি।।
তবে ভানুমতী লৈয়া ভানুর নন্দন।
দুর্য্যোধন আগে লৈয়া দিল ততক্ষণ।।
হৃষ্ট হৈয়া দুই মিতে করে কোলাকুলি।
ভানুমতি লৈয়া গেল নিজ দেশে চলি। ।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান।।

শ্রীকৃষ্ণের বলরামের কথোপকথন

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ মুনিবর।
তবে পুনঃ কি করিল পাঞ্চাল-ঈশ্বর।।
মুনি বলে, অবধান কর নৃপমণি।
পুনঃ পুনঃ রাজগণ বলে কটুবাণী।।
উপহাস করিবারে নৃপতি- মণ্ডলে।
মিথ্যা স্বয়ম্বর করি নিমন্ত্রি আনিলে।।
আমা সবা মধ্যে বিন্ধে নাহি হেন জন।
কহ বিন্ধিবারে তব যারে লয় মন।।
রাজগণ-বাক্য শুনি দ্রুপদ-কুমার।
ডাকিয়া বলিল তবে সভার ভিতর।।
ক্ষত্রকুলে আছহ সভাতে যত জন।
যে বিন্ধিবে তারে কৃষ্ণা করিবে বরণ।।
হৌক বা না হৌক রাজা না করি বিচার।
লভিবেক কৃষ্ণা, লক্ষ্য বিন্ধে শক্তি যার।।
পুনঃপুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাকার আগে।
এইমত বচন বলিল ক্ষত্রভাগে।।
তবে রাম দৃষ্টি করে কৃষ্ণের বদন।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া তাঁরে বলে নারায়ণ।।
আমা সবাকার ইথে নাহি কিছু কাজ।
অকারণে সভায় উঠিয়া পাব লাজ।।
বলভদ্র বলে, তবে রহি কি কারণ।
ব্যর্থ স্বয়ম্বর কৈল পাঞ্চাল রাজন।।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল একলক্ষ রাজা।
বিংশতি দিবস সবাকারে করে পূজা।।
কোন রাজা নোঙাইতে নারিল ধনুক।
তোমা হেন জন যাতে হইল বিমুখ।।
আর বা সংসার মধ্যে আছে কোনজন।
এ লক্ষ্য বিন্ধিয়া কন্যা করিবে গ্রহন।।
চল অকারণে আর কেন রহি ইথি।
পঞ্চদশ দিবস ছাড়িয়া দ্বারাবতী।।
গোবিন্দ বলেন, আজিকার দিন রহ।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে দেহ কৌতুক দেখহ।।
যেই বিন্ধে ইতিমধ্যে নাহি কোন ব্যক্তি।
এই লক্ষ্য বিন্ধিবারে আছে কার শক্তি।।
পৃথিবীরে রাজা আছে ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে।
ইন্দ্র যম কুবের প্রভৃতি দিকপালে।।
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে সবে একজন ক্ষম।
মনুষ্য-লোকেতে শ্রেষ্ঠ মহা-পরাক্রম।।
শুনিয়া বলেন রাম বিস্ময় বদন।
কহ কৃষ্ণ, এমত আছয়ে কোন্ জন।।
তিনলোক বীর তার নাহিক সমান।
নরে শ্রেষ্ঠ তোমা বিনা কেবা আছে আন।।
তোমা আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ আছে যে মনুষ্য।
আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর চিত্তে জাগে হাস্য।।
অবর্ণিত রূপ কৃষ্ণা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
সম্পূর্ণ চন্দ্রমা মুখ, জাতিতে পদ্মিনী।।
এ কন্যা লভিবে যেই পুরুষ উত্তম।
কহ কৃষ্ণ তোমা হৈতে অন্য কেবা ক্ষম।।
গোবিন্দ বলেন, দেব কর অবধান।
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে পার্থ বিনা নাহি আন।।
ইন্দ্রের নন্দন সেই পাণ্ডব মধ্যম।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে মাত্র সেই জন ক্ষম।।
রাম বলিলেন, শুনি গোবিন্দের কথা।
তবে কৃষ্ণ কি হেতু রহিবে আর হেথা।।
এ তিন লোকের মধ্যে কেহ না পারিল।

যে পারিবে দ্বাদশ বৎসর সে মরিল।।
আশ্চর্য্য লাগিল মম শুনি তব ভাষ।
অনুমানে বুঝি কৃষ্ণ করি উপহাস।।
অগ্নিমধ্যে পুড়িল যে পাণ্ডুর নন্দন।
তাহা বিনা লক্ষ্য বিন্ধে নাহি হেন জন।।
তবে কে বিন্ধিবে লক্ষ্য কহ নারায়ণ।
কি হেতু রহিতে বল, না বুঝি কারণ।।
কৃষ্ণ বলে, পাণ্ডুপুত্র পুড়ি নাহি মরে।
মহাবীর্য্যবন্ত তারা, অবধ্য সংসারে।।
দেব হৈতে হৈল পঞ্চ কুন্তীর কুমার।
ভূমিভার নিবারিতে জন্ম সবাকার।।
তা সবা মারিতে পার কাহার শকতি।
কতকালে গুপ্তে কাটাইল যথি তথি।।
এই সভা মধ্যেতে আছয়ে পঞ্চজন।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল রোহিণী-নন্দন।।
রাম বলিলেন, কহ অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া আর্শ্চয্যযুক্ত হৈল মম মন।।
অগ্নিতে মরিল পুড়ি, বিখ্যাত ভুবনে।
এতকাল কোন্ দেশে বঞ্চিল গোপনে।।
কোন্ বেশে, কোন্ খানে আছে পঞ্চজন।
পার্থ লক্ষ্য বিন্ধিতে না উঠে কি কারণ।।
এত শুনি বলিতে লাগিল যদুবীর।
হের দেখ দ্বিজ-সভা মধ্যে যুধিষ্ঠির।।
এক্ষণে কেমনে বা উঠিবে ধনঞ্জয়।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে তারে কেহ নাহি কয়।।
যখন ব্রাহ্মণগণে দ্রুপদ বলিবে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে পার্থ তখনি উঠিবে।।
শুনিয়া চাহেন রাম যুধিষ্ঠির-পানে।
পিঙ্গল মলিন বস্ত্র বিরস-বদনে।।
তৈল বিনা তাম্রবর্ণ লোমাবলি চুলি।
মাথে তাল-পত্র-ছত্র, স্কন্ধে ভিক্ষা-ঝুলি।।
রাম বলিলেন, কৃষ্ণ কর অবধান।
ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকেতে বাখান।।
তবে কেন হেন গতি দেখি যুধিষ্ঠিরে।
অনাহারে মহাক্লিষ্ট দুঃখিত অন্তরে।।
রাজা দুর্য্যোধন দেখি অতুল বৈভব।
সভায় বসিয়াছেন দ্বিতীয় বাসব।।
গোবিন্দ বলেন, অবধান মহাশয়।
পাপাত্মা সে দুর্য্যোধন, জানিহ নিশ্চয়।।
পাপেতে পাপীর ধন বৃদ্ধি হয় নিতি।
পশ্চাতে হইবে সবমূলেতে বিনশ্যতি।।
কালেতে অবশ্য জয় লাভে ধর্ম্মিজন।
দুঃখসুখ কত কাল দৈবের লিখন।।
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি যদুগণ।
সবাই ত্যজিল লক্ষ্য-বিন্ধিবার মন।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

লক্ষ্যভেদে ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুমতি দান

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুন্ন স্বয়ম্বর-স্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে।।
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি।
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি।।
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
হুলে ধরি নত করিলেন মহাধনু।।
বলি করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।।
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন।।
শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ।
সবে জান আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ।।
কন্যাতে আমার নাহি কিছু প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন।।
এত বলি ভীষ্ম বাণ যুড়েন ধনুকে।
হেনকালে শিখণ্ডীকে দেখেন সম্মুখে।।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর।।
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু রাখে মহামতি।।
তবেত সভাতে ছিল যত রাজগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চাল-নন্দন।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণ গুণবতী।।
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয়।।
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে, পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ।।
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন।
যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন।।
আমা যোগ্য নহে এই দ্রুপদ-কুমারী।
সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী।।
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।
এত বলি ধনু তুলি নিল বামপাণি।।
টঙ্গারিয়া গুণ পুনঃ দিলেন আচার্য্য।
খসাইয়া দিবে গুণ, এ কোন্ আশ্চর্য্য।।
বিন্ধিতে যে শক্ত, তার গুণেতে কি ভয়।
দুই স্থানে অধিকারী দুর্য্যোধন হয়।।
তাই গুণ ঘুচাইতে নাহি প্রয়োজন।
বিশেষ ভীষ্মের দত্ত, নহে অন্যজন।।
তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ-নৃপেতে।।
পঞ্চক্রোশ উর্দ্ধতে সুবর্ণ-মৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধ-পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে।।
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
মধ্যে রন্ধ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ।।
উর্দ্ধে দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই চক্রচ্ছিদ্র-পথে।।
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে মৎস্য লক্ষ্য।
উর্দ্ধে বাণ বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য।।
টানিয়া ধনুক দ্রোণ জলচ্ছায়া চায়।
দেখিয়া হৃদয়ে চিন্তা করে যদুরায়।।
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাশয়।
নানাবিদ্যা অস্ত্র-শস্ত্রে পূর্ণিত হৃদয়।।
বিশেষে সবার গুরু দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ।

সকল লোকেতে খ্যাত সৃষ্টি করে ভেদ।।
লক্ষ্য বিন্ধিবে কিছু বিচিত্র নহে কথা।
এক্ষণে বিন্ধিবে লক্ষ্য, নাহিক অন্যথা।।
সুদর্শন-চক্রে আজ্ঞা হেন চক্রধর।
মৎস্য-লক্ষ্য ঢাকি রহে সেই চক্রবর।।
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ আকর্ণ পূরিয়া।
চক্রচ্ছিদ্র-পথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া।।
মহাশব্দে উঠে বাণ গগন-মণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে।।
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হয়ে অধোমুখ।।
বাপের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রোণি।
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপাণি।।
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জলপানে।
আকর্ণ পূরিয়া চক্রচ্ছিদ্র পথে হানে।।
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
সুদর্শনে ঠেকিয়া হেইল খান খান।।
দ্রোণ দ্রৌণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল।
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল।।
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন।।
বামহস্তে ধরি ধনু দিয়া পদভর।
খসাইয়া গুন পুনঃ দিল বীরবর।।
টঙ্কারিয়া ধনুকে যুড়িল বীর বাণ।
ঊর্দ্ধকরে অধোমুখে পূরিয়া সন্ধান।।
ছাড়িলেন বাণ, বায়ুসম বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে।।
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল।।
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখ হয়ে সভামধ্যে বসে গিয়া।।
ভয়ে ধনুপানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ- কুমার।।
দ্বিজ হৌক, ক্ষত্র হৌক, বৈশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি।।
লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মোর পণ।
এত বলি ঘন ডাকি পাঞ্চাল-নন্দন।।
আর কেহ নাহি ধায় ধনুকের ভিতে।
একবিংশ দিন তথা গেল হেনমতে।।
দ্বিজ৮-সভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর।।
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণ-মণ্ডল।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল।।
নিকটেতে ধৃষ্টদুন্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে।
লক্ষ্য আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে।।
যে লক্ষ্য বিন্ধবে কন্যা লবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইল অস্থির।।
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে।।
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি কহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে।।
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া সে দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে।।
কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন।।
অর্জ্জুন বলেন, যাহ লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে।।
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণ-মণ্ডল।

কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল।।
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন।।
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে।
ব্রাহ্মণেরে হাসাইল ক্ষত্রিয় সমাজে।।
বলিবেক ক্ষত্র যত লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ।।
বহুদূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে, পাবে বহু ধন।।
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে।।
অনর্থ না কর, আসি বৈসহ ব্রাহ্মণ।
এত বলি ধরি বসাইল দ্বিজগণ।।
পুনপুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ- তনয়।
শুনিয়া অস্থির চিত্ত বীর ধনঞ্জয়।।
পুনঃ উঠিবারে পার্থ করিলেন মতি।
হেনকালে শঙ্খনাদ করেন শ্রীপতি।।
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পূরিল।
দুষ্ট-রাজগণ শব্দ শুনি স্তব্ধ হৈল।।
শঙ্খনাদ শুনি পার্থ হলেন উল্লাস।
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস।।
উঠ উঠ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খবর।
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে লভহ সত্বর।।
গোবিন্দের ইঙ্গিতে উঠিলেন অর্জ্জুন।
পুনঃ গিয়া ধরিলেন যত দ্বিজগণ।।
দ্বিজগণ বলে, বিপ্র হইলে বাতুল।
তব কর্ম্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল।।
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষত্রগণ।
বলিবেক লোভী এই যত দ্বিজগণ।।
সবা হৈতে সবাকারে দিবে খেদাইয়া।
পাবার থাকুক কার্য্য লইবে কাড়িয়া।।
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল।।
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রমে সে জানে আপন।।
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন।।
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ।।
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে।।
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্মে দেখি দ্বিজের প্রয়াস।।
সভা-মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ।।
সুরাসুর-জয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক।।
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিবা করি অনুমান।।
কিম্বা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব, নহে কি হবে আমার।।
নিলর্জ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্প না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয়, অবশ্য তা দিব।।
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন।।
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।।
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।

মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।।
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধর রাতুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।।
দেখি চারু যুগ্ম ভুরূ ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর।।
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর-যুগবর জান সুবলিত।।
বুকপাটা, দন্তচ্ছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এর ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী।।
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য মেঘে আবরিত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু-ছায়ে আচ্ছাদিত।।
এইজনে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে, হেন জনে কি কর্ম্ম অশক্য।।

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদে গমন

এইমতে রাজগণ করিছে বিচার।
ধনুর নিকটে যান কুন্তীর কুমার।।
প্রদক্ষিণ ধনুকে করিয়া তিনবার।
শিবদাতা শিবে করিলেন নমস্কার।।
বাম করে ধরি ধনু তুলিল অর্জ্জুন।
নোয়াইয়া ফেলিলেন কর্ণদত্ত গুণ।।
পুনঃ গুণ দিয়া পার্থ দিলেন টঙ্কার।
সে শব্দে কর্ণেতে তালি লাগিল সবার।।
গুরু প্রণমিব বলি চিন্তেন হৃদয়ে।
সাক্ষাৎ কিরূপে হবে অজ্ঞাত সময়ে।।
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে আমারে।
বাঞ্ছা যদি আমারে প্রণাম করিবারে।।
আগে এক অস্ত্র মারি কর সম্ভোধন।
অন্য অস্ত্র ধরি পায় করিবা বন্দন।।
সেই অনুসারে পার্থ চিন্তিলেন মনে।
ভূমিতলে নাহি স্থল লোকের গহনে।।
বিশেষ সবারে বিদ্যা দেখাবার তরে।
শূন্যে স্থাপিলেন অস্ত্র পবনের ভরে।।
দুই অস্ত্র মারিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে ধৌত করিল চরণ।।
আর অস্ত্র প্রণাম করিল গিয়া পায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন, দ্রোণাচার্য্য তায়।।
বিস্মিত হইয়া দ্রোণ চিন্তেন তখন।
মম প্রিয়শিষ্য এই হবে কোন জন।।
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার।
তাঁরে করিলেন পার্থ শত নমস্কার। ।
দ্রোণ বলিলেন, দেখ শান্তনু- তনয়।
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ তোমারে প্রণময়।।
ভীষ্ম বলে, আমি ক্ষত্র ও হয় ব্রাহ্মণ।
আমারে প্রণাম করে কিসের কারণ।।
দ্রোণ বলে, দ্বিজ এই না হয় কদাপি।
ক্ষত্র-কুল-শ্রেষ্ঠ এই দ্বিজ ছদ্মরূপী।।
যেই বিদ্যা দেখাইল তব বিদ্যমানে।
মম শিষ্য বিনা অন্যে কেহ নাহি জানে।।
বড় বড় রাজা ইহা কেহ নাহি জানে।
এ বিদ্যা পাইবে কোথা ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণে।।
বিশেষ তোমাকে যে করিল নমস্কার।
তোমার বংশেতে জন্ম হয়েছে ইহার।।
এখনি বিদিত হবে আর মুহূর্ত্তেকে।
কতক্ষণ লুকাইবে জ্বলন্ত পাবকে।।
ভীষ্ম কহে, আমি হৃদে তাই ভাবিতেছি।
পূর্ব্বে আমি ইহারে কোথায় দেখিয়াছি।।
নিরখিয়া ইহার সুচারু চন্দ্রমুখ।
কহনে না যায় যত জন্মিতেছে সুখ।।
কহ কহ গুরু যদি জানহ ইহারে।
কেবা এ কাহার পুত্র, কিবা নাম ধরে।।
দ্রোণাচার্য্য বলেন, কহিতে আমি পারি।
স্বপক্ষ বিপক্ষ দেখি চিত্তে কিছু ডরি।।
বিশেষে অনেক দিন মরিল যে জনে।
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে।।
ভীষ্ম বলে, কহ গুরু কি ভয় তোমার।
কে মরিল বহু দিন কিবা নাম তার।।
দ্রোণ বলে, যে বিদ্যা দেখালে এ সভায়।
পার্থ বিনা মম ঠাঁই কেহ নাহি পায়।।
পূর্ব্বে আমি পার্থেরে করিলাম স্বীকার।
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার।।
সেই হেতু এ বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে।

www.bengaliebook.com

আমারে দিলেন যাহা ভৃগুর তনয়ে।।
অশ্বত্থামা আদি ইহা কেহ নাহি জানে।
তাই পার্থ বলি ইহা লয় মম মনে।।
শুনিয়া পার্থের নাম ভীষ্ম শোকাকুল।
নয়নের জলে তিতে অঙ্গের দুকূল।।
কি বলিলা আচার্য্য, করিলা কোন্ কর্ম্ম।
জ্বালিলা নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলা মর্ম্ম।।
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কাণে।
আর কোথা পাইব সে সাধু পুত্রগণে। ।
এত বলি ভীষ্মদেব করেন ক্রন্দন।
দ্রোণ বলিলেন, ভীষ্ম ত্যজ শোকমন।।
নিশ্চয় জানিহ এই কুন্তীর নন্দন।
দেব হৈতে জন্মিল পাণ্ডব পঞ্চজন। ।
পাণ্ডুপুত্র মরিয়াছে, কহে সর্ব্বজনে।
সে কথায় আমার প্রত্যয় নাহি মনে। ।
বিদুরের মন্ত্রণায় তারা গেল তরি।
এই কথা ভাবি আমি দিবস-শর্ব্বরী। ।
হেন নীতি উক্ত আছে, মুনিগণ বলে।
পাণ্ডবের মরণ নাহিক ক্ষিতিতলে।।
এত শুনি ভীষ্মবীর ত্যজিলা ক্রন্দন।
দুই জনে কল্যাণ করেন হৃষ্টমন।।
যদি এই কুন্তী পুত্র হইবে ফাল্গুনী।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদ-নন্দিনী।।
তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যোড়হাতে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খবাদ্য হয় যেই ভিতে।।
দেখিয়া কল্যাণ বাক্য কহেন শ্রীপতি।
হাসিয়া বলেন তবে বলভদ্র প্রতি।।
অবধানে দেখ হের রেবতী- রমণ।
তোমায়ে প্রণমে পার্থ ইন্দ্রের নন্দন।।
কল্যাণ করহ, যেন বিন্ধে পার্থ লক্ষ্য।
শুনি বলভদ্রের কম্পিত হৈল বক্ষ।।
রাম বলিলেন, পার্থ বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কন্যা লৈয়া যাইবার না হইবে শক্য।।
একা ধনঞ্জয়, এত সমূহ বিপক্ষ।
সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজা এক লক্ষ।।
অনুপম-রূপা কৃষ্ণা অনঙ্গ-মোহিনী।
সবাকার মন হরিয়াছে সে ভামিনী।।
এই হেতু সবাই করিব প্রাণপণ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজগণ।।
বিশেষ ব্রাহ্মণ বলি পার্থে সবে জানে।
এত লোকে কি করিবে পার্থ একজনে। ।
কৃষ্ণ কন, অন্যায় করিবে দুষ্টগণ।
তুমি আমি বসিয়াছি কিসের কারণ।।
মম বিদ্যমানে করিবেক অত্যাচার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার।।
জগৎজনের আমি অন্তে হেই ত্রাতা।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্ব ফলদাতা।।
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধরিব।।
সুদর্শনে ছেদিব সকল দুষ্টমতি।
পূর্ব্বে যথা নিঃক্ষত্রিয়া কৈল ভৃগুপতি।।
বিশেষ করিতে নাশ অবনীর ভার।
তেঁই জন্ম অবনীতে হয়েছে আমার।।
গোবিন্দের বাক্যে রাম চিন্তান্বিত মনে।
অর্জ্জুনে আশিস্ করে কৃষ্ণের বচনে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে সে সর্ব্বপাপে তরি।।

www.bengaliebook.com

অর্জ্জুনের লক্ষ্যবিদ্ধ করণ

তবে পার্থ প্রণময় ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্টির বলিলেন, চাহি দ্বিজগণে।।
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।।
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদ-নন্দিনী।।
ধনু লৈয়া পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব, কোথা লক্ষ্য, বলহ নিশ্চয়।।
ধৃষ্টদ্যুন্ন বলে, এই দেখহ জলেতে।
চক্রচ্ছিদ্র-পথে মৎস্য পাইবে দেখিতে।।
কনকের মৎস্য, তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য-চক্ষু বিন্ধিবেক যেই জন।।
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর। ।
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন। ।
সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর।
মৎস্য-চক্ষু ছেদিলেক অর্জ্জুনের শর।।
মহাশব্দে মৎস্য ভেদি অস্ত্র হৈল পার।
অর্জ্জুন সম্মুখে অস্ত্র আইল পুনর্ব্বার।।
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজ সভা মধ্যে হৈল।।
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন সব নৃপমণি।।
হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা।।
দেখি হত চিত্ত হৈল যত নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনী।।

ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে দ্বিজজাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি।।
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত ফল সদ্য দিতে পারি।।
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল না হয় নির্ণয়।।
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইলে।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল।।
তবে ধৃষ্টদ্যুন্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জলে করে নিনীক্ষণ। ।
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে, দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয়।।
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে।।
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপ কহিল যতেক দুষ্টমতি।।
শুনিয়া বিস্মিত হৈল পাঞ্চাল নন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন।।
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কথা কহে যে, সে কার্য্য নাহি লভে।।
কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে।।
সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা , সত্য সত্য, লোকে খ্যাত হয়।।
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভক্ষণ।
লক্ষ্য কাটি ফেলিব, দেখুক সর্ব্বজন।।
একবার নয়, বলি সম্মুখে সবার।

যতবার বলিবে, বিন্ধিব ততবার।।
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর।।
সুরাসুর নাগ নর দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সভার সম্মুখে।।
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে সকল ব্রাহ্মণ।।
হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি।।
দধি-মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ।
দেখি অনুমান করে সব রাজগণ।।
একজন প্রতি আর একজন দেখাইল।
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল।।
সহজে দরিদ্র দ্বিজ, অন্ন নাহি মিলে।
ছিন্ন চর্ম্ম-পাদুকা যুগল পদতলে।।
অতি সে দরিদ্র জীর্ণবস্ত্র পরিধান।
তৈল বিনা শরি দেখ জটার আধান।।
হেন জন গৃহে নাহি রাজকন্যা শোভে।
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে।।
ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য বিন্ধিলেক তপোবলে।
কি করিবে কন্যা যার অন্ন নাহি মিলে।।
ধনের প্রয়াস আছে ব্রাহ্মণের মনে।
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এইক্ষণে।।
এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া।
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিলা পাঠাইয়া।।
দূত বলে অবধান কর দ্বিজবর।
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর।।
তাঁহাদের কথা দ্বিজ করি নিবেদন।
তোমা সম কর্ম্ম নাহি করে কোন জন।।
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্যপাত্র করি তোমা রাখিব সভায়।।
বহু রাজ্য দেশ ধন নানারত্ন দিব।
একশত দ্বিজ-কন্যা বিবাহ করাব।।
আর যাহা চাহ দিব, নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রপদ-দুহিতা।।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর অগ্নিপ্রায় জ্বলে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, চর প্রতি বলে।।
ওহে দ্বিজ যেইমত বলিলা বচন।
অন্য জাতি নহ তুমি, অবধ্য ব্রাহ্মণ।।
সে কারণে মোর ঠাঁই পাইলা জীবন।
এ কথা কহিয়া অন্য বাঁচে কোন্ জন।।
আর তাহে দূত তুমি কি দোষ তোমার।
মম দূত হয়ে তথা যাহ পুনর্ব্বার। ।
দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজগণে।
অভিলাষ তা সবার থাকে যদি ধনে।।
আমি দিব তা সবারে পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানারত্ন দিব যে আনিয়া। ।
তোমা সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি।।
শুনিয়া সত্বর তবে গেল দ্বিজবর।
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর।।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে।
এত শুনি রাজগণ ক্রোধে তবে বলে।।
হেন দেখ মতিচ্ছন্ন হৈল বামনার।
হেন বুঝি, লক্ষ্য বিন্ধি করে অহঙ্কার।।
রাজগণে এতাদৃশ বচন গর্ব্বিত।
দিবারে উচিত হয় শাস্তি সমুচিত।।
রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত বচন।

প্রাণ আশা করি কহিবে কোন্ জন।।
দ্বিজজাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ।
হেন জনে মারিলে নাহিক কিছু পাপ। ।
এমন কদর্য্য ভাষা কার প্রাণে সহে।
বিশেষ এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে।।
ক্ষত্র-স্বয়ম্বর ইথে দ্বিজের কি কাজ।
দ্বিজ হয়েকন্যা লবে, ক্ষত্রকুলে লাজ।।
এমন কহিয়া যদি রহিবে জীবন।
এইমতে দুষ্ট তবে হবে দ্বিজগণ।।
সে কারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয়।
অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমত না হয়।।
দেখহ দুর্দ্দৈব এই দ্রুপদ-রাজার।
আমা সবে নাহি মানে করি অহঙ্কার। ।
মহারাজগণ ত্যজি বরিল ব্রাহ্মণে।
এ হেন অন্যায় কর্ম্ম সহে কার প্রাণে।।
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত।
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দিবে একি অনুচিত।।
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত।
মার এই ব্রাহ্মনেরে, নাহি হও ভীত।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান।।

সহিত রাজন্যবৃন্দের যুদ্ধ

যার যেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন।।
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী-নরপতি।
রুক্মী ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি।।
চিত্রসেন মদ্রসেন চন্দ্রসেন রাজা।
নীলধ্বজ রোহিত বিরাট মহাতেজা।।
ত্রিগর্ত্ত কীচক বাহু সুবাহু নৃপতি।
অনুপেন্দ্র মিত্রবৃন্দ সুষেণ প্রভৃতি।।
যার যে লইয়া অস্ত্র ভূপতি-মণ্ডল।
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল।।
খট্টাঙ্গ ত্রিশূল জাঠি ভূষণ্ডী তোমর।
শেল শূল চক্র গদা মুষল মুদগর।।
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
তাদৃশ নৃপতিগণ করে অস্ত্র বৃষ্টি।।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয়।।
না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়।
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায়।।
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি।
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি।।
অর্জ্জুন বলেন, তুমি রহ মম কাছে।
দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে।।
কৃষ্ণা বলিলেন, দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি।।
হাসিয়া অর্জ্জুন বলে, দেখ গুণবতি।
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি।।
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি।
একা সিংহে নাহি পারে অজাযুথপতি।।
একেশ্বর গরুড় সকল অহি নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে।।
একা ব্যাঘ্র নাশ করে লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্র।
একা শেষ বিষধর মথিল সমুদ্র।।
একা হনুমান্ যেন দহিলেক লঙ্কা।
সেই মত নৃপগণে নাশিব, কি শঙ্কা।।
এত বলি অর্জ্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া।
ধনুর্গুণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া।।
তবে ত দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্যজিৎ।।
মুহূর্ত্তেক যুদ্ধ করি নারিল সহিতে।
ভঙ্গ দিয়া সসৈন্যে পলায় চতুর্ভিতে।।
একেশ্বর অর্জ্জুনে বেড়িল নৃপগণ।
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবন-নন্দন।।
অনুমতি লইতে ধর্ম্মের পানে চায়।
দেখিয়া সম্মত হইলেন ধর্ম্মরায়।।
যুধিষ্ঠির বলে, ভাই অনর্থ হইল।
এক লক্ষ রাজা একা অর্জ্জুনে বেড়িল।।
শীঘ্র যাহ ভীমসেন আনহ অর্জ্জুনে।
দ্বন্দ্ব করিবার কিছু নাহি প্রয়োজনে।।
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধায় বৃকোদর।
উপাড়িয়া নিল এক দীর্ঘ তরুবর।।
অতি উচ্চ তরুবরে নিষ্পত্র করিয়া।
বায়ুবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিয়া।।
ক্ষত্রগণ চেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ।
পাছে পাছে ভীমের ধাইল সর্ব্বজন।।
হের দেখ ক্ষত্রিয় পাপিষ্ঠ দুরাচার।
এ দ্বিজ বিন্ধিল লক্ষ্য সভার মাঝার।।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে শক্য নহিল তখন।

এবে দ্বন্দ্ব করে কেন একা ত ব্রাহ্মণ।।
এমত অন্যায় বল কার প্রাণে সয়।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব, দ্বিজ সব কয়।।
মারিব মরিব আজি, করিব সমর।
হেন কর্ম্ম সহিবে কাহার কলেবর।।
এত বলি দ্বিজগণ দণ্ড লয়ে করে।
মৃগচর্ম্ম দৃঢ় করি বান্ধি কলেবরে।।
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ধাইল বায়ুবেগে।
হাতে ঠেঙ্গা করিয়া নৃপতিগণ আগে।।
দেখিয়া বলেন পার্থ করি কৃতাঞ্জলি।
মাথায় লইয়া দ্বিজগণ পদধূলি।।
তোমরা আইলা দ্বন্দ্বে কিসের কারণ।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন।।
যাহারে করহ ভস্ম মুখের বচনে।
তাঁহার সহিত দ্বন্দ্ব নহে সুশোভনে।।
তোমা সবাকার মাত্র চরণ প্রসাদে।
দুষ্ট ক্ষত্রগণেরে মারিব অপ্রমাদে।।
যে প্রকার দুষ্টাচার করিয়াছে সবে।
তাহার উচিত শাস্তি এইক্ষণে পাবে।।
এত বলি নিবারণ করি দ্বিজগণ।
রাজগণ প্রতি ধায় ইন্দ্রের নন্দন।।
হাসিয়া বলেন রাম দেখ ভগবান।
পূর্ব্বে যেই কহিয়াছি হৈল বিদ্যমান।।
এই দেখ লক্ষ রাজা একত্র হইয়া।
বেড়িলেক অর্জ্জুনেরে সসৈন্য লইয়া।।
একা পার্থ নিবারিবে কত শত জনে।
প্রতিকার ইহার না দেখি যে নয়নে।।
প্রতিজ্ঞা করিল সব মিলি রাজগণে।
দ্বিজে মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে।।

রামের বচন শুনি দুঃখিত গোবিন্দ।
নয়নযুগল যেন বিকচারবিন্দ।।
ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ করেন উত্তর।
যা বলিলে সত্য তাহা যাদব-ঈশ্বর।।
এক লক্ষ্য নৃপতি বেড়িল এক জনে।
কোথায় জিনিবে সেই মনুষ্য-পরাণে।।
অর্জ্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি।
মুহূর্ত্তে জিনিতে পারে সসাগরা ভূমি।।
যতেক মনুষ্য আর সুরাসুর সহ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যদি করয়ে কলহ।।
দুর্গম বনেতে যেন মদমত্ত বাঘ।
তারে কি করিতে পারে রাজগণ ছাগ।।
কহিলা, যে প্রতিজ্ঞা করিল রাজগণে।
দ্বিজে মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে।।
শিশু করে কোথা চন্দ্র ধরিবারে পারে।
ব্যাঘ্রমুখে আমিষ শৃগাল কেথা ধরে।।
তবে যদি অর্জ্জুনের ন্যূনতা দেখিব।
সুদর্শন-চক্রে আমি সবারে ছেদিব।।
শুনি রাম হইলেন সভয় অন্তর।
নিজ শিষ্য দুর্য্যোধন অতি প্রিয়তর।।
পাণ্ডবের শত্রু, ক্রোধ আছয়ে অন্তরে।
এই ছল করি কৃষ্ণ পাছে বধ করে।।
চিন্তিয়া বলেন কৃষ্ণ রেবতী- রমণ।
আমা সবাকার দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।।
বিশেষ আপনি বল, পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেক নৃপতি সকল।।
সেইকথা পরীক্ষা করিব এইক্ষণে।
অন্তরে থাকিয়া যুদ্ধ দেখহ আপনে।।
গোবিন্দ বলেন, আমি না যাইব রণে।

তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিব কখনে।।
একা পার্থে জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হয় নয় এখনি দেখিবা বিদ্যমান।।
সুমেরু টলিবে শুষিবেক সিন্ধুজল।
শীতল হইয়া যদি যায় দাবানল।।
পশ্চিমে উদয় যদি দিনমণি হবে।
তথাপি অর্জ্জুনে কেহ রণে না পারিবে।।
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন।
নিঃশব্দে রহিলা রাম হইয়া বিমন।।
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল চতুর্দ্দিকে।
নাহিক সম্ভ্রম পার্থ সিংহ যেন মৃগে।।
হিমাদ্রি-পর্ব্বত-প্রায় আছে মহাবীর।
সমুদ্র সদৃশ বুদ্ধি অত্যন্ত গভীর।।
জন্তুগণ মধ্যে যেন কালান্তক যম।
ইন্দ্রের নন্দন বীর ইন্দ্র-পরাক্রম।।
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি লয়।
তাদৃশ অর্জ্জুন-অঙ্গে বাণ-বৃষ্টি হয়।।
অপূর্ব্ব সমর দেখি যতেক অমর।
অর্জ্জুন কারণ হৈল চিন্তিত অন্‌তর।।
একা পার্থ কোটি কোটি বেড়িল বিপক্ষ।
হাতে আছে তিন অস্ত্র বিন্ধিবার লক্ষ্য।।
পুত্রের সাহায্য হেতু দেবরাজ-তূর্ণ।
পাঠাইয়া দিল তূণ অস্ত্রগণ-পূর্‌ণ।।
বৈজয়ন্তী- মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ।
হৃষ্ট হৈয়া অর্জ্জুন ছাড়েন সিংহনাদ।।
টঙ্কারিয়া ধনুক এড়েন অস্ত্রগণ।
নিমিষেতে শর বৃষ্টি করেন বারণ।।
যেন মহা-বাতাসে উড়ায় মেঘমালা।
সমুদ্র-লহরী যেন নিবারিলা ভেলা।।
শিশুগণ মধ্যে যেন করে গেণ্ডুলীলা।
যুদ্ধে বীর তাদৃশ করেন নানা খেলা।।
দাবাগ্নি নিবৃত্ত যেন হৈল বৃষ্টিজলে।
নিমিষে করেন পার্থ শান্ত সে সকলে।।
মহাভারতের কথা সুধা-সিন্ধুমত।
কাশীরাম কহে, সাধু পিয়ে অবিরত।।

দ্বিজগণের সহিত ক্ষত্রগণের যুদ্ধ

প্রলয়ের কালে যেন উথলে সাগর।
মার মার শব্দে ডাকে যত নৃপবর।।
চতুদ্দিকে সবাকার মুখে এই রব।
মারহ এ দুষ্ট মতি দ্বিজগণ সব।।
সিংহনাদ শঙ্খনাদ মুখে ঘোরনাদ।
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ গণিল প্রমাদ।।
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজ সব।
হের দেখ অন্তে যেন উথলে অর্ণব।।
উঠ উঠ দ্বিজ সব, চলহ সত্বর।
নির্ভয়ে আছহ মনে, নাহি কিছু ডর।।
মরিবার হেতু দুষ্ট সঙ্গে এসেছিল।
আপনি মরিল, সব দ্বিজে দুঃখ দিল।।
ক্ষত্র-রাজগণ সহ হইল বিবাদ।
থাকুক দক্ষিণা প্রাণে পড়িল প্রমাদ।।
পলাহ পলাহ দ্বিজ, চলহ সত্বর।
অনর্থ করিল আজি এই দ্বিজবর।।
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম কি ব্রাহ্মণগণে শোভে।
রাজকন্যা দেখি লক্ষ্য বিন্ধিলেক লোভে।।
হেথায় রহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
ওই শুন দ্বিজে মার ডাকে ক্ষত্রগণ।।
পলাহ পলাহ দ্বিজ, চলহ চত্বর।
এত বলি পলায় যতেক দ্বিজবর।।
প্রাণ লয়ে পলাইল যতেক ব্রাহ্মণ।
ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পলায় মুনিগণ।।
বিংশতি-সহস্র শিষ্য লইয়া মার্কণ্ড।
পঞ্চদশ-সহস্র লয়ে পলাইল কৌণ্ড।।
বাইশ-সহস্র শিষ্য লৈয়া যান ব্যাস।
ধাইল পুলস্ত্য মুনি, বহে ঊর্দ্ধশ্বাস।।
ষষ্টিদশ শত শিষ্যে পলায় দুর্ব্বাসা।
দ্বাদশ সহস্রে গর্গ নাহি স্ফুরে ভাষা।।
পঞ্চবিংশ সহস্রেতে পরাশর মুনি।
চতুর্দ্দিকে ধায় সবে, নাহি সরে বাণী।।
দ্বন্দ্ব দেখি হরষিত দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
ঘন করতালি দিয়া নাচেন উল্লাসী।।
লাগ লাগ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
ক্ষণে ক্ষণে সকল রাজারে গালি পাড়ে।।
ব্যর্থ ক্ষত্রকুলে জন্ম ব্যার্থ তোরা সব।
একা দ্বিজ করিল সকলে পরাভব।।
কন্যা লৈয়া যায় যদি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কোন্ লাজে লোকে তোরা দেখাবি বদন।।
এত বলি ঊর্দ্ধবাহু নাচে তপোধন।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ, না যায় লিখন।।
সবাকার অস্ত্র কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
প্রহার করেন নিজ অস্ত্রে রাজগণ।।
কাহার কাটিল ধনু, কারো কাটে গুণ।
কাহার কাটিল খড়্গ, কারো কাটে তূণ।।
কাহার কাটিল রথ, কাহার সারথি।
কাহার কাটিল শর, শেল শূল শক্তি।।
নিরস্ত্র করিয়া তবে যত রাজচয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়।।
মুখে পঞ্চ ভুজে চারি হৃদে চারি পায়।
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে গড়াগড়ি যায়।।
রথ ফিরাইল যত রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল চতুর্দ্দিকে যত নরপতি।।
পাছু পানে চাহি পার্থ কষ্ণারে আশ্বাসে।
পিছে থাকি কর্ণবীর খল খল হাসে।।
কি কর্ম্ম করিস্ দ্বিজ মুখে নাহি লাজ।

পরনারী সম্ভাষহ কেন সভামাঝ।।
আপনার ভার্য্যা আগে করহ ব্রাহ্মণ।
তবে কৃষ্ণা সহ কর কথোপকথন।।
এ অদ্ভুত কারে কহি উপহাস-কথা।
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছে রাজার দুহিতা।।
নেউটিয়া দেখি পার্থ রাধার নন্দনে।
কহিলেন, কহ কর্ণ আছত জীবনে।।
আরে কর্ণ দুরাচার ধন্য তোর প্রাণ।
জীয়ন্তে আছিস্ যে খাইয়া মম বাণ।।
কর্ণ বলে, দ্বিজবর বুঝি ভাষা কহ।
কোন্ দেশে ঘর তোর, আমা না জানহ।।
ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি করি উপরোধ।
কার প্রাণ জীয়ে আমি করিলে রে ক্রোধ।।
কর্ণ বাক্য শুনি পার্থ কহিলেন তারে।
দ্বিজ আমি, এই কথা কে বলিল তোরে।।
যুদ্ধভয় করি বুঝি কহ এই কথা।
দুর্য্যোধনে ভাণ্ডি রাজ্য খাও তুমি বৃথা।।
ক্ষত্রনীতি আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
নাহি যুদ্ধ তার সনে যেই রণে ভীত।।
বীরগণে আছে এই শাস্ত্রের বিধান।
যুদ্ধেতে ব্রাহ্মণ গুরু একই সমান।।
তুমি বড় ধর্ম্মপর ব্রহ্মবধে ভয়।
তেঁই এক জনেরে বেড়িলা রাজচয়।।
হারিয়া এখন বল করি উপরোধ।
কে বলিল তোমারে করিতে শান্ত ক্রোধ।।
যত শক্তি আছে তব নাহি কর ক্ষমা।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জানিও আমা।।
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কর্ণ কোপে জ্বলে।
নানাবর্ণ অস্ত্র বীর পার্থোপরি ফেলে।।
কর্ণ-ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
হাতে বৃক্ষ উপনীত বীর বৃকোদর।।
মার মার বলি অস্ত্র ফেলায় চৌদিকে।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে মেঘে।।
মুষল মুদগর শেল শূল শক্তি জাঠি।
গদা চক্র পরশু ভূষণ্ডি কোটি কোটি।।
মার মার বলি সবে চতুর্দ্দিকে ডাকে।
বৃষ্টিবৎ নানা অস্ত্র ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে।।
শরজালে আচ্ছাদিল বীর বৃকোদর।
কুজ্ঝটীতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর।।
বায়ুর নন্দন ভীম মহা-পরাক্রম।
অজাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ যেন ব্যাঘ্র করে ক্রম।।
পরম আনন্দ যার পাইলে সংগ্রাম।
এত অস্ত্র প্রহারে তিলেক নাহি শ্রম।।
অনলের তেজ যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
ক্রোধেতে উথলে যেন ভীম অস্ত্র পড়ে।।
জীবগণ মধ্যে যেন যুগান্তের অন্ত।
ভীম বিহরয়ে যেন দেখি সন্ধ্যাকান্ত।।
প্রলয়ের মেঘরাঝি জিনিয়া গর্জ্জন।
বৃক্ষ ঘুরাইয়া অস্ত্র করে নিবারণ।।
আথালি পাথালি বীর মারি বৃক্ষ বাড়ি।
সহস্র সহস্র চূর্ণ হয় ভূমে পড়ি।।
ভাঙ্গিয়া অনেক রথ রথী অশ্ব ধ্বজ।
সহস্র সহস্র ঘোড়া লক্ষ লক্ষ গজ।।
দক্ষিণ বামেতে বীর ধায় আগে পাছে।
মুহূর্ত্তেকে বহু সৈন্য নিপাতিল গাছে।।
মহাদাপে বৃকোদর যেই ভিতে ধায়।
পলায় সকল সৈন্য তূলা যেন বায়।।
সিন্ধুজল মন্থে যেন পর্ব্বত মন্দর।

পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর।।
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র-মণ্ডলে।
দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে।।
দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র।
খেদাড়িয়া লৈয়া যায় ভীম নৃপবৃন্দ।।
যেই দিকে বৃকোদর সৈন্যে যায় খেদি।
দুই দিকে তট যেন মধ্যে হয় নদী।।
যতেক আছিল সৈন্য রক্তে হৈল রাঙ্গা।
খরস্রোতা রক্ত বহে ভাদ্রে যেন গঙ্গা।।
ব্যাঘ্র যেন খেদি যায় ছাগলের পাল।
পলায় সকল রাজা নাহি বান্ধে আল।।
সঙ্গেতে থাকয়ে যার সদা নৃপবৃন্দ।
বিংশ-অক্ষৌহিণী-পতি ধায় জরাসন্ধ।।
একাদশ-অক্ষৌহিণী প্রতি দুর্য্যোধন।
সপ্ত-অক্ষৌহিণী-পতি বিরাট রাজন।।
পঞ্চ-অক্ষৌহিণী পতি ধায় শিশুপাল।
নব-অক্ষৌহিণী-পতি কলিঙ্গ-ভূপাল।।
বিন্দ অনুবিন্দ চারি অক্ষৌহিণী-পতি।
কোথা গেল রথ গজ তুরঙ্গ পদাতি।।
একা একা প্রাণ লৈয়া সবাই পলায়।
আইল আইল বলি, পাছে নাহি চায়।।
মুকুট পড়িল খসি, হাতের ধনুক।
তুলিয়া লিইতে কেহ নাহি বান্ধে বুক।।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে, পাছে নাহি দেখে।
মার মার বলিয়া সে ভীমসেন ডাকে।।
শরণ লইনু বলে মারে আছাড়িয়া।
পলাইলে রক্ষা নাই মারিল তাড়িয়া।।
পলায় নৃপতিগণ না দেশে নিষ্কৃতি।
উঠিলেন গর্জ্জিয়া মদ্রের অধিপতি।।
নানা অস্ত্র প্রহারয়ে মদ্রের অধিপতি।
কোপে বৃক্ষ প্রহারয়ে বীর বৃকোদর।।
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হৈয়া গেল।
লাফ দিয়া শল্য রাজা ভূমিতে পড়িল।।
হয় রথ চূর্ণ হৈল বৃক্ষের প্রহারে।
গদা লৈয়া শল্য রাজা ভূমির উপরে।।
গদাহস্তে শল্য রাজা তরু-হস্তে ভীম।
দোঁহাকার মহাযুদ্ধ হইল অসীম।।
কৌতুক দেখয়ে সবে থাকিয়া অন্তরে।
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে চারিভিতে ফিরে।।
পর্ব্বত-উপরে যেন পড়িল পর্ব্বত।
সর্ব্বরাজগণ যেন জানিল অদ্ভুত।।
পর্ব্বত-উপরে যেন বজ্রাঘাত হৈল।
সেইমত দোঁহাকার শব্দেতে পূরিল।।
পর্ব্বত-উপরে যেন পর্ব্বত উপরে।
মহাশব্দে প্রহারে দোঁহার কলেবরে।।
উভ মত্তহস্তী যেন পর্ব্বত উপর।
উভ মত্তবৃষ যেন গোষ্ঠের ভিতর।।
প্রলয়ের মেঘ যেন দোঁহার গর্জ্জন।
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে কাঁপে সর্ব্বজন।।
বিপরীত দোঁহার দন্তের কড়মড়ি।
ভূমিকম্প চরণে চলনে তড়বড়ি।।
এইমত কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় বীর বৃকোদর।।
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হৈয়া যায়।
দেখিয়া সকল রাজা অমনি পলায়।।
ঘুরাইয়া বৃক্ষ প্রহালে সব্য-হাত।
খসিয়া পড়িল গদা গুরুতরাঘাতে।।
নিরস্ত্র হিইল শল্য, কিছু নাহি আর।

লাফ দিয়া ধরে তারে পবন-কুমার।।
শল্যেরে ধরিল ভীম ভূমে ফেলি বৃক্ষে।
পায়ে ধরি তাহারে ঘুরায় অন্তরীক্ষে।।
দেখিয়া হাসয়ে যত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
টিটকারী দিয়া নাচে দিয়া করতালি। ।
আরে দুষ্ট ক্ষত্রগণ যে কর্ম্ম করিলা।
তাহার উচিত ফল হাতেতে পাইলা।।
দয়াযুক্ত হয়ে তব যতেক ব্রাহ্মণ।
ছাড় ছাড় বলিয়া করিল নিবারণ।।
এই মদ্রপতি সদা ব্রাহ্মণ সেবয়।
সে কারণে মারিবারে উচিত না হয়।।
শল্য যেন মরিল, হরিল তার জ্ঞান।
আর দুই তিন পাকে ছাড়িবে পরাণ।।
শুনি ভীম অনেক দ্বিজের উপরোধ।
বিশেষ মাতুল জানি ত্যাগ কৈল ক্রোধ।।
মৃতপ্রায় করিয়া শল্যেরে ছাড়ি দিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় মানিল।।
বাহুযুদ্ধে শল্যে জিনে নাহিক সংসারে।
এক হলধর আর বৃকোদর পারে।।
মনুষ্যের কর্ম্ম নয় জানিল নিশ্চয়।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়।।
প্রাণ লয়ে পলায় যতেক নরবর।
খেদাড়িয়া পাছে ধায় বীর বৃকোদর।।
মহাভারতের কথা সুধা-সিন্ধু- মত।
কাশীদাস কহে সাধু শুনে অবিরত।।

www.bengaliebook.com

কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

অর্জ্জুন-কর্ণেতে যুদ্ধ লোকেতে ভীষণ।
করিলেন যুদ্ধ যেন শ্রীরাম-রাবণ। ।
যেন বৃত্র বৃত্রহা মাধব-উমাধব।
বালি-সুগ্রীবের কিবা গজেন্দ্র কচ্ছপ।।
নানা অস্ত্র দুইজন দোঁহারে মারয়।
দূরে রহি রাজগণ দাণ্ডাইয়া চায়।।
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুল প্রতাপ।
এক বাণে সৃজিলেন শত শত সাপ।।
মহাশব্দে আসে সর্প যুড়িয়া আকাশ।
দেখিয়া নৃপতিগণে লাগিল তরাস।।
হাসিয়া গরুড়-অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ।
সকল ভুজঙ্গ ধরি গরাসে সুপর্ণ।।
শত শত খগবর উড়য়ে আকাশে।
ভুজঙ্গ গিলিয়া পার্থে গিলিতে আইসে।।
অগ্নি অস্ত্র এড়ি পার্থ করেন অনল।
আগুণে পক্ষীর পক্ষ পুড়িল সকল।।
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি কর্ণের উপর।
দেখি কর্ণ এড়িলেক অস্ত্র জলধর।।
বৃষ্টি করি নিবারণ কৈল বৈশ্বানর।
মুষলধারায় জল বর্ষে পার্থোপর।।
পুনরপি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
বৃষ্টি নিবারিতে এড়িলেন দিব্যবাণ।।
বায়ু-অস্ত্র মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
উড়াইল জল-অস্ত্র পার্থ বলবান।।
বায়ু-অস্ত্রে উড়াইল যত মেঘচয়।
মহাবাতে কাঁপাইল রবির তনয়।।
সন্ধিয়া আকাশ-অস্ত্র সংহারিল বাত।
এই মত দুইজনে হয় অস্ত্রাঘাত।।
সূচীমুখ অর্দ্ধচন্দ্র পরশু তোমর।
জাঠা জাঠি শক্তি শেল মুষল মুদগর।।
নানা অস্ত্র ফেলে দোঁহে যেবা যত জানে।
মুষলধারায় যেন বরিষে শ্রাবণে।।
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ, না দেখি যে আর।
দিন দুই প্রহরে হইল অন্ধকার।।
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর।
বিস্মিত নৃপতি যত দেখিয়া সমর।।
বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন।
কহ তুমি বেশধারী কে হও ব্রাহ্মণ।।
কিম্বা ভস্মানলে ছদ্মরূপ সহস্রাক্ষ।
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরূপাক্ষ।।
কিম্বা তুমি ধনুর্ব্বেদী কিম্বা তুমি রাম।
কিম্বা তুমি জীবন্ত পাণ্ডর্বাজ্জুন নাম।।
এত জন মধ্যে তুমি বল কোন্ জন।
মোর ঠাঁই অন্য কে জীবেক এতক্ষণ। ।
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
কি হবে আমার, তোরে দিলে পরিচয়।।
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন্ কাজ।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি তুমি মহারাজ।।
একা দেখি বেড়িলা হইয়া লক্ষ লক্ষ।
হারি পরিচয় মাগ হইয়া অশক্য।।
যদি প্রাণে ভয় হয়, যাহ পলাইয়া।
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া।।
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি আরুণি কুপিত।
অরুণ-নয়ন-যুগ্ম ঘুরে বিপরীত।।
অরুণ-অঙ্গজ বীর অরুণ-প্রতাপে।
অরুণ-সদৃশ বাণ বসাইল চাপে।।
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়িলেক বাণ।

অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান খান।।
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি।
নিরস্ত্র করিয়া অস্ত্র এড়েন কিরীটি।।
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয়।
সারাথি কাটেন তার বীর ধনঞ্জয়।।
বিরথী হইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর।
দেখি হাহাকার করে যত নৃপবর।।
কর্ণরক্ষা হেতু সব বেড়িল অর্জ্জুনে।
অর্জ্জুন করেন অস্ত্র বরিষণ রণে।।
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘে।
দিনকর-তেজ যেন সব ঠাই লাগে।।
সবাকার অঙ্গে অস্ত্র করেন প্রহার।
সহস্র সহস্র বীর হইল সংহার।।
কাটার কাটেন মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসা শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত।।
ধনুর সহিত কাটিলেন বামহাত।
গড়াগড়ি যায় কেহ বুকে বাজে ঘাত। ।
ভাদ্র মাসে পাকা তাল পড়ে যেন ঝড়ে।
পুঞ্জে পুঞ্জে স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে।।
ভীষণ দশন হস্তী পর্ব্বত-আকার।
মুষল মুদগর মারে মুণ্ডে সবাকার। ।
নব-মেঘ-ঘটা যেন শোভে ভূমিতলে।
পার্থের আঘাতে সব গড়াগড়ি বুলে।।
লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ সারথি রথ রথী।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কত পড়িল পদাতি।।
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মথে সিন্ধুজল।
দুই ভাই রাজগণে মথিল সকল।।
রক্তের বহিল নদী রক্তেতে সাঁতারে।
রক্তমাংসাহারী ধায় ঘোর রব করে। ।
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে যত রাজগণ।
জানিল, মনুষ্য নহে এই দুইজন।।
এত ভাবি নিবৃত্ত হইল রাজগণ।
দুই ভাই আনন্দে করেন আলিঙ্গন।।
চতুর্দ্দিক হইতে আইল দ্বিজগণ।
জয় জয় দিয়া কহে আশিস্ বচন।।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে হিত-উপকার।।
কাশীরাম দাস কহে, পাঁচালীর ছন্দ।
সজ্জন রসিক সাধু হেতু মকরন্দ।।

www.bengaliebook.com

যুদ্ধে বিমুখ হইয়া রাজগণের পলায়ন

দশ দশ যোজন চৌদিকে হৈল খেদা।
আড়ে দীর্ঘে শত ক্রোশ রক্তে হৈল কাদা।।
দ্বিজে মার মার বলি পূর্ব্বে শব্দ হৈল।
সেই ভয়ে যতেক ব্রাহ্মণ পলাইল।।
ঊর্দ্ধশ্বাস হীনবাস আউদর চুলি।
দণ্ড কমণ্ডলু পড়ে, নাহি লয় তুলি।।
ফেলে চর্ম্ম-পাদুকা ও স্কন্ধ হৈতে ছাতা।
মৃগচর্ম্ম ফেলে কেহ, ছিঁড়ি ফেলে পৈতা।।
বায়ুবেগে ধায় সবে, পাছে নাহি চায়।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ পলায়।।
পশ্চাৎ হইল যুদ্ধ ক্ষত্র ভঙ্গিয়ান।
বর্ণনে না যায় রাজগণ-অপমান।।
কোথা রথ কোথা গজ কোথা ভৃত্যগণ।
কেবল লইয়া প্রাণ ধায় রাজগণ।।
যে দিকে যে পারে যেতে সে গেল সে দিকে।
পলায় পশ্চিম-বাসী রাজা পূর্ব্ব ভাগে।।
উত্তরের রাজগণ দক্ষিণেতে গেল।
পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিক পাইল।।
হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পন্থ।
একে চাপি অন্যে যায় যেই বলবন্ত।।
বৃষ উষ্ট্র হয় হস্তী সেনা অগণন।
রথ রথী সারথি পলায় ভীতমন।।
রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার।
অবস্থা হইল যত কি কব তাহার।।
ঠেলাঠেলি চাপাচাপি অর্দ্ধ-সৈন্য মৈল।
স্থানে স্থানে পর্ব্বত-আকার সব রৈল।।
এক পদ কাটা কার কাটা দুই ভুজ।
বুকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুঁজ।।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার।
মুক্তকেশ, ভগ্নদেহ কাণ কাটা কার।।
আড়েওড়ে ঝাড়েঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া।
জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া।।
ক্ষত্র দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উভরড়ে।
দ্বিজে দেখি ক্ষত্রিয় লুকায় ঝাড়েঝোড়ে।।
দ্বিজের ক্ষত্রিয়-ভয়, ক্ষত্রে দ্বিজ- ভয়।
দ্বিজ ক্ষত্রবেশ ধরে, ক্ষত্রে দ্বিজ হয়।।
ধনুর্ব্বাণ ফেলিল হাতের গদা শূল।
মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল।।
তুলিয়া লইল ছত্রদণ্ড কমণ্ডুল।
ধনুর্ব্বাণ তুলি নিল ব্রাহ্মণ সকল।।
প্রাণভয়ে কেহ গিয়া ডুবে রহে জলে।
কেহ কাঁটাবনে পশে, কেহ বৃক্ষডালে।।
মড়ার ভিতরে কেহ মড়া হৈয়া রহে।
দূর দূরান্তরে কেহ ভয়ে স্থির নহে।।
ভাঙ্গিল রাজ্যের ঘর দেউল প্রাচীর।
বৃক্ষলতা চূর্ণ হৈল প্রাসাদ মন্দির।।
পাঞ্চালের রাজ্যে না রহিল বৃক্ষ ঘর।
কেবল পাইল রক্ষা দ্রুপদ- নগর।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস বিরচিল সাধু করে পান।।

রাজগণের যুদ্ধ-ভঙ্গের বিবরণ

আশ্চর্য্য শুনিয়া তবে রাজা জন্মেজয়।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে করিয়া বিনয়।।
কহ মুনিবর পুনঃ অদ্ভুত এ কথা।
পৃথিবীর রাজগণ মিলেছিল তথা।।
অসংখ্য অর্ব্বুদ সৈন্য না যায় গণন।
সকলে দলিল মাত্র ভাই দুই জন।।
না চাহি দ্রুপদ নৃহে হেন অবিহিত।
ক্ষত্র হৈয়া পলাইল রণে হৈয়া ভীত।।
সমূহ ক্ষত্রিয় মধ্যে ছাড়িয়া কন্যারে।
কি বুঝিয়া পলাইয়া গেল কি প্রকারে।।
কোথা গেল ধর্ম্মরাজ সহ মাদ্রী-সুত।
কোথা গেল যদুবংশী শ্রীরাম অচ্যুত।।
ভাঙ্গিল প্রাসাদ বৃক্ষ পাঞ্চাল- নগর।
কি মতে রহিল কুন্তী কুম্ভকার- ঘর।।
প্রাণ লৈয়া দেশান্তরে গেল প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে কি হইল, না জানি এখন।।
কহ শুনি অপূর্ব্ব কথন মুনিরাজ।
শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদিমাঝ।।
মুনি বলে, রহস্য শুনহ কুরুরাজ।
যখন বেড়িল আসি ক্ষত্রিয়-সমাজ।।
অনেক করিল যুদ্ধ দ্রুপদ-নৃপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন- সত্যজিৎ-শিখণ্ডী-সংহতি।।
শিশুপাল সহ সত্যজিতের সংগ্রাম।
বিরাট-শিখণ্ডী যুদ্ধ লোকে অনুপাম।।
তিন অক্ষৌহিণী দলে কৈল মহারণ।
অনেক সংগ্রাম কৈল করি প্রাণপণ।।
জরাসন্ধ সহিত দ্রুপদ নরপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন কৈল যুদ্ধ কীচক সংহতি।।
দুর্য্যোধনে ডাকি বলিলেন দ্রোণাচার্য্য।
নিবর্ত্তহ, দ্বিজ সঙ্গে নাহি কার্য্য।।
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ্য, সবার বিদিত।
তাহার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত।।
অবিহিত কর্ম্ম কৈলে ধর্ম্মে নাহি সহে।
অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হৈলে কভু জয় নহে।।
অনাথ দুর্ব্বল জন কৃষ্ণ বলবান্।
দুষ্টকর্ম্ম ভাল নহে তাঁর বিদ্যমান।।
গরুড়-আরূঢ় হয়ে আছেন শ্রীপতি।
তাঁর বলে যুঝে বার, হেন লয় মতি।।
যাবৎ না হন ক্রুদ্ধ দেব হৃষীকেশ।
চল ভালে ভালে প্রাণ লৈয়া যাই দেশ।।
ভীষ্ম যাহা বলিলেন, হইল বিদিত।
কুন্তীপুত্র পার্থ এই জানহ নিশ্চিত।।
অচল পর্ব্বত-প্রায় দাঁড়াইয়া আছে।
কার শক্তি নাহিক যাইতে তার কাছে।।
মানুষেতে কার শক্তি বিন্ধে হেন লক্ষ্য।
কার শক্তি নিবারয়ে এতেক বিপক্ষে।।
শরতের মেঘ যেন উড়ায় পবনে।
বড় বড় রাজগণ ভঙ্গ দিল রণে।।
ভীষ্ম বলিলেন, দ্রোণ যাইবে কেমনে।
লক্ষ রাজা বেড়িলেক একই ব্রাহ্মণে।।
পরার্থে দ্বিজার্থে সাধু ত্যজে যে জীবন।
হেনকথা নীতি শাস্ত্রে কহে সর্ব্বক্ষণ।।
সাক্ষাতে দেখিয়া ইহা যাইব কেমনে।
রাখিব ব্রাহ্মণ আজি মারি রাজগণে।।
তোমাকেও হেন কর্ম্মে না চাহি আচার্য্য।
প্রাণপণে করে লোক দ্বিজাতি সাহায্য।।
হের দেখ হীনঅস্ত্র দুর্ব্বল দ্বিজগণ।

www.bengaliebook.com

প্রাণপণে ধাইতেছে জাতির কারণ।।
দ্বিজ নহে এ যদি কুন্তীর নন্দন।
সঙ্কটে রাখিয়া যাই করিয়া কেমনে। ।
দ্রোণ কহে, একা পার্থ হয় ইথে ক্ষম।
বিশেষ বুঝিব আজি পার্থ পরাক্রম। ।
এই যে অর্জ্জুন রণে করে পরাক্রম।
হের দেখ বন্ধু তার দুষ্টগণ- যম। ।
মুহূর্ত্তেকে সবাকারে করিবে সংহার।
এইখানে রহিবারে ভদ্র নাহি আব।।
হের দেখ বেগে আসে হাতে তরুবর।
অন্য কেহ নহে এই, বীর বৃকোদর।।
জানি আমি ভালমতে তাহার চরিত।
নাহি পরাপর জ্ঞান, বুঝে বিপরীত। ।
পূর্ব্বের বালক বলি নাহি জান ভীমা।
পিতামহ বলিয়া না উপেক্ষিবে তোমা।।
জতুগৃহে পোড়াইলা, সেই ক্রোধ আছে।
হের এই দিকে আসে হাতে লয়ে গাছে। ।
চল শীঘ্র নহিলে ঘটিবে পরমাদ।
বুঝি তব বৃক্ষবাড়ি খেতে আছে সাধ।।
ভীষ্ম চলিলেন শুনি দ্রোণের বচন।
দুর্য্যোধন প্রভৃতি লইয়া সৈন্যগণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সাধু শুনে পুণ্যবান।।

ভীমের যুদ্ধে রাজ-পরিবারদিগের ত্রাস

ভীমের ভৈরব নাদ, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।
হাতে বৃক্ষ যেন যুগ-অন্ত সমবর্ত্তী।।
ভঙ্গ দিয়া রাজগণ ধায় চতুর্ভিত।
মহারোল নগরে হইল অপ্রমিত।।
হেনকালে আইল পুরের এক জন।
দ্রৌপদীর আগে কহে করিয়া ক্রন্দন।।
দেখ সৈন্যভঙ্গ, যেন সিন্ধু উথলিল।
নগরের ঘরদ্বার-সকলি ভাঙ্গিল।।
প্রাণ লয়ে দেশান্তরে গেল প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে কি হৈল না জানি এখন।।
ধনে-প্রানে রাজ্য-দেশ সবার সহিত।
তোমার কারণে রাজা মজিল নিশ্চিত।।
শুনিয়া কাতার হৈয়া দ্রুপদ-নন্দিনী।
জনকের ঠাঁই শীঘ্র পাঠায় কেশিনী।।
যাহ শীঘ্র কেশিনী জনকে গিয়া কহ।
ত্যজ যুদ্ধ আপনার কুটুম্ব রাখহ।।
আপনার প্রাণ রাখ আর আত্মগণ।
দারা বধূ রাখ গিয়া, আর পরিজন।।
আপনা রাখিলে তাত সকলি পাইবা।
আমার লাগিয়া কেন সবংশে মজিবা।।
যে পণ করিয়াছিলা হইল পূর্ণিত।
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ্য সবার বিদিত।।
মম ভাল মদ এবে তোমারে না লাগে।
ব্রাহ্মণের হইলাম, আছি তাঁর আগে।।
যাহ শীঘ্র না রহিও, আমার শপথ।
শুনিয়া দ্রৌপদী-বার্ত্তা ব্যথিত দ্রুপদ।।
পুত্রগণে আনি কহে সকরুণ-বাণী।
যতেক কহিয়া পাঠাইয়া যাজ্ঞসেনী।।
চলি যাহ পুত্রগণ, সম্বরহ রণ।
এ সৈন্য সাগর কে করিবে নিবারণ।।
সমান সহিতে যে সংগ্রাম সুশোভন।
না শোভে পতঙ্গপ্রায় অগ্নিতে মরণ।।
বিশেষ না জানি অন্তঃপুর ভদ্রাভদ্র।
সৈন্যগণ কোলাহল প্রলয়-সমুদ্র।।
আপনার প্রাণ রাখ, রাখ পুরজন।
আমি রহিলাম দ্বিজ-সাহায্য-কারণ।।
যুদ্ধ করি প্রাণ আমি ত্যজি আপনার।
কৃষ্ণার যে গতি আজি, সে গতি আমার।।
ধৃষ্টদ্যুন্ন বলে, পিতা মুখে নাহি লাজ।
ভগিনীকে ছাড়ি যাব সংগ্রামের মাঝ।।
হেন প্রাণ রাখি আর কোন্ প্রয়োজন।
কোন্ লাজে লোকে দেখাইব এ বদন।।
মারিব, মারিব আজি করিব সমর।
তুমি যাহ, রাখ গিয়া আপনার ঘর।।
পুত্রের বচন শুনি বলয়ে দ্রুপদ।
কৃষ্ণা পাঠাইয়া বলি আপন বিপদে।।
যত দিন কৃষ্ণা জন্মিয়াছে মম গৃহে।
কভু নাহি লঙ্ঘি আমি, কৃষ্ণা যাহা কহে।।
বৃহস্পত্যধিক বুদ্ধি কৃষ্ণা শশিমুখী।
যাহার মন্ত্রণাবলে রাজ্যে আমি সুখী।।
কৃষ্ণা যে কহিলা যুদ্ধ করিতে বারণ।
তোমা সবা যেতে কহি তাহার কারণ।।
ধৃষ্টদ্যুন্ন বলিল, তোমরা যাহ ঘর।
কৃষ্ণার রক্ষণে আমি আছি একেশ্বর।।
এত বলি প্রবোধি পাঠায় সবাকারে।

পুনঃ ধৃষ্টদ্যুন্ন গিয়া প্রবেশে সমরে।।
করিল অনেক যুদ্ধ কীচক সংহতি।
গদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুন্ন করিল বিরথী।।
গদার প্রহারে তাঁর হত হৈল জ্ঞান।
হাত হৈতে খসিয়া পড়িল ধনুর্ব্বাণ।।
নিরস্ত্র বিরথ হৈল দ্রুপদ-নন্দন।
দ্বিজগণ মধ্যে পশি রাখিল জীবন।।
কান্দয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ।
না জানি যে কিবা হৈল, বৃদ্ধ মম বাপ।।
না জানি যে কিবা হৈল মাতৃ-ভাতৃগণ।
বহু বিলাপিয়া দেবী করেন ক্রন্দন।।
কৃষ্ণার রোদন দেখি কন ধনঞ্জয়।
কি হেতু কান্দহ দেবী, কারে তব ভয়।।
কৃষ্ণা বলে, আপনাকে নাহি করি তাপ।
মম হেতু সবংশে মজিল মম বাপ।।
পার্থ বলে, কি হইবে করিলে বিষাদ।
অভয়-পঙ্কজ হয় গোবিন্দের পাদ।।
এ মহা-বিপদ-সিন্দু-তরিতে তরণী।
গোবিন্দকে স্মরণ করহ যাজ্ঞসেনী।।
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ আপদহর্ত্তা সবাকার তাত।।
তোমা বিনা রাখে মোর, নাহি অন্য জন।
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ।।
পিতা মাতা রাখ মোর, রাখ ভ্রাতৃগণ।
রাজ্য দেশ রক্ষ মোর যত প্রজাগণ।।
তুমি মম সত্য পাল, আমি যদি সতী।
সবা জিনি মোরে লক দ্বিজ মম পতি।।
দ্রৌপদীর আপন জানিয়া জগন্নাথ।
নাহি ভয় বলিয়া তুলিলা বাম হাত।।

দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য।
শব্দেতে নিঃশব্দ হৈল যত রিপুসৈন্য।।
সর্ব্ব যদুগণে ডাকি বলেন গোবিন্দ।
এই দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল রাজবৃন্দ।।
সৈন্যগণ গতাযাতে ভাঙ্গিল নগর।
যত্নপূর্ব রাখ সবে পাঞ্চালের ঘর।।
শুনিয়া সাত্যকি গদ প্রদ্যুন্ন সারণ।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন।।
এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার।
তুমি তার প্রিয়বন্ধু, বলয়ে সংসার।।
এ মহা সঙ্কট মধ্যে পড়িয়াছে একা।
আর কোন্ কালে তার তুমি হবে সখা।।
তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব মোরা সবে।
মারিয়া ক্ষত্রিয়গণে রাখিব পাণ্ডবে।।
এত বলি চলে সবে যুদ্ধ করিবারে।
প্রবোধিয়া বাসুদেব রাখেন সবারে।।
এতক্ষণ আমি মারিতাম রাজগণ।
যুদ্ধ করিবারে রাম করেন বারণ।।
রামের বচন কেবা লঙ্ঘিবারে ক্ষম।
বিশেষ বুঝিব অজ্জুনের পরাক্রম।।
পৃথিবীর লোক যদি হয় একত্রিত।
অজ্জুনে জিনিতে নারে কহিনু নিশ্চিত।।
চিন্তিত না হও কিছু অজ্জুর্ন-কারণ।
পাঞ্চাল নগর গিয়া করহ রক্ষণ।।
কৃষ্ণের বচনে যত যাদব ভূপাল।
রক্ষা হেতু গেল সবে নগর পাঞ্চাল।।
অস্ত্রশস্ত্র হাতে প্রতি ঘরে প্রতিজন।
প্রজাগণ রক্ষিল নিবারি সৈন্যগণ।।
কুন্তীর বসতি কুম্ভকার-কর্ম্মশাল।

www.bengaliebook.com

তথা রক্ষা হেতু যান শ্রীরাম গোপাল।।
মহাভারতের কথা সুধার সমান।
ভক্তিতে শুনিলে লভে নর দিব্যজ্ঞানে।।

অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর কুম্ভকার-গৃহে গমন

মুনি বলে, অবধান কর জন্মেজয়।
জিনিয়া সকল সৈন্য ভীম ধনঞ্জয়।।
সমস্ত দিবস হৈল, হৈল সন্ধ্যাকাল।
ধীরে ধীরে গেলেন ভার্গব-কর্ম্মশাল।।
দোঁহার পশ্চাৎ চলে দ্রুপদ-নন্দিনী।
মত্তহস্তী পাছে যেন চলিল হস্তিনী।।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত যতেক দ্বিজগণ।
কেমনে বাহির হৈব চিন্তে দুইজন।।
কৃতাঞ্জলি হইয়া বলয়ে দ্বিজগণে।
বিদায় মাগি যে আজি সবাকার স্থানে।।
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বলে দ্বিজগণ।
এমত অপ্রিয় দ্বিজ বল কি কারণ।।
তোমা দোঁহা সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন।
নাহি জানি কি করিবে যত ক্ষত্রগণ।।
নিশাকালে তোমা দোঁহে নিঃসখা দেখিয়া।
দোঁহে মারি দ্রৌপদীরে লইবে কাড়িয়া।।
দোঁহারে বেড়িয়া সবে থাকি চতুর্ভিতে।
যাবৎ না শুনি, ক্ষত্র নাহি এ দেশেতে।।
পার্থ বলে সে ভয় না কর দ্বিজগণ।
আজি যাহ, কালি সবে করিব মিলন।।
অনেক প্রকারে পুনঃপুনঃ বুঝাইল।
তথাপিহ দ্বিজগণ সঙ্গ না ছাড়িল।।
দ্বিজগণ মধ্যে ছিল ধৌম্য তপোধন।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে সব দ্বিজগণ।।
কোথাকারে যাহ সবে এ দোঁহা সংহতি।
চিনিলে কি এই দোঁহে, হয় কোন্ জাতি।।
কিবা দৈত্য, কিবা দেব, রাক্ষস কিন্নর।
কাহার তনয় দোঁহে, কোন্ দেশে ঘর।।
ইহার সংহতি তবে কোন্ প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুক গমন।।
ধৌম্য-বাক্য শুনি সবে ভয় হৈল মনে।
দোঁহাকার সংহতি ছাড়িল দ্বিজগণে।।
দ্বিজগণ মধ্যে বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিল।
ভগিনীর মমত্ব কদাচ না ছাড়িল।।
গুপ্তবেশে পাশে পাছে চলিল সংহতি।
মেঘে ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাতি।।
হেনকালে যুধিষ্ঠির সঙ্গে দুই ভাই।
যাইতে ভার্গব-গৃহে মিলেন তথাই।।
একা কুম্ভকার-গৃহে ভোজের নন্দিনী।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।।
না দেখিয়া পুত্রগণে কান্দেন ব্যাকুলে।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বৈসে, ভাসে অশ্রুজলে।।
ভিক্ষার সময় গেল হইল রজনী।
এতক্ষণ না আইল, কি হেতু না জানি।।
চতুর্দ্দিকে শুনি যে সৈন্যের কোলাহল।
মার মার বিপ্রগণে ডাকিছে সকল।।
অনুক্ষণ দ্বন্দ্ব বিনা ভীম নাহি জানে।
আজি বুঝি বিরোধ করিল কার সনে।।
এই হেতু, দ্বিজে কিবা মারে ক্ষত্রগণ।
বহু বিলাপিয়া কুন্তী করেন রোদন।।
হেনকালে উত্তরিল পঞ্চ সহোদর।
হৃষ্টচিত্তে মায়েরে ডাকিছে বৃকোদর।।
আজি মাতা সমস্ত দিন দুঃখ পাইলা।
উপবাসে মহাক্লেশে দিন গোঙাইলা।।
অনেক কলহ আজি হইল জননী।

সে কারণে হৈল মাতা এতেক রজনী।।
রাত্রিতে মিলিল ভিক্ষা, দেখ আসি মাতা।
কুন্তী বলে বাটিয়া লহ রে পঞ্চ ভ্রাতা।।
তোমা সবাকার বাক্য কর্ণে শুনি সুধা।
আনন্দ-সমুদ্রে ডুবি গেল মম ক্ষুধা।।
আয়রে সোণার চাঁদ, অরে বাছাধন।
নিকটে এস রে, দেখি সবার বদন।।
এত বলি শীঘ্র কুন্তী হইয়া বাহির।
একে একে চুম্ব দিল সবাকার শির।।
সবার পশ্চাৎ দেখি দ্রুপদ নন্দিনী।
পূর্ণ-শশধর-মুখী-গজেন্দ্র গামিনী।।
তাঁরে দেখি কুন্তী দেখি সবার পশ্চাতে।
ভীম বলে, জননী এ দ্রুপদ-দুহিতা।।
একচক্রা, নগরে শুনিলা যার কথা।
ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল।
তোমার প্রসাধে জয় সর্ব্বত্র জন্মিল।।
এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল রজনী।
শুনিয়া বিস্ময় হৈলা ভোজের নন্দিনী।।
কুন্তী বলিলেন তবে শুন পঞ্চ ভাই।
কহিলাম কি কথা, অগ্রেতে জানি নাই।।
কেন হেন বৈলে পুত্র, কি কর্ব্ম করিলা।
কন্যারে পাইয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলা।।
ভিক্ষা জানি বলি বাঁটি লও পঞ্চজন।
কিমতে মায়ের বাক্য করিবা লঙ্ঘন।।
তদন্তরে দ্রৌপদীরে কুন্তী ধরি হাতে।
যুধিষ্ঠির আগে কহে কান্দিতে কান্দিতে।।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম পুত্র তোমার গোচর।
শুনিয়াছ আমি করিলাম যে উত্তর।।
পুত্র হয়ে মোর বাক্য লঙ্ঘিবা কি মতে।
না লঙ্ঘিলে বিপরীত হইবে শুনিতে।।
যেমতে লঙ্ঘন নাহি হয় মম বাণী।
ধর্ম্মচ্যুত নাহি হয় দ্রুপদ-নন্দিনী।।
বুঝিয়া বিধান তার করহ আপনি।
এত বলি কান্দে দেবী চক্ষে বহে পানি।।
মায়ের বচনে শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
ব্যাসের বচন পূর্ব্ব হইল স্মরণ।।
একচক্রা নগরে বলিলা ব্যাস মুনি।
পূর্ব্বে দ্বিজকন্যারে, কহিলা শূলপানি।।
পঞ্চ স্বামী হবে তোর না হয় খণ্ডন।
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিলা এখন।।
তেঁই কহে মায়ে ধর্ম্ম আশ্বাস বচন।
তোমার বচন মাতা নহিবে লঙ্ঘন।।
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ধর্ম্ম নৃপবরে।।
বড় কর্ম্ম করিলা, পাইলা বহু কষ্ট।
লক্ষ্য বিন্ধি লক্ষ্য রাজা করিলা হে ভ্রষ্ট।।
বহু কষ্টে প্রাপ্ত হৈলে দ্রুপদ-নন্দিনী।
শুভকর্ম্মে বিলম্ব না কর ভাল মানি।।
ডাকাইয়া আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণ।
বিভা আজি কর ভাই করি শুভক্ষণ।।
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয়।।
লোকে বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার।
বিবাহ তোমার আগে হইবে আমার।।
প্রথমে তোমার হবে, ভীম তার পাছে।
তদন্তরে আমার শাস্ত্রেতে হেন আছে।।
পার্থ-বাক্য শুনি ধর্ম্ম হয়ে হৃষ্টমন।
শিরে চুম্ব দিয়া করিলেন আলিঙ্গন।।

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ।।

কুন্তীর নিকটে রাম ও কৃষ্ণের আগমন

ধর্ম্ম চক্রশালে যবে করেন প্রবেশ।
হেনকালে আইলেন রাম হৃষীকেশ।।
প্রণাম করিয়া দোঁহে কুন্তীর চরণে।
আপনার পরিচয় দেন দুইজন।।
শুনি শূরসেন-সুতা দোঁহে করি কোলে।
দোঁহারে করান স্নান নয়নের জলে।।
কোথা ছিলি তাত মোর অনাথের নড়ি।
হাপুতির পুত তোরা দরিদ্রের কড়ি।।
দ্বাদশ বৎসর আমি মুখ নাহি দেখি।
অনুক্ষণ কান্দিয়া দুর্ব্বল হৈল আঁখি।।
আজিকার রাত্রি মোর হৈল সুপ্রভাত।
দ্বাদশ বর্ষের কষ্ট আজি গেল তাত।।
কহ তাত সবার কুশল সমাচার।
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার।।
দ্বাদশ বৎসর হৈল, নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে, কেবা জীয়ে, কিছুই না জানি।।
নাহি জানি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
না জানি যে এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা।।
গহন কাননে ভ্রমি আর কত দেশ।
দ্বাদশ বৎসর কেহ না করে উদ্দেশ।।
কৃষ্ণ কহিলেন, দেবী ত্যজ মনস্তাপ।
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের মহাপাপ।।
গৃহদাহে মরিলা, শুনিয়া এই কথা।
সাতদিন অন্ন জল না ছুঁলেন পিতা।।
আমারে পাঠাইলেন বুঝিতে কারণ।
বিদুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ।।
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে।
তোমা স্মরি তাত ভাসিছেন অশ্রুজলে।।
কিন্তু কি করিব বল বিধির লিখন।
কেহ নাহি পারে যাহা করিতে লঙ্ঘন।।
শোক না করিহ দেবী, দুঃখ হৈল শেষ।
কালি কিম্বা পরশ্ব চলহ নিজ দেশ।।
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধর্ম্ম-পাশ।
করপুটে প্রণমিয়া করেন সম্ভাষ।।
শীঘ্র উঠি ধর্ম্মসুত করি অলিঙ্গন।
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসেন দুজন।।
স্নেহভাবে দোঁহারে না ছাড়ে দুইজন।
বহুক্ষণে দোঁহা মুখে না সরে বচন।।
তবে পঞ্চ ভাই রাম কৃষ্ণে সম্বোধিয়া।
যতেক পূর্ব্বের কষ্ট কহেন বসিয়া।।
কহেন সকল কথা ধর্ম্মের নন্দন।
জতুগৃহ যে প্রকারে হইল দাহন।।
বিদুরের মন্ত্রণাতে যেমতে উদ্ধার।
রাক্ষসের মুখে রক্ষা হৈল যে প্রকার।।
বনে, বনে, দেশে দেশে, তপস্বীর বেশ।
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ক্লেশ।।
একে একে কহেন সকল বিবরণ।
শুনি আশ্বাসিয়া বলে দেবকী-নন্দন।।
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র, নষ্ট তার পুত্রগণ।
সমুচিত ফল তারা পাইবে এখন।।
যদি প্রীতে বাঁটিয়া না দেয় রাজ্যভার।
সকলে মিলিয়া তারে করিব সংহার।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন , তবে দামোদরে।
কি মতে জানিলা মোরা কুম্ভকার ঘরে।।
কৃষ্ণ বলেন, যে যুদ্ধ কৈল তব ভাই।

মনুষ্য করিতে পারে ক্ষিতিমাঝে নাই।।
বিনা ভীমার্জ্জুন অন্যে করিতে না পারে।
সন্ধানে জানিনু তেঁই আছ এই ঘরে। ।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, আজি সুপ্রভাত।
তাই আজি নয়নে দেখিনু জগন্নাথ।।
একমাত্র বড় ভয় হতেছে অন্তরে।
সবে জ্ঞাত হৈল, আজি কুম্ভকার ঘরে।।
বিশেষ তোমার হইয়াছ আগমন।
এ সকল বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন।।
গোবিন্দ বলেন, রাজা ভয় কর কারে।
শত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে।।
তিন লোক সহায় করিয়া যদি আসে।
মুহূর্ত্তেকে বিনাশিব চক্ষুর নিমিষে।।
সপ্তবংশ সহ আমি যাজ্ঞসেন সখা।
সবারে করিবে জয় ভীমার্জ্জুন একা।।
যুধিষ্ঠির কহেন, যে তাহারে না গণি।
জ্যেষ্ঠভাত ধৃতরাষ্ট্রে বড় ভয় মানি।।
আজিকার রজনী বঞ্চিব এই দেশে।
যেই চিত্তে লয়, কালি করিব দিবসে।।
এত বলি মেলানি করিল দুই জনে।
বিদায় হইয়া যান রাম নারায়ণে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

দ্রুপদ রাজার খেদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবোধ বাক্য

ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর দ্রুপদ নন্দন।
গুপ্তবেশে দেখিল সকল বিবরণ।।
যবে কৃষ্ণা লইয়া আইলা কুন্তীর তনয়।
গুপ্তবেশে ভগ্নী-মোহে ধৃষ্টদ্যুম্ন রয়।।
সকল বৃত্তান্ত বীর দেখিল নয়নে।
পিতারে জানাতে গেল ত্বরিত গমনে।।
হেথা যাজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী-শোকে।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে অধোমুখে।।
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত মন্ত্রিগণ।
পুত্রগণ কান্দে আর অন্তঃপুর জন।।
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা।
রাজা বলে, একা দেখি কৃষ্ণা মম কোথা।।
হরি হরি বিধি মোর কৈল হেন গতি।
অবহেলে হারাইনু কৃষ্ণা গুণবতী।।
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার।
কি হইল লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ-কুমার।।
একা দ্বিজে বেড়েছিল যত রাজগণ।
কহ পুত্র সংগ্রামে জিনিল কোন্ জন।।
সর্ব্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাঁর বাক্যে কৃষ্ণার করিনু স্বয়ম্বর।।
ধনুর্ব্বাণ দিল লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মাণ।
বলিলেন, পার্থ বিনা না পারিবে আন্।।
মম কর্ম্মদোষে মুনি-বাক্য মিথ্যা হৈল।
কালে বিপরীত ফল আমাতে ফলিল।।
কহ বাপু, কৃষ্ণা রাখি আইলা কোথায়।
কৃষ্ণা ছাড়ি কোন্ মুখে আইলা হেথায়।।
হা কৃষ্ণা হা কৃষ্ণা মম প্রাণের তনয়া।
এত বলি পড়ে রাজা মূর্চ্ছাগত হৈয়া।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, আর না কান্দ রাজন।
সকল মঙ্গল রাজা ত্যজ দুঃখমন।।
ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নয়।
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয়।।
শুনি কহ কহ, বলি উঠিল রাজন।
কিমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, অবধানে শুন পিতা।
কহনে না যায় সেই ব্রাহ্মণের কথা।।
শতপুর করিয়া বেড়িল রাজগণ।
সবারে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ।।
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর।
সুরাসুর মানুষে সদৃশ নাই তার।।
হাতে বৃক্ষ হানে যেন বজ্র-হস্তে ইন্দ্র।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক নরেন্দ্র।।
এইমত যুদ্ধে তাত, হইল রজনী।
দুইজন সঙ্গে চলি গেল যাজ্ঞসেনী।।
এ দোঁহার সহ তাত আর তিনজন।
পথেতে যাইতে হৈল সবার মিলন।।
ভার্গবের কর্ম্মশালে আশ্রয়ে আছিল।
পঞ্চজন মিলিয়া তথায় চলি গেল।।
নারী এক ছিল তাহে পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে বিনা দীপে ঘর আলো করি।।
জননী হইবে তার বুঝিনু কথায়।
তিন ভাই কৃষ্ণা সহ রাখিয়া তথায়।।
তত রাত্রে গেল দোঁহে ভিক্ষার কারণ।
ভিক্ষা করি আনি দিল করিতে রন্ধন।।
রন্ধন করিল কৃষ্ণা চক্ষুর নিমিষে।

মাতা তার সাদরে বলিল প্রিয়ভাষে। ।
আশে পাশে ডাকিয়া আইস পুত্রগণ।
উপবাসী অতিথি থাকয়ে কোন্ জন।।
অতিথিরে দিয়া যেই অবশেষ থাকে।
দুই ভাগ করি কৃষ্ণা বাঁটহ তাহাকে।।
এক ভাগ করি কৃষ্ণা বাঁটহ তাহাকে।।
এক ভাগ দাও বাপু ইহার গোচর।
আর এত ভাগ কৃষ্ণা পঞ্চ ভাগ কর।।
চারি ভাগ দেহ এই চারি বিদ্যমানে।
এক ভাগ দ্রৌপদী করহ দুই স্থানে। ।
তুমি অৰ্দ্ধ লহ মোরে দেহ অৰ্দ্ধ আনি।
সেই মত বাঁটিয়া দিলেক যাজ্ঞসেনী।।
এত যদি পুনঃ পুনঃ কহিল জননী।
ক্রোধ করি দুষ্ট দ্বিজ কহে কটুবাণী।।
এত রাত্রে অতিথিরে পাইব কোথায়।
ভুঞ্জিয়া থাকিবে কিম্বা থাকিবে নিদ্রায়।।
আজিকার ভিক্ষা মাতা সমধিক নহে।
বিশেষ যুদ্ধের শ্রমে পেটে অগ্নি দহে।।
আজিকার দিনে মাতা অতিথি রহুক।
ভয়েতে জননী বলে, তাহাই হউক।।
পুনঃ বলে, অতিথির ভাগ দেহ মোরে।
কালি প্রাতে যত ইচ্ছা, দিও অতিথিরে।।
দেহ দেহ বলি পুনঃ ডাকিল জননী।
সেইরূপ বাঁটিল দিলেন যাজ্ঞসেনী। ।
গ্রাস দুই তিনে সেই সকলি খাইল।
মণ্ড আন মণ্ড আন, বলি ডাক দিল।।
না পাইয়া মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষেতে চায়।
মোর মনে দ্রৌপদীরে মারিলেক প্রায়।।
মণ্ড না পাইয়া মনে জন্মে মহাক্রোধ।
ক্ষুধানলে তনু জ্বলে না মানে প্রবোধ।।
মাতা বলে, তাত আজিকার দোষ খণ্ড।
নূতন রন্ধনী, আজি না রাখিল মণ্ড।।
মায়ের বচনে বহুমতে শান্ত হৈল।
ভোজন শেষেতে তবে আচমন কৈল।।
ভোজন করিয়া চাহে শয়ন করিতে।
সবার কনিষ্ঠে বলে শয্যা পাতি দিতে।।
সাবার উপরে শয্যা করিল মাতার।
পঞ্চ ভাইয়ের শয্যা পদনীচে তাঁর। ।
সবার চরণতলে কৃষ্ণা শয্যা পাতি।
হৃষ্ট হৈয়া শুইল দ্রৌপদি গুণবতী।।
শুইয়া সে সব তারা করিল তখন।
তাহে জানিলাম ছদ্ম না হয় ব্রাহ্মণ।।
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে সাধু নর। ।

দ্রুপদ-রাজপুরে পাণ্ডবদিগকে আনয়ন

শুনিয়া দ্রুপদ রাজা আনন্দিত মনে।
উঠি বসি রাত্রি পোহাইল জাগরণে।।
পূর্ব্বভিতে দেখি রাজা অরুণ- উদয়।
পুরোহিত-দ্বিজে কহে করিয়া বিনয়। ।
কুম্ভকার-শালে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
পরিচয় লহ, তারা হয় কোন্ জাতি।।
রাজার পাইয়া আজ্ঞা চলিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া প্রণমিল পঞ্চজন।।
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজমণি।
সত্যশীল শ্রেষ্ঠ তুমি, বুঝি অনুমানি।।
যাহা জিজ্ঞাসিব নাহি করিবা ভণ্ডন।
পরিচয় হচ্ছে তোমা দ্রুপদ-রাজন।।
দ্রুপদ-রাজার এই মানস আছিল।
দ্রৌপদী কুমারী তাঁর যে দিনে জন্মিল।।
কুরুবংশে পাণ্ডুরাজা সখা প্রিয়তর।
তাঁর পুত্রে কন্যা দিব, চিন্তিল অন্তর।।
গৃহদাহে মাতা সহ মৈল পঞ্চ ভাই।
সবে এই কথা কহে, প্রত্যয় না যাই।।
ব্যাস সহ যুক্তি করি লক্ষ্য কৈল পণ।
বিনা পার্থ বিন্ধিতে নারিবে অন্য জন।।
এই হেতু মনে বড় আছয়ে সন্দেহ।
কে তুমি, কাহার পুত্র, পচিয় দেহ।।
ধর্ম্ম কহে, পরিচয়ে কোন্ প্রয়োজন।
জাতির নির্ণয় নাহি লক্ষ্য কৈলে পণ।।
সেই পণে এই কন্যা আনিল জিনিয়া।
এক্ষণে কি কাজ জাতি বর্ণ জিজ্ঞাসিয়া।।
পুরোহিত বলে, তাহা কে লঙ্ঘিতে পারে।
পরিচয় দিয়া প্রীত করহ রাজারে।।
যুধিষ্ঠির বলে, গিয়া কহ নৃপবরে।
হীনজাতি জন কি বিন্ধিতে লক্ষ্য পারে।।
শুনি পুরোহিত গিয়া দ্রুপদে কহিল।
পরিচয় না পাইয়া নৃপতি চিন্তিল।।
পুত্রগণ সহ তবে বিচার করিয়া।
ছয়খান রথ তবে দিল পাঠাইয়া।।
পুত্রে পাঠাইল আগুসরি লইবারে।
রথ লইয়া ধৃষ্টদ্যুন্ন গেল তথাকারে।।
চিহ্ন জানিবারে পথে থুইল রাজন।
পাশাক্রীড়া বেদবিদ্যা পুরাণ পঠন।।
ধান্য যব নানা শস্য রাখে দুই ভিতে।
ধনুকাটি নানা অস্ত্র তূণের সহিতে।।
নট নটী নৃত্য করে, বন্দীগণে গান।
চারিভিতে সুসজ্জিত অশ্ব গজ যান। ।
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল শীঘ্রগতি।
সবিনয়ে বলে তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি।।
পাঠাইল নরপতি পরম আদরে।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই চল তথাকারে। ।
ধর্ম্মরাজ শুনিয়া বিলম্ব না করিয়া।
পঞ্চ ভাই পঞ্চ রথে চড়িলেক গিয়া। ।
এক রথে কৃষ্ণা সহ ভোজের নন্দিনী।
বাজিল বিবিধ বাধ্য সুমঙ্গল ধ্বনি।।
দুই ভিতে নানারত্ন থুইল রাজন।
কারু ভিতে না চাহিল ভাই পঞ্চ জন।।
বিচারে জানিল যত পাত্র মিত্রগণে।
সামান্য নয় এই ভাই পঞ্চজনে।।
তাঁহাদের কর্ম্ম দেখি সবার বিস্ময়।

লোকে বলে ছদ্ম দ্বিজ মনুষ্য এ নয়।।
যথায় দ্রুপদ ভূপ রত্ন-সিংহাসনে।
বেষ্টিত হইয়া যত পাত্র মিত্রগণে।।
তথা আসি উপস্থিত ভাই পঞ্চজন।
উঠিয়া আপনি রাজা কৈল সম্ভাষণ।।
কুন্তী সহ দ্রৌপদীরে অন্তঃপুরে নিল।
নারীগণ হুলুধ্বনি করিতে লাগিল।।
মহাভারতের কথা শ্রবণে মঙ্গল।
কাশীরাম কহে, লভে ভারতের ফল।।

যুধিষ্ঠিরকে দ্রুপদের পরিচয় জিজ্ঞাসা

বসিল দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
পাত্রমিত্রগণ আর দ্বিজ পুরোহিত। ।
পঞ্চজন-মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ।
হরষিত হৈয়া রাজা বলেন বচন।।
কে তোমরা, কোথা বাস, কহ সত্যবাণী।
কেবা জনক, কেবা হয় তব জননী।।
মনুষ্য লোকের প্রায় নাহি লয় মনে।
আকৃতি প্রকৃতি দেবতুল্য পঞ্চজনে।।
রূপে পঞ্চজনের না দেখি শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ।
সবার সমান রূপ, জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ।।
কিবা ইন্দু ইন্দ্র কাম অশ্বিনীকুমার।
ইহা মধ্যে হবে, চিত্তে লয়েছে আমার।।
আর যত ধর্ম্মকর্ম্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমা সবার গোচর।
কহ সত্য খণ্ডুক মনের মতান্তর।।
এত শুনি বলেন, ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির।
সজল জলদ যেন বচন গম্ভীর।।
আমরা যে পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
আমি যুধিষ্ঠির, এই দোঁহে ভীমার্জ্জুন।।
এ নকুল সহদেব, জানহ নৃপতি।
অন্তঃপুরে মাতা কুন্তী সহিত পার্ষতী।।
এত শুনি নরপতি হইল উল্লাস।
আপনা পাসরে, মুখে নাহি সরে ভাষ। ।
কদম্বকুসুম সম কলেবর ফুলে।
বসন ভূষণ তিতে নয়নের জলে।।
শীঘ্রগতি উঠি রাজা করি আলিঙ্গন।
একে একে সম্ভাষিল ভাই পঞ্চজন।।
রাজা বলে, পূর্ব্বভাগ্য আমার যে ছিল।
সেই ফলে মনের কামনা পূর্ণ হৈল।।
কহ শুনি তাত সেই সব বিবরণ।
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন।।
যুধিষ্ঠির বলেন, সে গৃহদাহ নয়।
জৌগৃহ করিল পুরোচন পাপাশয়।।
বিদুরের মন্ত্রণায় তরিনু তাহাতে।
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বলে ক্রোধচিতে।।
এত বড় নির্দ্দয় সে অন্ধ-মহারাজ।
নাহি ধর্ম্মভয়, নাহি লোকভয়-লাজ। ।
ধর্ম্মেতে রাখিল তোমা সে সব সঙ্কটে।
মজিবেক পাপিগণ আপন কপটে।।
গৃহদাহে মৈল বলি, কহে সর্ব্বজন।
জৌগৃহ করিল বলি শুনি যে এখন।।
এ সকল কষ্ট চিত্তে না ভাবিহ আর।
মম ধন রাজ্য বাপু সকলি তোমার।।
তবে কতক্ষণান্তরে বলয়ে বচন।
বিবাহ করহ পার্থ করি শুভক্ষণ।।
শুনিয়া করয়ে মানা ধর্ম্মের কুমার।
রাজা বলে, যাহা ইচ্ছা বিচার তোমার।।
তুমি কিম্বা বৃকোদর কিম্বা ধনঞ্জয়।
কিম্বা দুই জন এই মাদ্রীর তনয়।।
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বিস্মিত নৃপতি।
অধোমুখ হৈয়া তবে নিরীক্ষয়ে ক্ষিতি।।
কুন্তীপুত্র শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তুমি হেন বল, আমি কি বলিব আর।।
বহু পতি ধরে সতী কভু নাহি শুনি।

হেন শাস্ত্র বেদে শাস্ত্রে নাহি আছে জানি।।
পূর্ব্বে সাধুগণ সব যাহা নাহি করে।
ধার্ম্মিক সাধুজন যাহা নাহি আচরে।।
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি।
ইতরের প্রায় কেন কহ হেন বাণী।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, এ কথা প্রমাণ।
পূর্ব্ব সাধুগণ পথ কে করিবে আন।।
লোকে বেদে যাহা কহে জানিহ রাজন।
গুরুজন বাক্য কভু না করি লঙ্ঘন।।
লোকমত কর্ম্ম রাজা করিব সর্ব্বথা।
কিন্তু গুরুজন-বাক্যে না করি অন্যথা।।
লোকমধ্যে গুরুশ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী।
মাতৃবাক্য কেমনে লঙ্ঘিব নৃপমণি।।
মাতা মম গরুদেব ইষ্টদেব জানি।
মাতার বচন আমি দেবতুল্য মানি।।
মাতার বচন লঙ্ঘে যেই দুরাচার।
যতেক সুকৃতি কর্ম্ম নিষ্ফল তাহার।।
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বিস্মিত দ্রুপদ।
অধোমুখ হয়ে বৈসে গণিয়া বিপদ।।
কতক্ষণে উত্তর করিল নরপতি।
নারিনু এ বিধি দিতে কি আছে শকতি।।
তুমি আর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরোহিত সহ।
এ কথা বিচার করি আমারে সে কহ।।
মহাভারতের কথা সুধা-সিন্ধুসম।
কাশীদাস রচিল ছন্দেতে অনুপম।।

দ্রুপদ রাজার নিকট মুনিগণের আগমন

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ সকল মুনিগণ।
পাণ্ডব বিবাহ হেতু কৈলা আগমন।।
শিষ্যসহ পরাশর মহা তপোবল।
জমদগ্নি জৈমিনি শ্রীঅসিত দেবল।।
কৌণ্ডমুনি মাণ্ডব্য ভার্গব জরদগব।
দুর্ব্বাসা লোমশ আঙ্গিরস তপোধন।।
শিষ্য ষষ্টি-সহস্রে আইল দ্বৈপায়ন।।
যতেক আইল মুনি লিখনে না যায়।
দ্বারী সব আসি দ্রুত দ্রুপদে জানায়।।
শুনিয়া দ্রুপদ-রাজা শীঘ্রগতি উঠি।
আগুসরি প্রণমিল ভূমে শির লুঠি।।
গললগ্নীকৃতবাসে করি সম্ভাষণ।
বসিবারে সবে দিল উত্তম আসন।।
পাদ্য-অর্ঘ্য ধূপ দীপ গন্ধে কৈল পূজা।
যোড়হাতে দাঁড়াইল পাঞ্চালের রাজা।।
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
সে কারণে মুনিগণ আইলা হেথায়।।
আছিল সন্দেহ এই বিবাহ কারণ।
বিধিদাতা সংসারে তোমরা সর্ব্বজন।।
যে বিধান কহিবা, করিব সেইমত।
বিচারিয়া সব কথা দেহ অভিমত।।
মুনিগণ বলে শুন ইহা কি কহিব।
পূর্ব্বে যে ধাতার সৃষ্ট তাহা কি ঘুচাব।।
কৃষ্ণার বিবাহ হেতু এই নিরূপণ।
ঘটিবে যে পঞ্চপতি বিধির লিখন।।
সুরভির শাপ আর পমুপতি-বরে।
পঞ্চপতি পাবে সতী কহিনু তোমারে।।
মুনিগণ-মুখে শুনি এতেক বচন।
মৌনী হৈয়া রহিলেন দ্রুপদ-রাজন।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, এ ত নাহিক সংসারে।
লোকে যাহা নাহি, তাহা করি কি প্রকারে।।
এহেন করিতে কর্ম্ম লোকে উপহাস।
এমত নিন্দিত কর্ম্ম কহ কেন ভাষ।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, অন্য নাহি জানি।
মায়ের বচন যে অধিক বেদবাণী।।
মুনিগণমুখে শুনিয়াছি পূর্ব্ব বাণী।
জটিল ব্রাহ্মণ ছিল সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানী।।
যত দ্বিজগণে তিনি করান পঠন।
সর্ব্বশাস্ত্র বেদাগম গ্রন্থ ব্যাকরণ।।
পড়াইয়া পিছে দেন এই উপদেশ।
জটিল ব্রাহ্মণ ছিল সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানী।।
যতি দ্বিজগণে তিনি করান পঠন।
সর্ব্বশাস্ত্র বেদাগম গ্রন্থ ব্যাকরণ।।
পড়াইয়া পিছে দেন এই উপদেশ।
যত শাস্ত্র হৈতে শুন কহি যে বিশেষ।।
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবা পালন।
না করিবা দ্বিধা রহে বেদের বচন।।
লোক বেদ হৈতে গুরুশ্রেষ্ঠ আমি জানি।
সর্ব্বগুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ জননীরে মানি।।
জননী আমারে আজ্ঞা দেন এই মত।
পঞ্চজনে বাঁটি লহ অন্য ভিক্ষা মত।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি তাহা কি খণ্ডিতে পারে।
অধর্ম্মেতে আছে ধর্ম্ম, ধর্ম্মে পাপ করে।।
অধর্ম্ম কর্ম্মেতে মম মন নাহি রয়।
এ কর্ম্ম করিতে মম চিত্তে বড় লয়।।

সে কারণে বুঝি এই ধর্ম্ম আচরণ।
বিশেষে খণ্ডিতে নারি মায়ের বচন। ।
অনন্তরে বলিতে লাগিল বৃকোদর।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ধর্ম্মের উত্তর।।
বেদশাস্ত্র লোক আমি সবার বাহির।
আমা সবাকার ধাতা কর্ত্তা যুধিষ্ঠির।।
আমরা না মানি শাস্ত্র কিম্বা অন্য জনে।
ধর্ম্ম-আজ্ঞা পালন করি যে প্রাণপণে।।
কে লঙ্ঘিবে, যে আজ্ঞা করেন যুধিষ্ঠির।
অনেক সহিনু এ পাঞ্চাল নৃপতির।।
পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মবাক্য করিলে হেলন।
অন্যজন হৈলে আজি নিতাম জীবন।।
সম্বন্ধে শ্বশুর আনি গুরুমধ্যে গণি।
তেঁই মম ক্রোধেতে রহে তব জীবনী। ।
লোকে বেদে যদি বলে, নহে ভীত মন।
আজি হৈতে সর্ব্বশাস্ত্র করহ লিখন।।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে আজ্ঞা করিবে।
কারহার আছয়ে শক্তি কে তাহা দূষিবে।।
হেনকালে কুন্তী মুনি হইল বাহির।
কৃতাঞ্জলি বন্দে সব চরণ মুনির।।
ব্যাসের চরণে ধরি সকরুণে কয়।
আমারে নিস্তার কর, মিথ্যা বাক্যে ভয়।।
যা বলিল যুধিষ্ঠির, সেই সত্য কথা।
যেন মতে মম বাক্য না হয় অন্যথা। ।
মুনি বলে, ত্যজ ভয়ষ না কর ক্রন্দন।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য নহিবে লঙ্ঘন।।
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে সাধু নর। ।

www.bengaliebook.com

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবার কারণ

ব্যাস বলে, পূর্ব্ব তত্ত্ব জান মুনিগণ।
শুনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব্ব বিবরণ।।
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিল দ্রৌপদী।
পতিবাঞ্ছা করি শিব পূজে নিরবধি।।
রচিয়া মৃত্তিকা-লিঙ্গ নানা পুষ্প দিয়া।
ঘৃত মধু উপচার বাদ্য বাজাইয়া।।
অবশেষে প্রণমিয়া পড়ি ক্ষিতিতলে।
পতিং দেহি পতিং দেহি পঞ্চবার বলে।।
হেনমতে বহুকাল পূজয়ে মহেশ।
তুষ্ট হৈয়া বর তাহে দেন ব্যোমকেশ।।
পঞ্চস্বামী হবে তোর পরম সুন্দর।
শুনিয়া বিস্ময় মানি কহে যোড় কর।।
কেন হেন উপহাস কর শূলপাণি।
লোকে বেদে বহির্ভূত অপূর্ব্ব কাহিনী।।
শঙ্কর বলেন, কন্যে কি দোষ আমার।
স্বামীবর তুমি যে মাগিলা পঞ্চবার।।
অকারণে কন্যা আর করহ রোদন।
কখন খণ্ডন নহে আমার বচন।।
হইবে তোমার স্বামী পঞ্চ মহারথী।
ক্ষিতিমধ্যে হৈবে তবু সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সতী।।
পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র।
তব নাম নিলে লোক হইবে পবিত্র।।
এত বলি অন্তর্হিত হইলেন হর।
গঙ্গাজলে গিয়া কন্যা ত্যজে কলেবর।।
পুনঃ সেই কন্যা জন্মে কাশীরাজালয়ে।
সেই জন্ম পতিহীন যৌবন সময়ে।।
না হইল বিবাহ যৌবনকাল গেল।
আপনারে তিরস্কারি তপ আরম্ভিল।।
হিমাদ্রি পর্ব্বতে তপ করে অনুক্ষণ।
তপস্যা দেখিয়া চমৎকার দেবগণ।।
নিকটে আইল সবে দেখিয়া অদ্ভুত।
ধর্ম্ম ইন্দ্র পবন অশ্বিনী-যুগ্মসুত।।
জিজ্ঞাসিল, কন্যা তপ কর কি কারণে।
এমত কঠোর তপ এ নব-যৌবনে।।
স্বামী-ইচ্ছায় তপস্যা কর বরাননে।
যারে ইচ্ছা বর তুমি আমা পঞ্চজনে।।
এত শুনি চাহে কন্যা পঞ্চজন পানে।
সবার সমান রূপ দেখিল নয়নে।।
কাহারে বরিব, হেন ভাবিতে লাগিল।
অধোমুখ হৈয়া কন্যা নিঃশব্দে রহিল।।
কন্যার হৃদয়-কথা জানি পঞ্চজন।
পঞ্চজন বর তারে দিল ততক্ষণ।।
ত্যজ তপ, এই দেহ ত্যজ, কন্যা তুমি।
পর-জন্মে আমরা হইব তব স্বামী।।
এত বলি অন্তর্হিত হৈল দেবগণ।
তপস্যা করিয়া কন্যা ত্যজিল জীবন।।
সেই কন্যা তব গৃহে হইল দ্রৌপদী।
অযোনি-সম্ভবা জন্ম হৈল যজ্ঞবেদী।।
ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু আর অশ্বিনী-যুগল।
পঞ্চ-অংশে জন্মিল পাণ্ডব মহাবল।।
পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণা ধাতার নির্ম্মাণ।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ ইহা কে করিবে আন।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত

অগস্ত্য বলেন, সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা জানি শুন কহি সে আভাষ।।
পূর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণী না হয় মরণ।।
মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি, দেবে ভয় হৈল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল।।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষ-কাননে যজ্ঞ করেন শমন।।
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেন।
কি কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন।।
সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপপূন্য বুঝি দণ্ড দিবা সবাকার।।
তাহা ছাড়ি তুমি আসি যজ্ঞে দিলা মন।
মম বাক্য লঙ্ঘিতেছ, ইহা বা কেমন।।
শুনিয়া কহেন যম করি যোড়পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি।।
সব দেবগণ মধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর।।
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈয়া দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিতে পায়েন অবসর।।
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে।
মুহূর্ত্তেক অবকাশ নাহিক আমারে।।
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ।
অন্য কোন জনেরে সমর্প এই কাজ।।
না পারিনু পাপ পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কতকাল আয়ু, নির্ণয় না হয়।।
যমের বচনে সচিন্তিত প্রজাপতি।
দেহ হৈতে কৈল এক মূর্ত্তির উৎপত্তি।।
লেখনী দক্ষিণ করে, তালপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হৈল চিত্রগুপ্ত নামে।।
যমেরে বলেন, তুমি রাখ সাথে এরে।
যখন যা জিজ্ঞাসিবা, কহিবে তোমারে।।
যাহার যে কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবা।
ব্যাধিরূপ হৈয়া সবে বিনাশ করিবা।।
আপনার কর্ম্মভোগ ভুঞ্জিবে সংসার।
তথাপিহ তোমার উপরে অধিকার।।
ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সঞ্জীবনী পুরী যান যজ্ঞ সমাপিয়া।।
যমে প্রবোধিয়া সবে যথাস্থানে চলে।
যাইতে কনক-পদ্ম দেখে গঙ্গাজলে।।
সহস্র সহস্র পুষ্প ভাসি যায় স্রোতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সবাকার চিতে।।
অম্লান কনকপুষ্প গন্ধে মন মোহে।
তদন্ত জানিতে ইন্দ্র ধর্ম্মরাজে কহে।।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধর্ম্ম গেল শীঘ্রগতি।
বহুক্ষণ নাহি দেখি চিন্তে সুরপতি।।
তাহার পশ্চাতে পাঠাইল দুইজন।
চলি গেল শীঘ্রগতি অশ্বিনী-নন্দন।।
হইল অনেকক্ষণ নাহি বাহুড়িল।
ইন্দ্র সুরপতি তথা আপনি চলিল।।
তদন্ত জানিতে তবে গেল সুরপতি।
হিমালয়ে গঙ্গাকূলে কান্দিছে যুবতী।।
কনক-কমল তবে গেল সুরপতি।
হিমালয়ে গঙ্গাকূলে কান্দিছে যুবতী।।
কনক কমল হয়, তার অশ্রুজলে।
খরস্রোতে ভাসি যায় মন্দাকিনী-জলে।।
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল দেবরাজ।

কে তুমি, কি হেতু কান্দ, কহ নিজ কাজ।।
নয়ন কুরঙ্গ বিম্ব জিনিয়া অধর।
কমল-সম তব অঙ্গ যে মনোহর।।
মুখ হব নিন্দে ইন্দু, মধ্য মৃগনাথ।
চারু ভুরু যুগ্ম ঊরু নিন্দে হস্তিহাত।।
কি কারণে আপনি কান্দহ একাকিনী।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী।।
কন্যা বলে, আমি হই দক্ষের নন্দিনী।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ জন্ম-তপস্বিনী।।
মোরে হেন কহিতে তোমারে না যুয়ায়।
পাপ-চক্ষে চাহিলে অনেক কষ্ট পায়।।
এই মতে আমারে কহিল চারিজন।
তা সবার কষ্ট যত না যায় কথন।।
ইন্দ্র বলে, কহ তাঁরা আছয়ে কোথায়।
কন্যা বলে, যদি ইচ্ছা আইস তথায়।।
কন্যার সহিত গেল দেব পুরন্দর।
পর্ব্বত-উপরে দেখে পুরুষ সুন্দর।।
কেতকী বলিল, দেব আমি তপস্বিনী।
এ পুরুষ আমারে বলে উপহাস-বাণী।।
শিব বলিলেন, মূঢ় না দেখ নয়নে।
প্রতিফল ইহার পাইবা মম স্থানে।।
এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর।
হরের আজ্ঞায় ইন্দ্র তোলে গিরিবর।।
পর্ব্বতের গহ্বরে হরের কারাগার।
চরণে নিগড় বন্দী আছয়ে সবার।।
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীদ্বয় আছে চারিজন।
দেখিয়া হইল ভীত সহস্র-লোচন।।
করযোড়ে বিস্তর করিল স্তব হরে।
তুষ্ট হইয়া সদানন্দ বলেন তাঁহারে।।
লক্ষ্মী-অংশ কেতকী আজন্ম তপাচারী।
তার অপরাধ আমি ক্ষমিতে না পারি।।
তব স্তব-বাক্যে মোর হইল সন্তোষ।
তোমা হেতু ক্ষমিলাম এ চারির দোষ।।
বিষ্ণুর সদনে লৈয়া যাব তোমা সব।
তাঁর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিবা বাসব।।
এত বলি সবে লৈয়া যান ত্রিলোচন।
শ্বেতদ্বীপে যথায় আছেন নারায়ণ।।
কহিলেন সকল কেতকী-বিবরণ।
শুনি করিলেন আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন।।
ইন্দ্রত্ব পাইয়ে তোর নাহি খণ্ডে লোভ।
মর্ত্ত্যে জন্ম লইয়া ভুঞ্জিতে আছে ক্ষোভ।।
কর্ম্মফল অবশ্য ভুঞ্জয়ে যাহা করি।
হইবে তোমার ভার্য্যা কেতকী সুন্দরী।।
পঞ্চজন জন্ম সবে লভ নরযোনি।
কেতকী হইবে তোমা পঞ্চের ভামিনী।।
তোমা সবা প্রীতিহেতু আমিই জন্মিব।
দ্বাপরে ক্ষত্রিয়-দর্প নিঃশেষ করিব।।
এত বলি দুই কেশ দিলেন কেশব।
মহেশ সহিত তবে চলিলা বাসব।।
কেশবের কেশ লৈয়া আসিলা মহেশ।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই হৈলা রাম হৃষীকেশ।।
শুনহ দ্রুপদ এই পূর্ব্বের কাহিনী।
সেই দেবী কেতকী হইলা যাজ্ঞসেনী।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে সাধুজন।।

কেতকীর প্রতি সুরভির অভিশাপ দান

দ্রুপদ কহিল, বলি শুন তপোধন।
কার কন্যা কেতকী, তাপসী কি কারণ।।
কি হেতু রোদন কৈল গঙ্গাতীরে বসি।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ মহাঋষি।।
অগস্ত্য বলেন, শুন তাহার কাহিনী।
সত্যযুগে ছিল সেই দক্ষের নন্দিনী।।
না করিল বিভা, সে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নিল।
হিমালয়-মন্দিরে হরের নিবেদিল।।
তোমার আলয়ে আমি তপস্যা করিব।
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি নির্ভয়ে থাকিব।।
হর বলিলেন, থাক এই গিরিবরে।
আমার নিকটে থাক, কি ভয় তোমারে।।
পুরুষ পাইয়া তোরে যে করে সন্তাষ।
শীঘ্র তুমি তাঁহারে আনিবা মম পাশ।।
হরের আশ্বাস পেয়ে কেতকী রহিল।
একাসনে ধেয়ানেতে জন্ম গোঁয়াইল।।
দৈবে এক দিন তথা আইল সুরভি।
পাছে পঞ্চ ষণ্ড দেখি ঋতুমতী গবী।।
পঞ্চগোটা ষণ্ড এক সুরভির পাছে।
ষণ্ডে ষণ্ডে মহাযুদ্ধ কেতকীর কাছে।।
ষণ্ডের গর্জ্জনে কেতকীর ধ্যান ভাঙ্গে।
পঞ্চগোটা ষণ্ড দেখি সুরভির সঙ্গে।।
দেখিয়া কেতকী তবে ঈষৎ হাসিল।
কেতকী হাসিল, তাহা সুরভি জানিল।।
উপহাস বুঝিয়া হৃদয়ে হৈল তাপ।
ক্রুদ্ধা হৈয়া গোমাতা তাহারে দিল শাপ।।
নাহিক ইহাতে লজ্জা, গরু জাতি আমি।
নরযোনি হয়ে তোর, হবে পঞ্চ স্বামী।।
পুনঃপুনঃ জন্ম তোর হৈবে নরযোনি।
দুই জন্ম বৃথা তোর যাবে বিরহিণী।।
তৃতীয় জন্মেতে হবে স্বামী পঞ্চজন।
পাইবে লক্ষ্মীর অঙ্গ হৈবে বিমোচন।।
একজন-অংশে তার হৈবে পঞ্চজন।
ভেদাভেদ নহিবেক, সবে একমন।।
কেতকী পুছিল তারে করি যোড়হাত।
অল্পদোষে এত বড় শাপিলা নির্ঘাত।।
কতকালে হবে মোর শাপ বিমোচন।
এক অংশে কাহারা হইবে পঞ্চজন।।
শাপ দিলা, তবে আমি ভুঞ্জিবারে চাই।
ইহার তদন্ত মোরে কহ শুনি গাই।।
সুরভি বলিল, শুন তাহার কারণ।
একা ইন্দ্র অংশেতে হইল পঞ্চজন।।
বৃত্রাসুর নাম, ত্বষ্টা মুনির নন্দন।
পরাক্রমে জিনিলেক সকল ভুবন।।
সুররাজ রণে যবে তারে সংহারিল।
শুনি ত্বষ্টা মুনি ক্রোধে আগুন হইল।।
আজি সংহারিব ইন্দ্রে, দেখ সর্ব্বজন।
নহে মোর তপোব্রত সব অকারণ।।
ব্রহ্মবধী বিশ্বাস-ঘাতকী দুরাচার।
কি মতে বহিছে ধর্ম্ম এ পাপীর ভার।।
ত্রিশিরস পুত্র মোর তপেতে আছিল।
অনাহারী মৌনব্রতী কারে না হিংসিল।।
হেন পুত্রে মোরে মোর দুষ্ট দুরাচার।
বিশ্বাস করিয়া বৃত্রে করিল সংহার।।
আজি দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম করিব তাহারে।

এত বলি মুনিবর ধায় ক্রোধভরে।।
দুইপাটী দন্ত ঘন করে কড়মড়।
সুরাসুর দেখিয়া পলায় উভরড়।।
বায়ু বলিলেন, ইন্দ্র নিশ্চিন্তে আছহ।
ক্রোধান্বিত ত্বষ্টামুনি আইসে দেখহ।।
করে করে কচালে, ঊরুতে মারে চড়।
ক্ষিতি কাঁপে চলিতে চরণ তড়বড়।।
দীঘল জটিল দাড়ি করে নড়বড়।
সঘনে গর্জ্জয়ে যেন ঘন গড়গড়।।
নাসার নিঃশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়।
নেত্রানলে পোড়ে বন শুনি চড়চড়।।
ঘন ঘন জ্হিবা ধরি দিতেছে কামড়।
ভুজে ঠেকি ভাঙ্গে বৃক্ষ শুনি মড়মড়।।
মম বাক্যে সুরপতি বাহনে না চড়।
আশু হৈয়া অর্দ্ধপথে পায়ে গিয়া পড়।।
দুই হাত বান্ধি তার চরণেতে পড়।
গলায় কুঠারি বান্ধি দন্তে লহ খড়।।
নতুবা পলাও শীঘ্র, আইল নিয়ড়।
রহিলে নাহিক রক্ষা, কহিলাম দড়।।
শুনি ইন্দ্র ভয়ে আত্মা করে ধড়ফড়।
না স্ফুরে মুখেতে বাক্য, হৈল যেন জড়।।
কোথায় লুকাব, হেন না দেখি আহড়।
আজ্ঞা কৈল আনিবারে যত হস্তী ঘোড়।।
ঐরাবত আদি যত হস্তী বড় বড়।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া রাখিল যেন গড়।।
ত্বষ্টার দেখিয়া ক্রোধ ইন্দ্র পায় ত্রাস।
কোথা যাব, রক্ষা পাব, গেলে কার পাশ।।
নিকটেতে ইন্দ্রের আছিল চারি জন।
ধর্ম্ম, বায়ু আর দুই অশ্বিনী-নন্দন।।
চারি জনে চারি অংশ কৈল সমর্পণ।
অপর আত্মায় দিল নিজ দেহে স্থান।।
পঞ্চ ঠাঁই পঞ্চ-আত্মা কৈল পুরন্দর।
এক আত্মা ধরিয়া রহিল কলেবর।।
আর চারি আত্মা সমর্পিল চারি ঠাঁই।
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীকুমার দুই ভাই।।
হেনকালে উপনীত ত্বষ্টা মহাঋষি।
দৃষ্টিমাত্রে পুরন্দরে কৈল ভস্মরাশি।।
ইন্দ্রে ভস্ম বসিল ইন্দ্রাসনে।
আমি ইন্দ্র বলিয়া ঘোষিল দেবগণে।।
কেতকীর প্রতি তবে সুরভি বলিল।
হেনমতে ইন্দ্র তবে পঞ্চ ঠাঁই হৈল।।
সেই পঞ্চ অংশ হৈতে হৈবে পঞ্চজন।
তুমি তার ভার্য্যা হৈবে, না যায় খণ্ডন।।
কেতকী বলিল, কহ শুনি গো জননী।
কিমতে পাইল প্রাণ পুনঃ বজ্রপাণি।।
গবী বলে, ত্বষ্টা ইন্দ্রে করিয়া সংহার।
আপনি লইল স্বর্গে ইন্দ্রের যে ভার।।
দেবগণ গিয়া তবে কহিল ব্রহ্মারে।
ইন্দ্র বিনা থাকিতে কি পারে স্বর্গপুরে।।
ভাঙ্গিল ইন্দ্রের সভা, দেবের নগর।
নৃত্য গীত নাহি করে অপ্সরী অপ্সর।।
অনুক্ষণ হইল অসুর-উপদ্রব।
এই হেতু রহিতে না পারিলাম সব।।
এত শুনি ব্রহ্মা পাঠাইল নারদেরে।
নারদ কহিল সব ত্বষ্টার গোচরে।।
ইন্দ্রত্ব লইয়া মুনি কর ইন্দ্রকার্য্য।
ইন্দ্র বিনা উপদ্রব হৈল সর্ব্বরাজ্য।।
মুনি বলে, ইন্দ্রত্বে কি মম প্রয়োজন।

জপ তপ ব্রতে মন যায় অনুক্ষণ।।
যাহার ইন্দ্রত্বে ইচ্ছা, লউক এখন।
ত্বষ্টার এ কথা শুনি বলে তপোধন। ।
ইন্দ্রেরে সৃজিল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব করিবে কোন্ জন।।
আপনি ইন্দ্রত্ব যদি না করিবা মুনি।
ক্রোধ ত্যজি জিয়াইয়া দেহ বজ্রপাণি।।
বিধাতার সৃষ্টি রাখ, আমার বচন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন তপোধন।।
ইন্দ্র-ভস্ম যে ছিল অগ্রেতে আনি দিল।
শান্ত দৃষ্টে চাহি ত্বষ্টা তাঁরে জীয়াইল।।
হেনমতে দেবরাজ পুনঃ পায়প্রাণ।
তোমারে কহিলাম এ কথন পুরাণ।।
এত বলি সুরভি গেলেন নিজ-স্থান।
চিন্তিয়া কেতকী চিত্তে করিতেছে ধ্যান।।
গঙ্গাতীরে বসি কান্দে, পড়ে অশ্রুজল।
তাহে জন্ম হয় দিব্য কনক- কমল।।
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
আকাশে থাকিয়া ডাকি দেবতা কহিল।।
অগস্ত্য কহেন যাহা, কিছু নহে আন।
পঞ্চ পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণার নির্ম্মাণ।।
শীঘ্র কর শুভকর্ম্ম, সুরপতি ডাকে।
এত বলি পুষ্পবৃষ্টি করে ঝাঁক ঝাঁকে।।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল দিব্য আভরণ।
কেয়ূর কুণ্ডল হার বলয় কঙ্কণ।।
অম্লান অম্বর, পারিজাত পুষ্পরাজ।
চিত্ররথ সহ দিল অঙ্গনা-সমাজ।।
হেনকালে আইলেন রাম নারায়ণ।
দ্বারকা নিবাসী যত স্ত্রী পুরুষগণ।।
বিবাহ-মঙ্গল দ্রব্য বসুদেব লৈয়া।
স্ত্রীগণ লইয়া এল গরুড়ে চড়িয়া।।
আইল দেবকী দেবী রোহিণী রেবতী।
রুক্মিণী কালিন্দী সত্যভামা জাম্ববতী।।
নগ্নজিতা মিত্রবৃন্দা ভদ্রা সুলক্ষণা।
আর যত যদুনারী কে করে গণনা।।
নানারত্ন আনিল ভূষণ অলঙ্কার।
দশকোটি অশ্ব, দশকোটি রথ আর।।
দশকোটি মাতঙ্গ, বৃষভ অগণন।
উট খর শকটে পূর্ণিত করি ধন। ।
সকলে দিলেন কৃষ্ণ ধর্ম্মের নন্দনে।
যুধিষ্ঠির অপার আনন্দযুক্ত মনে। ।
মাতুলাণী মাতুলে প্রণমে পঞ্চজনে।
একে একে সম্ভাষেন যত যদুগণে।।
নিকটেতে রাজগণ পাইয়া বারতা।
বিবাহ-যৌতুক লৈয়া শীঘ্র এল তথা। ।
যারে যেই সম্ভাষ করিল সর্ব্বজন।
আদরে করিল পূজা দ্রুপদ রাজন।।
মহাভারতের কথা অপ্রমিত সুধা।
সতত শুনহ নর ভারতের কথা।।

পঞ্চ-পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ

মুনিগণ দেবগণ আইল সভায়।
বিবাহের আজ্ঞা দিল পাঞ্চালের রায়।।
পঞ্চ ভায়ে বসাইল পঞ্চ সিংহাসনে।
হরিদ্রা পিটালি গন্ধ দিল প্রতিজনে।।
পঞ্চ-তীর্থ জল আনি স্নান করাইল।
ইন্দ্রের ভূষণে বিভূষিতাঙ্গ হইল।।
বিবাহ মঙ্গল যত হইল সুবেশ।
রত্নবেদী-মধ্যস্থলে করিল প্রবেশ।।
সিংহাসনে বসাইল দ্রৌপদী সুন্দরী।
পঞ্চ ভাই সাতবার প্রদক্ষিণ করি।।
পঞ্চজন অগ্রে-বেদী-মধ্যে বসাইল।
পঞ্চ ভাই হস্তে হস্তে বন্ধন করিল।।
কৃষ্ণা-বাম-বৃদ্ধাঙ্গুলি যুধিষ্ঠির হস্ত।
তর্জ্জনীতে বৃকোদর মধ্যাঙ্গুষ্ঠে পার্থ।।
নকুল অনামাঙ্গুষ্ঠে কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ।
ক্রমে পঞ্চজনে কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট।।
দুন্দুভি-নিনাদে নৃত্য করে বিদ্যাধরী।
হুলাহুলী মঙ্গল করয়ে নরনারী।।
পাঞ্চজন্য বাজান আপনি নারায়ণ।
লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজে, বাদ্য অগণন।।
কল্যাণ করিল যত দেবি-ঋষিগণ।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিল না যায় লিখন।।
হেনমতে সম্পূর্ণ করিয়া বিভাকার্য্য।
প্রভাতে চলিয়া গেল যেবা যার রাজ্য।।
মুনিগণ দ্বিজগণ গেল নিজ স্থান।
দ্বারাবতী চলিলেন কৃষ্ণ বলরাম।।
যাইতে বিদুরে স্মরিলেন যদুমণি।
পাণ্ডবের বার্ত্তা দিতে গেলেন আপনি।।
কৃষ্ণে দেখি বিদুর আনন্দ-জলে ভাসে।
পাদ্য অর্ঘ্য সিংহাসনে পূজিল বিশেষে।।
দ্বাদশ বৎসর হেথা নাহি যাহায়াত।
বড় ভাগ্য হস্তিনা, কি হেতু জগন্নাথ।।
কহ কিছু জান যদি পাণ্ডবের বার্ত্তা।
কোন্ দেশে কোন্ রূপে আছে তার কোথা।।
মরিল বাচিঁল কিছু না জানি তদন্ত।
কেবল ভরসা এই সবে ধর্ম্মবন্ত।।
হা হা কুন্তী, হা হা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
তোমা না দেখিয়া আছে এ পাপ শরীর।।
এত বলি বিদুর পড়িল মূর্চ্ছা হৈয়া।
দুই হাতে ধরি কৃষ্ণ বসান তুলিয়া।।
হাসিয়া বিদুরে তবে কহে জগন্নাথ।
ভাল বার্ত্তা লহ তুমি হৈয়া খুল্লতাত।।
পাণ্ডবের বিবাহ যে ত্রৈলোক্য জানিল।
এক লক্ষ্য রাজা সহ দলে আসিছিল।।
কালি রাত্রে বিবাহিতা হৈল যাজ্ঞসেনী।
পঞ্চ পাণ্ডবের ভার্য্যা তিনি একাকিনী।।
পতি ও ভাসুর দুই রাজা যুধিষ্ঠির।
পতি ও দেবের দুই সহদেব বীর।।
ভীম ও অর্জ্জুন আর নকুল প্রবীর।
ভাসুর, দেবর, পতি তিন দ্রৌপদীর।।
আমিও ছিলাম সব কুটুম্ব সংহতি।
শুভকর্ম্ম সমাপিয়া যাই দ্বারাবতী।।
গোবিন্দ-চরণ ধরে ভূমে লোটাইয়া।
এ কথা এথায় হরি না কহিও আর।
শুনি দুষ্টলোকে পাছে করে কুবিচার।।

হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ, ডরহ কাহারে।
সবে পলাইয়া এল পাণ্ডবের ডরে।।
ভীমার্জ্জুন-পরাক্রম অতুল ভূতলে।
এক লক্ষ্য নৃপতি জিনিল অবহেলে।।
বিদুরে প্রবোধি চলি গেলা ভগবান্।
বিদুর ত্বরিতে গেল ধৃতরাষ্ট্র-স্থান।।
বিদুর বলেন, আজি, শুভরাত্রি হৈল।
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা কুরুকুলে এল।।
এই মাত্র সংবাদ পাইয়া আমি আজ।
আপনারে জানাতে আসিনু মহারাজ।।
ধৃতরাষ্ট্র শুনি কহে আনন্দে বিভোর।
আগুসরি আন গিয়া পুত্রবধূ মোর।।
নানারত্ন ফেল দুর্য্যোধনেরে নিছিয়া।
আগুসরি আন কৃষ্ণা রতনে ভূষিয়া।।
বিদুর বলিল, রাজা হেথা বধূ কোথা।
যুধিষ্ঠিরে বলিলেন, দ্রুপদ-দুহিতা।।
ধৃতরাষ্ট্র শুনি যেন শেল বাজে বুকে।
ততোধিক ভাগ্য বলি, বলে রাজা মুখে।।
দুর্য্যোধন হইতে অধিক যুধিষ্ঠির।
শুভবার্ত্তা শুনি হৃষ্ট হইল শরীর।।
কহ শুনি বিদুর, আছয়েতারা কোথা।
কার ঠাঁই পাইলা তুমি এ সব বারতা।।
বিদুর বলেন, কৃষ্ণা কৈল লক্ষ্য- পণ।
সেই লক্ষ্য বিন্ধিলেক ইন্দ্রের নন্দন।।
তব মুখে শুনি কথা আনন্দ অপার।
বিদুর কহিছে মন বুঝিয়া রাজার।।
কন্যা-হেতু বহু দ্বন্দ্ব কৈল রাজা সব।
ভীমার্জ্জুন সবারে করিল পরাভব।।
মুনিগণ দেবগণ একত্র হইয়া।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে কৃষ্ণারে দিল বিয়া।।
যদুবংশ সহ গিয়াছিলেন শ্রীপতি।
কহি বার্ত্তা আমারে গেলেন দ্বারাবতী।।
এত বলি বিদুর গেলেন নিজ স্থান।
অধোমুখে অন্ধ রাজা মনে করে ধ্যান।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

www.bengaliebook.com

পাণ্ডবদিগের বিবাহ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনাদির মন্ত্রণা

বার্ত্তা উপরন্তে তার তৃতীয় দিবসে।
ভগ্নদত্ত দুর্য্যোধন উত্তরিল দেশে।।
যাবার সময় গেল দশ অক্ষৌহিণী।
পঞ্চ অক্ষৌহিণীতে আইল নৃপমণি।।
কারে রথে নাহি ধ্বজা, দন্তী দন্ত কাটা।
কারো ক্ষত দেহ, কেহ কুব্জা বোঁচা ঠুঁটা।।
কারো মুখে নাহি কথা, নাহিক বাজন।
নাহিক চামর ছত্র, নাহি চিহ্ন বাণ।।
বাপের চরণে গিয়া নমস্কার কৈল।
আশীর্ব্বাদ করি অন্ধ বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল।।
কহ তাত যুধিষ্ঠির সহিত মিলিলা।
হুলাহুলি করিয়া সম্প্রীতে বিভা দিলা।।
কিরূপে পাণ্ডব সহ হইল মিলন।
আইল কি তব সঙ্গে পাণ্ডু-পুত্রগণ।।
শুনি দুর্য্যোধন কর্ণে লাগে চমৎকার।
জানিল ব্রাহ্মণ নহে পাণ্ডুর কুমার।।
কর্ণ বলে, কি কথা কহিলে মহাশয়।
হেন বাক্য কি মতে স্ফুরিত মুখে হয়।।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
আমা দেখা পাইলে কি জীয়ে পঞ্চজন।।
ছদ্ম-দ্বিজ বেশ ধরি ভাণ্ডিল আমারে।
দ্বিজ-বধ-ভয় করি ক্ষমিলাম তারে।।
তখন জানিতাম যদি, মারিতাম প্রাণে।
পাণ্ডু-পুত্র বলি শুনি তোমার বদনে।।
দুর্য্যোধন বলে, ইহা জানিব কেমনে।
এতকাল জীয়ে আছে পাণ্ডু-পুত্রগণে।।
ধিক্ ধিক্ পুরোচন মৈল ভালে পুড়ি।
কি করিল কার্য্য, লজ্জা কৈল ক্ষিতি যুড়ি।।
এক্ষণে কি হইবেক ইহার উপায়।
শিয়রে হইল শত্রু শমনের প্রায়।।
এই সন্নিকটে যদি উপায় নহিবে।
পশ্চাতে ইহার জন্য অনর্থ হইবে।।
লোক পাঠাইয়া দেহ দ্রুপদের স্থানে।
নিভৃতে কহুক গিয়া পাঞ্চাল রাজনে।।
সহস্রেক রথ দিব, সহস্রেক হাতী।
অর্দ্ধরাজ্য ভোগ কর আমার সংহতি।।
সখ্য হৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তব পুত্র সহ।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডবে মারহ।।
নতুবা পাঠাই যে সুরূপা নারীগণ।
পাণ্ডবের সহ রহুক করুক কথন।।
দ্রৌপদীরে তাহার হউক অনাদর।
তবে ক্রোধ করিবে দ্রুপদ নরবর।।
নতুবা সুহৃদ দ্বিজে তথায় পাঠাই।
প্রকারেতে ভেদ করাউক পঞ্চ ভাই।।
পঞ্চ ভাই তারা যদি বিচ্ছেদ করিব।
কোন্ ছার পাণ্ডু-পুত্র নিমিষে মারিব।।
নতুবা যাউক এক অন্তঃপুরে-লোক।
সবার অগ্রেতে কাঁদি কহে পূর্ব্ব-শোক।।
তবে তারে পাণ্ডু-পুত্র করিবে বিশ্বাস।
বিষ দিয়া বৃকোদরে করুক বিনাশ।।
ভীম বিনা পাণ্ডবেরা হইবে অনাথ।
কর্ণ-যুদ্ধে কে যাইবে অর্জ্জুনের সাথ।।
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া কর্ণ বলে।
কিছু নাহি চিত্তে লাগে যতেক কহিলে।।
দ্রুপদ রাজারে রত্নে লোভ করাইবে।

ত্রৈলোক্য পাইলে সেও না ত্যজে পাণ্ডবে।।
একেত জামাতা, আর দ্বিতীয়ে বলিষ্ঠ।
এক্ষণে কি দ্রুপদের আছে পূর্ব্বাদৃষ্ট।।
দ্বিজ দ্বারা ভ্রাতৃভেদ কি করিতে পারি।
ভেদ না হইল পঞ্চ স্বামী এক নারী।।
ভীমেরে মারিতে পারে আছে কোন্ জন।
কত না করিলা গৃহে আছিল যখন।।
বিষ দিলা, নানা অস্ত্র গর্ত্ত খুঁড়েছিলে।
অবশেষে জতুগৃহে দাহন করিলে।।
করিলা যতেক কিবা হইল তাহায়।
এক্ষণে হইল তার অনেক সহায়।।
নারীগণ কি করিবে পাণ্ডবের ঠাঁই।
কটাক্ষেও পরস্ত্রী না দেখে পঞ্চ ভাই।।
যতেক উপায় বল, নাহি লয় মনে।
বিনা দ্বন্দ্বে সাধ্য নহে পাণ্ডুর নন্দনে।।
যাবৎ না আইসেন কৃষ্ণ যদু-বলে।
যাবৎ না পায় বার্ত্তা নৃপতি সকলে।।
রজনীর মধ্যে গিয়া নগর বেড়িব।
সপুত্র দ্রুপদ সহ পাণ্ডবে মারিব।।
কর্ণের বচন শুনি অন্ধ নৃপবর।
সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসে বহুতর। ।
এ বিচার করিতে তোমারে যোগ্য দেখি।
তবে ভীষ্ম বিদুর দ্রোণেরে আন ডাকি।।
সে সবার মত দেখি কি করে যুকতি।
এত বলি সবারে ডাকিল শীঘ্রগতি।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, সদা কর পান।।

ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরের যুক্তি

রাজার আদেশে সব এল মন্ত্রিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দ্রোনের নন্দন।।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক বিদুর।
কুলে শীলে বুদ্ধিবলে খ্যাত তিনপুর।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, অবধান জ্যেষ্ঠতাত।
শুনি যে পাণ্ডব জীয়ে আছে কুন্তী সাথ।।
এতকাল কোথা ছিল, লুকাইয়া কেন।
কিছুত ইহার আমি না বুঝি কারণ।।
হেন বুঝি চিত্তে প্রায় আমারে আক্রোশ।
আমি সে সবার স্থানে নাহি করি দোষ।।
তবে কেন গুপ্তবেশে পাঞ্চালে থাকিয়া।
বিভা কৈল পঞ্চ ভাই মোরে না বলিয়া।।
কহ কি করিব এবে বিধান ইহার।
শুনিয়া কহেন তারে গঙ্গার কুমার।।
তব পুত্রাধিক তোমা সেবিত পাণ্ডব।
তুমি তায় পুত্রাধিক করিতে গৌরব।।
কি বুদ্ধি হইল তোমা না জানি কারণ।
বারণাবতেতে পাঠাইলা পুত্রগণ।।
না জানি তথায় কিবা কৈল পুরোচন।
জতুগৃহে দগ্ধ কৈল, বলে সর্ব্বজন।।
ত্রিভুবন যুড়ি মম অকীর্ত্তি হইল।
আপনি থাকিতে ভীষ্মে এতেক করিল।।
যদবধি জতুগৃহ হইল দাহন।
তোমাদিগে নাহি চাহি মেলিয়া নয়ন।।
জননী সহিত জীয়ে পাণ্ডুর কুমার।
ইহার অধিক রাজা কি ভাগ্য তোমার।।
অপযশ অধর্ম্ম সকল তব গেল।
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম উদয় হইল।।
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ রাজন।
কর পাণ্ডু-পুত্রগণ সঙ্গেতে মিলন।।
আমি একা নাহি বলি, সবার বিচার।
যেন তুমি, তেন পাণ্ডু নৃপতি আমার।।
যেন কুন্তী তেন বধূ গান্ধার-নন্দিনী।
যেন যুধিষ্ঠির তেন দুর্য্যোধনে মানি।।
ইথে ভেদাভেদ ভদ্র নাহিক রাজন্।
পাণ্ডুপুত্র সহ তব দ্বন্দ্ব কি কারণ।।
তার পিতা পাণ্ডু ছিল, পৃথিবীর রাজা।
তাঁহার সকল সৈন্য রাজ্য ধন প্রজা।।
সে জীয়ন্তে তাহারে ত্যজিবে কোন্ জন।
তব হিত হেতু তাই বলি হে রাজন।।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া কর পাণ্ডবেরে বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া রাজা হৈবে তব যশ।।
কীর্ত্তি রাখ নৃপতি, কীর্ত্তি সে বড় ধন।
হতকীর্ত্তি অভাজন জীয়ন্তে মরণ।।
কীর্ত্তি রহে নরপতি যাবৎ ধরণী।
যত পূর্ব্বদোষ খণ্ডিবেক নৃপমণি।।
ভীষ্মের বচন অন্তে কহিলেন গুরু।
সর্ব্বগুণবাণ তুমি যেন কল্পতরু।।
আপনার হিতাহিত বিচার কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র আনিয়াছে সব মন্ত্রিগণ।।
সে কারণে হিতকথা চাহি কহিবার।
শুনহ ক্ষত্রিয়গণ মম যে বিচার।।
ধর্ম্ম অর্থ যশ শ্রেয় সবার কল্যাণ।
সব কহিলেন গঙ্গাপুত্র মতিমান।।
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ ভূপাল।
প্রিয়ম্বদ একজন পাঠাও পাঞ্চাল।।
বিবাহ-সামগ্রী লৈয়া মঙ্গল-বাজন।

নানা অলঙ্কার দ্রব্য করিয়া সাজন।।
দ্রৌপদীরে তুষিবে অনেক অলঙ্কারে।
নানারত্নে তুষিবেক পঞ্চ সহোদরে।।
পুনঃপুনঃ সন্তোষিয়া কুন্তীরে কহিবে।
যেন পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি রুষ্ট না হইবে।।
দ্রুপদ রাজার মান্য দেহ বহু ধন।
প্রত্যক্ষ করিবে তাহা সব পুত্রগণ।।
হেন জন পাঠাহ সুশীল সত্যবাদী।
পাণ্ডব তোমাতে যেন না হয় বিবাদী।।
এত বাক্য যদি বলিলেন ভীষ্ম দ্রোণ।
ক্রোধমুখে উত্তর করির বৈকর্ত্তন।।
ভাল মন্ত্রী আনিলা মন্ত্রণা করিবারে।
সবাই শত্রুর অংশ, খ্যাত এ সংসারে।।
মুখেতে সুহৃদ তব, অন্তরেতে আন।
যে কহিল, বুঝহ করিয়া অনুমান।।
ধন জন সম্পদ এ সবার ভিতরে।
সবাকারে দিয়াছ না দিয়াছ কাহারে।।
তাপি পাণ্ডব-অংশ, তোমার অহিত।
জিহ্বায় অন্তর-বার্ত্তা হতেছে বিদিত।।
রাজা হৈয়া যেই জন আপনা না বুঝে।
দুষ্ট-মন্ত্রী-মন্ত্রণাতে স্বংশেতে মজে।।
শুনি ক্রোধে বলে ভলদ্বাজের কুমার।
ওরে দুষ্ট, শুনি কহ তোর কি বিচার।।
কলহ হরিতে প্রায় চাহ তার সহ।
নিকট বাঞ্ছহ প্রায় যেতে যমগৃহ।।
ভালমতে জানি আমি তোর বীরপণা।।
দেখিল পাঞ্চালরাজ্যে তাহা সর্ব্বজনা।
লক্ষ রাজা সবে একা বেড়িল অর্জ্জুনে।।
পলাইয়া গেলা, তাই রহিলা জীবনে।
হেন জন সহ দ্বন্দ্ব চাহ কহিবারে।।
তোর মত নির্লজ্জ না দেখি এ সংসারে।
কিমতে কহিব আমি এমত বিচার।।
কুরু-কুল ক্ষয় হৈবে সবার সংহার।
এত শুনি বলিলা বিদুর মহামতি।।
কি হেতু নিঃশব্দ হৈয়া আছহ নৃপতি।।
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার।
ভীষ্ম দ্রোণ সম হিতকারী কে তোমার।।
এ দোঁহার গুণে কেবা আছে ভূমণ্ডলে।
বিচারে অমরগুরু, তেজে আখণ্ডলে।।
ধর্ম্মেতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ত্রিভুবনে খ্যাত।
শীলতায় পূর্ব্বে যেন ছিল রঘুনাথ।।
কভু নাহি তব মন্দ ভীষ্ম মুখে ভাষে।
সর্ব্বদা তোমার হিত সর্ব্বলোকে ঘোষে।।
এ দোঁহার বাক্য ঠেলে দুষ্ট অধোগামী।
কি কারণে উত্তর না দেহ রাজা তুমি।।
ভীষ্ম দ্রোণ যে বলেন সবার স্বীকার।
ইহা না করিয়া চাহ কি করিতে আর।।
কলহ করিতে বুঝি চাহ নরপতি।
কে তোমার যুঝিবেক অর্জ্জুন-সংহতি।।
এই কর্ণ দুর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি।
পাঞ্চালেতে ছিল এক লক্ষ্য নরপতি।।
সবারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর।
শুনিয়া থাকিবা যে করিল বৃকোদর।।
অস্ত্রহীন, বৃক্ষ লয়ে প্রবেশিয়া রণে।
এক লক্ষ নৃপসৈন্য করিল মথনে।।
এক্ষণে সহায় হৈবে সেই রাজগণ।
স্ব-অস্ত্রে করিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন।।
সহায় সর্ব্বস্ব যার মন্ত্রী বিশ্বপতি।

আর যত যদুগণ বৈসে দ্বারাবতী।।
মাতুল-নন্দন বলভদ্র সখা যার।
শ্বশুর দ্রুপদ সহ যতেক কুমার।।
বিশেষ তোমার দেখ যত মন্ত্রীগণ।
ভালমতে জানহ কি সবাকার মন।।
আমি জানি সবে হৈবে পাণ্ডব-সহায়।
দ্বন্দ্ব ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায়।।
আর বার্ত্তা তুমি নাহি জান নরপতি।
রাজ্যের যতেক লোক করয়ে যুকতি।।
পাণ্ডুপুত্র জীয়ে আছে, শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে তাঁদের বাঞ্ছা করে সর্ব্বজনে।।
সবে ইচ্ছা করে রাজা যুধিষ্ঠির -পতি।
তার সহ দ্বন্দ্বে ভদ্র নাহি নরপতি।।
সহজে এ শিশুগণ কি জানে বিচার।
মোর বাক্য শুন রাজা যে হিত তোমার।।
জতুগৃহে পোড়াইলা লজ্জিত অন্তরে।
সব দোষ গেল পুরোচনের উপরে।।
প্রিয়বাক্যে হেথায় আনহ পাণ্ডুসুতে।
ঘুচিবেক লজ্জা, যশ ঘুষিবে জগতে। ।
বিদুরের বচনেতে ধৃতরাষ্ট্র কয়।
যা বলিলা বিদুর, আমার মনে লয়।।
পাণ্ডবে প্রবোধে হেন নাহি অন্য জন।
আপনি বিদুর তুমি করহ গমন।।
এতেক বলিল যদি অন্ধ নরপতি।
শুনিয়া যে সভাজন হৈল হৃষ্টমতি।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহিছে শ্রবণে ভবে তরি।।

হস্তিনায় পাণ্ডবগণকে আনিতে বিদুরের পাঞ্চালে গমন

মুহূর্ত্তেক বিদুর বিলম্ব না করিল।
বহু রত্ন-ধন লৈয়া পাঞ্চালে চলিল।।
একে একে সবাকারে সম্ভাষি বিদুর।
কুন্তী কৃষ্ণা দর্শনে যাইল অন্তঃপুর।।
দ্রৌপদীরে তুষিল অনেক অলঙ্কারে।
নানা রত্নে বিভূষিল পঞ্চ সহোদরে।।
বিদুরে দেখিয়া বড় হরিষ দ্রুপদ।
সূর্য্যের উদয়ে যেন ফুটে কোকনদ। ।
পঞ্চ ভায়ে দেখিয়া বিদুর মহাশয়।
আনন্দে নয়ন-জলে ভাসিল হৃদয়।।
বিদুর-চরণে প্রণমিল পঞ্চজন।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল যত বন্ধুগণ।।
বিদুর কহিল যত কুশল সংবাদ।
একে একে করিল সবারে আশীর্ব্বাদ। ।
বিদুরে লইয়া গেল দ্রুপদ রাজন।
মিষ্টান্ন পলান্নে তাঁরে করান ভোজন।।
ভোজনান্তে সর্ব্বলোক বসিল সভাতে।
দ্রুপদে বিদুর তবে লাগিল কহিতে। ।
পাণ্ডবে বরিল রাজা তোমার নন্দিনী।
বড় আনন্দিত হৈল ধৃতরাষ্ট্র শুনি।।
তোমা হেন বন্ধু রাজা বড় ভাগ্যে পায়।
সে কারণে সম্ভাষিতে পাঠায় আমায়। ।
বহু কহিলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
তোমা সহ সম্বন্ধেতে প্রীত হৈল মন।।
প্রিয়সখা তোমারে জানায় আলিঙ্গন।
পুনঃপুনঃ বলিলেন নিজে গুরু দ্রোণ।।
বহুদিন নাহি দেখি পাণ্ড-পুত্রগণে।
সবাই উদ্বিগ্ন বড় এই সে কারণে।।
গান্ধারী প্রভৃতি যত কুরু-কুল-নারী।
দেখিবারে উতরোল তোমার কুমারী।।
পাণ্ডবেরা বহুদিন ত্যাজিল আবাস।
বহুদিন নাহি বন্ধগণের সম্ভাষ।।
আমারে ত এইমত কহে নরপতি।
লইতে পাণ্ডবগণে আপন বসতি।।
দ্রুপদ বলিল, ভাগ্য আমার আছিল।
কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বিতা হৈল। ।
যা বল বিদুর সেই মোর মনোনীত।
পাণ্ডবের নিজগৃহে যাইতে উচিত।।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনক-সমান।
তাঁর সেবা পাণ্ডবের হয় ত বিধান। ।
ভয় আছে তথা, যদি হেন কর মনে।
তোমা সবা বিরোধিবে বল কোন্ জনে। ।
তথাপিহ নহে আর হস্তিনায় স্থিতি।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে গিয়া করহ বসতি। ।
দ্রুপদের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
মাতৃসহ বিদায় হলেন ততক্ষণ।।
রথে চড়ি চলিলেন দ্রৌপদী সংহতি।
হস্তিনানগরে যান বিদুর সহিত।।
পাণ্ডব বরিল রাজা তোমার নন্দিনী।
বড় আনন্দিত হৈল ধৃতরাষ্ট্র শুনি।।
তোমা হেন বন্ধু রাজা বড় ভাগ্যে পায়।
সে কারণে সম্ভাষিতে পাঠায় আমায়। ।
বহু কহিলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
তোমা সহ সম্বন্ধেতে প্রীত হৈল মন।।
প্রিয়সখা তোমারে জানায় আলিঙ্গন।

www.bengaliebook.com

পুনঃপুনঃ বলিলেন নিজে গুরু দ্রোণ।।
বহুদিন নাহি দেখি পাণ্ডু-পুত্রগণে।
সবাই উদ্বিগ্ন বড় এই সে কারণে।।
গান্ধারী প্রভৃতি যত কুরু-কুল-নারী।
দেখিবারে উতরোল তোমার কুমারী।।
পাণ্ডবেরা বহুদিন ত্যজিল আবাস।
বহুদিন নাহি বন্ধুগণের সম্ভাষ।।
আমারে ত এইমত কহে নরপতি।
লইতে পাণ্ডবগণে আপন বসতি।।
দ্রুপদ বলিল, ভাগ্য আমার আছিল।
কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বিতা হৈল।।
যা বল বিদুর সেই মোর মনোনীত।
পাণ্ডবের নিজগৃহে যাইতে উচিত।।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনক-সমান।
তাঁর সেবা পাণ্ডবের হয় ত বিধান।।
ভয় আছে তথা, যদি হেন কর মনে।
তোমা সবা বিরোধিবে বল কোন্ জনে।।
তথাপিহ নহে আর হস্তিনায় স্থিতি।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে গিয়া করহ বসতি।।
দ্রুপদরে বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
মাতৃসহ বিদায় হলেন ততক্ষণ।।
রথে চড়ি চলিলেন দ্রৌপদী সংহতি।
হস্তিনানগরে যান বিদুর সহিত।।
পাণ্ডব হস্তিনা আসে শুনি প্রজাগণ।
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় দর্শন কারণ।।
লজ্জা ভয় ত্যজি ধায়কুলের যুবতী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায় নারী গর্ভবতী।।
পাণ্ডবেরে দেখিতে করয়ে হুড়াহুড়ি।
যষ্টি ভর করিয়া চলিল যত বুড়ী।।
পঞ্চ ভাই গেলেন যেখানে জ্যেষ্ঠতাত।
একে একে তাঁহারে করেন প্রণিপাত।।
কুন্তীসহ অন্তঃপুরে গিয়া যাজ্ঞসেনী।
একে এক সম্ভাষেন কৌরব-রমনী।।
তবে ধৃতরাষ্ট বলে ভাই পঞ্চজনে।
হস্তিনা বসতি তব নহে সুশোভন।।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে যাহ পঞ্চ সহোদর।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর।।
শুনিয়া যুধিষ্ঠির করিলেন স্বীকার।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে সবে কৈল আগুসার।।
পাণ্ডবের আগমন জানি যদুবর।
বলভদ্র সনে যান হস্তিনা- নগর।।
ধৃতরাষ্ট্র যে বলিল পাণ্ডবের প্রতি।
খাণ্ডবে রহিতে কৃষ্ণ দেন অনুমতি।।
বলভদ্র জনার্দ্দন পঞ্চ সহোদর।
শুভক্ষণে করিলেন আরম্ভ নগর।।
প্রাচীর হইল উচ্চ আকাশ সমান।
চতুর্দ্দিকে গড়খাই সমুদ্র প্রমাণ।।
উচ্চ উচ্চ মন্দির করিল মনোরম।
কিবা সে অমরাবতী ভোগবতী সম।।
প্রাচীর উপরে সব অস্ত্র পূর্ণ কৈল।
ভক্ষ্য ভোজ্য পদাতিক প্রজাগণ থুল।।
কুবের ভাণ্ডার জিনি পূরাইল ধন।
শুক্লবর্ণ সব গৃহ বিচিত্র শোভন।।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্র বৈশ্যজাতি।
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি।।
পাঠক লেখক বৈদ্য চিকিৎসক জন।
সূত্রধর বণিক জাতি আর শূদ্রগণ।।
বসিল সকল লোক নগর-ভিতরে।

www.bengaliebook.com

পাণ্ডব-নগরবাসী ইন্দ্রে নাহি ডরে।।
স্থানে স্থানে নগরে রোপিল বৃক্ষগণ।
পিপ্পলী কদম্ব আম্র পনস কানন।।
জম্বীর পলাশ তাল তমাল বকুল।
নাগেশ্বর কেতকী চম্পক রাজফুল।।
পাটলি বদরী বেল করবী খদির।
পারিজাত আমলকী পর্কটী মিহির।।
কদলী গুবাক নারিকেল সুখর্জ্জুর।
নানাবর্ণে বৃক্ষ শোভে যেন সুরপুর।।
স্থানে স্থানে খোদাইল দীঘি পুষ্করিণী।
জলচর পক্ষিগণ সদা করে ধ্বনি।।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন।
ইন্দ্রপ্রস্থ নাম রাখিলেন নারায়ণ। ।
পাণ্ডবেরে স্থাপি তথা হলধর হরি।
বিদায় হইয়া যান দ্বারকা নগরী।।
পাণ্ডবের রাজ্য প্রাপ্তি দারিদ্র্য খণ্ডন।
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম গায় গীত।।

www.bengaliebook.com

সুন্দ উপসুন্দের বিবরণ ও দ্রৌপদী সম্বন্ধে পাণ্ডবগণের নিয়ম নির্দ্ধারণ

জন্মেজয় বলে, মুনি কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।।
পঞ্চ ভাই এক স্ত্রী কিমতে আচরিল।
বিভেদ নহিল, দিন কহিতে বঞ্চিল।।
মুনি বলে, নরপতি শুন সাবধানে।
ইন্দ্র প্রস্থে গেল যবে ভাই পঞ্চজনে।।
কতদিনে হৈল নারদের আগমন।
কৃষ্ণা সহ পাণ্ডব পূজিল শ্রীচরণ।।
করযোড়ে করি দাঁড়াইল ছয় জন।
বসিবারে আজ্ঞা মুনি দিলেন তখন।।
নারদ বলেন, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
একপত্নী পতি যে তোমরা পঞ্চজন।।
ভাই ভাই বিভেদ করিয়া থাক পাছে।
স্ত্রী হেতু বিরোধ হয় পূর্ব্বে হেন আছে।।
সুন্দ উপসুন্দ বলি দুই ভাই ছিল।
নারী হেতু দুই ভাই যুদ্ধ করি মৈল।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, কহ মুনিবর।
কি হেতু করিল যুদ্ধ দুই সহোদর।।
নারদ বলেন, পূর্ব্বে কশ্যপ-নন্দন।
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ দুই জন। ।
নিকুম্ভ অসুর হিরণ্যাক্ষ দৈত্যবংশে।
সুন্দ উপসুন্দ দুই তাহার ঔরসে।।
মহাবল দুই ভাই মহাকলেবর।
অসুরকুলেতে শ্রেষ্ঠ মহা ভয়ঙ্কর। ।
দুই ভাই এক বাক্য একই জীবন।
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি হয়ত কখন।।
দুই জন মিলি তবে যুক্তি কৈল সার।
তপোবলে ত্রৈলোক্য করিব অধিকার।।
বিন্ধ্য-মহীধরে গিয়া তপ আরম্ভিল।
অনেক বৎসর বায়ু-আহারে রহিল।।
অনাহারে বহু তপ কৈল দুই জনা।
যতেক কঠোর কৈল না যায় গণনা।।
দোঁহার কঠোর তপ দেখি পিতামহ।
ডাকিয়া বলেন, মনোমত বর লহ।।
দুই ভাই বলে, বিধি করহ অমর।
বিরিঞ্চি বলেন, দোঁহে মাগ অন্যবর।।
দুই ভাই বলে, মোরে অন্য নাহি চাই।
তবে পত ত্যজি যবে এই বর পাই।।
বিধাতা বলেন, জন্ম হইলে মরণ।
মরণ-বিধান কিছু কর দুই জন।।
দৈত্য বলে, পরহস্তে নহিবে মরণ।
পরস্পর ভেদ হৈলে হইবে নিধন।।
স্বস্তি বলি বর দিয়া গেলেন বিধাতা।
সুন্দ উপসুন্দ গেল নিজ গৃহ যথা। ।
ত্রৈলোক্য জিনিতে সৈন্য সাজাল অসুর।
নানাবর্ণে অস্ত্র লৈয়া গেল সুরপুর।।
অমর জানিল, ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
ছাড়িয়া অমরাবতী হইল অন্তর।।
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল দেবগণ।
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রত্ব করিল দুই জন।।
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব জিনিল নাগালয়।
সবে পলাইয়া গেল দুই দৈত্যভয়।।
যজ্ঞ হোম ব্রত যথা দ্বিজ মুনিগণ।
একে একে উচ্ছিন্ন করিল দুইজন।।

www.bengaliebook.com

দেবকন্যা নাগকন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
ত্রৈলোক্যেপাইল যত অপূর্ব্ব সুন্দরী।।
সে সবারে হরিয়া আনিল নিজ ঘরে।
যখন যাহারে ইচ্ছা তখনি বিহরে।।
যে দেবের যে বাহন ভূষা অলঙ্কার।
সর্ব্বরত্নে পূর্ণ কৈল আপন ভাণ্ডার।।
স্থানভ্রষ্ট হৈয়া যত দেব ঋষিগণ।
ব্রহ্মারে সকলে গিয়া কৈল নিবেদন।।
শুনিয়া ক্ষণেক ব্রহ্মা হৃদয়ে চিন্তিয়া।
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি কহিলেন বিবরিয়া।।
মনোহরা নারী এক করহ রচন।
তুলনা না হয় যেন এ তিন ভুবন।।
সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা মহা-বিচক্ষণ।
বিধাতার আজ্ঞা পেয়ে করিল সৃজন।।
ত্রৈলোক্য ভিতরে যত রূপবন্ত ছিল।
সর্ব্বরূপ হৈতে তিল তিল নিল।।
অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী করিয়া রচন।
ব্রহ্মার অগ্রেতে লৈয়া দিল ততক্ষণ।।
যে সব দেবতা সেই কন্যা পানে চাহে।
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রহে।।
ব্রহ্মা বলিলেন, নাহি এ রূপের সীমা।
তিল তিল আনি কৈল নাম তিলোত্তমা।।
তবে করযোড়ে কন্যা ধাতা অগ্রে কয়।
কি করিব, আজ্ঞা মোরে কহ মহাশয়।।
বিরিঞ্চি বলেন, সুন্দ উপসুন্দ শূর।
তপোবলে দুই দৈত্য নিল তিনপুর।।
ভেদ হৈলে দুই ভাই হইবে সংহার।
উপায় করিয়া ভেদ করাহ দোঁহার।।
পাইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা চলিল সুন্দরী।
দেবতা-মণ্ডলী কন্যা প্রদক্ষিণ করি।।
কন্যা দেখি মোহিত হইল ত্রিলোচন।
চারি ভিতে চারি গোটা হইল বদন।।
যেই দিকে চায়, মুখ সেই দিকে রয়।
পূর্ব্ব সহ পঞ্চমুখ হৈল মৃত্যুঞ্জয়।।
মদনে পীড়িত হৈয়ে চাহে পুরন্দর।
দশ-শত চক্ষু তাঁর হৈল কলেবর।।
আর যত দেবগণ এক দৃষ্টে চায়।
অধৈর্য্য হইল সবে দেখিয়া কন্যায়।।
দেবগণ বলে, প্রভু কার্য্য সিদ্ধ হৈবে।
ইহারে দেখিয়া কোন জন না ভুলিবে।।
তবে তিলোত্তমা গেল যথা দুই জন।
ক্রীড়া করে দুই ভাই লইয়া স্ত্রীগণ।।
কোটি কোটি দৈত্যগণ সহ পরিবার।
অশ্ব গজ রথ সৈন্য পূর্ণিত ভাণ্ডার।।
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী লয়ে দুইজনে।
বিন্ধ্যাগিরি মধ্যে ক্রীড়া করে হৃষ্টমনে।।
রক্তবস্ত্র পরি তিলোত্তমা বিদ্যাধরী।
নানাপুষ্প তোলে সেই পর্ব্বত-উপরি।।
ধীরে ধীরে তথা দৈত্য করিল গমন।
দূরে থাকি কন্যারে দেখিল দুইজন।।
দেববরে, মত্ত, সদা মত্ত মধুপানে।
শীঘ্রগতি কন্যা দেখি উঠে দুইজনে।।
জ্যেষ্ঠ সুন্দ ধরিল কন্যার সব্যকর।
বামহস্তে ধরিল কনিষ্ঠ সহোদর।।
পরম আনন্দ সুন্দ কন্যারে দেখিয়া।
হাত ছাড়, ভাই প্রতি বলিল ডাকিয়া।।
মোর ভার্য্যা তোমার গুরুর মধ্যে গণি।
উহারে ধরহ তুমি কেমন কাহিনী।।

উপসুন্দ বলে, এরে বরিয়াছি আমি।
ভ্রাতৃবধূ হয় তব, ছাড়ি দেহ পাণি।।
সুন্দ বলে, আমি দেখিলাম এ কন্যারে।
উপসুন্দ বলে, কন্যা বরেছে আমারে।।
ছাড় ছাড় বলি দোঁহে করে গালাগালি।
ক্রুদ্ধ হয়ে দুই ভাই দোঁহারে নেহালি।।
মধুপানে কামবাণে হইল অজ্ঞান।
ক্রোধে দুই জনে হৈল অগ্নির সমান।।
ভয়ঙ্কর দুই গদা ধরি ততক্ষণ।
দোঁহাকারে প্রহার করিল দুইজন।।
যুগল পর্ব্বত প্রায় পড়ে দুই বীর।
খসিয়া পড়িল যেন যুগল মিহির।।
আর যত দৈত্যগণ এ সব দেখিয়া।
কালরূপা কন্যা জানি গেল পলাইয়া। ।
দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসিয়া তখন।
কন্যারে দিলেন বর করিয়া বর্ণন।।
সূর্য্যের কিরণে তুমি থাক নিরন্তর।
কারো দৃষ্ট নহে যেন তব কলেবর।।
তপ যজ্ঞ ভঙ্গ হৈবে তোমার কারণে।
ধর্ম্ম নষ্ট হৈবে লোক তোমা দরশনে।।
সেই হেতু সূর্য্য-অংশু মধ্যে তুমি রহ।
এত বলি অন্তর্দ্ধান কৈলা পিতামহ।।
নারদ বলেন, শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
তুমি জান, অতি প্রীত পঞ্চ সহোদর।।
এইমত প্রীত তারা ছিল দুইজন।
হেন গতি হৈল দোঁহে নারীর কারণ।।
মহাবংশে জন্মিলা তোমরা পঞ্চজন।
বিভেদ না হয় যেন ভার্য্যার কারণ।।
এত শুনি পঞ্চ ভাই নারদ গোচরে।
সমান নির্ব্বন্ধ হয়ে বলে যোড়করে।।
বৎসরেক কৃষ্ণা থাকিবেক এক গৃহে।
অন্যজন সেইকালে অধিকারী নহে।।
কৃষ্ণা সহ দেখে যদি ভাই অন্য জনে।
দ্বাদশ বৎসর সেই যাইবে কাননে।।
এ নির্ব্বন্ধ করিলেন ব্রহ্মার নন্দন।
হেনমতে কৃষ্ণা সহ বঞ্চে পঞ্চজন। ।

অর্জ্জুনের নিয়মভঙ্গ, বনগমন, নাগকন্যা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সহিত মিলন

তবে কতদিনে সেই রাজ্যের ভিতরে।
ব্রাহ্মণের গবী হরি লৈয়া যায় চোরে।।
কাতরে ব্রাহ্মণ কহে অর্জ্জুনের পাশ।
থাকিয়া তোমার রাজ্যে হৈল সর্ব্বনাশ।।
গালি দেয় ব্রাহ্মণ যতেক আসে মনে।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন সঙ্কোচে সে ব্রাহ্মণে।।
কি হেতু কান্দহ দ্বিজ, কহ বিবরণ।
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া চল এইক্ষণ।।
হরিয়া আমার গবী যায় দুষ্টগণ।
শীঘ্রগতি চল, তারা গেল এতক্ষণ।।
দ্বিজের বচন শুনি ধনঞ্জয় বীর।
আস্তে ব্যস্তে চলিলেন আয়ুধ-মন্দির।।
দৈবযোগে অস্ত্র-গৃহে কৃষ্ণা যুধিষ্ঠির।
দূরে থাকি জানি পার্থ হলেন বাহির।।
দ্বিজ বলে, অস্ত্র লয়ে শীঘ্রগতি চল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজ, চক্ষে পড়ে জল।।
দ্বিজের রোদন দেখি পার্থে হৈল ভয়।
কি করিব, চিত্তেতে চিন্তেন ধনঞ্জয়।।
গৃহে প্রবেশিলে দুঃখ হৈবে বহুতর।
দ্বাদশ বৎসর যাব অরণ্য-ভিতর।।
ব্রাহ্মণের চক্ষুজল যত ভূমে পড়ে।
ততবার মহাপাপ মম শিরে চড়ে।।
দ্বিজ-দুঃখ নাশিলে হইবে বড় কর্ম্ম।
বিনাক্লেশে উপার্জ্জন কভু নহে ধর্ম্ম।।
এত ভাবি অর্জ্জুন গেলেন অস্ত্রঘরে।
হস্তে ধনু লৈয়া বীর চলেন সত্বরে।।
দ্বিজ সহ গেলেন যথায় চোরগণ।
চোর মারি আনি দেন বিপ্রের গোধন।।
দ্বিজে প্রবোধিয়া আসি কহেন ফাল্গুনি।
শুন নিবেদন মম ধর্ম্ম নৃপমণি।।
অতিক্রম করিলাম লঙ্ঘিয়া সময়।
বনবাসে যাব, আজ্ঞা কর মহাশয়।।
রাজা কন, কেন হেন কহ ধনঞ্জয়।
পূর্ব্বেতে নারদ ঋষি কৈলা যে সময়।।
কনিষ্ঠ ভায়ের সঙ্গে কৃষ্ণা যদি থাকে।
জ্যেষ্ঠ ভাই বনে যাবে, তাহা যদি দেখে।।
তুমি মম কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ নাই।
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই।।
পার্থ বলিলেন, স্নেহে বল মহাশয়।
এ কপট কর্ম্মে প্রভু মম মত নয়।।
সত্যে বিচলিত হই, নাহি চাহে মন।
আজ্ঞা কর মহারাজ, যাব আমি বন।।
এই বলি পার্থ করিলেন নমস্কার।
মাতৃ ভ্রাতৃ সখা ছিল যত যত আর।।
সবারে বিদায় মাগি গেলেন কানন।
সব বন্ধুগণ হৈল বিরস বদন।।
অর্জ্জুনের সহিত চলিল দ্বিজগণ।
পৌরাণিক কথকাটি গায়ক চারণ।।
মহাবনে প্রবেশ করিয়া মতিমান।
বহুপুণ্যতীর্থে করিলেন স্নান দান।।
কত দিনে হরিদ্বারে করিয়া গমন।
দেখিয়া হলেন হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্দন।।
স্নান করি অগ্নিহোত্র করে দ্বিজগণ।
গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করেন তর্পণ।।

www.bengaliebook.com

তর্পণ করিতে দেখি অগ্নিহোত্র-স্থানে।
জল হৈতে নাগকন্যা ধরিল অর্জ্জুনে।।
বলে ধরি লয়ে গেল আপন মন্দির।
উত্তম আলয় তথা দেখে পার্থবীর।।
অগ্নিহোত্র জ্বলে তথা দেখি ধনঞ্জয়।
সেই অগ্নি পূজিলেন কুন্তীর তনয়।।
নিঃশঙ্ক হৃদয় পার্থ, নাহি ভ্রম ভয়।
কন্যারে বলেন এই কাহার আলয়।।
কি নাম ধরহ তুমি, কাহার কুমারী।
কি কারণে আমারে আনিলা এই পুরী।।
কন্যা বলে, ঐরাবত-নাগরাজ বংশে।
কৌরব্য নামেতে নাগ এই পুরে বৈসে।।
তার কন্যা আমি যে উলুপী মোর নাম।
তোমারে দেখিয়া মোরে, পীড়িলেক কাম।।
আনিলাম তোমারে যে এই সে কারণ।
তোমারে ভজিব, মোর তৃপ্ত কর মন।।
পার্থ বলিলেন, কন্যা না জান কারণ।
ব্রহ্মচারী আমি, ভ্রমি সতত কানন।।
দ্বাদশ বৎসর করিয়াছি এ নিয়ম।
কিমতে লঙ্ঘিব তাহা নহে কোন ক্রম।।
কন্যা বলে, সব তত্ত্ব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণা হেতু নিয়ম যে করিলা আপনি।।
অন্য স্ত্রীতে নাহি দোষ শুন মহাশয়।
তাহে আর্ত্ত জনে রক্ষা উচিত নিশ্চয়।।
আর্ত্ত হয়ে আমি বাঞ্ছা করি যে তোমারে।
ধর্ম্ম আছে, পাপ ইথে নাহিক সংসারে।।
অনুগত জন আমি কহিনু নিশ্চয়।
এক পুত্র দান মোরে দেহ মহাশয়।।
তোমার ঔরসে এক পুত্র আমি চাই।
তাহার অধিক কাম্য কিছু মোর নাই।।
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন।
ধর্ম্ম-সাক্ষী করি করেন পত্নীত্বে গ্রহণ।।
এক নিশি বঞ্চি তথা পার্থ মহাবীর।
প্রাতঃকালে গঙ্গা হৈতে হলেন বাহির।।
বিস্ময় হইয়া দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিল।
প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত পার্থ কহেন সকল।।
তবে দ্বিজগণ সহ কুন্তীর নন্দন।
হিমালয় পর্ব্বতে করেন আরোহণ।।
অগস্ত্য নামেতে বট বশিষ্ঠ-আশ্রমে।
বহুতীর্থে পার্থ স্নান করিলেন ক্রমে।।
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্তা করি হেন গণি।
পূর্ব্ব-সিন্ধু-তীরে বীরে গেলেন আপনি।।
গয়া গঙ্গা প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য আদি।
পৃথিবীতে যত তীর্থ, যত নদ নদী।।
অঙ্গ বঙ্গ মধ্যেতে যতেক তীর্থ বৈসে।
স্নান করি চলিলেন কলিঙ্গ-প্রদেশে।।
কলিঙ্গে না পশি বাহুড়িল দ্বিজগণ।
কলিঙ্গে পশিলে ভ্রষ্ট হয়ত ব্রাহ্মণ।।
কলিঙ্গ নগরে পশিলেন ধনঞ্জয়।
ক্রমে ক্রমে দেখিলেন যত তীর্থচয়।।
সমুদ্রের তীরেতে মহেন্দ্র গিরিবর।
মণিপুর নামে এক আছয়ে নগর।।
চিত্রভানু নামে রাজা রাজ্য অধিকারী।
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে তাহার কুমারী।।
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা, পূর্ণা রূপে গুণে।
নগরে বিহরে কন্যা, দেখিল অর্জ্জুনে।।
কন্যা দেখি মোহিত হইয়া ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেলেন সে রাজার আলয়।।

পার্থ বলিলেন, রাজা কর অবধান।
তোমার কুমারী এই মোরে দেহ দান।।
রাজা বলে, কে তুমি, কোথায় তব ঘর।
কোন বংশে জন্ম তব, কাহার কোঙর।।
তীর্থবাসী জন হৈয়া বাঞ্ছ রাজসুতা।
কেমনে সাহসে তুমি কহ এই কথা।।
অর্জ্জুন বলেন, আমি পাণ্ডুর তনয়।
কুন্তী-গর্ভে জন্ম মম, নাম ধনঞ্জয়।।
এত শুনি শীঘ্রগতি উঠিয়া রাজন।
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন।।
রাজা বলে, এতদূরে আসা কি কারণ।
বিশেষিয়া কহিলেন পৃথার নন্দন।।
রাজা বলে, মোর ভাগ্যে আইলা হেথায়।
মম বিবরণ শুন, কহিব তোমায়।।
প্রভঞ্জন নামে রাজা মম পূর্ব্ববংশে।
পুত্র-বাঞ্ছা করি রাজা সেবিল মহেশে।।
প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন ঈশ্বর।
তব বংশে হৈবে রাজা একই কোঙর।।
কুলক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে।
যে পুত্র হইবে, সেই রাজে রাজা হবে।।
পূর্ব্বেতে এমত বর দিলেন ধূর্জ্জটী।
পুত্র না হইল মম, হইল কন্যাটী।।
পুত্রবৎ করি কন্যা করি যে পালন।
মম বংশে রাজা হৈতে নাহি আর জন।।
সেই হেতু করিলাম মনে এ বিচার।
এই কন্যা দিয়া তারে দিব রাজ্যভার।।
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি না শোভে এ কথা।
এক সত্য কর, তবে দিব আমি সুতা।।
ইহার গর্ভেতে যেই জ্যেষ্ঠপুত্র হবে।
সেই সে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে।।
সত্য করিলেন পার্থ, রাজা কন্যা দিল।
এক বর্ষ তথা তাঁরে রহিতে হইল।।
পরে পার্থ চলিলেন দক্ষিণ সাগর।
স্নান দান সর্ব্বত্র করেন বীরবর।।
একস্থানে তথায় দেখেন ধনঞ্জয়।
পঞ্চতীর্থ বলি তারে মুনিগণে কয়।।
অশ্বমেধ-ফল স্নানে হয়ত বিশেষে।
কিন্তু সে তীর্থসলিল কেহ না পরশে।।
বিস্মিত হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসেন লোকে।
হেন তীর্থ লোকে না পরশে কোন্ পাকে।।
মুনিগণ বলেষ এই পুণ্যতীর্থ গণি।
কুম্ভীরের ভয়ে কেহ না পরশে পানি।।
শুনিয়া গেলেন স্নানে কুন্তীর নন্দন।
নিষেধিল তাঁহারে যাইতে সব জন।।
সৌভদ্র নামক তীর্থে পশি ধনঞ্জয়।
স্নান করিলেন বীর নিঃশঙ্ক হৃদয়।।
শব্দ শুনি কম্ভীরিণী আইল নিকটে।
অর্জ্জুনের পায়ে ধরে দশন বিকটে।।
বলে ধরি কূলে তারে তুলেন অর্জ্জুন।
গ্রাহরূপ ত্যজি কন্যা হইল তখন।।
অদ্ভুত মানিয়া জিজ্ঞাসেন পার্থবীর।
কে তুমি, কি হেতু হৈলা কুম্ভীর শরীর।।
কন্যা বলে, আমি বর্গা-নামেতে অপ্সরী।
কুবেরের ইষ্টা পঞ্চ আমরা কুমারী।।
সুবেশা হইয়া যাই যথা ধনেশ্বর।
পথে দেখি তপ করে এক দ্বিজবর।।
চন্দ্র-সূর্য্য সম তেজ মহাতপোধন।
অহঙ্কারে তাহারে করিলাম বিড়ম্বন।।

তপোভঙ্গ করিবারে গেনু তাঁর পাশ।
নৃত্য গীত বাদ্য, বহু হাস্য পরিহাস।।
কদাচিত বিচলিত নহিল ব্রাহ্মণ।
ক্রোধে মো সবারে শাপ দিল ততক্ষণ।।
অনেক বৎসর থাক গ্রাহরূপ ধরি।
করিলাম বহু স্তুতি করযোড় করি।।
অবধ্য অবলা জাতি, জানিয়া অন্তরে।
বধাধিক শাস্তি দিলা আমা সবাকারে।।
ব্রাহ্মণেরা শান্ত শীল সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
দয়ায় শাপান্ত আজ্ঞা কর মহামুনি।।
মুনি বলে, গ্রাহ হৈবে তীর্থের ভিতরে।
তবে মুক্ত হৈবে যদি তোলে কোন নরে।।
ব্রাহ্মণের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
বাহুড়িয়া যাই ঘরে হইয়া বিমন।।
আচম্বিতে দেখিনু নারদ তপোধন।
জানাইনু তাঁহাকে আপন বিবরণ।।
নারদ বলেন, নাহি হইও বিমনা।
পঞ্চ-তীর্থে গ্রাহরূপে থাক পঞ্চজনা।।
তীর্থযাত্রা হেতু যে আসিবে ধনঞ্জয়।
তাহার পরশে মুক্ত হইবে নিশ্চয়।।
সত্য হৈল যে বলিল ব্রাহ্মণ কুমার।
তোমার পরশে মুক্তি হইল আমার।।
চারি তীর্থে চারি সখী আছে যে আমার।
কৃপা করি তাহাদের করহ উদ্ধার।।
বিনয় শুনিয়া পার্থ হয়ে দয়াবান।
চারি তীর্থে চারি জনে করিলেন ত্রাণ।।
মুক্ত হৈয়া নিজ স্থানে গেল পঞ্চজন।
নিষ্কণ্টক তীর্থ করি গেলেন অর্জ্জুন।।
পুনঃ বীর মণিপুরে করেন গমন।
চিত্রাঙ্গদা সহ পুনঃ হইল মিলন।।
চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জনমিল যে নন্দন।
নাম রাখিলেন তার শ্রীবভ্রুবাহন।।
কত দিন বঞ্চি পুত্রে স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
পুনঃ তীর্থ ভ্রমিবারে গেল তথা হৈতে।।

www.bengaliebook.com

অর্জ্জুনের দ্বারাবতী গমন ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া সুভদ্রার মোহপ্রাপ্তি

গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করি ক্রমে ক্রমে।
প্রভাস-তীর্থেতে যান পৃথিবী পশ্চিমে।।
প্রভাসে আগত পার্থ কুন্তীর কুমার।
দ্বারকায় গোবিন্দ শুনিয়া সমাচার।।
অতিশীঘ্র করিলেন তথায় গমন।
প্রভাসে অর্জ্জুন সহ হইল মিলন।।
আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে পরস্পর।
উভয়ের হইল উত্তর প্রত্যুত্তর।।
অর্জ্জুনে লইয়া পরে দেবকী-নন্দন।
রৈবতক নামে গিরি করিল গমন।।
গোবিন্দের আজ্ঞায় তথায় যদুগণ।
রৈবতক-পর্ব্বেতে পূর্ব্বে করেছে গমন।।
অতিশয় মনোহর গিরিবর যত।
নানা ধাতু বিরাজিত, মণি মরকত।।
নানা জাতি বৃক্ষ সর্ব্বফলফুলে শোভে।
নানা জাতি পুষ্প সব আমোদে সৌরভে।।
নানা জাতি পশু খেলে, নানা পক্ষিগণ।
গিরি দেখি সুখী যদুকুল সর্ব্বজন।।
কৃষ্ণের বচনেতে দ্বারকাবাসী সব।
রৈবতক-পর্ব্বতেতে কৈল মহোৎসব।।
বাল বৃদ্ধ যুবা আর নর নারীগণ।
নানা বাদ্য নৃত্যগীত করে অনুক্ষণ।।
নানা নত্নে মণ্ডিত যতেক তরুগণ।
শ্বেত পীত রক্ত নীল বিবিধ বসন।।
শ্বেত কৃষ্ণ চামর রাখিল প্রতি ডালে।
প্রবাল মুকুতা ঝারা বান্ধি ইন্দ্রজালে।।
উগ্রসেন বসুদেব অক্রুর উদ্ধব।
জয়সেন কামদেব সকল বান্ধব।।
বলভদ্র চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
গদ উপগদ যে দারুক প্রদ্যুমন।।
ঝিল্লি উপঝিল্লি যত সপ্তবংশ নারী।
উদ্যান ভ্রমিতে সবে চলে আগুসারি।।
দৈবকী রোহিণী আর ভদ্রা শচী রতি।
ভীষ্মক-নন্দিনী সত্যভাতা জাম্ববতী।।
নগ্নজিতা কালিন্দী লক্ষ্মণা রত্নভূষা।
ভদ্রমিত্রা মিত্রবৃন্দা বাণপুত্রী ঊষা।।
চন্দ্রাবতী ভদ্রাবতী প্রভৃতি কামিনী।
ইত্যাদি কৃষ্ণের ষোল সহস্র রমনী।।
রৈবতক পর্ব্বতে যে করেন বিহার।
হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের কুমার।।
অর্জ্জুন আইল বলি শুনি এই কথা।
আগুসারি আনিবারে সবে গেল তথা।।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহেন এক রথে।
দোঁহে এক মূর্ত্তি, কেহ না পারে চিনিতে।।
দোঁহে ঘন নীলবর্ণ অরুণ অধর।
কিরীট কুণ্ডল হার শোভে পীতাম্বর।।
কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ, পার্থে বলে হরি।
দোঁহামূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত নরনারী।।
তবে ধনঞ্জয় বীর রথ হৈতে উলি।
লইলেন শ্রীবসুদেবের পদধূলি।।
আলিঙ্গন শিরে চুম্ব বসুদেব দিয়া।
যতেক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসেন বিস্তারিয়া।।
অর্জ্জুন বলিল সব নিজ বিবরণ।
নারদ-নিয়ম হেতু ভ্রমি তীর্থগণ।।

বসুদেব বলেন, থাকহ এ আলয়।
দ্বাদশ যত দিনে পূর্ণ হয়।।
উগ্রসেন বলভদ্র সত্যক সাত্যকী।
একে একে সম্ভাষেন পরম কৌতুকী।।
লইয়া চলিল সবে রৈবতক গিরি।
সম্ভাষিতে আইল যতেক যদুনারী।।
অর্ঘ্য দিয়া কল্যাণ করেন সর্ব্বজন।
পরম আনন্দ সবে শুভ জিজ্ঞাসেন।।
মাতুলানীগণে পার্থ প্রণাম করিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাষ করেন নম্র হৈয়া।।
হেনকালে সুভদ্রা যে বসুদেব-সুতা।
নবীবে যুবতী সর্ব্বরূপা-গুণযুতা।।
বিচিত্র কবরীভার সুচাঁচর চুলে।
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন কুরুবল ফুলে।।
তার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে।
চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কারিয়া অনুক্ষণ বুলে।।
দুই গণ্ড কুণ্ডল মণ্ডিত শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি গজমতি শোভে নাসাহ্লে।।
বদন নিন্দিত চান্দ, নাসা তিলফুলে।
কটাক্ষ চাহনিতে মুনির মন ভুলে।।
কুচযুগ সম পূগ ঢাকিয়া দুকূল।
মধ্যদেশ মৃগ-ঈশ নহে সমতুল।।
জঘন সর ঘন নর্ত্তক অতুলে।
হেরি মুগ্ধ হয় কাম চরণ অঙ্গুলে।।
নিতম্ব কুঞ্জরকুম্ভ জিনিয়া বিপুল।
জাতী যূথী হার পরে মালতী বকুল।।
তারে দেখি পার্থ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দেরে।
কেবা এ সুন্দরী সখা সবাকার পরে।।
অবিবাহিতা কন্যা যে লয় মোর মনে।
শুনিয়া বলিল তবে শ্রীমধুসূদনে।।
বসুদেব-সুতা হয় আমার ভগিনী।
সারণের সহোদরা সুভদ্রা নামিনী।।
বিবাহ না হয়, নাহি মিলে যোগ্য বর।
শুনিয়া লজ্জিত অতি পার্থ ধনুর্দ্ধর।।
অর্জ্জুনেরে হেরি ভদ্রা বিমোহিত হৈলা।
চলিতে না চলে পদ, ভূমেতে বসিলা।।
সত্যভামা বলেন, না আস ভদ্রা কেনে।
সবে বলে একক বসিলা কি কারণে।।
সুভদ্রা বলিল, দেবী ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ।।
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেন হাতে।
নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে।।
সত্যভামা বলেন, কি হেতু ভাঁড়াইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত, কেন ব পড়িলা।।
নিভৃতে সুভদ্রা কহে, কি কহিব সখি।
যে কণ্টক ফুটিল কোথায় পাবে দেখি।।
অর্জ্জুনের মোহন চাহনী তীক্ষ্ণশর।
আজি অঙ্গ আমার করিল জর জর।।
দেখ মোর অঙ্গ-তাপ ঘন কম্পমান।
ছটফট করে তনু, বাহিরায় প্রাণ।।
ছাড় সত্যভামা, আমি না পারি যাইতে।
এত বলি অর্জ্জুনেরে লাগিল দেখিতে।।
সত্যভামা বলে, ভদ্রা খাইলি দেখিতে।।
সত্যভামা বলে, ভদ্রা খাইলি কি লাজ।
রাখিলি কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুল-মাঝ।।
পিতা বসুদেব, ভাই রাম নারায়ণ।
তিনলোক মধ্যে যাঁরে পূজে সর্ব্বজন।।
ইহা সবাকার লজ্জা করিতে চাহিস্।

দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিস্।।
অন্য কি অনূঢ়া কন্যা নাহি রাজকুলে।
পরপুরুষ দেখিয়া কাহার মন ভুলে।।
তোমা হৈতে নির্লজ্জ না হয় অন্যজনে।
ধৈর্য্য ধর, চল ঘরে, পাছে কেহ শুনে।।
সত্যভামা সখীর নিষ্ঠুর বাক্য শুনি।
সকরুণে কহে ভদ্রা, চক্ষে বহে পানি।।
ধিক্ ধিক্ ব্যর্থ জন্ম নারীর ভূতলে।
পর-বশে দহে তনু বিরহ অনলে।।
সত্যভামা বলে, কি নিন্দিস্ কামিনী।
নারীরূপে দেখ ক্ষিতি সংসারধারিণী।।
নারী হৈতে হৈল পূর্ব্বে সৃষ্টির সৃজন।
শক্তিরূপে রক্ষা করে সবার জীবন।।
নারী নাম প্রথমেতে মঙ্গল কারণ।
লক্ষ্মী আগে বলয়ে, পশ্চাতে নারায়ণ।।
শঙ্কর ছাড়িয়া আগে ভবানীর নাম।
রাম সীতা নাহি বলে, বলে সীতা-রাম।।
গৃহিণী থাকিলে লোকে বলে তারে গৃহী।
সংসারে দেখহ নারী বিনা কেহ নাহি।।
স্ত্রী হইতে হয় ভদ্রা সবার উৎপত্তি।
স্ত্রী বিনা করিতে বংশ কাহার শকতি।।
সুভদ্রা বলেন, সত্য কহিলা সকল।
কিন্তু সে পুরুষ বিনা জীবন বিফল।।
সত্যভামা বলেন, না হও উতরোল।
বিয়া দিব স্থির হও শুন মম রোল।।
উত্তম বংশজ, হৈবে বলিষ্ঠ পণ্ডিত।
পরম সুন্দর হৈবে তব মনোনীত।।
ভদ্রা কহে, যত কহ নাহি করি জ্ঞান।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান।।
কৌরব-বংশীয় যে পাণ্ডব বলবান।
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন।।
আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে।।
সত্যভামা বলে, দেবী, চল এইক্ষণ।
রজনীতে পার্থ সহ করাব মিলন।।
সত্যভামা-মুখে শুনি বচন সরস।
চলিল সুভদ্রা চিত্তে হইয়া হরষ।।

www.bengaliebook.com

সুভদ্রা ও অর্জ্জুনের বিবাহ হেতু সত্যভামার দূতীয়ালী

তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী।
একান্তে কহেন কান্তে ভদ্রার কাহিনী।।
তোমার ভগিনী ভদ্রা ত্যজিবেক প্রাণ।
তার হেতু আপনি করহ অবধান।।
যতক্ষণ দেখিয়াচে পার্থের বদন।
তিল এক নাহি ছাড়ে আমার সদন।।
বলে মোরে অর্জ্জুনেরে দেহ পতি করি।
নহে নারী-বধ দিব তোমার উপরি।।
গোবিন্দ বলেন, আমি ভাবিতেছি মনে।
আসিয়াছে অর্জ্জুন এখানে বহুদিনে।।
কোন্ ধনে সন্তোষ করিব অর্জ্জুনেরে।
ভাল হৈল, সুভদ্রারে দান দিব তারে।।
করাইব বিবাহ দোঁহার যে প্রকার।
আজি নিশা তুমি বোধ করাহ ভদ্রার।।
সত্যভামা বলে, নহে বিলম্বের কথা।
আজি নিশা পার্থ বিনা মরিবে সর্ব্বথা।।
গোবিন্দ বলেন, যে আমার সাধ্য নয়।
কর গিয়া যেমনে সঙ্কট নাহি হয়।।
সত্যভামা বুঝি তবে কৃষ্ণের সম্মতি।
লৈয়া যান সুভদ্রায় যথা পার্থ রথী।।
দুয়ার করিয়া বন্ধ কনক-কপাটে।
শুইয়া আছেন পার্থ রত্নময় খাটে।।
অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলি ডাকিলা শ্রীমতী।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন মহামতি।।
সত্যভামা বলিলেন সত্রাজিত-সুতা।
ঘুচাও কপাট, কিছু আছে গুপ্তকথা।।
অর্জ্জুন বলেন, হৈল অর্দ্ধেক রজনী।
এক রাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি।।
যদি কার্য্যে ছিল তব, পাঠাইলে দূতে।
আজ্ঞামাত্র তথায় যাইতাম অগ্রেতে।।
ইহা না করিয়া তুমি আইলা আপনি।
যে আজ্ঞা করিবা, কাল করিব তখনি।।
সত্যভামা বলেন, যে দূত-কর্ম্ম নয়।
সে কারণে আইলাম তোমার আলয়।।
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম, মহাতাপ মনে।।
এক ভার্য্যা পঞ্চ ভাই কি সুখে নিবস।
যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস।।
সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব পরমা সুন্দরী এক নারী।।
অর্জ্জুন বলেন, এত স্নেহ কর মোরে।
পালিব সকল আজ্ঞা গোবিন্দ-গোচরে।।
সত্যভামা বলিলেন, বিলম্বে কি কাজ।
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কর রজনীর মাঝ।।
পার্থ বলিলেন, কহ অদ্ভুত এ কথা।
কেবা সে সুন্দরী হয় কাহার দুহিতা।।
না জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার।
বিবাহ করিতে বল কেমন বিচার।।
সত্যভামা বলিলেন, খুলুন্ দুয়ার।
আনিয়াছি কন্যা, দেখ চক্ষে আপনার।।
যদুকুলে জন্ম কন্যা প্রথম যৌবনী।
বিদ্যুৎবরণী রূপে ত্রৈলোক্যমোহিনী।।
অর্জ্জুন বলেন, একি আমার শকতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন যদুকুল-পতি।।
তাঁদের অজ্ঞাতে আমি লইব যাদবী।

লজ্জা দিতে মোরে চাহ কিগো মহাদেবী।।
দেবী বলিলেন, ইহা বলিব কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে।।
পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি-গাছ।
এক তিল পঞ্চ স্বামী নাহি ছাড়ে পাছ।।
যে লোভে নারদ-বাক্য করিলা হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছ বনে বন।।
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি ভয়।
কি মতে করিবা বিভা দ্রৌপদীর ভয়। ।
পার্থ বলিলেন, দেবী না নিন্দ দ্রৌপদী।
ত্রিজগৎ-জনে খ্যাত তব মহৌষধি।।
ষোলশত-সহস্র যে অষ্ট পাটরাণী।
সবা হৈতে কোন্ গুণে তুমি সোহাগিনী।।
অপুত্রা কি রূপহীনা হীনকুল-জাত।
রুক্মিণী প্রভৃতি কন্যা পাটরাণী সাত।।
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান।।
দিব্যরত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
যেখানে যা পান কৃষ্ণ, সকলি তোমার।।
অন্য জনে দিলে তুমি পরাণ না ধর।
কহ মহাদেবী ইহা কোন্ গুণে কর।।
রুক্মিণীরে দেন কৃষ্ণ এক পারিজাত।
তাহাতে করিলে যাহা, জগতে বিখ্যাত।।
জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন, মুনির সদনে।
কহ শুনি পারিজাত হরণ কেমনে।।
কি হেতু হইল দ্বন্দ্ব রুক্মিণী সহিত।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার চরিত।।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, ইহা বিনা সুখ নাহি আর।।

www.bengaliebook.com

পারিজাত-হরণ বৃত্তান্ত

মুনি কহে, শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
পারিজাত-হরণের অপূর্ব্ব কাহিনী। ।
এককালে নারায়ণ বিহার কারণ।
করিলেন রৈবতক-পর্ব্বতে গমন।।
হেনকালে নারদ তথায় উপনীত।
বাজায়ে সুনাদ বীণা কৃষ্ণ-গুণ গীত।।
পারিজাত পুষ্প ছিল বীণায় বন্ধন।
গোবিন্দের হস্তেতে দিলেন তপোধন। ।
পরম সুন্দর পুষ্প দেবের দুর্লভ।
যোজন পর্য্যন্ত যায় যাহার সৌরভ। ।
দেখি আনন্দিত চিত্ত হৈয়া হৃষীকেশ।
পুষ্প দিয়া রুক্মিণীরে করেন সুবেশ।।
একে ত রুক্মিনী দেবী ত্রৈলোক্য-মোহিনী।
পারিজাত-সুবেশে শোভিল সবা জিনি। ।
নারদ ক্ষণেক করি কথোপকথন।
বিদায় লইয়া চলিলেন তপোধন।।
কলহে সানন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন।
মুনি পথে যাইতে চিন্তেন মনে মন। ।
সত্যভামা আগে কহি পারিজাত-কথা।
শুনিয়া কি বলে দেখি সত্রাজিত-সুতা।।
এত চিন্তি গিয়া মুনি দ্বারকা নগর।
সত্যভামা-গৃহে উপনীত ত্বরাপর।।
মুনি দেখি সত্যভামা করিলা বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য অর্পিলেন বসিতে আসন।।
কোথায় আছিলা বলি জিজ্ঞাসেন সতী।
কহেন করুণ-বাক্য মুনি মহামতি।।
আজি গিয়াছিলাম যে ইন্দ্রের নগর।
পুষ্প দিয়া আমারে পূজিল পুরন্দর।।
নরের অদৃষ্টপূর্ব্ব দেবের দুর্ল্লভ।
দিল ইন্দ্র মোরে বহু করিয়া গৌরব।।
পুষ্প লভি হৈল মনে চিন্তার উদয়।
বিনা ইন্দ্র উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয়।।
সে কারণে পুষ্প আনি দিলাম কৃষ্ণেরে।
পুষ্প দেখি শ্রীগোবিন্দ সানন্দ অন্তরে।।
সেইক্ষণে রুক্মিণীরে আনি জগন্নাথ।
স্বহস্তে ভূষণ করিলেন পারিজাত।।
সে পুষ্পে ভূষিবা মাত্রে ভীষ্মক দুহিতা।
রূপে ত্রৈলোক্যের নারী করিলা বিজিতা।।
সবা হৈতে প্রেয়সী তোমারে আমি জানি।
এবে জানিলাম কৃষ্ণ প্রেয়সী রুক্মিণী।।
মুনির এতেক বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে মান করি।।
ছিঁড়িয়া ফেলিলা কণ্ঠে ছিল যেই হার।
ঘুচাইয়া ফেলেন অঙ্গের অলঙ্কার।।
ছিঁড়িল পুষ্পের মাল্য, খসিল কুন্তল।
হাহাকার করিয়া পড়েন ভূমিতল।।
সতীর দেখিয়া কষ্ট মনে মনে হাসি।
রৈবতক-পর্ব্বতেতে বেগি যান ঋষি। ।
রুক্মিণীর গৃহে কৃষ্ণ করেন ভোজন।
হেনকালে উপনীত তথা তপোধন।।
গোবিন্দ কহেন মুনি, কহ সমাচার।
পুনঃ হেথা কি হেতু আগমন তোমার।।
মুনি বলে, অবধান শ্রীমধুসূধন।
দ্বারকা নগরে গিয়াছিলাম এখন।।
সত্যভামা জিজ্ঞাসিল তোমার বারতা।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে হৈল পারিজাত-কথা।।
এমত হইবে বলি জানিব কেমনে।

রুক্মিণীরে দিলা পুষ্প শুনিয়া শ্রবণে।।
সেইক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন পড়িল ধরণী।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে উচ্চধ্বনি।।
ছিঁড়িয়া ফেলিল যত বসন ভূষণ।
কপালে প্রহার হস্ত করে ঘনে ঘন।।
সব সখীগণ মিলি করয়ে প্রবোধ।
না শুনিয়ে কিছুই, দ্বিগুণ করে ক্রোধ।।
প্রাণ যাক্ প্রাণ যাক্, এই মাত্র ডাকে।
দেখিয়া এলাম শীঘ্র কহিতে তোমাকে।।
শুনিয়া গোবিন্দ চিত্তে হইল বিস্ময়।
কি করিব, কি হইবে চিন্তেন হৃদয়।।
পারিজাত পুষ্প হেতু অনর্থ ভাবিয়া।
রুক্মিণীরে শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রবোধিয়া।।
কি করিব বৈদর্ভি আপনি কর ক্ষমা।
যেমন চরিত্র, তুমি জান সত্যভামা।।
ক্রোধেতে আপন প্রাণ ছাড়িবারে পারে।
তোমার প্রসাদ হৈল দেহ পুষ্প তারে।।
শুনিয়া রুক্মিণী হইলেন বড় দুঃখী।
গোবিন্দেরে কহেন হইয়া অধোমুখী।।
দিয়া পুষ্পরাজ পুনঃ লইবা মুরারি।
সহজে দুর্ভাগা আমি কি করিতে পারি।।
মোরে পুষ্পা দিলা বলি পুড়িছে অন্তরে।
মরুক পুড়িয়া, কেন পুষ্প দিব তারে।।
রুক্মিণীর বাক্য শুনি চিন্তেন শ্রীহরি।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন, বৃত্তান্ত বিবরি।।
কোথায় পাইলা পুষ্প, কহ মুনিবর।
নারদ কহেন আছে স্বর্গে তরুবর।।
ইন্দ্রের রক্ষকগণ করয়ে রক্ষণ।
তাহাতে নন্দন-বন করয়ে শোভন।।
মাগিয়া পাঠাও পুষ্প সহস্র-লোচনে।
তব নাম শুনিলে দিবেন সেইক্ষণে।।
গোবিন্দ বলেন, মুনি যাহ তুমি তথা।
মোর নাম লৈয়া ইন্দ্রে কহ এই কথা।।
ক্ষীরোদ মথনে পুষ্প হয়েছে উৎপত্তি।
একা তুমি ভোগ কর কেন শচীপতি।।
দেহ পারিজাত যে আমার ভাগ আছে।
না দিলে সহজে পুষ্প, দুঃখ পাবে পাছে।।
প্রথমেতে সম্প্রীতে মাগিহ তপোধন।
না দিলে এ সব পিছে কহিবা তখন।।
এত বলি কৃষ্ণ করি নারদে প্রেরণ।
দ্বারাবতী যান সত্যভামার কারণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি।।

www.bengaliebook.com

সত্যভামার মানভঞ্জন

পড়ি আছে সত্যভামা ভূমির উপর।
মুক্ত কেশী, গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর।।
বসন-ভূষণ ভিজে নয়নের জলে।
শশিকলা যেমন পতিতা ভূমিতলে।।
চতুৰ্দ্দিকে ব্যজন করিয়া সখীগণ।
সুগন্ধি সলিল সিঞ্চে, চাপয়ে চরণ।।
সঘনে নিশ্বাস বহে হস্ত দিয়া নাকে।
দেখিয়া কৃষ্ণের অশ্রু নয়নে না থাকে।।
আপনি ব্যজনী লৈয়া সখী-হস্ত হৈতে।
মন্দ মন্দ বায়ু কৃষ্ণ লাগিয়া করিতে।।
গোবিন্দের আগমনে উজ্জ্বল হৈল ধাম
ষড়ঋতু লৈয়া যেন উপনীত কাম।।
আমোদিত হৈল গৃহ অঙ্গের সৌরভে।
সহস্র সহস্র অলি ধায় ভোঁ ভোঁ রবে।।
অচেতন ছিল সখী পাইল চেতন।
সৌরভে জানিল গৃহে কৃষ্ণ- আগমন।।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে, ক্রোধে চক্ষু নাহি মেলে।
ক্ষণেক থাকিয়া সব সখীগণে বলে।।
কে দহে আমার অঙ্গ হুতাশন-প্রায়।
রুক্মিণীর পতি কিবা আইল হেথায়।।
এত বলি শিরে মারে কঙ্কণের ঘাত।
দুই হস্তে হস্ত ধরিলেন জগন্নাথ।।
কেন হেন বল, রুক্মিণীর পতি বলি।
সত্যভামা-প্রাণ আমি, চাহ চক্ষু মেলি।।
আমার কি অপরাধ না পাই ভাবিয়া।
কি হেতু এতেক কষ্ট দাও প্রাণপ্রিয়া।।
এত বলি কৃষ্ণ বসাইলেন ধরিয়া।
মুখ মুছাইলেন আপন বস্ত্র দিয়া।।
গোবিন্দের এতেক বিনয় বাক্য শুনি।
কান্দিতে কান্দিতে কহে আধ আধ বাণী।।
মুখেতে তোমার সুধা, হৃদয়ে নিষ্ঠুর।
এবে জানিলাম তুমি কত বড় ক্রূর।।
পারিজাত পুষ্পরাজ অতুল সুবাস।
রুক্মিণীরে দিলা মোরে করিয়া নিরাশ।।
কার শক্তি সহিবে এতেক অপমান।
এক্ষণে ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান।।
গোবিন্দ কহেন, প্রিয়ে ত্যজহ বিলাপ।
কোন্ দ্রব্য পারিজাত, চিন্ত এত তাপ।।
এক পুষ্প হেতু তব ক্রোধ হইয়াছে।
তোমারে আনিয়া দিব পুষ্প সহ গাছে।।
শুনি সত্যভামা দেবী উল্লাসিত মন।
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ মেলিয়া নয়ন।।
আসনে বাসাইলেন উঠি যদুনাথে।
চরণ প্রক্ষালিলেন সুগন্ধি জলেতে।।
ভোজন করান কৃষ্ণে পরম-হরিষে।
তাম্বূল যোগান দেবী বসি বামপাশে।।
রত্নময় পালঙ্কেতে করিয়া শয়ন।
আনন্দে রজনী বঞ্চিলেন দুইজন।।
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ কৈলা স্নানদান।
হেনকালে উপনীত মুনি ঢেঁকিযান।।
কলহ-বিদ্যায় বিজ্ঞ দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
কহেন কৃষ্ণের আগে গদগদ ভাষি।।
কি আর কহিব কথা, কহিবারে লাজ।
যতেক কহিল মোরে শুন দেবরাজ।।
শুন শুন দেবগণ কথন অদ্ভুত।
নারদ আইল হৈয়ে গোপালের দূত।।
দেবের দুৰ্ল্লভ পারিজাত পুষ্পরাজ।

মানুষের হেতু মাগে মুখে নাহি লাজ।।
এত অহঙ্কার কেন গোপালের হৈল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বুঝি সব পাসরিল।।
কংস-ভয়ে নন্দগৃহে ছিল লুকাইয়া।
গোধন রাখিত নিত্য গোপান্ন খাইয়া।।
একদিন চুরি করি খেয়েছিল ননী।
হাতে ধরি বান্ধিলেক নন্দের ঘরণী।।
বৃষ অঘ সর্প বক করিল সংহার।
সেই হেতু দেখি তার এত অহঙ্কার।।
জরাসন্ধ ভয়ে স্থল নাহিক সংসারে।
লুকাইয়া রহে গিয়া সমুদ্র-ভিতরে।।
হেনজনে পারিজাত পুষ্পে হৈল সাধ।
নাহি দিলে, বলিয়াছে করিবে প্রমাদ।।
হেন কটূত্তর কি আমার প্রাণে সহে।
কি করিব দূত আর অন্যজন নহে।।
যাহ যাহ নারদ, না থাক মম কাছে।
কহ গিয়া, করুক সে যত শক্তি আছে।।
নারদের মুখে শুনি এতেক বচন।
ক্রোধেতে ঘূর্ণিত হৈল যুগল-লোচন।।
গোবিন্দ বলেন, ইন্দ্র হইয়াছে মত্ত।
আপনি করিল লঘু আপন মহত্ত।।
আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার।
চলহ, সাক্ষাতে তুমি দেখ আপনার।।
সে সকল কথন হইল পাসরণ।
গোকুলেতে ইন্দ্রে দূর করিনু যখন।।
সাত দিন কৈল যত ছিল পরাক্রম।
নহিলেক গোপকুঁলে পূজা লৈতে ক্ষম।।
অহঙ্কার তার উচ্চে সুরপুরে স্থিতি।
অহঙ্কার তার আমি রহি নীচে ক্ষিতি।।
আর অহঙ্কার, চড়ে ঐরাবতোপরে।
আর অহঙ্কার, বজ্র-অস্ত্র ধরে করে।।
আর অহঙ্কার, তার সহস্র-লোচনে।
মত্ততা করিব দূর ধূলির অঞ্জনে।।
সুরপুর হৈতে পাড়িব ভূমিতলে।
প্রহারে ভাঙ্গিব গজরাজ-কুম্ভস্থলে।।
অব্যর্থ মুনির অস্থি, বজ্র অস্ত্র রাজ।
ব্যর্থ করি হাসাইব দেবের সমাজ।।
ভাঙ্গি বন সমূলে আনিব পারিজাত।
দেখি রক্ষা কেমনে করিবে শচীনাথ।।
এত বলি গোবিন্দ স্মরেন খগেশ্বর।
অগ্রে দাঁরাইল খগরাজ যোড়করে।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাব ইন্দ্রের নগরে।
আনিব হেথায় পারিজাত তরুবরে।।
গরুড় বলিল, প্রভু তুমি যাও কেনে।
আজ্ঞা দিলে আমি যাই ইন্দ্রের ভুবনে।।
নন্দন-বনের সহ পুষ্প পারিজাত।
এইক্ষণে হেথা আনি দিব জগন্নাথ।।
গোবিন্দ বলেন, নহে অশক্য তোমাত।
কিন্তু আমি তারে লঘু করিব সাক্ষাতে।।
এত বলি গোবিন্দ নিলেন প্রহরণ।
কৌমোদকী গদা, খড়্গ চক্র সুদর্শন।।
ধরিয়া শারঙ্গ ধনু চড়াইয়া গুণ।
অর্পিলেন গরুড়ে অক্ষয় যার তূণ।।
বেশ ভূষা করিলেন কিরীট কুণ্ডল।
মেঘেতে শোভিল যেন মিহির-মণ্ডল।।
কণ্ঠেতে ভূষণ গজ-মুকুতার হার।
ঝিকিমিকি করে যেন বিদ্যুৎ-আকার।।
বক্ষঃস্থলে রত্নরাজ শোভিল কৌস্তুভ।

দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয় কোটি মনোভব।।
অঙ্গদ বলয় আর কেয়র ভূষণ।
আঁটিয়া পরেন পীতবরণ বসন।।
সর্ব্বাঙ্গে লেপন কৈল চন্দন কস্তুরী।
কাঁকালেতে বন্ধন করেন খড়্গ ছুরি।।
হইলেন গরুড়ে আরূঢ় জগন্নাথ।
সত্যভামা বলেন যাইব আমি সাথ।।
দেখিব ইন্দ্রের পুরী, কেমন ইন্দ্রাণী।
কিরূপে তোমার সহ যুজে বজ্রপাণি।।
শুনি হরি তাঁরে বসাইলেন যে বামে।
তবে ডাকি আনিল সাত্যকি আর কামে।।
দোঁহারে বলেন কৃষ্ণ, চল মোর সঙ্গে।
ইন্দ্র সহ সমর দেখহ আজি রঙ্গে।।
কৃষ্ণাজ্ঞা পাইয়া খগে করি আরোহণ।
চলিলেন সমর দেখিতে চারি জন।।
হেনকালে বলভদ্র প্রভৃতি যাদব।
বলিল তোমার সহ যাব মোরা সব।।
গোবিন্দ বলেন থাক দ্বারকা-রক্ষণে।
শূন্য জানি আজি কি করিবে দুষ্টগণে।।
এত বলি প্রবোধিয়া সবারে রাখিলা।
চলহ বলিয়া আজ্ঞা গরুড়েরে দিলা।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

শ্রীকৃষ্ণের সুরলোকে গমন

নারদ বলিলা, তবে শুন নারায়ণ।
অদিতি কহিলা যত কুণ্ডল কারণ।।
নরক আনিল বলে অদিতি-কুণ্ডল।
লুটিয়া অমরাবতী অমরী সকল।।
পৃথিবীর পুত্র হয় নরক দুর্ম্মতি।
তারে না মারিলে নহে স্বর্গের বসতি।।
শুনিয়া গোবিন্দ তথা করিল গমন।
নরকেরে মারিয়া পাইল কন্যাগণ।।
ষোড়শ-সহস্র কন্যা দেবের কুমারী।
এককালে বিবাহ করিলেন মুরারি।।
অদিতির কুণ্ডল দিলেন অদিতিরে।
তথা হৈতে চলিলেন অমর-নগরে।।
নন্দন-কানন মধ্যে হৈয়া উপনীত।
দেখেন কুসুম-রাজ গন্ধে আমোদিত।।
সাত্যকিরে বলেন, আনহ তরুবর।
শুনিয়া সাত্যকি তথা গেলেন সত্বর।।
বৃক্ষের রক্ষণেতে আছিল বহু রক্ষ।
হাতে অস্ত্র লইয়া ধাইল লক্ষ লক্ষ।।
সাত্যকি বলিল, প্রাণ যদি সবে চাহ।
না করহ দ্বন্দ্ব, ইহা ইন্দ্রেরে জানাহ।।
ধাইয়া ইন্দ্রের ঠাঁই সবে গিয়া কহে।
চল শীঘ্র দেবরাজ, বিলম্ব না সহে।।
গরুড়-আরূঢ় যে মনুষ্য চারিজন।
ভাঙ্গিয়া লইয়া পুষ্প পারিজাত- বন।।
শুনিয়া ইন্দ্রের চিত্তে হইল স্মরণ।
পারিজাত লইতে আইল নারায়ণ।।
ক্রোধে থরথর কলেবর, কাঁপে শক্র।
সহস্র লোচন-ফিরে যেন কালচক্র।।
নানা অস্ত্র লইয়া সমরে কৈল সাজ।
হাতে বজ্র লইয়া চড়িল গজরাজ।।
শচী বলে, যাব আমি সংহতি তোমার।
কিরূপ হইবে যুদ্ধ দেখিব দোঁহার।।
শুনি ইন্দ্র বসাইল বামে আপনার।
শচী, জয়দেব সখা আর জয়ন্তকুমার।।
হেনমতে আরোহণ কৈল চারিজন।
চালাইয়া দিল গজ যথা নারায়ণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীদাস কহে, শুনি তরি ভববারি।।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ

অস্ত্রে অস্ত্রে দুই জনে মজিল বিরোধে।
উপেন্দ্রাণী দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে ক্রোধে।।
কহ না ভারতি, কেন এত গর্ব্ব তোর।
আসিয়াছ লইতে ভূষণ পুষ্প মোর।।
মর্য্যাদা থাকিতে আগে যাহ বাহুড়িয়া।
যথা ছিল পারিজাত তথায় রাখিয়া।।
বামন হইয়া চাহ ধরিতে চন্দ্রমা।
দিব প্রতিফল আজি, ভাঙ্গিব গরিমা।।
সত্যভামা বলে, শচী মিছে কর গর্ব্ব।
পরাক্রম তোমার জানি যে আমি সর্ব্ব।।
শাশুড়ীর কুণ্ডল নরক নিল বলে।
নারিলা আনিতে তাহা বলি আখণ্ডলে।।
ছারখার কৈল স্বর্গ সে অসুর-পতি।
রাখিবারে নাহি পারিল তোমার পতি।।
মারিয়া সে নরকে ভাঙ্গিয়া তার পুরী।
অদিতির কুণ্ডল আনিয়া দিল হরি।।
পারিজাত পুষ্পে তোর কোন্ অধিকার।
মথনে জন্মিল পুষ্প, বিভাগ সবার।।
তুমি পুষ্প ভূষণ করিবা একা কেনে।
দেখি আজি লৈয়া যাব রাখহ কেমনে।।
সতী শচী দোঁহাকার শুনিয়া কোন্দল।
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে দেবতা সকল।।
আনন্দ-লহরীতে নারদ-মুনি হাসে।
শুনি পুরন্দর কাঁপে অতিশয় রোষে।।
উপেন্দ্র ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় দেবধামে।
ত্রিভুবন চমৎকার দোঁহার সংগ্রামে।।
নানা অস্ত্র দুইজন করেন প্রহার।
পৃথিবীর মধ্যে পড়ে উল্কার আকার।।
দর্পক-জয়ন্ত-যুদ্ধ কি দিব তুলন।
শরজালে দুই জন ছাইল গগন।।
সাত্যকি তুলিল ধনু গরুড় উপর।
তার সহ জয়দেব করয়ে সমর।।
খগেন্দ্রে গজেন্দ্রে যুদ্ধ না যায় বর্ণন।
গর্জ্জনে বধির হৈল ত্রৈলোক্যের জন।।
দশন-শুণ্ডেতে গজ গরুড়ে প্রহারে।
গরুড়-গজেন্দ্র-শুণ্ড নখেতে বিদারে।।
গরুড়ের নখাঘাতে গজেন্দ্র অস্থির।
খণ্ড খণ্ড হৈলা, বহে সর্ব্বাঙ্গে রুধির।।
না পারিল শূন্যেতে রহিতে গজবর।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে পর্ব্বত উপর।।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে, কম্পে কলেবর।
পড়িল মাতঙ্গরাজ ভূমির উপর।।
হস্তীর চাপনে গিরি অর্দ্ধ গেল তল।
পর্ব্বত উপরে স্থির হৈল আখণ্ডল।।
ইন্দ্র বলে, কৃষ্ণ গর্ব্ব না করিহ তুমি।
সমরেতে ন্যূন হৈয়া নাহি পড়ি আমি।।
বাহন অস্থির হৈল গরুড়-আঘাতে।
তুমি আমি চল যুদ্ধ করিব ভূমিতে।।
ইন্দ্র বাক্য শুনি হাসি বলে ভগবান।
যথায় তোমার ইচ্ছা যাব সেই স্থান।।
পুনরপি মুখামুখি হৈইল সমর।
যত অস্ত্র এড়ে ইন্দ্র, কাটে দামোদর।।
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয়, মনে পেয়ে লাজ।
অতি ক্রোধে বজ্র প্রহারিল দেবরাজ।।
গোবিন্দ বলেন তবে গরুড়ের প্রতি।
বজ্র-অস্ত্র হাতে লইয়াছে সুরপতি।।
সদুর্শনে এইক্ষণে তিল তিল করি।

www.bengaliebook.com

মুনি-বাক্য ব্যর্থ হবে, এই হেতু ডরি।।
ইহার উপায় তুমি কর খগেশ্বর।
এক পক্ষ দেহ ফেলি বজ্রের উপর।।
ঠোঁটেতে উপাড়ি পক্ষ গরুড় ফেলিল।
পক্ষ চূর্ণ করি বজ্র বাহুড়ি চলিল।।
একবার বিনা বজ্র আর নাহি চলে।
দেখিয়া বিস্ময় অতি হৈল আখণ্ডলে।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

www.bengaliebook.com

মহাদেবের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন

গোবিন্দ ইন্দ্রের রণ নাহি অবসান।
ত্রিলোকের লোক শব্দে হয় হতজ্ঞান।।
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত।
ক্ষীরোদে কশ্যপ-স্থানে গেলেন ত্বরিত।।
নারদ বলেন, আছ কশ্যপ কি কাজে।
প্রমাদ পাড়িল তব পুত্র দেবরাজে।।
অজ্ঞান হইয়া করে কৃষ্ণ সহ রণ।
না মারেন কৃষ্ণ, তেঁই জীয়ে এতক্ষণ।।
দেবরাজ পরাক্রম করিলেন সব।
নিজ অস্ত্র অদ্যাপি না ছাড়েন মাধব।।
সুদর্শন যদ্যপি ছাড়েন নারায়ণ।
কাটিবেন ইন্দ্রেরে রাখিবে কোন্ জন।।
শুনিয়া কশ্যপ মুনি চিন্তান্বিত হন।
কেমনে দোঁহার দ্বন্দ্ব হৈবে নিবারণ।।
দোঁহার মধ্যস্থ শিব বিনা অন্যে নারে।
এত চিন্তি কশ্যপ করেন স্তুতি হরে।।
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হয়ে ত্রিলোচন।
যুদ্ধ-স্থানে গেলেন করিতে নিবারণ।।
খগেন্দ্রে উপেন্দ্র ও গজেন্দ্রে ইন্দ্ররাজ।
যোগীন্দ্র বৃষেন্দ্রারূঢ় দাঁড়াইল মাঝ।।
হরিরে কহেন হর, কর অবধান।
তব সহ সমরে কি ইন্দ্র বলবান।।
দেবরাজ করি তুমি করিলা স্থাপিত।
এক্ষণে নিগ্রহ তারে না হয় উচিত।।
গোবিন্দ বলেন, ইন্দ্র স্বর্গভোগ করে।
এক পারিজাত বৃক্ষ না দেয় আমারে।।
স্বতন্ত্র তাহার উপার্জ্জিত নহে ফুল।
ক্ষীরোদ মথিয়া পায় সুরাসুর-কুল।।
মথনের দ্রব্যে সবাকার ভাগ আছে।
বিশেষে বামন আমি, জন্ম তার পাছে।।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা স্বর্গে যত সুখ।
সকল ইন্দ্রের ভূষা আমি সে বিমুখ।।
একমাত্র পারিজাত বৃক্ষ আমি মাগি।
উচিত কি তার দ্বন্দ্ব করা ইহা লাগি।।
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন।
ইন্দ্রস্থানে চলিলেন দেব পঞ্চানন।।
গিরীশ বলেন, ইন্দ্র হইলা অজ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ-প্রধান।।
তাঁর সহ কর দ্বন্দ্ব নাহিক কল্যাণ।
মম বাক্যে সুরপতি কর সমাধান।।
পারিজাত চাহে যদি যদু-বংশপতি।
পুষ্প দিয়া সম্প্রীত করহ সুরপতি।।
ইন্দ্র বলে, পশুপতি কর অবধান।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা আদি যে বাহন।।
শচী বজ্র পারিজাত নন্দন-কানন।
ইহাতে ইন্দ্রত্ব মম স্বর্গের ভূষণ।।
পারিজাত লৈবে যদি দৈবকী-কুমার।
স্বর্গেতে ইন্দ্রত্ব মোর কি রহিল আর।।
মহেশ বলেন, হরি খর্ব্ব অবতারে।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই অদিতি-উদরে।।
কনিষ্ঠের ভাগ মাগিলেন নারায়ণ।
দেহ পুষ্পরাজ দ্বন্দ্ব হৌক নিবারণ।।
ইন্দ্র বলে, তব বাক্য না করিব আন।
আমার কনিষ্ঠ ভাই যদি ভগবান।।
জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠে যেমন আছে ব্যবহার।
তাহা না করিয়া কেন করে অত্যাচার।।
না করিয়া মান্য মোরে লয়ে যায় বলে।

বলে নিল বলিয়া ঘুষিবে ভূমণ্ডলে।।
এত শুনি কহে শিব গোবিন্দে চাহিয়া।
ক্রোধ ত্যজ যদুনাথ আমারে দেখিয়া।।
অজ্ঞানে হইল মত্ত দেব সুরপতি।
সেই হেতু করে যুদ্ধ তোমার সংহতি।।
আপন ইন্দ্রত্ব তুমি দিয়াছ উহারে।
বিবিধ উৎপাতে রাখিয়াছ বারে বারে।।
আপন অর্জ্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নয়।।
পারিজাত পুষ্প লয়ে যাহ, বাধা নাই।
মান্য করি লহ ইন্দ্রে, হয় জ্যেষ্ঠ ভাই।।
আমার বচন দেব করহ পালন।
শিব-বাক্য স্বীকার করেন নারায়ণ।।
গেলেন গোবিন্দে লয়ে শিব ইন্দ্র-স্থানে।
প্রণাম করেন হরি কনিষ্ঠ-বিধানে।।
হৃষ্ট হয়ে দেবরাজ কৃষ্ণে কোল দিয়া।
পারিজাত-বৃক্ষ দিল নিয়ম করিয়া।।
যাবৎ থাকিয়া তুমি অবনী-মণ্ডলে।
তাবৎ থাকিবে পুষ্প আসিবেক কালে।।
এত বলি দেবরাজ স্বর্গেতে চলিল।
সত্যভামা পানে চাহি ইন্দ্রাণী হাসিল।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম কহে, সাধু সদা করে পান।।

ইন্দ্রকে লইয়া গরুড়ের শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন ও শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ নিবারণ

শচী-হাসি দেখিয়া সতীর অভিমান।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে, কর অবধান। ।
প্রণাম করিলা তুমি ইন্দ্রের চরণে।
হাসিয়া চাহিয়া মোরে দেখায় নয়নে। ।
যে প্রতিজ্ঞা কৈল শচী, হইল সম্পূর্ণ।
বলছিলা গৰ্ব্ব আজি করিব যে চূর্ণ।।
কি কারণে এমত করিলা জগন্নাথ।
ছিল ভাল এ মতে না লৈলে পারিজাত। ।
হাসিয়া বলেন প্রভু কমল-লোচন।
এই হেতু সতী কেন হও দুঃখমন।।
যতেক দেখহ প্রাণী এ তিন ভুবনে।
আমা হৈতে বিভিন্ন নাহি কোন জনে। ।
আপনারে নমস্কার করি যে আপনে।
তোমার ইহাতে লজ্জা হৈল কি কারণে।।
সতী বলে, তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈলা।
আপন প্রতিজ্ঞা দেব বিস্মৃত হইলা।।
সহস্র লোচনে দিব ধূলির অঞ্জন।
ভাঙ্গিব ইন্দ্রেরর গৰ্ব্ব কহিলা তখন।।
ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা না পালিলে ধৰ্ম্ম নহে।
বিশেষে শচীর হাসি দেখি অঙ্গ দহে।।
কৃষ্ণ বলে, আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির।
ভক্তেরে বিক্রীত দেবী আমার শরীর।।
না পারি শিবের বাক্য করিতে লঙ্ঘন।
ইন্দ্র-অপরাধ ক্ষমিলাম সে কারণ। ।
সতী বলে, আমি প্রায় অভক্ত তোমার।
সে কারণে ক্রোধে দহে শরীর আমার। ।
গোবিন্দ বলেন, তুমি ক্রোধ ত্যজ মনে।
এক্ষণে লোটাব ইন্দ্রে তোমার চরণে।।
সত্যভামা আশ্বাসিয়া দেবকী- তনয়।
ডাকিয়া বলেন শুন দেব মৃত্যুঞ্জয়।।
তোমার বচন আমি লজ্মিতে না পারি।
তাহার কারণে আমি ইন্দ্রে মান্য করি।।
ইন্দ্রেতে আমাতে কিবা সম্বন্ধ নির্ণয়।
কত অবতার মম ধরণীতে হয়।।
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুইজন।
প্রতাপেতে লয়েছিল সকল ভুবন।।
মারিলাম তাহারে হইয়া অবতার।
নিষ্কণ্টক স্বর্গেতে দিলাম অধিকার।।
ধৰ্ম্মবলে বলী লয়েছিল ত্রিভুবন।
ছলিয়া পাতালে রাখি করিয়া বন্ধন। ।
দুই পদে ব্যাপিলাম ব্রহ্মাণ্ড সকল।
নিষ্কণ্টক করিয়া দিলাম আখণ্ডল।।
কুম্ভকর্ণ রাবণ রাক্ষস-অধিপতি।
সকলে জানহ ইন্দ্রে কৈল যেই গতি। ।
তাহারে মারি যে আমি রাম-অবতারে।
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গ দিলাম তাহারে।।
উহায় আমায় শিব কিসের সম্বন্ধ।
এই বাক্য তাহারে বলহ সদানন্দ।।
ভূমিতলে লোটাইয়া সহস্র-লোচনে।
প্রণাম করিয়া পড়ুক সতীর চরণে।।
তবে তার অপরাধ করি আমি দূর।
নহিলে এখনি অন্যে দিব স্বর্গপুর।।
ইন্দ্রে কহিলেন এ সকল মহেশ্বর।
শুনি ইন্দ্র ক্রোধেতে কম্পিত কলেবর।।

না করে স্বীকার, শিব কহেন কৃষ্ণেরে।
গরুড়ে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন সত্বরে।।
যাহ বীর খগেশ্বর পাতাল ভুবন।
আন গিয়া শীঘ্র বিরোচনের নন্দন।।
বলিবে করিব আজি স্বর্গে অধিপতি।
সাধুসেব্য গুণে বলি আমাতে ভকতি। ।
গরুড় ইন্দ্রের সখা অতিশয় প্রীত।
গোবিন্দ-চরণে পড়ে সখার নিমিত্ত। ।
সবিনয়ে বচন বলেন খগেশ্বর।
অদিতির সত্য পাসরিলা চক্রধর।।
মন্বন্তরে বলিরে করিবা অধিকারী।
এক্ষণে বলিরে কি করণে ডাক হরি।।
কোন্ ছাড় ইন্দ্র, প্রভু তারে এত কেনে।
দেখি আমি, তোমারে কেমনে নাহি মানে।।
এত বলি আপনি চলিল খগেশ্বর।
কহিল, অজ্ঞান কেন হও পুরন্দর।।
যাঁহার পালন সৃষ্টি সৃজন যাঁহার।
যেই প্রভু তোমারে দিয়াছে অধিকার।।
তাঁর আজ্ঞা লজ্ঘহ করিয়া অবহেলা।
দেখিয়া না দেখ চক্ষে ইন্দ্রপদে ভোলা।।
আইস তোমার দোষ ক্ষমা করাইব।
সতীর চরণতলে তোমা ফেলাইব।।
আমার বচনে যদি না হয় প্রবোধ।
বলি ইন্দ্রপদ লৈবে বাড়িবেক ক্রোধ।।
খগেন্দ্রের বাক্য শুনি চিন্তে মঘবান।
বুঝিলাম মোরে ক্রোধ কৈল ভগবান।।
ত্রৈলোক্যের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ।
অজ্ঞান হইয়া তাঁর সঙ্গে কৈনু রণ।।
গরুড়ে বলিল ইন্দ্র, শুন সখা তুমি।
গোবিন্দে বাড়ানু ক্রোধ না জানিয়া আমি।।
খগেশ্বর বলে, সখা শুন মম বাণী।
মোর সহ আসি শান্ত কর চক্রপাণি।।
আইস তোমার দোষ করাইব ক্ষমা।
নারায়ণ-সম্মুখে লইয়া যাব তোমা।।
এত বলি গরুড়ে করিয়া হাতাহাতি।
সতীর চরণতলে ফেলে সুরপতি।।
পড়ি তার সহস্রলোচনে লাগে ধূলি।
দেখিতে না পায় ইন্দ্র হাতাড়িয়া বুলি।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

সত্যভামার প্রতি ইন্দ্রের স্তব

কতদূরে সতী-আগে, শিরে দিয়া করযুগে,
প্রণমি পড়িল দেবরাজ।
স্তব করে সুরপতি, অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি,
সহ যত অমর-সমাজ।।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, রতি সতী অরুন্ধতী,
পার্ব্বতী সাবিত্রী বেদমাতা।
তুমি অধঃ ক্ষিতি স্বর্গ, তুমি দাত্রী চতুর্ব্বর্গ,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-বিধাতা।।
অনাদিপুরুষ প্রিয়া, কেজানে তোমার ক্রিয়া,
মায়াতে মনুষ্য-দেহধারী।
তুমি বিধাতার ধাতা, সবাকার অন্নদাতা,
আমি তোমা কি বর্ণিতে পারি।।
বেদপতি বহু খেদে, না পাইল চারিবেদে,
আগমে না পায় পঞ্চানন।
তুমি মোরে দিলা সর্ব্ব, তেঁই মোর হৈল গর্ব্ব,
না চিনিনু তোমার চরণে।।
করহ এবার কৃপা, তুমি দেবী বুদ্ধিরূপা,
সুমতি কুমতি প্রদায়িনী।
তুমি শূন্য জল স্থল, পৃথিবী পর্ব্বতানল,
সর্ব্ব গৃহে জননী-রূপিণী।।
শরণ লইনু পদে, ক্ষমা কর অপরাধে,
অজ্ঞান দুর্ম্মতি কর দূর।
সম্পদে হইয়া মত্ত, না জানিনু তব তত্ত্ব,
না চিনিনু আপন ঠাকুর।।
এত বলি সুরপতি, পুনঃ লুটি পড়ে ক্ষিতি,
ধূলায় ধূসর কেশপাশ।
কিরীট কুণ্ডল হার, ছত্রদণ্ড অলঙ্কার,
ধূলি লোটে এ মলিন বাস।।

ধূলিতে লুণ্ঠিত তনু, নয়নে পূরিল রেণ,
দেখিতে না পায় পুরন্দর।
দেখি চিত্তে দিল ক্ষমা, আজ্ঞা কৈল সত্যভামা,
ইন্দ্রেরে উঠাও খগেশ্বর।।
মন্দাকিনী-জল দিয়া, চক্ষু ধৌত কর গিয়া,
নির্ম্মল হইবে চক্ষু তবে।
শুনিয়া সতীর বাণী, লৈয়া মন্দাকিনী-পানি,
স্নান করাইলেন বাসবে।।
নয়ন নির্ম্মল হৈয়া, ঐরাবতে আরোহিয়া,
ইন্দ্র গেল হইয়া বিদায়।
লৈয়া পুষ্প পারিজাত, নারদে করিয়া সাথ,
দ্বারকা গেলেন যদুরায়।।
মহাভারতের কথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
অধর্ম্ম কলুষ ক্লেশ নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের প্রীতিযুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস।।

সত্যভামার ব্রতারম্ভ

রোপিলেন পুষ্পরাজ সত্যভামা-দ্বারে।
নানা রত্নে মূল বান্ধিলেন তরুবরে।।
শত শত রবি শশী যেন করে শোভা।
পৃথিবী যুড়িয়া তার দীপ্ত কৈল আভা।।
উপরে বান্ধেন চান্দ দিয়া রত্নবাস।
তার তলে কৃষ্ণসহ করেন বিলাস।।
হেনকালে আগত নারদ মুনিবর।
দেখি সত্যভামা স্তব করেন বিস্তর।।
নারদ বলেন, দেবী কি করি বাখান।
না হইবে, নাহি হয়, তোমার সমান।।
দেবের দুর্ল্লভ যেই পুষ্প পারিজাত।
তোমার দুয়ারে রোপিলেন জগন্নাথ।।
এক্ষণে করহ দেবি ইহার যে কাজ।
অবহেলে হইবে তোমার ব্রতরাজ।।
যে ব্রত করিলে হয় সোহাগে আগুলি।
জন্ম জন্ম করিবা গোবিন্দে লইয়া কেলি।।
ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল পায় এই ব্রতে।
বিখ্যাত তোমার যশ হইবে জগতে।।
এ ব্রত করিয়াছিল পুলোমা-নন্দিনী।
সোহাগে আগুলি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রানী।।
পর্ব্বত-নন্দিনী পূর্ব্বে এই ব্রত করি।
শিবের অর্দ্ধাঙ্গ হইলেন মহেশ্বরী।।
আর কৈল স্বাহা দেবী অগ্নির গৃহিণী।
যার ফলে হইল অগ্নির সোহাগিনী।।
শুনি সত্যভামা ধরে মুনির চরণে।
প্রভু মোরে সেই ব্রত করাহ এক্ষণে।।
নারদ বলেন, লহ কৃষ্ণ-অনুমতি।
শ্রীকৃষ্ণ নহেন যে কেবল তব পতি।।
নাহি জান দেবী তুমি এ ব্রত-বিধান।
বৃক্ষেতে বান্ধিয়া দিতে হৈবে স্বামীদান।।
সত্যভামা বলে, হেন কহ কেন মুনি।
মোরে বিরোধিবে হেন কে আছে সতিনী।।
করিব গোবিন্দে দান, যে বিধি আছয়।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিব, ইথে কি আছে সংশয়।।
মুনি বলে, তবে আর বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কেন আরম্ভ না কর ব্রতরাজ।।
এক লক্ষ ধেনু চাহি, ধান্য লক্ষ পৌটী।
দক্ষিণা সামগ্রী কর স্বর্ণ লক্ষ কোটি।।
বসন ভূষণ দান ষোড়শ বিধান।
অশ্ব রথ গজ বৃষ যত রত্নযান।।
নারদের বাক্যমত সব আয়োজন।
শুভদিনে করিলেন ব্রত আরম্ভন।।
গোবিন্দেরে একান্তে কহেন সমাচার।
হাসিয়া সতীরে কৃষ্ণ করেন স্বীকার।।
নিমন্ত্রিয়া আনেন যতেক মুনিগণ।
পৃথিবীর মধ্যে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।।
করিল ব্রতের সজ্জা যে ছিল বিহিত।
বৈসেন নারদ মুনি হৈয়া পুরোহিত।।
পারিজাত বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হৃষীকেশে।
সত্যভামা বসিলেন হাতে তিল কুশে।।
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল-সহস্র রমণী।
অভিমানে সবাকার চক্ষে বহে পানি।।
সত্যভামা করিলেন দান জগন্নাথ।
স্বস্তি বলি নারদ নিলেন হাতে হাত।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান।।

শ্রীকৃষ্ণের দান পাইয়া নারদের গমনোদ্যোগ

দান পেয়ে নারদ নাচের ঊর্দ্ধবায়।
যতেক দক্ষিণা পায় ব্রাহ্মণে বিলায়।।
নারদ দ্বারকানাথে লৈয়া যায় ধরি।
শুনিয়া দ্বারকা শুদ্ধ ধায় নর নারী।।
পারিজাত বৃক্ষ হৈতে খসান বন্ধন।
গোবিন্দে বলেন সব ফেল আভরণ।।
এখন গোপাল আর এ বেশে কি কাজ।
তপস্বী হইলা ধর তপস্বীর সাজ।।
কিরীট ফেলিয়া শিরে ধর পিঙ্গ জটা।
কনক-পইতা ফেলি লহ যোগপাটা।।
কনক-মুকুতা হার ফেল বনমালা।
পীতাম্বর ফেলিয়া পরহ বাঘছানা।।
মুনির বচনে হরি ত্যজি সেইক্ষণ।
ধরেন তপস্বী-বেশ দৈবকী-নন্দন।।
হাতেতে করিয়া বীণা কাঁধে মৃগছালা।
পাছে পাছে যান যেন সন্ন্যাসীর চেলা।।
দেখিয়া কৃষ্ণের বেশ কান্দে সর্ব্বজন।
উগ্রসেন বসুদেব করয়ে ক্রন্দন।।
কান্দয়ে যাদব যত নারী আর শিশু।
থাকুক অন্যের কথা কান্দে বণ্য-পশু।।
বাল বৃদ্ধা যুবা কান্দে ভূমিতলে পড়ি।
দৈবকী রোহিণী কান্দে দিয়া গড়াগড়ি।।
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল-সহস্র রমণী।
পাছে পাছে চলি যায় যতেক কামিনী।।
নারদ বলেন যে তোমরা যাহ কোথা।
রুক্মিণী বলেন যে তোমরা যাবে যেথা।।
নারদ বলেন, কি তোমায় প্রয়োজন।
নানা স্থানে ভ্রমি আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ।।
রুক্মিণী বলেন, কৃষ্ণ দান পেলে মুনি।
যৌতুক পাইলা ষোল-সহস্র রমণী।।
মুনি বলে, রুক্মিণী না কর মিছা দ্বন্দ্ব।
পাছে ক্রোধ না করিল বলি ভাল মন্দ।।
যখন করিল দান সত্রাজিত-সুতা।
তখন ত কেহ না কহিলা কোন কথা।।
তার আগে কহিবারে নহিলে ভাজন।
আমার সহিত তব কোন্ প্রয়োজন।।
রুক্মিণী বলেন, পুনঃ শুন মুনিরায়।
সত্যভামা দিল দান, আমার কি তায়।।
প্রাণনাথে লয়ে যাহ আমা সবাকার।
কহ মুনি, আমরা রহিব কোথা আর।।
মহাভারতের কথা সুধা সমতুল।
কাশীরাম দাস রচে জগতে অতুল।।

নারদকে শ্রীকৃষ্ণ পরিমাণে ধনদান

গোবিন্দেরে লইয়া নারদ-মুনি যান।
বিষন্ন বদন হৈয়া সত্যভামা চান।।
ঘন পড়ি উঠি ধায় বাতুল-সমান।
দুই হাতে আগুলিয়া মুনিরে রহান।।
বুঝিনু নারদ-মুনি চতুরালি তোর।
ভাড়াইয়া লেয়া যাও প্রাণপতি মোর। ।
বালকে ভাঁড়ায় যেন হাতে দিয়া কলা।
কাঁচ দিয়া লৈয়া যাও কাঞ্চনের মালা।।
শিলা দিয়া লৈয়া যাও পরশ- রতন।
শুধু কায় দিয়া যাও লইয়া জীবন।।
না চাহি যে ব্রত, না চাহি যে ফল তার।
বাহুড়িয়া প্রাণনাথে দেহ ত আমার। ।
মুনি বলে, সত্যভামা সত্যভ্রষ্টা হৈলা।
সবাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলা।।
এক্ষণে কহিছ ব্রতে নাহি প্রয়োজন।
দান লইয়াছি আমি, দিব কি কারণ।।
একক দেখিয়া চাহ বল করিবারে।
মোর ঠাঁই লইতে কাহার শক্তি পারে।।
এত বলি নারদ ঘুরান দুই আঁখি।
শরীর কম্পিত দেবী মুনি-মুখ দেখি।।
সত্যভামা বলে, তব ক্রোধ নাহি ডরি।
বড় ক্রোধ হইলে ফেলাবে ভস্ম করি। ।
গোবিন্দ-বিচ্ছেদে মরি, সেই মোর সুখ।
না দেখিব কৃষ্ণে আর, এই বড় দুখ। ।
এক কথা কহি, অবধান কর মুনি।
পূর্ব্বে যে বলিলা ব্রত করিল ইন্দ্রাণী।।
পার্ব্বতী করিল আর স্বাহা অগ্নি-প্রিয়া।
তারা পুনঃ স্বামী পেলে কেমন করিয়া।।
নারদ বলেন, সর্ব্বভক্ষ্য হুতাশন।
চারি মুখে ধরে তার প্রচণ্ড কিরণ।।
তাহারে লইয়া সতি কি করিব আমি।
সে কারণে স্বাহারে ফিরায়ে দিনু স্বামী।।
পার্ব্বতীর পতি রুদ্র বলদ-বাহন।
হাড়মালা, ভস্ম মাখে অঙ্গে ফণিগণ।।
নিরন্তর ভূত প্রেত লৈয়া তার মেলা।
না নিলাম তাহারে করিয়া অবহেলা।।
শচীপতি পুরন্দর সহস্রলোচন।
ত্রৈলোক্য পালিতে ধাতা কৈল নিয়োজন।।
কভু ঐরাবতে, কভু উচ্চৈঃশ্রবা রথে।
বিনা বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে।।
তারে না নিলাম আমি ইহার লাগিয়া।
তথাপিহ স্বর্গে আছে আমার হইয়া।।
তোমার এ স্বামী কৃষ্ণ রূপে নাহি সীমা।
তিনলোক মধ্যে দিব কাহাতে উপমা।।
যথায় যাইব, তথা সঙ্গে করি লব।
অনুক্ষণ দিবানিশি নয়নে দেখিব।।
জনমে জনমে মোর এই বাঞ্ছা ছিল।
অনেক তপের ফলে বিধ মিলাইল।।
নয়ন মুদিয়া মুনি ধ্যান করে যাঁকে।
তাঁহাকে পাইয়া হাতে দিব কি তোমাকে।।
আসিতেছি যাঁর চিন্তা করি নিরবধি।
দরিদ্র কি ছেড়ে দেয় পেলে সেই নিধি।।
ব্রতের কারণ ছেড়ে দিলে কৃষ্ণধন।
ব্রতফল কিন্তু তাহা নাহি পারে।।
এ কথা শুনিয়া সতী হলেন মূর্চ্ছিতা।

www.bengaliebook.com

নাহি জ্ঞান, সত্যভামা মৃতা কি জীবিতা।।
দেখিয়া সতীর কষ্ট কৃষ্ণে হৈল দয়া।
নারদেরে বলেন, ছাড়হ মুনি মায়া।।
নারদ বলেন, কর্ম্ম ভুঞ্জুক আপন।
তোমারে ত্যজিয়া দিল ব্রত-ফলে মন।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, অজ্ঞ সহজে স্ত্রীজাতি।
কোথা পাইবেক জ্ঞান তোমার যেমতি।।
শরীরে নাহিক প্রাণ, হেন লয় মনে।
যোগবলে আত্মা মুনি দেহ এইক্ষণে।।
দেখিয়া সতীর কষ্ট মুনি চমৎকার।
উঠহ বলিয়া ডাকিলেন বারেবার।।
মুনির আশ্বাসে দেবী পাইয়া চেতন।
উঠিয়া ধরেন পুনঃ মুনির চরণ।।
নারদ বলেন, দেবি এক কর্ম্ম কর।
দান দিয়া লৈতে চাহ, অধর্ম্ম দুস্তর।।
গোবিন্দে তৌলিয়া দেহ আমারে রতন।
পাইবা ব্রতের ফল শাস্ত্রেতে যেমন।।
শুনি সত্যভামা মনে হইয়া উল্লাস।
পুত্রগণে ডাকিয়া কহেন মৃদুভাষ।।
করহ তুলেন সজ্জা, যে আছে বিহিত।
মম গৃহ হৈতে রত্ন আনহ ত্বরিত।।
আজ্ঞা পেয়ে কামাদি যতেক পুত্রগণ।
কনকে নির্ম্মাণ তুল কৈল ততক্ষণ।।
এক ভিতে বসাইল দৈবকী-নন্দনে।
আর ভিতে বসাইল যত রত্নগণে।।
সত্যভামা-গৃহে রত্ন যতেক আছিল।
তুলে চড়াইল, তবু সমান নহিল।।
রুক্মিণী কালিন্দী নগ্নজিতা জাম্ববতী।
যে যাহার ঘর হৈতে আনে শীঘ্রগতি।।
চড়াইল তুলে, তবু সমতুল নহে।
ষোড়শ-সহস্র কন্যা নিজধন বহে।।
কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ধন কুবের জিনিয়া।
ত্বরা করি চড়াইল তুলে সব লৈয়া।।
না হয় কৃষ্ণের সম, অপরূপ কথা।
দ্বারকাবাসীর দ্রব্য যার ছিল যথা।।
শকটে উটেতে বৃষ বহে অনুক্ষণ।
নহিল কৃষ্ণের সম, দেখে সর্ব্বজন।।
পর্ব্বত-আকার চড়াইল রত্নগণে।
ভূমি হৈতে তুলিতে নারিল নারায়ণে।।
দেখি সত্যভাম দেবী করেন রোদন।
ক্রোধমুখে বলেন, নারদ তপোধন।।
উপেন্দ্রাণী বলিয়া বলাও এই মুখে।
রত্নে জুখি উদ্ধারিতে নারিলি স্বামীকে।।
শিশু প্রায় পুনঃপুনঃ করহ রোদন।
এত দিনে জানিলাম তব বিবরণ।।
বক্র চক্ষু করিয়া কহয়ে তপোধন।
হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ।।
এবে জানিলাম ধন না পারিলি দিতে।
উঠ বলি নারদ ধরেন কৃষ্ণ-হাতে।।
শুনি সত্যভামা মুখে না সরিল বুলি।
ভূমে গড়াগড়ি যায় আউদর-চুলী।।
হেনমতে কান্দে সব যাদবী যাদব।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলে উদ্ধব।।
আপন শ্রীমুখে কহিয়াছেন বার বার।
আমা হৈতে নাম বিনা বড় নাহি আর।।
চিন্তিয়া বলিয়া সবে মোর বোল ধর।
যত রত্ন আছে তুলে ফেলাহ সত্বর।।
একৈক ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোমকূপে।

কোন্ দ্রব্য সম করি তোলিবা তাহাকে।।
এত বলি আনি এক তুলসীর দাম।
তাহে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম।।
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত।
নীচে হৈল তুলসী ঊর্দ্ধেতে জগন্নাথ।।
দেখি উল্লাসিতা হৈলা সকল রমণী।
সাধু সাধু বলিয়া হইল মহাধ্বনি।।
কৃষ্ণ-নাম গুণের নাহিক বেদে সীমা।
বৈষ্ণবে সে জানে কৃষ্ণনামের মহিমা।।
শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণনাম ধন বড়।
জপহ কৃষ্ণের নাম চিত্তে করি দৃঢ়।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাইবা কৃষ্ণদেহ।
কৃষ্ণের মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ।।
নাম পত্র লৈয়া মুনি তুষ্ট হৈয়া যান।
সত্যভামা রত্ন ধন ব্রাহ্মণে বিলান।।
পারিজাত হরণের এই বিবরণ।
এক্ষণে কহিব তবে সুভদ্রা হরণ।।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে অধর্ম্মী হৈবে হেলে ভবপার।।
পারিজাত হরণে হরিষ রসকথা।
শ্রবণে শুনিলে ঘুচে সংসারের ব্যথা।।
পুরুষ শুনিলে হয় কৃষ্ণপদে মতি।
নারীজন শুনিলে সৌভাগ্য হয় পতি।।
আয়ুধন বংশ বাড়ে সর্ব্বত্র কল্যাণ।
কাশীদাস কহে, তাহা করিয়া প্রমাণ।।

সুভদ্রার গান্ধর্ব্ব-বিবাহ

অতঃপর জিজ্ঞাসিলা রাজা জন্মেজয়।
পিতামহ-কথা কহ, শুনি মহাশয়।।
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন নরপতে।
ভদ্রা-পার্থে স্বয়ম্বর হইবে যেমতে।।
বলিলেন যদি ইহা বীর ধনঞ্জয়।
সত্যভামা তাহারে কহেন সবিনয়।।
ঔষধ করিবে পার্থ স্ত্রীর এই বিধি।
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ঔধধি।।
ভণ্ডতা করিয়া হইয়াছ ব্রহ্মচারী।
মহৌষধি শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী।।
অর্জ্জুন বলেন, স্তুতি করি সত্যভামা।
নিশাশেষ, নিদ্রা যাই, কর আজি ক্ষমা।।
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রহ্মচারী আমি।
তীর্থযাত্রা করি দেশ দেশান্তরে ভ্রমি।।
মিথা অপবাদ কেন দিতেছে আমারে।
শুনিলে আমারে নিন্দা করিবে সংসারে।।
বুঝিয়া পার্থের মন উঠেন ভারতী।
সুভদ্রা বলেন, কহ কোথা যাও সতী।।
সতী বলে, আইসহ করিব উপায়।
এত বলি ভদ্রা লৈয়া গেলেন আলয়।।
নার মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়।
সখি দিয়া শীঘ্র রতি আনেন ডাকিয়া।।
গুপ্তেতে কহেন সব ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলে, ঠাকুরাণী এ কোন্ বিচিত্র।।
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে।
পার্থের সে গর্ব্ব আজি দিব চূর্ণ করে।।
এত বলি সিন্দূর পড়িয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়ন কজ্জলে।।
যাত দেবি, এক্ষণে যাইতে পাবে বাট।
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট।।
শুনিয়া রতির বাক্য সানন্দ হইয়া।
পুনরপি ভদ্রা তথা উত্তরিল গিয়া।।
হস্ত দিতে কপাটের অর্গল ঘুচিল।
অর্জ্জুন-সম্মুখে গিয়া ভদ্রা দাঁড়াইল।।
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিত চন্দ্রমা।
চিত্রকর-চিত্র যেন কনক প্রতিমা।।
কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনি।
স্ত্রী নহিলে কাটিতাম খড়্গেতে এখনি।।
যাহ শীঘ্র হেথা হৈতে প্রাণ লৈয়া বেগে।
নহিলে নাসিকা কান কাটিব খড়্গেতে।।
এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরি।
দেখিয়া সুভদ্রা অঙ্গ কাঁপে থরহরি।।
সিঁথায় সিন্দূর তার, নয়নে কজ্জল।
দেখিয়া পড়েন পার্থ হইয়া বিহ্বল।।
হরিল পার্থের জ্ঞান কামের বিভোলে।
তখনি উঠিয়া তারে করিলেন কোলে।।
আইস আইস বৈস ওহে প্রাণসখি।
তোমার বদন পূর্ণ চন্দ্রমা নিরখি।।
নাহি নাহি করি ভদ্রা বস্ত্রে মুখ ঢাকে।
জাতিনাশ কর কেন ছাড় ছাড় ডাকে।।
একি পার্থ এ তোমার কেমন বিচার।
অনূঢ়া কন্যার সহ একি ব্যবহার।।
বলেন বাহিরে থাকি সত্রাজিত-সুতা।
কহ পার্থ, গণ্ডগোল কি করিছ হেথা।।
সুভদ্রা বলেন, সখি দেখনা আসিয়া।
আমারে অর্জ্জুন বীর ধরে কি লাগিয়া।।
সত্যভামা বলে পার্থ, অনূঢ়া এ নারী।

কিমতে ধরহ বরে হয়ে ব্রহ্মচারী।।
বসুদেব সুতা হয় কৃষ্ণের ভগিনী।
কেন হেন কর্ম্ম কর, ধার্ম্মিক আপনি।।
বলেন বিনয় বাক্য পার্থ বীরবর।
অনন্ত নারীর মায়া বুঝিবে কি নর।।
তোমার অশেষ মায়া বিধি অগোচর।
আমি কি বুঝিব, নারিলেন দামোদর।।
না জানিয়া তব আজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন।
ক্ষমহ, তোমার পায় লইনু শরণ।।
অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্টা হইয়া ভারতী।
হাসিয়া বলিলেন ভীত নহ মহামতি।।
যে হইল অর্জ্জুন বুঝিনু তব কর্ম্ম।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কর আছে ক্ষত্র-ধর্ম্ম।।
পাঁচ সাত সখী মিলি দিয়া ছলাহুলি।
দোঁহাকার গলে দোঁহে মালা দিল তুলি।।
হেনমতে দোঁহার বিবাহ করাইয়া।
সত্যভামা গোবিন্দে বলেন সব গিয়া।।
সত্যভামা বলেন, যে আজ্ঞা কৈলে তুমি।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ দিয়া আইলাম আমি।।
কালি প্রাতে কর তুমি বিবাহের কাজ।
দূত পাঠাইয়া আন কুটুম্ব-সমাজ।।
অতএব বলি যে বিলম্ব নাহি সয়।
গোবিন্দ বলেন, সতী এই মত হয়।।
কিন্তু বলভদ্রের অর্জ্জুনে নাহি প্রীত।
পার্থে দিতে তাঁহার নহিবে মনোনীত।।
সত্যভামা বলেন যে কি উপায় করি।
উপায় করিব, বলি বলেন শ্রীহরি।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা সাধু করে পান।।

www.bengaliebook.com

অর্জ্জুন সহ সুভদ্রার বিবাহে বলরামের অসম্মতি

প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নান দান।
একত্র বসিল সব যাদব-প্রধান।।
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
অক্রূর সারণ গদ মুষলী মাধব।।
প্রসঙ্গ করেন তবে দেব নারায়ণ।
সুভদ্রা দেখিয়া মম স্থির নহে মন। ।
বিবাহের যোগ্যা যে অবিবাহিতা থাকে।
অস্পৃশ্য তাহার অন্ন জল বলে লোকে।।
অনূঢ়া কুমারী যদি হয় ঋতুমতী।
উভয়তঃ সপ্তকুল হয় অধোগতি।।
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ।
এ কারণে কন্যা দিতে নাহি করিবে ব্যাজ।।
সপ্তম বৎসরে কন্যা দিলে ফল পায়।
অতঃপর ইহাতে বিলম্ব না যুয়ায়।।
ভদ্রার সম্বন্ধ যোগ্য না দেখি যে আর।
মোর চিত্তে লয় এক কুন্তীর কুমার।।
রূপে গুণে কুলে শীলে বলে বলবান।
পার্থ যোগ্য হয়, করিয়াছি অনুমান।।
শুনি বসুদেব তাহা করেন স্বীকার।
যা বলেন কৃষ্ণ চিত্তে লইল আমার। ।
সাত্যকি বলিল, যদি কুলে ভাগ্য থাকে।
তবে ত পাইবে ভদ্রা স্বামী অর্জ্জুনকে।।
অর্জ্জুন-সমান যোগ্য না দেখি ভুতলে।
ভাল ভাল বলি বলে যাদব সকলে।।
এতেক সবার বাক্য শুনি হলধর।
রক্তচক্ষু করি ক্রোধে করেন উত্তর।।
কেন চিন্তা কর সবে সুভদ্রা কারণে।
তার হেতু বর আমি চিন্তিয়াছি মনে।।
কৌরব-কুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
উচ্চ কুল বলি হয় বিখ্যাত ভুবন।।
বলে জিনে মত্ত দশ-সহস্র বারণ।
রূপেতে কন্দর্প জিনে, ধনে বৈশ্রবণ।।
অর্জ্জুনের শতাংশ না গণি তার গুণে।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বল কি কারণে।।
দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনা নগর।
দুর্য্যোধনে তথা গিয়া আনুক সত্বর।।
শুভদিন করহ করিতে শুভ কার্য্য।
রাজগণ আনাইব যত আছে রাজ্য।।
এই বাক্য যদ্যপি বলেন হলধর।
অধোমুখ হৈয়ে কেহ না দিল উত্তর।।
কতক্ষণে বলরাম ডাকি দূতগণে।
রাজ্যে নিমন্ত্রণ-লিপি দেন জনে জনে।।
দুর্য্যোধনে লিখেন সকল সমাচার।
সুসজ্জা হইয়া এস বিভা যে তোমার। ।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীদাস কহে, সাধু যায় ভব তরি।।

দৈবকী ও রোহিণী সহ বলরামের কথোপকথন

দিবা অবসান হৈল, সন্ধ্যার সময়।
উঠি গেল যদুগণ যে যার আলয়।।
সত্যভামা জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের প্রতি।
বিবাহে বিলম্ব কেন কর প্রাণপতি।।
গোবিন্দ বলেন, সখি কিসের বিবাহ।
পার্থ নাম শুনিয়া রামের জ্বলে দেহ।।
বলেন, যে বর করিয়াছি দুর্য্যোধনে।
দূত পাঠাইলেন তাহার সন্নিধানে।।
শুনি সত্যভামা হৈয়া চমকিত চিতে।
অধোমুখ করিয়া বসিলেন ভূমিতে।।
বলিলেন, কহ দেব কি হৈবে এখন।
অনর্থ হইল এবে সুভদ্রা কারণ।।
অর্জ্জুন শুনিলে পাছে যায় পলাইয়া।
ভগিনীরে দিবে কিহে অন্য বরে বিয়া।।
উপায় না করি কেনে মৌনেতে রহিলে।
হেন বুঝি, কলঙ্ক করিবে যদুকুলে।।
গোবিন্দ বলেন, দেবী কেন কর গোল।
করিব উপায় আমি, নহ উতরোল।।
সত্যভামা বলেন, বিলম্ব কথা নহে।
কেহ যদি এ কথা রামেরে গিয়া কহে।।
এই লজ্জা ভয়ে মম হইতেছে কাঁপ।
না দেখাব মুখ আর, জলে দিব ঝাঁপ।।
স্ত্রীলোকেতে জানে স্ত্রীলোকের যে বেদন।
শাশুড়ীর আগে আমি করি নিবেদন।।
এত বলি উঠি গেল দেবকী সদন।
কহিলেন যতেক সুভদ্রা বিবরণ।।
শুন শুন ঠাকুরাণী, করি নিবেদন।
কুল-লজ্জা-ভয়ে মম স্থির নহে মন।।
সুভদ্রা আসক্তা হৈল বীর ধনঞ্জয়ে।
বলিল, নহিলে প্রাণ ছাড়িব নিশ্চয়ে।।
গান্ধৰ্ব্ব-বিবাহ আমি দিলাম দোঁহার।
এবে শুনি এখন হইবে বর আর।।
শুনিয়া দৈবকী দেবী হইলা বিস্মিতা।
বলভদ্র-গৃহে যান রোহিনী সহিতা।।
দৈবকী বলেন, তাত শুন হলপাণি।
অর্জ্জুনে না দেহ কেন সুভদ্রা ভগিনী।।
রূপে গুণে কুলে শীলে সকলে বাখান।
কুটুম্বে কুটুম্ব হৈবে, কেন কর আন।।
রাম বলে, জননী না বুঝি কেন কহ।
পাণ্ডবগণের কথা সকল জানহ।।
আমার কুটুম্ব-যোগ্য নহে ধনঞ্জয়।
অযোগ্য-সম্বন্ধে মাতা কুল নষ্ট হয়।।
এই হেতু দুর্য্যোধনে পাঠাইনু দূত।
নিষ্কলঙ্ক সৰ্ব্ব যোগ্য হয়কুরুসুত।।
তিনলোকে বিখ্যাত পাণ্ডব জারজাত।
হেন জনে দিতে চাহ সুভদ্রা কিমত।।
রোহিণী বলেন, তাত সবার বিচার।
পিতা ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞাতি আর।।
কি হেতু সবার বাক্য করহ হেলন।
দেহ অর্জ্জুনেরে ভদ্রা, সবাকার মন।।
সাধু ধর্ম্মশীল পার্থ, গুণী সৰ্ব্ব গুণে।
তারে নাহি দিয়া ভদ্রা দিবা অন্যজনে।।
যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ করে তুমি।
কল্য প্রাতে পার্থেরে সুভদ্রা দিব আমি।।
শুনিয়া মায়ের বাক্য কম্পিত অধর।

তাম্রবর্ণ চক্ষু যেন জ্বলে বৈশ্বানর।।
বাতুলের প্রায় মাতা কহিছ বচন।
অন্য হৈলে কোথা তার রহিত জীবন।।
গোবিন্দের কথা যত করিলা স্বীকার।
জাতি কুল গোবিন্দের নাহিক বিচার।।
ভক্তি করি দুই কথা যেই জন কয়।
না বিচারে ভাল মন্দ, সেই বন্ধু হয়।।
কল্য তার পুত্রে দুর্য্যোধন দিল সুতা।
নাহিক তিলেক স্নেহ, নব কুটুম্বিতা।।
শিষ্য বলি তারে অতি স্নেহ আমি করি।
এই হেতু সবে ক্রুদ্ধ তাহারি উপরি।।
কার শক্তি দিতে পারে ভদ্রা অর্জ্জুনেরে।
যাহ মাতা, আর কিছু না বলে আমারে।।
রামের এতেক বাক্য শুনিয়া দুজনে।
উঠি গেল দুই জনে বিষণ্ন বদনে।।
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল, মুনিরাজ শুন।
কোন্ কৃষ্ণপুত্রে কন্যা দিল দুর্য্যোধন।।
না কহিলা মুনি মোরে ইহার কথন।
কহ শুনি মুনিরাজ বড় ইচ্ছা মন।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান।।

www.bengaliebook.com

দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর

মুনি বলে, অবধান কর নরবর।
দুর্য্যোধন নৃপতির কন্যা-স্বয়ম্বর।।
ভানুমতি-গর্ভে জন্ম একই দুহিতা।
রূপে গুণে অনুপমা সর্ব্ব গুণযুতা।।
ভুবনমোহিনী সুলক্ষণা-বিভূষণা।
সে কারণে নাম তার রাখিল লক্ষ্মণা।।
যুবতী হইল কন্যা, দেখি নরবর।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে কৈল স্বয়ম্বর।।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
পৃথিবীতে নিবাস আছিল যে যে স্থানে। ।
আইল যতেক রাজা, কত লব নাম।
রূপবন্ত গুণবন্ত কুলে অনুপাম।।
রথ গজ অশ্ব দেখি না হয় গণনে।
বিবিধ বাদ্যের শব্দে না শুনি শ্রবণে।।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
চরণধূলিতে আচ্ছাদিল দিনমণি।।
সবাকারে দুর্য্যোধন করিল সম্মান।
বসিল নৃপতিগণ যার যেই স্থান।।
নারদের মুখে বার্ত্তা পেয়ে শাম্ব বীর।
শুনিয়া কন্যার রূপ হইল অস্থির।।
একেশ্বর রথে চড়ি করিল গমন।
কিমতে পাইব কন্যা, চিন্তে মনে মন।।
অলক্ষিতে একান্তে রহিল রথোপরে।
হেনকালে বাহির করিল লক্ষ্মণারে। ।
অনুপম রূপ তার জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুণ্ডল কমল-প্রিয়-বন্ধু।।
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর রঙ্গিমা।
ভ্রূতঙ্গ-অনঙ্গ চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা।।
খঞ্জন গঞ্জন চক্ষু অঞ্জনে রঞ্জিত।
শুকচক্ষু নাসা, শ্রুতি গৃধিনী নিন্দিত।।
বিপুল নিতম্ব, গতি জিনিয়া মরাল।
চরণে কিঙ্গিণী আর নূপুর রসাল।।
নির্ধূমাগ্নি-শিখা যেন রচিলা বিদ্যুতে।
বালসূর্য্য উদয় হিইল পূর্ব্বভিতে।।
দৃষ্টিমাত্রে রাজগণ হারায় চেতন।
দেখি জাম্ববতী-সুতে পীড়িল মদন।।
শীঘ্রগতি ধরি হাতে তুলিলেন রথে।
চালাইয়া দিল রথ দ্বারকার পথে।।
ধর ধর বলিয়া ধাইল সেনা সব।
নানা অস্ত্র লৈয়া ধায় যতেক কৌরব।।
কৃষ্ণের নন্দন শাম্ব কৃষ্ণের সমান।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ এড়ে দিব্য বাণ।।
কাটিল অনেক সৈন্য চক্ষুর নিমিষে।
নাহিক ভ্রূক্ষেপ, বীর যুঝে অনায়াসে।।
হস্তী অশ্ব রথ রথী পড়ে সারি সারি।
যতেক মারিল যুদ্ধে বলিতে না পারি।।
ভয়েতে সম্মুখে তার কেহ নাহি রয়।
ক্রোধে আগু হৈয়া বলে সূর্য্যের তনয়।।
বালক হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
কন্যা হরি লৈয়া যাস্ অগ্রেতে আমার।।
প্রতিফল ইহার পাইবি এইক্ষণে।
এত বলি কর্ণ বীর এড়ে অস্ত্রগণে। ।
ইন্দ্রজাল অস্ত্রে এড়ে সূর্য্যের নন্দন।
নিবারিতে নারে শাম্ব পড়িল বন্ধন।।
ধরিল ধরিল চোর বলি শব্দ হৈল।

কাট লৈয়া, বলিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল।।
আমা লঙ্ঘে এই চোর আমার অগ্রেতে।
দক্ষিণ মশানে লৈয়া কাট মূঢ়-সুতে।।
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে ধায় দুঃশাসন।
অনেক মারিয়া তবে করিল বন্ধন।।
কর্ণ প্রতি জিজ্ঞাসিল রাজা দুর্য্যোধন।
চিনিলা কি এই চোর, কাহার নন্দন।।
কর্ণ বলে, মহারাজ এত গর্ব্ব কার।
চোর-পুত্র বিনা চুরি কে করিবে আর।।
শুনি দুর্য্যোধনের কাঁপিছে কলেবর।
কড়মড় দশনে কচালে করে কর।।
গোকুলেতে বাড়িল গোপের অন্ন খাইয়া।
ক্ষত্রকুলে কেহ কন্যা নাহি দেয় বিয়া।।
চুরি করি সব ঠাঁই এত মত লয়।
সহজে চোরের জাতি, কিবা লাজ ভয়।।
সর্ব্বত্র করিয়া চুরি বাড়িয়াছে মন।
নাহি জানে দুরন্ত এ যমের সদন।।
সভাতে এমত লজ্জা দিলেক আমায়।
কাট লৈয়া চোরেরে বিলম্ব না যুয়ায়।।
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কে চোর বলিয়া বলে ধর্ম্মের নন্‌দন।।
দুর্য্যোধন বলে, যুধিষ্ঠির মহারাজ।
তোমার কি অগোচর সেই চোর-রাজ।।
ভাই ভাই বলি যারে বলহ আপনি।
গোকুলে করিল চুরি গোকুল-কামিনী।।
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মক-দুহিতা।
পুত্র কাম কৈল চুরি বজ্রনাভ-সুতা।।
পৌত্র করিলেক চুরি বাণের নন্দিনী।
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী।।

শুনিয়া বিষণ্ন মুখ হৈল ধর্ম্মরাজ।
কৃষ্ণ-নিন্দা শুনিয়া দুঃখিত হৃদিমাঝ।।
ধর্ম্ম বলিলেন, ভাই না হয় উচিত।
গোবিন্দের নিন্দা করা সবার বিদিত।।
যে পারে করিতে চুরি সেই করে চুরি।
কাহার শক্তিতে কৃষ্ণে কি করিতে পারি।।
দুর্য্যোধন বলে, ভাল বল ধর্ম্মরাজ।
যাহা হৈতে আমার ভুবনে হৈল লাজ।।
মোর কন্যা চুরি করি লয় দুরাচার।
তারে নিন্দা করিতে এ উত্তর তোমার।।
যুধিষ্ঠির কহে, কন্যা কে করিল চুরি।
আন যদি তাহারে চিনিতে যদি পারি।।
দুর্য্যোধন বলেষ চোরে, কোন্ কার্য্য হেথা।
যে কেহ হউক শীঘ্র কাট তার মাথা।।
যুধিষ্ঠির বলে, যদি কৃষ্ণের নন্দন।
তার বধে ভাল কি হইবে দুর্য্যোধন।।
কৃষ্ণ বৈরী হৈলে ভাই, রক্ষা আছে কার।
কুরুকুলে বাতি দিতে না রাখিবে আর।।
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পঞ্চানন।
কৃষ্ণ ক্রোধ করিলে রাখিবে কোন্ জন।।
দুর্য্যোধন বলে, যদি তুমি ডরাইলে।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ প্রাণ লৈয়া এই কালে।।
এখনি শরণ গিয়া লহ কৃষ্ণ ঠাঁই।
মারিব দুষ্টেরে আমি কারে না ডরাই।।
দুর্য্যোধন-বাক্য যে শুনিয়া বৃকোদর।
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধাইল সত্বর।।
মশানেতে দুঃশাসন ধরি শাম্ব-চুলে।
কাটিবারে হস্তেবীর খড়্গ চর্ম্ম তোলে।।
বায়ুবেগে বৃকোদর উত্তরিল গিয়া।

হাত হৈতে খড়গ চৰ্ম্ম লইল কাড়িয়া।।
তাহারে বলিল, তোর কিমত বিচার।
কাটিবারে আনিয়াছ কৃষ্ণের কুমার।।
ধৰ্ম্মরাজ আজ্ঞা কৈল লইতে বাহুড়ি।
এত বলি ছিঁড়িল সে বন্ধনের দড়ি।।
হাতে ধরি কোলে করি লইল শাম্বেরে।
শাম্বে দেখি যুধিষ্ঠির কহেন সাদরে।।
জাম্ববতী-নন্দন হে বৎসল আমার।
চুম্বিয়া নিলেন কোলে ধর্ম্মের কুমার।।
দেখি ক্রোধে দুর্য্যোধন কাঁপে থর থরে।
দেখ দেখ বলিয়া বলয়ে সবাকারে।।
দেখ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আপন বিদিত।
নিরন্তর কহ যে পাণ্ডব তব হিত।।
কুলের কলঙ্ক যে অধম দুরাচার।
হেন জনে মারিতে সহায় হৈল তার।।
যুধিষ্ঠির বলে, ভাই দেখ দুর্য্যোধন।
এ রূপ এ সভামধ্যে আছে কোন্ জন।।
যদু মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার।
কৃষ্ণ-পুত্রে দিব কন্যা কুলের আমার।।
ইহারে না দিয়া কন্যা আর কারে দিবে।
বরপূৰ্ব্বা হৈল কন্যা কলঙ্ক হইবে।।
কে আর করিবে বিভা পৃথিবী-মণ্ডলে।
সভাতে দেখিল, শাম্বে করিলেন কোলে।।
দুর্য্যোধন, বলিল, তোমার নাহি দায়।
এইমত গৃহে পাছে রাখিব কন্যায়।।
মারিব দুষ্টেরে, তুমি ছাড় শীঘ্রগতি।
ভীম বলে, দুর্য্যোধন হৈলে ছন্ন-মতি।।
কি দেখিয়া এত গৰ্ব্ব হইল তোমার।
কৃষ্ণ-পুত্রে মারিবা যে অগ্রেতে আমার।।
কে আসে আসুক দেখি তাহার বদন।
গদাঘাতে পাঠাইব যমের সদন।।
এত বলি গদা লৈয়া বীর বৃকোদর।
চক্র-চক্রী প্রায় ফিরে মস্তক উপর।।
ভীমের বচন শুনি দুর্য্যোধন ক্রোধে।
কাড়ি লহ বলি আজ্ঞা দিল সব যোধে।।
দুর্য্যোধন-আজ্ঞাতে যতেক সহোদর।
হাতে গদা করি সবে ধাইল সত্বর।।
ব্যাঘ্রের সম্মুখে যেতে ছাগে যেন শঙ্কা।
দেখি ধায় বৃকোদর সদা রণরঙ্গা।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কহে থাকি মধ্যস্থানে।
আপনা আপনি তাত দ্বন্দ্ব কর কোনে।।
বন্দি করি রাখ শাম্বে আমার গৃহেতে।
বুঝিয়া ইহার দণ্ড করিহ পশ্চাতে।।
দুর্য্যোধনে বলে তাত কৃষ্ণের এ সুত।
শ্রুত মাত্র যদুবলে আসিবে অচ্যুত।।
ইহারে এক্ষণে যদি প্রাণেতে মারিবে।
গোবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ হইবে।।
যুদ্ধ করি গোবিন্দে করিব পরাজয়।
তবেত মারিবে এরে, ঘরেতে আছয়।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভাল ভাল বলি।
দুর্য্যোধন বলে, দেহ চরণে শিকলি।।
চরণে নিগড় দিয়া নিল গঙ্গা-সুত।
নিজ নিজ গৃহে সবে যাইল ত্বরিত।।
মহাভারতের কথা ভুবনে অতুল।
কাশী কহে, ব্যাসের এ কীর্ত্তি নাহি তুল।।

শাম্বের বন্ধন সংবাদ লইয়া নারদের গমন

বন্ধনে রহিল শাম্ব কৃষ্ণের নন্দন।
বার্ত্তা দিতে চলেন নারদ তপোধন। ।
কহেন গোবিন্দ প্রতি গদ গদ কথা।
শুনহ গোবিন্দ, শাম্ব পুত্রের বারতা।।
দুর্য্যোধন-দুহিতার স্বয়ম্বর-কালে।
স্বয়ম্বর-স্থানে তার শাম্ব হরি নিলে।।
যুদ্ধ করি বন্দী তারে কৈল ইন্দ্রজালে।
কতেক কহিব দেব যতেক মারিলে।।
কাটিতে লইয়া গেল দক্ষিণ মশানে।
যুধিষ্ঠির রাখিলেন দিয়া ভীমসেনে।।
অনেক করিল দ্বন্দ্ব তাহার সহিতে।
বদ্ধ করি রাখিয়াছে ভীষ্মের গৃহেতে।।
ক্ষুধায় আকুল শাম্ব আর নানা ক্লেশ।
অস্ত্রাঘাতে আছে প্রাণমাত্র অবশেষ।।
তোমারে যতেক গালি দিল দুর্য্যোধন।
আমি কি কহিব, সব করিবা শ্রবণ।।
শুনি কৃষ্ণ হইলেন ক্রোধেতে অস্থির।
সেইক্ষণে যদু-সৈন্য হইল বাহির।।
এত সব বৃত্তান্ত শুনিয়া হলধর।
দুর্য্যোধন হেতু তাপ করেন বিস্তর।।
ক্রোধে যাইতেছে কৃষ্ণ সাজি সেনাগণে।
সবংশেতে মারিবেন আজি দুর্য্যোধনে।।
এত চিন্তি আপনি রেবতী-পতি গিয়া।
শ্রীপতিরে কহিছেন বিনয় করিয়া।।
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ।
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব এক্ষণ।।
ইত্যাদি অনেকবিধ কৃষ্ণে বুঝাইয়া।
আপনি গেলেন রাম কৃষ্ণেরে রাখিয়া।।
হস্তিনা নগরে রাম হৈয়া উপনীত।
দুর্য্যোধনে দূত পাঠাইলেন ত্বরিত। ।
না বুঝিয়া দুর্য্যোধন এ কর্ম্ম তোমার।
বদ্ধ করি রাখ গৃহে কৃষ্ণের কুমার।।
যে হইল দোষ, ক্ষমিলাম সে তোমারে।
পুত্রবধূ আনি দেহ আমার গোচরে।।
এত বলি দুর্য্যোদন দূতের বচন।
ক্রোধে কলেবর কম্পে, করয়ে গর্জ্জন।।
যে বাক্য বলিল, আমি গুরু বলি মানি।
অন্য জন হৈলে সেই দেখিত এখনি।।
পাঠাইল পুত্রে বলি চুরি কর গিয়া।
এবে বলে পুত্রবধূ দেহ পাঠাইয়া।।
কেবা তার পুত্রবধূ তার দিব লৈয়া।
লজ্জা নাই তেঁই হেন পাঠায় কহিয়া।।
যাত দূত কহ দিয়া এ বাক্য আমার।
ভালে ভালে নিজ গৃহে যাহ আপনার।।
দূত গিয়া কহিল সকল বিবরণ।
শুনি ক্রোধে হলধর আরক্ত নয়ন।।
ক্রোধে হলী মুষল নিলেন তুলি হাতে।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন ভূমিতে।।
ক্রোধে থরথর অঙ্গ পদ নাহি চলে।
ধরণীতে লাঙ্গল দিলেন সেই স্থলে। ।
রাজা প্রজা পাত্র মিত্র সহিত সকলে।
নগর সহিত যেন পড়ে গঙ্গাজলে।।
হস্তিনানগর পঞ্চ যোজন বিস্তার।
রামের লাঙ্গলে উঠে হইয়া বিদার।।
দেখি হাহাকার শব্দ হইল নগরে।

www.bengaliebook.com

ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে রামের গোচরে।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সংহতি।
শত ভাই দুর্য্যোধন পাণ্ডব প্রভৃতি।।
করযোড়ে করুণ-বচনে করে স্তুতি।
রক্ষা কর বলদেব রেবতীর পতি।।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
অনাদি নিদান তুমি ব্যাপ্ত চরাচর।।
তুমি ক্রোধ কৈলে ভস্ম হইবে সংসার।
তব ক্রোধে হইবে হস্তিনা ছারখার। ।
যুবা বৃদ্ধ নারী গো ব্রাহ্মণ শিশুগণা।
বিশেষে তোমার বধূ আছয়ে লক্ষ্মণা।।
ক্ষমা কর কৃপাময়, পড়ি যে চরণে।
এইবার রাখ প্রভু দয়া করি মনে।।
এতেক সবার স্তুতি শুনি বলরাম।
রাখিলেন লাঙ্গল, হইল ক্রোধ সম।।
ততক্ষণ দুয্যোধন শাম্বেরে লইয়া।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূষণ করিয়া। ।
লক্ষ্মণা সহিত নিল দোঁহা করি রথে।
বিবিধ যৌতুক দিল রামের অগ্রেতে। ।
দেখিয়া সানন্দ হৈল রেবতীরমণ।
পুত্রবধূ লয়ে শীঘ্র করেন গমন।।
ভারতের পুণ্যকথা শুনে যেইজন।
কাশীরাম কহে, লভে সেই কৃষ্ণধন।।

সুভদ্রার বিবাহ-কারণ সত্যভামার মহাচিন্তা ও হস্তিনায় দূত প্রেরণ

মুনি বলে, অবধান করহ নৃপতি।
রাম-বাক্য শুনি দোঁহে হৈল দুঃখমতি।।
অধোমুখে বসিলেন দৈবকী রোহিণী।
সতী বলে সর্ব্বনাশ হৈল ঠাকুরাণী।।
না দিলে মারিবে পার্থ যুঝিবেক ক্রোধে।
আর যত মরিবেক তা সহ বিরোধে।।
মরিবে অনেক লোক সুভদ্রা-কারণ।
এক্ষণে না হয় কেন সুভদ্রা মরণ।।
গরল খাউক কিংবা প্রবেশুক জলে।
সকল অরিষ্ট খণ্ডে সুভদ্রা মরিলে।।
আমি তার সহ করি জলেতে প্রবেশ।
সংসারেতে লোকলজ্জা স্ত্রীবধ বিশেষ।।
এতেক ভাবিয়া দেবী ব্যাকুল-পরাণ।
পুনঃ উঠি যান সতী গোবিন্দের স্থান।।
দৈবকী রোহিণী দেবী কহিলেন যত।
গোবিন্দে করান সতী তাহা অবগত।।
গোবিন্দ বলেন, প্রিয়ে কি ভয় তোমার।
উপায় করিব, ইথে সে ভার আমার।।
দূত পাঠাইয়া তুমি আন ধনঞ্জয়।
সতী বলে, আমি যাই, দূত-কর্ম্ম নয়।।
একাকিনী যান সতী পার্থের সদন।
দেখিলা সুভদ্রা সহ আছেন অর্জ্জুন।।
সত্যভামা বলেন, কি নিশ্চিন্ত আছহ।
এতেক প্রমাদ পার্থ কিছু না জানহ।।
পার্থ বলিলেন, দেবি কিসের প্রমাদ।
যাহার সহায় দেবি তব যুগ্মপাদ।।
পার্থেরে লইয়া সতী যান কৃষ্ণস্থান।
হস্তে ধরি পালঙ্কে বসান ভগবান।।
গোবিন্দ বলেন, সখা কর অবধান।
পিতৃ-আজ্ঞা তোমারে সুভদ্রা দিতে দান।।
লাঙ্গলী বলেন, সখা কর অবধান।
পিতৃ- আজ্ঞা তোমারে সুভদ্রা দিতে দান।।
লাঙ্গলী বলেন, আমি দিব দুর্য্যোধনে।
এত বলি দূত পাঠাইলেন সেখানে।।
কি হইবে কহ সখা উপায় ইহার।
শুনি হাসি বলিলেন কুন্তীর কুমার।।
এই কথা হেতু সখা চিন্তা কেন মনে।
তোমার প্রসাদে আমি জিনি ত্রিভুবনে।।
মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্রে নাহি ডরি।
কামপাল যত শক্তি ধরেন শ্রীহরি।।
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখুন হলধর।
সুভদ্রা লইয়া যাব সবার গোচর।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
লুকাইয়া ভদ্রা লয়ে করহ গমন।।
মম রথে চড়ি যাহ মৃগয়ার ছলে।
সুভদ্রা পাঠাব আমি স্নানহেতু জলে।।
সেইকালে লয়ে তুমি করিবে গমন।
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতীরমণ।।
এতেক বলিল যদি দৈবকীকুমার।
অর্জ্জুন বলেন, দেব যে আজ্ঞা তোমার।।
হেনমতে বিচার করিয়া দুইজন।
নিজগৃহে চলিলেন করিতে শয়ন।।
প্রভাতে উঠিয়া পার্থ করি স্নান দান।
কি করিব বসিয়া করেন অনুমান।।

এতেক অনর্থ হৈবে রাম সহ রণ।
কিছু না জানেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।।
এত চিন্তি ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠাইয়া।
লিখিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরিয়া।।
আমাকে সুভদ্রা দিতে কৃষ্ণের মানস।
কামপাল হইলেন তাহাতে বিরস।।
তাহে কৃষ্ণ বলিলেন লহ লুকাইয়া।
উহার বিহিত আজ্ঞা দেহ পাঠাইয়া।।
শুনিয়া বলেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
পাণ্ডবের সখা বল বুদ্ধির নারায়ণ।।
তিনি কহিবেন যাহা করিবে সে কাজ।
শুনি পার্থ সানন্দ হৈলেন হৃদিমাঝ।।
হেনমতে সপ্ত নিশি গত হয় তথা।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা শুনিল বারতা।।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী হরিষ সর্ব্বজন।
কৃষ্ণের ভগিনীপতি হৈবে দুর্য্যোধন।।
দেশান্তর হইতে আনায় বন্ধুগণ।
বিবাহ-সামগ্রী হেতু করে নিয়োজন।।
স্থানে স্থানে বসি সবে করেন বিচার।
দুর্য্যোধনে পাণ্ডবের ভয় নাহি আর।।
এই কথা অহনির্শি চিন্তে মনে মন।
আজি হৈতে নির্ভয় হইল দুর্য্যোধন।।
পাণ্ডবের সহায় কেবল নারায়ণ।
দুর্য্যোধনের আত্মবন্ধু হইল এক্ষণ।।
দ্রোণ বলে, কৃষ্ণের কুটুম্বে নাহি প্রীত।
তাঁর নাহি পরাপর ভক্তজন হিত।।
বিদুর কহেন, কথা আশ্চর্য্য লাগয়।
কৃপাচার্য্য বলে, ইহা কদাচিত নয়।।
দুর্য্যোধনে অপ্রীত গোবিন্দ মহাশয়।
এমত হইবে কর্ম্ম মনে নাহি লয়।।
দূতস্থানে জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ।
সকল বৃত্তান্ত দূত কহিল তখন।।
দ্বারকাতে আছেন অর্জ্জুন কুন্তী-সুত।
তাহাকে সুভদ্রা দিব বলেন অচ্যুত।।
পাণ্ডবে অপ্রীত রাম না করে স্বীকার।
দুর্য্যোধনে দিব বলে রোহিণী-কুমার।।
গোবিন্দের চিত্ত নহে দুর্য্যোধনে দিতে।
না হয় নির্ণয় কিছু কি হয় পশ্চাতে।।
ভীষ্ম বলে দুর্য্যোধন পাবে লজ্জা মাত্র।
যে কেহ করুক বিভা মোরা বরযাত্র।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশী কহে, পাপী শুনে হয় পুণ্যবান।।

দুর্য্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় গমন

দুর্য্যোধন দূত পাঠাইল ধর্ম্মস্থানে।
সদলে আসিবা মম বিবাহ কারণে।।
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিস্ময় অন্তর।
সহদেবে ডাকি জিজ্ঞাসেন নরবর।।
অর্জ্জুন লিখিল পূর্ব্বে ভদ্রা বিবরণ।
দুর্য্যোধন নিমন্ত্রণ করিল এক্ষণ।।
অনর্থের প্রায় কথা লয় মম মনে।
কহ সহদেব ইহা হইবে কেমনে।।
সহদেব বলেন, শুনহ নরনাথ।
সুভদ্রার বিবাহ হইল দিন সাত।।
সত্যভামা দিলেন বিবাহ লুকাইয়া।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় বলরামে না কহিয়া।।
রামের বাসনা ভদ্রা দিতে দুর্য্যোধনে।
দুর্য্যোধন যাইতেছে রামের বচন।।
ইহার উচিত কৃষ্ণ করিবা আপনি।
তার হেতু চিন্তিত না হও নৃপমণি।।
যুধিষ্ঠির বলেন, এ লজ্জার বিষয়।
মোদের যাইতে তথা উচিত না হয়।।
না গেলে হইবে দুঃখী রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি সসৈন্যে ভীম করহ গমন।।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর বৃকোদর।
পাঁচ অক্ষৌহিণী বলে চলেন সত্বর।।
আনন্দেতে দুর্য্যোধন বরবেশ ধরে।
রত্নময় চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে।।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে না হয় বর্ণনা।
হয় হস্তী রথ যত কে করে গণনা।।
দুর্য্যোধন-বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ।
ডাকিয়া বলেন, তোরা সবাই অবোধ।।
হেথা হৈতে দ্বারকা আছয়ে দূরবেশ।
এইখানে কি হেতু করিলা বরবেশ।।
দুঃশাসন বলে কহ কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পার যদি আইস পশ্চাতে।।
ভীম বলে, ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন্ কন্যা বিবাহিতে যাও বরবেশে।।
আমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল।।
অকারণে সভামধ্যে গিয়া পাব লাজ।
সেই হেতু বলি বরবেশে নাহি কাজ।।
পাছু কেন যাব আমি যাই তব আগে।
এত বলি সসৈন্যে চলিল বীর বেগে।।
বিস্মিত হইল সবে ভীম-বাক্য শুনি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর করেন কানাকানি।।
দুঃশাসন বলে, সে বলিল বৃকোদর।
সত্য হেন লাগে প্রায় সবার অন্তর।।
না জান কি ভীমের যেমত বুদ্ধি খল।
বরবেশ দেখি আত্মা হইল বিকল।।
বাতুলের প্রায় বলে যে আইসে মুখে।
চল শীঘ্র দেখি প্রায় শেল বাজে বুকে।।
কর্ণ দুর্য্যোধন বলে সত্য এই কথা।
এ বৈভব দেখিতে কেমনে রহে হেথা।।
এত বিচারিয়া সবে করিল গমন।
তিন দিনে গেল পথ শতেক যোজন।।
দুর্য্যোধন রাজা তবে করিয়া যুকতি।
পত্র লিখি দূত পাঠাইল দ্বারাবতী।।
রোহিণীণক্ষত্র মেষ অক্ষয় তৃতীয়া।

www.bengaliebook.com

দ্বিতীয় প্রহরে কল্য উত্তরিব গিয়া।।
করহ কন্যার অধিবাস আজি রাতি।
কালি রাত্রি বিবাহের শ্রেষ্ঠ লগ্ন তিথি।।
দূত গিয়া দিল পথ মূষলীর হাতে।
পত্র পড়ি বলরাম কহেন সভাতে।।
করহ ভদ্রার গন্ধ-অধিবাস আজি।
নিকটে আইল রাজা দুর্য্যোধন সাজি।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম কহে, সদা শুনে পুণ্যবান।।

অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ

বলভদ্র আজ্ঞা পেয়ে যত নারীগণ।
পিঠালি হরিদ্রা লৈয়া কৈলা উদ্বর্ত্তন।।
তৈল আমলকী গন্ধ মাখিল কুন্তলে।
স্নান করিবারে গেল সরস্বতী-জলে।।
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পেয়ে দেবী সত্যবতী।
ভদ্রা লৈয়া গেল সহ অনেক যুবতী।।
অর্জ্জুনে ডাকিয়া তবে বলে নারায়ণ।
শুনিলে কি অর্জ্জুন আইল দুর্য্যোধন।।
আজি অধিবাস হেতু রাম আজ্ঞা দিল।
স্নান হেতু তারে সরস্বতী পাঠাইল।।
মৃগয়ার ছলে চড়ি যাহ মম রথে।
সুভদ্রা লইয়া তুমি যাহ সেই পথে।।
দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ কহেন ইঙ্গিতে।
অর্জ্জুনে লইয়া তুমি যাহ মম রথে।।
যে কিছু কহিবে পার্থ না কর অন্যথা।
যথায় বলিবে রথ লৈয়া যাবে তথা।।
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা দারুক সত্বর।
সাজাইয়া আনে রথ অর্জ্জুন গোচর।।
সুসজ্জ হইয়া পার্থ লৈয়া ধনুঃশরে।
খড়্গ ছুরী গদা শূল চক্র লৈয়া করে।।
কৃষ্ণরথে আরোহণ করি মহাবীর।
চালাইয়া দেন রথ সরস্বতী-তীর।।
যথা ভদ্রা করে স্নান নারীগণ মাঝে।
ধীরে ধীরে পার্থ তথা গেল পদব্রজে।।
ধরিয়া ভদ্রারে তুলি চড়াইয়া রথে।
চালাইয়া দেন রথ ইন্দ্রপ্রস্থ-পথে।।
হাহাকারে ডাকিল যতেক কন্যাগণে।
সুভদ্রা হরিয়া লয় কুন্তীর নন্দন।।
শব্দ শুনি বেগে ধায় সভাপাল সব।
ধর ধর বলি ডাকে আরে রে পাণ্ডব।।
আরে পার্থ মতিচ্ছন্ন হইল তোমারি।
কেমন সাহস তোর হেন গৃহে চুরি।।
না পলাহ বলি তার পাছেতে ডাকিল।
শৃগালের শব্দে যেন সিংহ নেউটিল।।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করি শরজাল।
নিমিষে কাটেন তিন লক্ষ সভাপাল।।
সভাপালে মারিয়া চালাইলেন রথ।
নিমিষে গেলেন পার্থ দশক্রোশ পথ।।
সুভদ্রা হরিল বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে ।
চতুর্দ্দিকে ধাইয়া আইল সর্ব্বজনে।।
কেহ স্নানে কহে দানে ভোজনে শয়নে।
যে যথা আছিল ত্যজি ধায় সর্ব্বজনে।।
চড়িতে তুরগে রথে না পাইল কাল।
ক্রোধভরে বাহির হইল কামপাল।।
ক্রোধে বলভদ্রের কাঁপয়ে কর পদ।
যুগল নয়ন যেন স্ফুট কোকনদ।।
ধর ধর বিনা শব্দ নাহি কারো মুখে।
ধর গিয়া ধর, বলে যারে আগে দেখে।।
কামদেব যাইয়া চড়িল মীনধ্বজে।
সাত কোটি রথ সঙ্গে নব কোটি গজে।।
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা দিল বলরাম।
সবার অগ্রেতে গিয়া উত্তরিল কাম।।
সারণ আইল সঙ্গে রথ কোটি সাত।
গজ অশ্ব পদাতিক নানা অস্ত্র হাত।।
কৃপ বৃন্দ উপগদ কৃতবর্ম্মা ধীর।
যে যাহার সৈন্য লৈয়া ধায় যদুবীর।।
গদ শাম্ব আইল লইয়া বহু সেনা।

www.bengaliebook.com

পাইয়া রামের আজ্ঞা ধায় সর্ব্বজনা।।
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা দেন হলধর।
সসৈন্যে সারণ বীর চলিল সত্বর।।
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
রামের নিকটে এল যতেক যাদব।।
ক্রোধে বলভদ্র-তনু কাঁপে থরথর।
ফুলিয়া হইল তনু যেমন মন্দর।।
প্রলয় মেঘের শব্দে ডাকে যেন গলা।
অঙ্গ হৈতে ছিঁড়িয়া পড়িল বনমালা। ।
রাম বলে, পাণ্ডবের এত গর্ব্ব হৈল।
শ্বাপদ যজ্ঞের হবি খাইতে ইচ্ছিল।।
চণ্ডাল হইয়া ইচ্ছা হরিল ব্রাহ্মণী।
গারুড়ি অজ্ঞাতে যেন ধরে কাল ফণী।।
যে পুরে সূর্য্যেন্দু বায়ু তেজ মন্দ বয়।
যে পুরে আসিতে শক্তি শমনের নয়। ।
দেখ হের মতিচ্ছন্ন হৈল দুরাচার।
চুরি করি লয়ে যায় ভগিনী আমার।।
এই দোষে তারে আজি মারিব সমূলে।
বাতি দিতে না রাখিব পাণ্ডবের কুলে।।
তাহাকে মারিব যে হেইবে তার বংশে।
পৃথিবী খুঁজিয়া আজি মারিব সবংশে।।
ইন্দ্রপ্রস্থ মাটি আজি তাড়িয়া লাঙ্গলে।
ফেলাইয়া দিব আজি সমুদ্রের জলে।।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
কার শক্তি মম শত্রু করিবে রক্ষণ।।
জানি আমি পাণ্ডবের অতি মন্দ রীতি।
না জানিয়া করে কৃষ্ণ তার সহ প্রীতি।।
অন্তঃপুরে দেয় তারে রহিবারে স্থান।
নহে কেন এতেক হইবে অপমান।।
যত স্নেহ করিনু শুধিল তার গুণ।
ভগিনী হরিয়া মুখে দিল কালি চুণ। ।
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি।
এত বলি বাহির হইল রাম সাজি।।
বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল।
বজ্রহস্তে শোভা যেন পায় আখণ্ডল। ।
কৃষ্ণে ডাক বলি দূতে দিল পাঠাইয়া।
সে প্রিয় সখার কর্ম্ম দেখুক আসিয়া।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশী কহে, সাধুজন সদা করে পান।।

www.bengaliebook.com

যাদবগণের অর্জ্জুনের পশ্চাদ্ধাবন

গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
চালাইয়া দিল রথ পবন-গমন।।
না পলাও, শুন পার্থ ডাকে যদুগণ।
শুনিয়া দারুক প্রতি বলয়ে অর্জ্জুন।।
ফিরাও দারুক রথ ডাকে ক্ষত্রগণে।
না দিয়া প্রবোধ তারে যাইব কেমনে।।
দারুক বলিল, পার্থ কহ কি অদ্ভুত।
গোবিন্দ অধিক দেখি গোবিন্দের সুত।।
অপ্রমিত পরাক্রম ত্রৈলোক্যে অজেয়।
দেখ পাছে আসে যেন সমুদ্র-প্রলয়।।
ইহা সব সহ যুদ্ধ না হয় উচিত।
সময় বুঝিয়া যুঝি আছে ক্ষত্রনীত।।
এ কর্ম্মে আমার শক্তি নহে কদাচন।
পলাইতে যথা চাহ বলহ এক্ষণ।।
যথা আজ্ঞা কর রথ লইব সত্বর।
ইন্দ্রপ্রস্থে লইব কিম্বা ইন্দ্রের নগর।।
কুবের বরুণ যম ইন্দ্রের সদনে।
যথায় কহিবা, রথ লইব এক্ষণে।।
কেবল না পারি আমি রথ ফিরাইতে।
কিমতে করাব যুদ্ধ যাদব সহিতে।।
কৃষ্ণপুত্রে প্রহারিবে চড়ি এই রথে।
মম শক্তি নহিবে তুরগ চালাইতে।।
পার্থ বলে, দারুক এ নহে ব্যবহার।
যুদ্ধ হেতু ডাকে বীর পশ্চাতে আমার।।
নহে ক্ষত্রধর্ম্ম আমি যাইব ছাড়িয়া।
বিশেষ আমার পাছে আইল তাড়িয়া।।
হেন অপযশ মম ঘুষিবে ভুবেনে।
শৃগালের প্রায় যাব কি কাজ জীবনে।।
কৃষ্ণপুত্র অথবা আপনি কৃষ্ণ আইসে।
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেশে।।
যুদ্ধ হেতু মোরে যে ডাকিবে ক্ষত্র হৈয়া।
যেই হৌক সংগ্রাম করিব বাহুড়িয়া।।
নিশ্চয় জানিনু তুমি যদু-কুলহিত।
নারিবে সারথি-কর্ম্ম করিতে উচিত।।
অবিশ্বাস তোমাতে বিশেষে রণস্থলী।
ফেলাহ প্রবোধবাড়ি ছাড় কড়িয়ালী।।
চালাইব রথ আমি করিব সমর।
এত বলি বাড়ি কড়িয়ালি নিল কর।।
পাশ-অস্ত্রে দারুকেরে রাখিয়া বন্ধনে।
বান্ধিলেন রথস্তম্ভে আপন দক্ষিণে।।
এক পদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারি রহিলেন বাহুড়ি।।
ভদ্রা বলে, মহাবীর এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমারে চালাই অশ্বগণে।।
এই রথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে।
তিনপুর ভ্রমণ করিনু কত রঙ্গে।।
স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লয়।
সারথি হইয়া আমি চালাতাম হয়।।
আমার নৈপুণ্য দেখি দেব দামোদর।
ধন্য ধন্য বলি প্রশংসিলা বহুতর।।
আজ্ঞা কর, রথ চালাইব কোন্ পথে।
এত বলি কড়িযালি বাড়ি নিল হাতে।।
চালাইয়া দিল রথ বায়ুবেগে চলে।
না দেখিতে গেল রথ আদিত্যমণ্ডলে।।
তথা হৈতে চালাইয়া দিল হয়বর।
রথের চঞ্চল গতি অতি মনোহর।।
বিদ্যুৎবরণী ভদ্রা পার্থ জলধর।

বিদ্যুতের প্রায় পশে মেঘের ভিতর।।
দৃষ্টিমাত্রে যতেক যাদব বীরগণ।
মূর্চ্ছা হৈয়া রথেতে পড়িল সর্ব্বজন।।
অনেক মারেন সেনা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি কোটি রথী পড়ে, অসংখ্য কুঞ্জর।।
রক্তে নদী বহে, সব রক্তেতে সাঁতারে।
কাল-রূপ দেখি পার্থে ভঙ্গ দিল ডরে।।
কামদেব সারণ বিচারি মনে মন।
রামের নিকটে দূত করিল প্রেরণ।।
অমৃত-সমান মহাভারতের কথা।
শ্রবণে পঠনে ঘুচে পাপ তাপ ব্যথা।।

বলরামের নিকট অর্জ্জুনের রণজয় সংবাদ

সসৈন্যে বাহির হইলেন বলরাম।
হেনকালে দূত আসি করিল প্রণাম।।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে বার্ত্তা কান্দিতে কান্দিতে।
আর রক্ষা নাহি প্রভু অর্জ্জুনের হাতে।।
সুভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে।
কখন আকাশে উঠে, কখন ভূমিতে।।
কখন লুকায় মেঘে, ক্ষণে শূন্য মাঝে।
নর্ত্তক খঞ্জন প্রায় ঘন ফেরে তেজে।।
দক্ষিণ বামেতে রথ বায়ুবেগে ছুটে।
ক্ষণে ক্ষণে থাকি সূর্য্যমণ্ডলেতে উঠে।।
যুদ্ধ করে পার্থ সব সৈন্যের সম্মুখে।
কোন্ ঠাঁই থাকে, তাঁকে কেহ নাহি দেখে।।
নানা বর্ণে ধনঞ্জয় অস্ত্রগণ ফেলে।
অগ্নি-অস্ত্রে কোথায় পোড়ায় দাবানলে।।
কোনখানে বায়ুতে ফেলায় সৈন্যগণ।
কোথাও ভুজঙ্গ অস্ত্র করে বরিষণ।।
কোনখানে জলবৃষ্টি, শীতে কাঁপে তনু।
কোনাখানে শরজালে না দেখি যে ভানু।।
সেই সে সবারে মারে, কেহ তারে নারে।
যতেক মারিল সৈন্য কে কহিতে পারে।।
তার যুদ্ধ দেখিয়া হইল চমৎকার।
বার্ত্তা দিতে পাঠাইল যতেক কুমার।।
মুষলী বলেন, দূত কহ সত্যকথা।
এমত তুরগ রথ পাইল সে কোথা।।
দূত বলে, যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়।
গোবিন্দের রথোপরে সুগ্রীবাদি হয়।।
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে।।
দূতমুখে বলভদ্র শুনি এত কথা।
ভূমিতলে বসিলেন হেঁট করি মাথা।।
ক্রোধেতে সর্ব্বাঙ্গে পড়য়ে কালঘাম।
যদুগণে চাহিয়া বলেন বলরাম।।
গোবিন্দ যে করয়ে আমার অপমান।
আপন সারথি দিল অশ্ববয় যান।।
অর্জ্জুনের কি শক্তি যে হেন কর্ম্ম করে।
না বুঝিয়া দোষী আমি করি অর্জ্জুনেরে।।
আমার সম্মুখে কহে কপট বচন।
কোন্ লাজে লোকে আমি দেখাব বদন।।
দুর্য্যোধনে ডাকাইনু বিবাহ কারণ।
অধিবাস হেতু বসিয়াছে দ্বিজগণ।।
এত বলি অধোমুখে বসিলেন রাম।
হেনকালে আইলেন নবঘনশ্যাম।।
ভূমে পড়ি বলদেবে করেন প্রণাম।
ক্রোদে না চাহেন নারায়ণে বলরাম।।
গোবিন্দ বলেন, কেন ক্রোধ কর স্বামী।
তব পদে কোন অপরাধ করি আমি।।
উগ্রসেন বলে তুমি করিলা কুকর্ম্ম।
ভদ্রা নিতে পার্থে বল, নহে এই ধর্ম্ম।।
নিজ রথ তুরঙ্গ সারথি দিলা তারে।
তোমারে না দিয়া দোষ দিব আর কারে।।
গোবিন্দ বলেন, ইহা জানে সর্ব্বজন।
সেই রথে চাড়ি পার্থ ভ্রমে অনুক্ষণ।।
কিমতে জানিব সে সুভদ্রা লবে হরি।
নর-মায়া বুঝিবারে নাহি আমি পারি।।
ইথে অকারণে প্রভু আমারে আক্রোশ।

www.bengaliebook.com

ভদ্রা যদি বাহে রথ, দারুকে কি দোষ।।
কহ সত্য পুনঃ দূত দারুকের কথা।
কিরূপে দারুক আছে অর্জ্জুনের সেথা।।
দূত বলে, দারুক আপন বশে নাই।
বন্ধন করিয়া তারে রাখিল গোঁসাই।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন যতেক যাদব।
এই কথা বুঝহ করিয়া অনুভব।।
আদিপৰ্ব্ব ভারত বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

www.bengaliebook.com

বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন

পুনরপতি কহে দূত করি যোড়হাত।
কি কারণে নিঃশব্দে রহিলা যদুনাথ।।
আজ্ঞা দেহ, আমি এবে করিব কি কাজ।
বার্ত্তা হেতু পাঠাইল কুমার-সমাজ।।
কামদেব মহাবীর যাদব-প্রধান।
তিন লোক মধ্যে যার অব্যর্থ সন্ধান।।
তিল তিল গেল কাটা শর ধনুর্গুণ।
এক গুটি নাহি অস্ত্র শূন্য হৈল তূণ।।
শাম্ব গদ সারণ যতেক বীর আর।
যাদবে অক্ষত তনু নাহিক কাহার।।
কাহার নাহিক ধ্বজ, কাহার সারথি।
কাহার নাহিক রথ, নাহিক পদাতি।।
কাহার নাহিক অস্ত্র, কারো ধনুর্গুণ।
সবারে করিল জয় একাকী অর্জ্জুন।।
পাঠাইয়া দেহ অস্ত্র রথ অশ্ব আর।
আপনি চলহ কিম্বা দৈবকী-কুমার।।
মোর বাক্য শুন প্রভু দেখিনু স্বচক্ষে।
নারিবে অর্জ্জুনেরে কুমারগণ পক্ষে।।
স্নেহেতে অর্জ্জুন নাহি মারে শিশুগণে।
সেই হেতু এতক্ষণ জীয়ে সর্ব্বজনে।।
গোবিন্দ বলেন, আমি জানি অর্জ্জুনেরে।
যুদ্ধে তারে জিনে হেন না দেখি সংসারে।।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি কোন জন।।
কি করিবে তাহারে এ সব শিশুগণে।
যা কহিলা সত্য, পার্থ নাহি মারে প্রাণে।।
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব না হয় উচিত।
অর্জ্জুন ত নাহি কিছু করে অবিহিত।।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আছে শাস্ত্রের গোচরে।
বলেতে বিবাহ করে প্রশংসা তাহারে।।
তাই কহি কিবা দোষ কৈল ধনঞ্জয়।
আপন ভগিনী কর্ম্ম দেখ মহাশয়।।
অর্জ্জুনে তাহার যদি নাহি ছিল মন।
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এক্ষণ।।
না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা।
এক্ষণে ভাঙ্গিতে পার তাহার গরিমা।।
কিন্তু পার্থে জীয়ন্তে না ধরিতে পারিবা।
অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মারিবা।।
সুভদ্রা না জীবে তবে, ত্যজিবে জীবন।
কহ দেব ইথে হৈবে কি কর্ম্ম সাধন।।
এক্ষণে আমার এই মত মহাশয়।
সবাকার মত যদি তব আজ্ঞা হয়।।
প্রিয়ম্বদ একজন যাক আপনার।
প্রিয়বাক্যে ফিরাউক কুন্তীর কুমার।।
এক্ষণে আনিয়া তারে করাহ বিবাহ।
সংপ্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ।।
সকল মঙ্গল হৈবে, লোকেতে সম্মান।
মম চিত্তে ইহা বিনা নাহি লয় আন।।
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি হলধর।
ক্রোধ সম্বরিয়া তবে করিলা উত্তর।।
আমারে কি আর জিজ্ঞাসহ অকারণ।
করহ আপনি, তব যাহা লয় মন।।
যাহা চিত্তে করিয়াছ তাহাই হইবে।
তুমি যে কহিবা তাহা অন্য কে করিবে।।
আপনি সাত্যকি তুমি করহ গমন।

আনহ অর্জ্জুনে কহি মধুর বচন।।
এত বলি সাত্যকিরে পাঠাইয়া দিল।
ততক্ষণে রথে চড়ি সাত্যকি চলিল।।
আদিপর্ব্বে ভারত বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীদাস কহে, সাধু সদা করে পান। ।

www.bengaliebook.com

অভিমানে দুর্য্যোধনের স্বদেশ যাত্রা ও অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ

তবে রাজা দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
যাদব-সৈন্যের মধ্যে উত্তরিল গিয়া।।
শুনিল নিলেন পার্থ সুভদ্রা হরিয়া।
মহাক্রোধে দুর্য্যোধন উঠিল গর্জ্জিয়া।।
হে কৃপ, হে পিতামহ আচার্য্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখহ কর্ম্ম তনয় পাণ্ডুর।।
যে কন্যা নিমিত্ত রাম আনিলেন মোরে।
দেখহ দুষ্টের কর্ম্ম হরিল তাহারে।।
মোর দোষাদোষ সব জ্ঞাত হৈলা সবে।
এক্ষণে মারিব, দেখ কে রাখে পাণ্ডবে।।
কর্ণ বলে, মহারাজ বসি দেখ তুমি।
আজ্ঞা দিলে অর্জ্জুনে বান্ধিয়া আনি আমি।।
শুনি আজ্ঞা দিল তারে গান্ধারী-নন্দন।
শীঘ্র ধায় কর্ণ বীর লোহিত-লোচন।।
বৃকোদর বলে, কোথা যাস্ সূতসুত।
অর্জ্জুনে ধরিতে যাস্ বড়ই অদ্ভুত।।
সুরাসুর যক্ষ যারে না পারে সমরে।
তাহারে ধরিতে যাস্, লজ্জা নাহি করে।।
আরে মুখ দুরাচার এত অহঙ্কার।
এমত প্রতিজ্ঞা কর অগ্রেতে আমার।।
মম হস্তে রহে যদি তোমার জীবন।
তবে পার্থ সহ তুমি কর গিয়া রণ।।
এত বলি লাফ দিয়া পড়িল ধরণী।
গদা ফিরাইয়া যান যেন চক্রপাণি।।
বিদুর বলিল, তাত শুন দুর্য্যোধন।
পার্থ সহ দ্বন্দ্বে কি তোমার প্রয়োজন।।
বরণ করিয়া তোমা আনিল যে জন।
তাঁর ঠাঁই আগে গিয়া জিজ্ঞাস কারণ।।
সে যেমন কহিবে, করিবে সেই রীত।
পার্থ সহ কলহ তোমার অনুচিত।।
ভীষ্ম দ্রোণ বলিলেন এই সুবিচার।
যে আনিল, তাঁর ঠাঁই জান একবার।।
অনেক করিয়া দ্বন্দ্ব করিল বারণ।
দ্বারাবতী চলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।।
হেনকালে উপনীত হইল সাত্যকি।
মধুর কোমল ভাষে পার্থে বলে ডাকি।।
ক্রোধ ত্যজ ধনঞ্জয়, কি হেতু আক্রোশ।
না জানিয়া শিশু সব করিয়াছে দোষ।।
তোমার সহিত দ্বন্দ্ব কৈল না জানিয়া।
রাম কৃষ্ণ মন্দ বলিলেন তা শুনিয়া।।
এ কারণে শীঘ্রগতি পাঠালেন মোরে।
প্রবোধিয়া তোমারে বাহুড়ি লইবারে।।
একত্র বসিয়া যত বৃষ্ণি-ভোজগণ।
সুভদ্রাকে তোমারে করিবে সমর্পণ।।
সাত্যকির এতেক বিনয় বাক্য শুনি।
ত্যজিয়া সংগ্রাম শান্ত হৈলেন ফাল্গুনি।।
দুর্য্যোধন শুনি অভিমানেতে রহিল।
সসৈন্যে আপন দেশে বাহুড়ি চলিল।।
তবে পার্থ দারুকে করিয়া কৃতাঞ্জলি।
সবিনয়ে কহিতে লাগিল মহাবলী।।
যথা কৃষ্ণ তথা তুমি ইথে নাহি আন।
করিলাম অপরাধ, ক্ষম মতিমান।।
দারুক কহিল, পার্থ কৈল বড় কর্ম্ম।
বন্ধন এ নহে মম, রক্ষা কৈলে ধর্ম্ম।।

তুমি যদি আমারে না করিতে বন্ধন।
কোন্ লাজে দেখাতাম রামেরে বদন।।
এই মত লহ মোরে সাক্ষাতে তাঁহার।
নহিলে রামের ক্রোধ হইবে অপার।।
অর্জ্জুন বলেন, ইহা না হয় উচিত।
তোমার বন্ধনে কৃষ্ণ হবেন কুপিত। ।
চিত্তে করিবেন রাম কপট বন্ধন।
এত বলি মুক্ত করি দিলেন তখন।।
তবে যত যদুগণ সন্তুষ্ট হইয়া।
লইল অর্জ্জুন বীরে আদর করিয়া।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সুমতি।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক প্রভৃতি।।
সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া ভীম অর্জ্জুনের আগে।
পশ্চাৎ যাদব কাম আদি বীরভাগে।।
আগুসারি লইলেন দেব নারায়ণ।
হুলাহুলি দিল যত যদুনারীগণ।।
রত্নময় আসনে দোঁহারে বসাইয়া।
বেদ-অনুসারে তবে করাইল বিয়া।।
বসুদেব করিলেন ভদ্রা সম্প্রদান।
যতেক যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ।।
ভারতের পুণ্যকথা শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান।।

খাণ্ডব-বন দাহন

তবে কত দিনান্তরে পার্থ নারায়ণ।
গ্রীষ্মকালে যান দোঁহে ক্রীড়ার কারণ।।
যমুনার জলে গিয়া করেন বিহার।
রুক্মিণী সুভদ্রা সঙ্গে বহু পরিবার।।
যমুনার কূলে করি উত্তম আলয়।
ভক্ষ্য ভোজ্য আনিলেন বহু দ্রব্যচয়।।
ক্রীড়ান্তেতে দুই জন বসিল আসনে।
হেনকালে বিপ্রবেশে আইল হুতাশনে।।
মাথায় ত্রিজটা শোভে পিঙ্গল নয়ন।
উত্তপ্ত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের বরণ।।
কৃষ্ণার্জ্জুন অগ্রে দাঁড়াইল হুতাশন।
দোঁহার আশিস্ করি বলয়ে বচন।।
যদুকুলশ্রেষ্ঠ আর কুরুকুলসার।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি সমান দোঁহার।।
এই হেতু আসিয়াছি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুইজন মিলি মোরে করাহ ভোজন।।
হাসিয়া কহেন পার্থ, কহ বিচক্ষণ।
কোন ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবা এক্ষণ।।
ভক্ষ্য হেতু এত চাটু বল কি কারণ।
যে কিছু মাগহ ভক্ষ্য দিব এইক্ষণ।।
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয়।
আমি অগ্নি, বলি দিল নিজ পরিচয়।।
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর।
নির্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর।।
খাণ্ডব বনেতে বহু জীবের আলয়।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে দেহ ধনঞ্জয়।।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ পশু পক্ষিগণ।
যতেক আছয়ে তাহে, করাহ ভোজন।।
এত শুনি জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয়।
কহ মুনিরাজ, মম খন্ডাহ বিস্ময়।।
কি হেতু হইল ব্যাধিযুক্ত হুতাশন।
কিসের কারণে চাহে খাণ্ডব দাহন।।
মুনি বলে, শুন নৃপ পূর্ব্বের কাহিনী।
সত্যযুগে আছিল শ্বেতকী নৃপমণি।।
যজ্ঞ বিনা অন্য কর্ম্ম না জানে কখন।
নিরন্তর যজ্ঞ করে লেইয়া ব্রাহ্মণ।।
বহুকাল যজ্ঞ রাজা করে হেনমত।
সহিতে না পারে কষ্ট দ্বিজগণ যত।।
যজ্ঞ ত্যজি দ্বিজগণ করিল গমন।
বিনয় করিয়া রাজা বলিল বচন।।
পতিত নহি যে আমি, নহি কোন দোষী।
কোন হেতু মম যজ্ঞ না করহ ঋষি।।
দ্বিজগণ বলে, ভূপ না দূষি তোমারে।
শক্তি নাহি মো সবার যজ্ঞ করিবারে।।
অপ্রমিত যজ্ঞ তব, নাহি হয় শেষ।
সহিতে না পারি আর অগ্নিতাপ ক্লেশ।।
নয়ন নিরক্ত হৈল লোমহীন অঙ্গ।
শরীর নির্জীব হৈল, সদা অগ্নিসঙ্গ।।
দ্বিজগণ-বচন শুনিয়া নরপতি।
করিল অনেক বিধ সবিনয় স্তুতি।।
দ্বিজগণ বলে, রাজা বল অকারণ।
তব যজ্ঞ করে, হেন না দেখি ব্রাহ্মণ।।
ত্রিদশ ঈশ্বর শিবে সেবহ রাজন।
তাঁহা বিনা যজ্ঞ করে নাহি অন্য জন।।
দ্বিজগণ-বাক্যে রাজা তপ আরম্ভিল।
অনেক কঠোর করি মহেশে সেবিল।।
শিব তুষ্ঠ হইয়া বলেন, মাগ বর।

রাজা বলে, কৃপা যদি কৈলা মহেশ্বর।।
মম যজ্ঞ করে হেন নাহিক ব্রাহ্মণ।
আপনি আমার যজ্ঞ কর পঞ্চানন।।
হাসিয়া বলেন শিব, শুন মহারাজ।
মম কর্ম্ম নহে যজ্ঞ, ব্রাহ্মণের কাজ।।
যজ্ঞফল যাহা চাহ, মাগহ রাজন।
শুনিয়া নৃপতি বলে বিনয় বচন।।
না করিয়া যজ্ঞ, ফল নহে সুশোভন।
যজ্ঞের উপায় কিছু কহ ত্রিলোচন।।
মহেশ কহেন তব যজ্ঞে এত মন।
মম অংশে আছে এক দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ।।
তাহারে লইয়া যজ্ঞ কর নরবর।
যজ্ঞের সামগ্রী গিয়া করহ সত্বর।।
দুর্ব্বাসার যোগ্য যজ্ঞ করহ বিধান।
যেই মতে রক্ষা পায় দুর্ব্বাসার মান।।
শিব- আজ্ঞা পেয়ে রাজা গেল নিজ ঘর।
যজ্ঞের সামগ্রী করে দ্বাদশ বৎসর।।
সম্পূর্ণ সামগ্রী করি জানাইল হরে।
শিব করিলেন আজ্ঞা দুর্ব্বাসা মুনিরে।।
শিবের আজ্ঞায় হৈল ক্রোধ তপোধনে।
ছিদ্র কিছু পেয়ে আজি নাশিব রাজনে।।
এত অহঙ্কার করে শ্বেতকী রাজন।
যজ্ঞ হেতু করিল আমারে আবাহন।।
মনে ক্রোধ করিয়া চলিল মুনিবর।
যজ্ঞ করিবারে গেল সহ দণ্ডধর।।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে মহাতপোধন।
যখন যে মাগে মুনি যোগায় রাজন।।
শ্বেতকী রাজার যজ্ঞ অতুল সংসারে।
দুর্ব্বাসা আহুতি দেয় মুষলের ধারে।।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কৈল অবিরাম।
তিন লোক চমৎকার শুনে যজ্ঞনাম।।
সেই হবি খাইয়া হইল মন্দানল।
ব্যাধিযুক্ত দেহ অগ্নি হইল দুর্ব্বল।।
অগ্নিদেব চলিলেন ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে আপন দুঃখ কৈল নিবেদন।।
বিরিঞ্চি বলেন, লোভে এ দুঃখ পাইলা।
বহু হবি খেয়ে তুমি ব্যাধিযুক্ত হৈলা।।
ইহার ঔষধ আছে শুন হুতাশন।
খাণ্ডব বনেতে আছে বহু জীবগণ।।
যদি পার সেই বনে দগ্ধ করিবারে।
তবেত না রবে রোগ তব কলেবরে।।
ব্রহ্মার বচন শুনি সুপ্রচণ্ড বেগে।
খাণ্ডব বনেতে অগ্নি চলিলেন বেগে।।
অতি শীঘ্র উপনীত হয়ে সেইখানে।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি ভীষণ গর্জ্জনে।।
খাণ্ডবে আছিল বহু জীবের আলয়।
অনল দেখিয়া সবে মানিল বিস্ময়।।
কোটি কোটি মত্ত হস্তী সহিত হস্তিনী।
নিবাইল অগ্নি শুণ্ডে করি জল আনি।।
বড় বড় সর্প সব মহা ভয়ঙ্কর।
শত পঞ্চ সপ্ত অষ্ট দশ ফণাধর।।
মুখেতে করিয়া জল নিবারে অনল।
আর যত আছে জীব যার যত বল।।
নিবৃত্ত হইল অগ্নি নারিল দহিতে।
বহুবার উপায় করিল হেনমতে।।
খাণ্ডব দহিতে শক্ত নহে হুতাশন।
ক্রোধ চিত্তে গেল পুনঃ ব্রহ্মার সদন।।
বিনয় করিয়া বহু বলে বিরিঞ্চিরে।

না হৈল আমার শক্তি বন দহিবারে।।
মুহূর্ত্তেক থাকিয়া চিন্তিল মহামতি।
না কর হে ভয় অগ্নি স্থির কর মতি।।
ব্রহ্মা বলিলেন, আর না দেখি উপায়।
স্থির হৈয়া থাক তুমি কাল গতপ্রায়।।
ইহার বিধান এক কহি যে তোমায়।
সাবধান হয়ে শুন ইহার উপায়।।
নর নারায়ণ জন্মিবেন মহীতলে।
খাণ্ডব দহিবা দোঁহে সহায় হইলে।।
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি স্থির করি মন।
বহুকাল রোগমুক্ত রহিল তেমন।।
হইলে দ্বাপর শেষে দোঁহে অবতার।
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি গেল পুনর্ব্বার।।
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা দেব হুতাশন।
অতি শীঘ্র গেল যথা দেব নারায়ণ। ।
অগ্নির বচনে পার্থ করেন স্বীকার।
আশ্বাস পাইয়া অগ্নি বলে আরবার।।
সে বন দহিতে বিঘ্ন আছে বহুতর।
বনের রক্ষক সদা দেব পুরন্দর।।
অর্জ্জুন কহেন, দেবে নাহি মম ভয়।
বহু ইন্দ্র আসে, তবু করিব বিজয়। ।
মম যোগ্য ধনুর্ব্বাণ নাহি হুতাশন।
ইন্দ্র সহ যুঝিতে নাহিক অস্ত্রগণ।।
অবশ্য বিরোধ হৈবে দেবরাজ সঙ্গ।
তার যুদ্ধ-যোগ্য রথ নাহিক তুরঙ্গ।।
দেবরাজ ইন্দ্র সহ বিরোধ হইবে।
ত্রিজগৎ লোক তার সাহায্য করিবে। ।
সাহায্য করিতে হৈলে নাহি অস্ত্রগণ।
উপায় বিহনে সিদ্ধ নহে কদাচন।।
শ্রীকৃষ্ণের বাহুবল সহিবারে পারে।
হেন অস্ত্র নাহি তাঁরো হস্তের মাঝারে। ।
আপনি চিন্তহ তুমি ইহার উপায়।
খাণ্ডব দহিতে মোরা হইব সহায়।।
এত শুনি ধ্যান করি চিন্তে হুতাশন।
সখা বরুণেরে তবে করিল স্মরণ।।
অগ্নির স্মরণে আইলেন জলেশ্বর।
বরুণে দেখিয়া নিবেদিল বৈশ্বানর। ।
এমন সময়ে সখা কর উপকার।
চন্দ্রদত্ত রথ আছে আলয়ে তোমার।।
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সকল দিলে মম খণ্ডে সব দুখ।।
শুনিয়া বরুণ আনি দিল শীঘ্রগতি।
আরো আপনার পাশ দেন জলপতি।।
সুরাসুরে পূজিত গাণ্ডীব মহাধনু।
কপিধ্বজ রথজ্যোতি জিনি চন্দ্র ভানু।।
শুক্লবর্ণ চারি অশ্বরথে নিয়োজিত।
অক্ষয় যুগল তূণ অস্ত্রে সুশোভিত।।
বরুণ আনিয়া দিল অগ্নির বচনে।
অগ্নি তাহা সমর্পিল নর-নারায়ণে। ।
অস্ত্র লভি হরষেতে কুন্তীর নন্‌দন।
প্রদক্ষিণ করি রথে কৈল আরোহণ।।
নিজ শক্তি তবে অগ্নি পার্থেরে অর্পিল।
যেই শক্তি তেজে অগ্নি দানব দহিল।।
কৃষ্ণেরে করিয়া স্তব দেব হুতাশন।
কৌমোদকী গদা দিল চক্র সুদর্শন।।
এই দুই অস্ত্র দিব্য অতুল সংসারে।
তোমা বিনা অন্য জনে শোভা নাহি করে।।
দোঁহে রথে চড়িলেন নিজ নিজ সাজে।

www.bengaliebook.com

গোবিন্দ গরুড়ধ্বজে, পার্থ কপিধ্বজে।।
শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল উঠে পৰ্ব্বত আকার।।
দুই ভিতে বনের থাকেন দুই জন।
নিঃশঙ্কে দহয়ে বন দেব হুতাশন।।
প্রলয়ের মেঘ যেন, শুনি গড়াগড়ি।
নানাজাতি বৃক্ষ পোড়ে, শুনি বড়বড়ি।।
নানাজাতি পশু পোড়ে, নানা পক্ষিগণ।
নানাজাতি পুড়িয়া মরয়ে নাগগণ।।
প্রাণভয়ে কোন জন পলাইয়া যায়।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সবে অগ্নিতে ফেলায়।।
সিংহনাদ করি বলবন্ত কোন জন।
গর্জ্জিয়া বাহির হৈল করিবারে রণ।।
কৃষ্ণার্জ্জুন বাণ কাটি ফেলে ততক্ষণ।
আনন্দেতে হুতাশন করয়ে ভক্ষণ।।
যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব বিদ্যাধর।
অনেক পুড়িয়া মরে অরণ্য ভিতর।।
ভার্য্যা পুত্র সহ কেহ করে আলিঙ্গন।
ব্যাকুল হইয়া কেহ করয়ে রোদন।।
শীঘ্রগতি গিয়া কেহ পড়ে জলমাঝে।
জলজন্তু সহ ভস্ম হয় অগ্নিতেজে।।
জলেতে পুড়িয়া মরে শফরী কচ্ছপ।
বনেতে পুড়িয়া মরে বনবাসী সব।।
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
মহিষ শার্দ্দূল খড়্গী, না যায় লিখন।।
অসংখ্য কুঞ্জর পোড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত।
জম্বূক শশক নকুলের নাহি অন্ত।।
নানাজাতি নাগ পোড়ে গর্জ্জিয়া আগুণে।
শত পঞ্চ দশ ফণা ধরে কোন জনে।।
পৰ্ব্বত আকার অঙ্গ, গমনে পবন।
নানাজাতি পুড়িয়া মরয়ে পক্ষিগণ।।
আকাশে উড়য়ে কেহ পবনেরে তেজে।
অর্জ্জুন কাটিয়া বাণে ফেলে অগ্নিমাঝে।।
আকুল যতেক জীব করে কলরব।
মহাশব্দ হৈল, যেন উথলে অর্ণব।।
পৰ্ব্বত আকার অগ্নি উঠিল আকাশে।
স্বর্গবাসী দেবগণ পলায় তরাসে।।
ভয়েতে লইল সবে ইন্দ্রের শরণ।
দেবরাজে জানাইল খাণ্ডব দাহন।।
তোমার পালিত বন দহে হুতাশন।
অগ্নির সহায় হৈল নর দুই জন।।
এত শুনি কুপিত হইল দেবরাজ।
যুঝিবারে চলে লয়ে দেবের সমাজ।।
মহাভারতের কথা অমৃত- লহর।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি।।
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
শুনি অবহেলে তরে ভব-পারাপার।।
শ্লোকচ্ছন্দে সংস্কৃতে বিরচিল ব্যাস।
খাণ্ডব দাহন কথা শ্রবণে উল্লাস। ।
আদিপৰ্ব্ব ভারতের শুনে সাধুজনে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে।।

ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও ময়দানবাদির পরিত্রাণ লাভ

অতি ক্রোধে পুরন্দর, চড়ে ঐরাবতোপর,
বজ্র করে, ছত্র শোভে শিরে।
কোপেতে সহস্র আঁখি, লোহিতবরণ দেখি,
আজ্ঞা দিল যত অনুচরে।।
যত আছে দেবগণ, লয়ে নিজ প্রহরণ,
আইসহ আমার পশ্চাতে।
শুনিবারে উপহাস, তিলেক না করে ত্রাস,
মম বন পোড়ায় কি মতে।।
সহায় জনের সহ, বিনাশিব হব্যবাহ,
এত বলি চলে বজ্রপাণি।
সহ পরিবার যত, উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত,
চারি মেঘ চৌষট্টি মেঘিনী।।
যক্ষারূঢ় মহামতি, চলিল ধনের পতি,
ভয়ঙ্কর গদা ধরি করে।
মহিষে মৃত্যুর নাথে, লোকান্তক দণ্ডহাত,
চলিল সহিত সহচরে।।
নিজ নিজ যানরোহ, চলিল যতেক গ্রহ,
অষ্টবসু অশ্বিনীকুমার।
পবন ধনুক ধরি, মৃগে আরোহণ করি,
ইন্দ্র সহ কৈল আগুসার।।
চড়িয়া মকরধ্বজ, চলিল জলের রাজ,
পাশ অস্ত্র শোভে সব্য করে।
শিখি পৃষ্টে আরোহণ, শক্তিকরে ষড়ানন,
চলিল খাণ্ডব রাখিবারে।
এইমত গুটি গুটি, দেবতা তেত্রিশ কোটি,
গেল বন রক্ষার কারণে।
আইল গরুড়পক্ষী, সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী,
রক্ষাহেতু নিজ জ্ঞাতিগণে।।

চিত্তে বহু অনুরাগ, আইল অনন্ত নাগ,
কোটি কোটি ভুজঙ্গ সংহতি।
আইল তক্ষক সেনা, ধরে শত শত ফণা,
বিষবৃষ্টি পূর্ণ কৈল ক্ষিতি।।
যক্ষ রক্ষ ভূত দানা, সহ নিজ নিজ সেনা,
নানা অস্ত্রে শেল শূল লৈয়া।
এমত লিখিব কত, ত্রিভুবনে আছে যত,
বহে সবে আকাশ যুড়িয়া।।
তবে দেব পুরন্দরে, আজ্ঞা দিল জলধরে,
বৃষ্টি করি নিবার অনল।
আজ্ঞামাত্র অতি বেগে, সম্বর্ত্তাদি চারিমেঘে,
মুষল ধারায় ঢালে জল।।
প্রলয় কালের বৃষ্টি, যেন মজাইতে সৃষ্টি,
শিলা-জলে ছাইল আকাশ।
মহাঘোর ডাক ছাড়ে, ঝন্ঝনা ঘন পড়ে,
তিন লোকে লাগিল তরাস।।
দেখি পার্থ মহাবল, না পড়িতে বৃষ্টিজল,
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যে অস্ত্র উঠে রোষে, শোষকে সলিল শোষে,
বায়ব্যে সকল মেঘ উড়ে।।
মেঘ হৈল পরাজয়, অতি ক্রোধে দেবরায়,
বজ্র হানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে।
জানি নর-নারায়ণে, বজ্র না চলিল রণে,
বাহুড়ি আইল ইন্দ্রস্থানে।।
তবে ক্রোধে দেবরাজ, অস্ত্র ব্যর্থ পায় লাজ,
উপাড়িয়া আনিল মন্দর।
হুহুঙ্কারশব্দ ছাড়ে, যেন স্বর্গ ছিঁড়ি পড়ে,
আইসে মন্দর গিরিবর।।
ইন্দ্রপুত্র দিব্য শিক্ষা, ভরদ্বাজ-পুত্র দীক্ষা,

অজেয় গাণ্ডীব ধরে ধনু।
ক্ষিপ্রহস্তে এড়ে বাণ, গিরি করে খানখান,
চূর্ণ করে যেন ক্ষুদ্র রেণু।।
পর্ব্বত ফেলিল ছেদি, চমকিত জম্ভভেদী,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
অনেক করিছে রণ, নিবারিতে হুতাশন,
কে করিবে তাহার গণন।।
বায়ু অগ্নি ভিন্দিপাল, ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল,
পরশু মুদগার শেল শূল।
চক্রবাণ জাঠা জাঠি, নানা অস্ত্র কোটি কোটি,
অর্দ্ধচন্দ্র তোমর ত্রিশূল।।
তবল সাবল শাঙ্গী, ক্ষুরপা বেণব টাঙ্গি,
কুঠার পট্টিশ বহুতর।
ভল্ল শেল শব্দভেদী, কুন্ত খড়্গা রিপুচ্ছেদী,
সূচীমুখ খট্টাঙ্গ বিস্তর।।
যেন বৃষ্টি ঘোর বনে, ইন্দ্র ফেলে অস্ত্রগণে,
সব নিবারেণ ধনঞ্জয়।
অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে, যেন ভস্ম হৈয়ে উড়ে,
ক্ষণমাত্রে হৈল সব ক্ষয়।।
অগ্নি রাখে নারায়ণ, পার্থ করে মহারণ,
সুরাসুর সবারে নিবারে।
দেখি অর্জ্জুনের কাজ, সবিস্ময় দেবরাজ,
সুরাসুর আগু নহে ডরে।।
দেখি দেব ভঙ্গিয়ান, ক্রোধে হৈল আগুয়ান,
গর্জ্জিয়া গরুড় মহাবীর।
বজ্র সম দন্ত নখে, চলিল বিস্তার মুখে,
গিলিবারে পার্থের শরীর।।
আকাশে গরুড় পাখী, আইসে তখন দেখি,
দিব্য অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়।

ব্রহ্মশির নামে বাণ, পূর্ব্বে কৈল গুরু দান,
সকল হইল অগ্নিময়।।
গর্জ্জে ব্রহ্মশির-অস্ত্র, গরুড় হইল ব্যস্ত,
পলাইল শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গম।
নিজ পরিবার সঙ্গ, গরুড় দিলেক ভঙ্গ,
ক্রোধে ধায় যত ভুজঙ্গম।।
বিস্তারি সহস্র ফণ, শ্বাস বহে সমীরণ,
গর্জ্জনে শ্রবণে লাগে তালা।
বক্রমুখ দশ শত, বিষ বর্ষে অবিরত,
যেন শ্রাবণের মেঘমালা।।
ফাল্গুনি জানিল ফণী, গাণ্ডীব ধনুক টানি,
পিপীলিকা নামে বাণ এড়ে।
নানাবর্ণ নানারূপে, পিপীলিকা একচাপে,
সকল ভুজঙ্গে গিয়া বেড়ে।।
শিখী নামে দিব্য শর, এড়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
লক্ষ লক্ষ হইল ময়ূর।
উড়িয়া আকাশ দিকে, খণ্ড খণ্ড করি নাগে,
রক্তমাংস বরিষে প্রচুর।।
নারিল সহিতে রণ, পাছু হৈল ফণীগণ,
আগু হৈল যক্ষের ঈশ্বর।
কোটি কোটি যক্ষ সাথে, ভয়ঙ্কর গদা হাতে,
টঙ্কারিয়া নিল ধনুঃশর।।
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে, নানাবর্ণ অস্ত্র এড়ে,
মুহূর্ত্তেকে হৈল অন্ধকার।
না দেখি দিবসপতি, যেন অমাবস্যা- রাতি,
শরজালে ঢাকিল সংসার।।
যে অস্ত্রে যে অস্ত্র বারে, যথোচিত পার্থ মারে,
দৃষ্টিমাত্রে করিল সংহার।
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কোপে, দশনে অধর চাপে,

www.bengaliebook.com

গদা লয়ে ধায়ধনেশ্বর।।
পার্থ এড়ে বজ্রশর, বাজিল হৃদয়োপর,
খসিয়া পড়িল গদাবর।
চিন্তিয়া আপন মনে, বিমুখ হইল রণে,
রণ ত্যজি চলিল সত্বর।।
সংগ্রামে পাইয়া লাজ, বাহুড়িল যক্ষরাজ,
নিজ পরিবারের সংহতি।
এইমতে ধনঞ্জয়, সমরে পাইয়া জয়,
দেবতার করেন দুর্গতি।।
এইমত ক্রমে ক্রমে, অরুণ বরুণ যমে,
সবে আসি করিল সংগ্রাম।
সত্য আদি চারিযুগে, নহিল না হবে আগে,
সুরে নরে যুদ্ধ অনুপাম।।
যুদ্ধে হৈল পরিশ্রম, চূর্ণ হৈল পরাক্রম,
যক্ষগণ হইল বিমুখ।
বহু জ্ঞাতিগণ বধে, আইল পরম ক্রোধে,
নির্ব্বাণ করিতে হুতভূক।।
রাক্ষস দানব দানা, ভূত প্রেত অগণনা,
অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধর।
মুখেতে উলকা জ্বলে, মহারোল কোলাহলে,
পিশাচর সৈন্য ভয়ঙ্কর।।
বিবিধ আয়ুধ ধরে, ভয়ঙ্কর গদা করে,
কেহ লয়ে পর্ব্বত পাষাণ।
মার মার করি ডাকে, বৃক্ষ ধরি লাখে লাখে,
ধায় কেহ বিস্তারি বয়ান।।
দেখি দানবের সৈন্য, বাজাইয়া পাঞ্চজন্য,
সুদর্শন এড়েন মুরারি।
তেজে চক্র শত চণ্ড, ক্ষণমাত্রে লণ্ডভণ্ড,
করেন দানবগণ মারি।।

www.bengaliebook.com

রাক্ষস পিশাচচয়, বাণে কাটি ধনঞ্জয়,
কৈল বীর অগ্নির তর্পণ।
লিখিবারে পারি কত, সংগ্রামে পড়িল যত,
ভঙ্গ দিল, ছিল যত জন।।
এইমত পুনঃ পুনঃ সুরাসুর নাগগণ,
সংগ্রাম করিল অবিরাম।
হেনকালে বন মাঝ, তক্ষক পন্নগরাজ,
তার সুত অশ্বসেন নাম।।
সখা করি হরিহয়ে, খাণ্ডব তক্ষকালয়ে,
থাকে সহ নিজ পরিজন।
গৃহে রাখি ভার্য্যাপুত্রে, গিয়াছিল কুরুক্ষেত্রে,
সেইকালে কদ্রুর নন্দন।।
আচম্বিতে বন দহে, বেড়িলেক হব্যবাহে,
মাতা পুত্রে গণিল প্রমাদ।
উপায় না দেখি কিছু, কোলেতে করিয়া শিশু,
ফণিপ্রিয়া করয়ে বিষাদ।।
অনলে নাহিক ত্রাণ, নাহি রক্ষা পাবে প্রাণ,
অগ্নিতে ফেলাবে শর হানি।
হৃদয়ে ভাবিয়া দুখ, চাহিয়া পুত্রের মুখ,
কান্দি কহে তক্ষক-গৃহিনী।।
উপায় না দেখি আর, খাণ্ডবাগ্নি হতে পার,
শুন পুত্র আমার বচন।
প্রবেশহ মোর পেটে, যদিহ আমারে কাটে,
তুমি যাহ লইয়া জীবন।।
মাতার বচন ধরে, উদরে প্রবেশ করে,
বায়ুভরে উড়িল নাগিনী।
অন্তরীক্ষে যায় উড়ে, পার্থের সম্মুখে পড়ে,
দুই অস্ত্র এড়িল ফাল্গুনি।।
এক অস্ত্রে কাটে মুণ্ড, পুচ্ছ কাটি তিনখণ্ড,

নাগিণী পড়িল ভূমিতলে।
অশ্বসেন উড়ি যায়, পার্থ না দেখিতে পায়,
ইন্দ্র মোহ কৈল মায়াজালে।।
দেখি পার্থ মহাক্রুদ্ধ, পুনঃ ইন্দ্র সহ যুদ্ধ,
শরজালে ছাইল মেদিনী।
ইন্দ্রার্জ্জুনে মহারণ, চমকিত ত্রিভুবন,
আচম্বিতে হৈল শূণ্যবাণী।।
না কর না কর দ্বন্দ্ব, কেন হৈল মতিধন্ধ,
সংবর সংবর দেবরাজ।
এই নর-নারায়ণে, সংগ্রাম করিয়া জিনে,
নাহি হেন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ।।
কোন্ প্রয়োজন হেতু, যুদ্ধ কর শতক্রুতু,
অপমান পরিশ্রম সার।
যেই হেতু চিত্তে আছে, কুরুক্ষেত্রে আগু গেছে,
তব সখা কশ্যপ-কুমার।।
শূন্যবাণী শনি ইন্দ্র, সহ যত সুরবৃন্দ,
সমরেতে হইল বিরত।
স্বর্গে গেল সুরপতি, নাগগণ ভোগবতী,
যথাস্থানে গেল আর যত।।
নিষ্কণ্টকে হুতাশন, দহয়ে খাণ্ডব বন,
নানাবর্ণ পশুগণ পোড়ে।
ভক্ষ্য ভক্ষক এক ঠাঁই, কেহ কারে চাহে নাই,
ভয়ে বিপরীত ডাক ছাড়ে।।
কুঞ্জর কেশরী কোলে, মৃগব্যাঘ্র এক স্থলে,
মূষিক মার্জ্জার সহ বৈসে।
একত্র মণ্ডুক নাগে, সঞ্চান না চায় বকে,
দৃষ্টি নাই শার্দ্দূল মহিষে।।
প্রলয় অনল তাপে, ভ্রমে সদা লাফে লাফে,
উঠেছ বড় বৃক্ষের উপরে।

ভল্লুক নকুল যত, শিবাগণ শত শত,
প্রবেশয়ে বিবর ভিতরে।।
জলেতে যতেক বসে, অগাধ সলিলে পশে,
খেচর আকাশে উড়ি যায়।
কোথাও নাহিক ত্রাণ, হুতাশন লয় প্রাণ,
কৃষ্ণার্জ্জুন কাটেন সবায়।।
হেনকালে ময় নামে, আছিল তক্ষক ধামে,
নমুচি দানব সহোদর।
ভয়ে পলাইয়া যায়, পাছে খেদি অগ্নি ধায়,
যেই ভিতে দেব দামোদর।।
দানব দেখিয়া হরি, দেবতাগণের অরি,
সুদর্শন ছাড়িলেন তায়।
পাছে ধায় হুতাশন, মহাচক্র সুদর্শন,
দানব-ঈশ্বরে, গিয়া পায়।।
কাতরে ডাকয়ে ময়, রক্ষা কর ধনঞ্জয়,
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী কুন্তীসুত।
বেড়িলেক মহাচক্র, ক্ষুদ্র মীনে যেন নক্র,
পাছে অগ্নি যেন যমদূত।।
শব্দ শুনি ধনঞ্জয়, ডাকি বলে নাহি ভয়,
ভীম হয়ে ডাকে কোন্ জন।
অর্জ্জুন অভয় দিল, সুদর্শন বাহুড়িল,
অভয় দিলেন হুতাশন।।
দানব পাইল রক্ষা, বন দহে সর্ব্বভক্ষ্যা,
সকল করিল ভস্মময়।
মনোভীষ্ট করি ভোগ, খণ্ডিল অগ্নির রোগ,
সঙ্কল্পে তরিল ধনঞ্জয়।।
বিশাল খাণ্ডব বন, নানাবর্ণে বৃক্ষগণ,
নানা জাতি আছিল ওষধি।
পশু পক্ষী নাগ যত, লিখন করিব কত,

রাক্ষস দানব যক্ষ আদি।।
যতেক খাণ্ডববাসী, পুড়ি হৈল ভস্মরাশি,
কেবল রহিল ছয় জন।
আদিপর্ব্ব ব্যাসকৃত, পাঁচালী প্রবন্ধে গীত,
কাশীদাস দেব বিরচন।।

www.bengaliebook.com

মন্দপাল ঋষির উপাখ্যান

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
অগ্নিতে পাইল রক্ষা কোন্ ছয় জন।।
শুনিলাম ভুজঙ্গ দানব বিবরণ।
অগ্নিতে বাঁচিল কেবা আর চারি জন।।
মুনি বলে, শুন রাজা কথা পুরাতন।
মন্দপাল নামে এক ছিল তপোধন।।
ধার্ম্মিক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাধীর।
তপ করি সদাকাল ত্যজিল শরীর।।
তপঃক্লেশ ফলে দ্বিজ গেল স্বর্গবাস।
স্বর্গে বসি সর্ব্ব সুখে হইল নিরাশ।।
আর যত স্বর্গবাসী নানা সুখে সুখী।
স্বর্গেতে থাকিয়া দ্বিজ চিত্তে বড় দুঃখী।।
দুঃখচিত্তে দ্বিজ জিজ্ঞাসিল পুণ্যজনে।
স্বর্গে মম দুঃখ দূর নহে কি কারণে।।
কোন্ কর্ম্ম আমি না করিলাম ক্ষিতিতলে।
কি হেতু স্বর্গেতে মম সুখ নাহি মিলে।।
দেবগণ বলে, পুণ্যভূমি ভূমণ্ডল।
সেথা যাহা করে, স্বর্গে ভুঞ্জে সেই ফল।।
ভূমিতে জন্মিয়া কর্ম্ম বহুল করিলা।
তাই আজি তুমি স্বর্গবাসী যে হইলা।।
কিন্তু মর্ত্ত্যে পুত্রোৎপতি যে জন না করে।
পুণ্যনাশে অন্তে যায় নরক ভিতরে।।
বহু পুণ্যকর্ম্ম করে বহু করে দান।
নরকে প্রবেশে যদি নহে পুত্রবান।।
স্বর্গবাসে দুঃখ তুমি পাও সে কারণ।
অন্য পাপ নাহি ইথে, শুন তপোধন।।
এত শুনি মন্দপাল চিন্তিল অন্তরে।
স্বর্গবাসে দুঃখ মম না সহে শরীরে।।
পুনঃ গিয়া জন্ম লব পৃথিবী ভিতর।
পুত্র জন্মাইয়া স্বর্গে আসিব সত্বর।।
কোন্ জীব হৈলে হবে ঝটিতে সন্তান।
পক্ষী জাতি হৈব বলি চিন্তে মতিমান।।
ততক্ষণ দেবদেহ ত্যজি দ্বিজবর।
পক্ষী গর্ভে প্রাপ্ত হৈল সংসার ভিতর।।
শারঙ্গের মূর্ত্তি ধরি শারঙ্গী উদরে।
চারিপুত্র মন্দপাল উৎপাদন করে।।
কতদিনে খাণ্ডবেতে লাগিল দহন।
ধ্যানেতে জানিল মন্দপাল তপোধন।।
চারি পুত্র শিশু তারা, পক্ষ নাহি উঠে।
হেনকালে অগ্নিমধ্যে ঠেকিল সঙ্কটে।।
অগ্নিতে তরিতে শিশু না দেখি উপায়।
পুত্ররক্ষা হেতু মুনি ধ্যানেতে ধেয়ায়।।
সঙ্কল্প করিল আজি শ্রীকৃষ্ণ-পাণ্ডবে।
এক জীব না রাখিবে এই ত খাণ্ডবে।।
অগ্নি যদি রাখে, তবে জীয়ে পুত্রগণ।
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্নিরে স্তবন।।
তুমি ধাতা, তুমি ইন্দ্র, তুমি বৃহস্পতি।
সকল দেবের মুখ্য সর্ব্বদেব স্থিতি।।
চরাচরে যত বৈসে তোমাতে বিদিত।
হব্য কব্য যত কিছু ত্রিগুণ ব্যাপিত।।
তুমি ক্রুদ্ধ হৈলে কারো নাহিক নিস্তার।
তিলমাত্রে ভস্ম কর সকল সংসার।।
ব্রাহ্মণের ইষ্ট তুমি হও কৃপাবান।
চারি গুটি পুত্রে মোর দেহ প্রাণদান।।
দ্বিজ-স্তুতিবশে অগ্নি দিলেন অভয়।
শুনি মন্দপাল হৈল সানন্দ হৃদয়।।
খাণ্ডবে লাগিল অগ্নি মহাভয়ঙ্কর।

শারঙ্গী পুত্রের সহ চিন্তিত অন্তর।।
বালক অজাতপক্ষ এই চারি জন।
কি উপায়ে পুত্র সবে করিব রক্ষণ। ।
সকরূণে বলে তবে চারি পুত্রগণে।
এই গর্ত্তে প্রবেশ করহ এইক্ষণ।।
প্রচণ্ড অনল উঠে পর্ব্বত আকার।
আর কোন উপায়েতে না দেখি নিস্তার।।
নাহিক এমন শক্তি আমার শরীরে।
চারিজনে লয়ে আমি পলাই অচিরে।।
অশক্ত অজাতপক্ষ তোরা চারি জন।
গর্ত্তমধ্যে প্রবেশিয়া রাখহ জীবন।।
শিশুগণ বলে গর্ত্তে প্রবেশি কেমনে।
গর্ত্ত মধ্যে মূষা আছে বিকট বদনে।।
শারঙ্গী বলিল, মূষা লইল সঞ্চানে।
ক্ষণমাত্রে নিল এই মাত্র বিদ্যমানে।।
পুত্রগণ বলে, গর্ত্তে বড়ই সংশয়।
একে ঘোর অন্ধকার তাহে সর্পভয়।।
অদৃশ্য স্থানেতে যাই মন নাহি সরে।
কপালে আছয়ে যাহা, কে লঙ্ঘন করে। ।
বাহিরে থাকিলে যদি পুড়িব অনলে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈব, শাস্ত্রে ইহা বলে।।
কর্ম্ম-অনুসারে ফল ভুঞ্জিব এক্ষণ।
তুমি অন্য স্থানে যাহ লইয়া জীবন।।
অনেক মধুর বাক্য শারঙ্গী বলিল।
তথাপি এ চারি শিশু গর্ত্তে নাহি গেল।।
শিশু সব কহে, মাতা কেন কর দ্বন্দ্ব।
তোমায় আমার মাতা কিসের সম্বন্ধ। ।
মায়ামোহে পড়ি কেন হারাও জীবন।
আপনি থাকিলে কত পাইবে নন্দন।।
নিজ শক্তি থাকিতে মরহ কেন পুড়ি।
আইসে অনল দেখ শীঘ্র যাহ উড়ি।।
অনল হইতে যদি পাই প্রতিকার।
তোমার সহিত দেখা হবে পুনর্ব্বার।।
পুত্রের বচন শুনি শারঙ্গী উড়িল।
কানন দহিয়া তবে পাবক আইল।।
প্রচণ্ড অনল, তাতে মহাবায়ু বহে।
পর্ব্বত আকার জীবজন্তুগণ দহে।।
দেখিয়া কাতর সবে মুনির নন্দন।
জরিতরি নামে জ্যেষ্ঠ সারিসৃক্ক, দ্রোণ।।
স্তম্ভমিত্র নামে চারি মুনির নন্দন।
অগ্নি প্রতি যোড়করে করে নিবেদন। ।
আকুল হইয়া চারি জনে করে স্তুতি।
বালক অজাত পক্ষ মোরা চারি জন।
উপায় না দেখি কিছু রাখিতে জীবন। ।
সঙ্কটে ছাড়িয়া চলি গেল মাতা তাত।
তুমি কৃপা কর প্রভু দেখিয়া অনাথ।।
অনেক করিল স্তুতি শিশু চারি জন।
তুষ্ট হৈয়া বলিলেন দেব হুতাশন।।
না করিহ ভয় মন্দপালের তনয়।
পূর্ব্বে তোমাদের আমি দিয়াছি অভয়।।
আমা হৈতে ভয় না করিহ চারি জন।
যে বর মাগহ দিব করিলাম পণ।।
শিশুগণ বলে যদি হৈলা কৃপাবান।
মনোমত বর দেহ, মাগি তব স্থান।।
এখানেতে আছয়ে মার্জ্জার দুষ্টগণ।
আমাদের গ্রাসিবারে আসে অনুক্ষণ। ।
সে সকল ভস্ম যদি কর দয়াময়।
তবেত আমরা সবে হইব নির্ভয়।।

সহাস্যে কহেন তবে দেব হুতাশন।
নির্ভয়ে করহ সবে জীবন যাপন।।
এত বলি সর্ব্বভুক শিশু চারিজনে।
প্রাণ রাখি দহে বন ব্রহ্মার বচনে।।
কৃষ্ণার্জ্জুন-বিক্রমে বিমুখ দেবগণ।
নিবারিতে না পারিল খাণ্ডব দাহন।।
আশ্চর্য্য মানিয়া তবে দেব পুরন্দর।
দেবগণ সঙ্গে লৈয়া গগন উপর।।
কহিলেন কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনে ডাকিয়া।
তোমরা উভয়ে আজ একত্র মিলিয়া।।
যে কর্ম্ম করিলা তাহা অদ্ভুত কথন।
দেবের দুষ্কর ইহা, ছার নরগণ।।
তোমাদের পরাক্রম করি দরশন।
হইলাম সাতিশয় আনন্দিত মন।।
এই হেতু এক বাক্য বলি যে এখন।
মনোনীত বর মাগ, তোমা দুই জন।।
অর্জ্জুন বলেন, বর দিবে সুরেশ্বর।
দিব্য অস্ত্র তূণ তবে দেহ পুরন্দর।।
ইন্দ্র বলে, দিব অস্ত্র কত দিন গেলে।
শিবে তুষ্ট যখন করিবে তপোবলে।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বর মাগি যে তোমায়।
অর্জ্জুনের সনে যেন বিচ্ছেদ না হয়।।
হৃষ্ট হয়ে বর দিয়া গেল পুরন্দর।
কৃষ্ণার্জ্জুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর।।
বর দিয়া নিজস্থানে গেল হুতাশন।
হৃষ্ট হয়ে মম সহ যান কৃষ্ণার্জ্জুন।।
ব্যাস বিরচিত এই ভারত সুন্দর।
কাশী কহে, শ্রবণে পাপহীন হয় নর।।

সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ও পঞ্চ পাণ্ডবের পুত্রোৎপত্তি

অনন্তর অর্জ্জুন প্রভাসতীর্থে গিয়া।
দ্বাদশ বৎসর শেষ তথায় বঞ্চিয়া।।
তবে পুনঃ কতদিন রহি দ্বারাবতী।
ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন সুভদ্রা সংহতি।।
যুধিষ্ঠির-চরণে করেন প্রণিপাত।
ধর্ম্ম আশীর্ব্বাদ দেন শিরে দিয়া হাত।।
কুন্তী ভীমে প্রণমেন পার্থ সবিনয়ে।
আশীর্ব্বাদ দেন দুই মাদ্রীর তনয়ে।।
দ্রৌপদীকে সম্ভাষিতে অন্তঃপুরে যান।
পার্থে হেরিয়া কৃষ্ণার জাগে অভিমান।।
অধোমুখে রহিলেন অতি ক্রোধমন।
কতক্ষণ থাকি পার্থ বলেন বচন।।
কহ প্রিয়ে কি হেতু হও অভিমানিনী।
কেন না সম্ভাষ মোরে পাঞ্চাল নন্দিনী।।
দ্বাদশ বৎসর অন্তে হইল মিলন।
ইহাতে অপ্রিয় হেন না বুঝি কারণ।।
দ্রৌপদী বলিল, পার্থ নিদয় শরীর।
হেথা হৈতে গেলে মোর চিত্ত নহে স্থির।।
মোর স্থানে তোমার কি আর প্রয়োজন।
যথায় যাদবী তথা করহ গমন।।
শুনিয়া কহেন পার্থ হইয়া লজ্জিত।
তুমি হেন কহ দেরি না হয় উচিত।।
তোমা বিনা অর্জ্জুনের কে আছে সংসারে।
লক্ষ স্ত্রী হলেও তুমি সবার উপরে।।
আমরা যে পঞ্চ ভাই সকলি তোমার।
ভদ্রা হেতু কর ক্রোধ না বুঝি বিচার।।
শুনিয়া দ্রৌপদী মনে হইলা উল্লাস।
প্রিয়বাক্য দুই জনে হইল সম্ভাষ।।
আইলেন কত দিনে রাম-নারায়ণ।
নানারত্ন সঙ্গেতে অনেক দাসীগণ।।
অশ্ব হস্তী ধেনু বৃষ বিবিধ যৌতুক।
কৃষ্ণে দেখি ধর্ম্মরাজ পরম কৌতুক।।
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ লৈয়া দুইজনে।
অন্যান্যে সম্ভাষা করিলেন প্রীতমনে।।
কতদিন পরে তবে পাণ্ডবের প্রীতে।
বলভদ্র যান কৃষ্ণ রহেন তথাতে।।
তবে কতদিনে ভদ্রা হৈল গর্ভবতী।
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী।।
দ্বিতীয় চন্দ্রের জ্যোতি অঙ্গের বরণ।
রূপেতে করিলে আলো সকল ভুবন।।
রূপেতে বীর্য্যেতে হৈল জনক-সমান।
দ্বিজগণ নাম দিল করি অনুমান।।
অভিবন মনোহর সুন্দর শরীর।
মন্যুমান ক্রোধপর অতিশয় বীর।।
সে কারণ অভিমন্যু দিল তার নাম।
পশ্চাৎ কহিব যত তার গুণগ্রাম।।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পঞ্চজন হৈতে।
সবাই সমান হৈল রূপেতে গুণেতে।।
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ।
প্রতিবিন্ধ্য নাম হৈল ধর্ম্মের নন্দন।।
সুতসোম নাম বৃকোদর-সুত হৈল।
শ্রুতকর্ম্মা বলি নাম পার্থ সুতে দিল।।
শতানীক নাম হৈল নকুল-নন্দন।
সহদেবসুত নাম হৈল শ্রুতসেন।।

এই পঞ্চ নাম ধরে পঞ্চের সন্তান।
রূপ গুণ বল বীর্য্যে জনক সমান।।
পাণ্ডবের বংশবৃদ্ধি হইল এমত।
দেখি সবে পুত্রমুখ হৈল আনন্দিত।।
ভারত শ্রবণে কিছু না থাকে আপদ।
দুঃখ শোক দূর হয় বাড়য়ে সম্পদ।।
কাশীরাম দাস কহে, শুন সারোদ্ধার।
ইহা বিনা সংসারেতে সুখ নাহি আর।।
সুধাময় ভারত শ্রীব্যাসদেব রচিল।
এতদূরে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল।।